শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়-পত্রিকা

৩২শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৮৩ | ২য় সংখ্যা

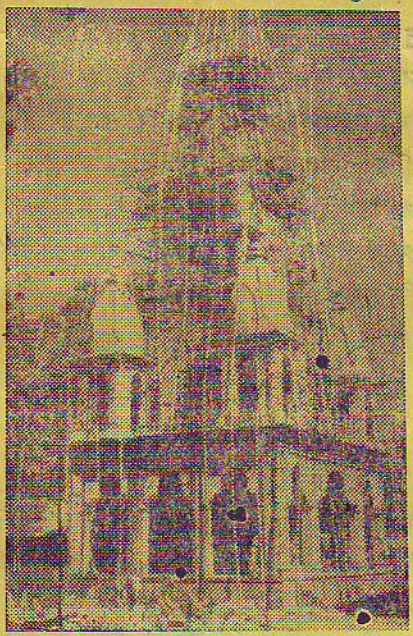

শিলিগুড়ি-শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠের নির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দির

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি. ই.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত রমাপতি দাসাধিকারী, ভক্তসুহৃদ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব-কর্ত্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-
আচার্য্যবর্য্য পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

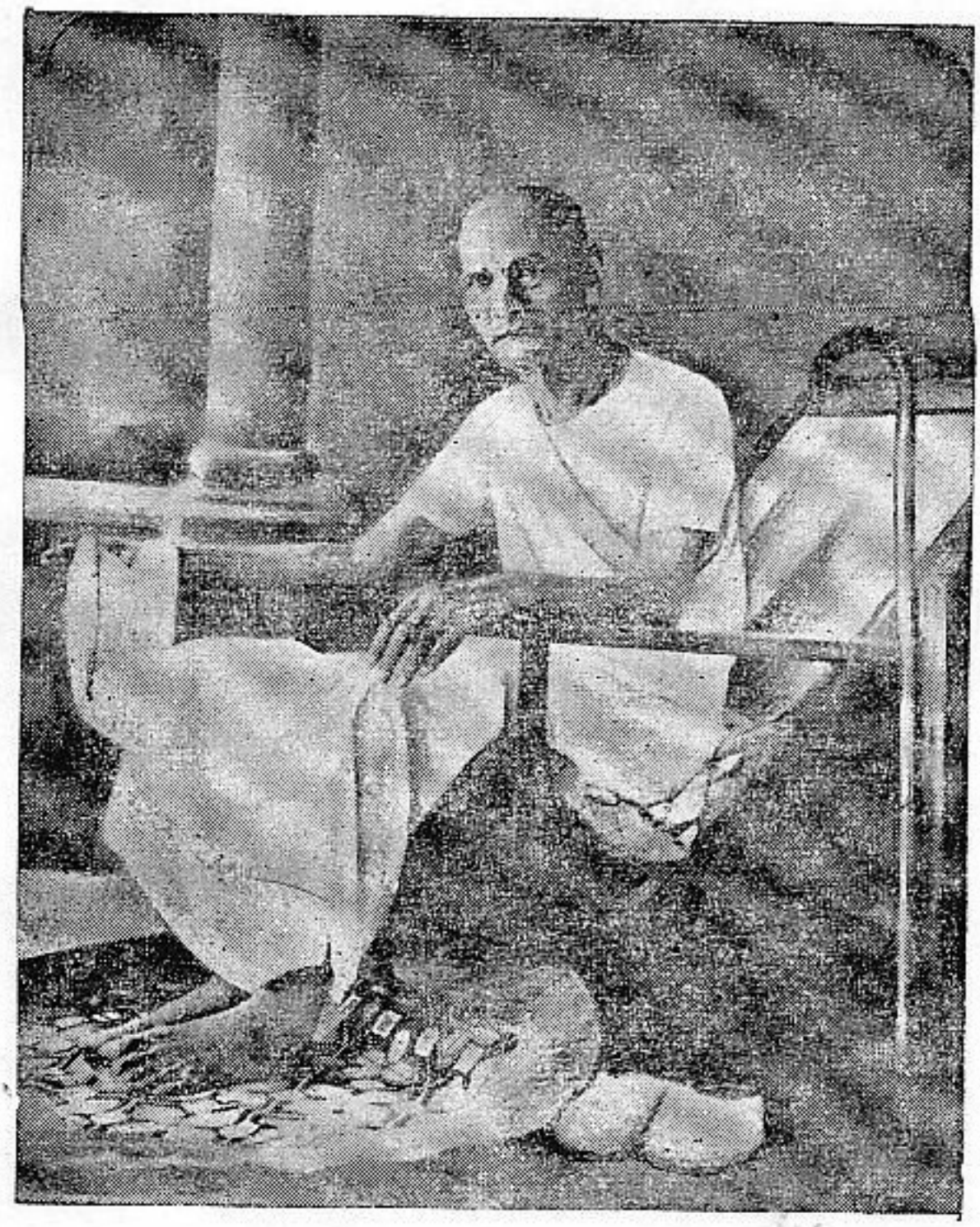

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

দ্বাত্রিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৪৯৪ বিষ্ণু হইতে ৪৯৫ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৮৬ ফাল্গুন হইতে ১৩৮৭ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৮০ মার্চ্চ হইতে ১৯৮১ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্তিবান্ধব

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

॥*॥ বার্ষিক ভিক্ষা—৮·০০ টাকা ॥*॥

দ্বাত্রিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

সূচী-পত্র

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
১। অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতম্	৬।২১৪, ৭।২৫০, ৮।২৯২
২। অরুণোদয়বিদ্ধা (সাময়িকী)	২।৬৯
৩। অষ্ট মহাদ্বাদশী	৭।২৫৫, ১১।৩৯৪
৪। আচার্য্য-সন্তান	৫।১৮৯
৫। আত্যন্তিক মঙ্গলার্থীর জ্ঞাতব্য	১।২১
৬। আর্ত্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশকম্	১১।৩৭১, ১২।৪০৭
৭। আশা	৫।১৬৬
৮। ঈশ্বর	১।২৩
৯। ঊর্জ্জব্রতকালে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	১২।৪৩৬
১০। এ কোন্ রোগের হাসপাতাল ?	৬।২১১
১১। কর্ম্মীর কাণাকড়ি	১২।৪১১
১২। কার্ত্তিকব্রত-মাহাত্ম্যম্—শ্রী	৯।২৯৯
১৩। কার্ত্তিকব্রতে বিধিনিষেধাঃ	১০।৩৩৫
১৪। গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব চন্দ্রিকা	১১।৩৭৮
১৫। গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম	৬।১৯৫
১৬। গুরু-কৃপা—শ্রী	১০।৩৪৮
১৭। গুরুদাস	১১।৩৭৪
১৮। গোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্—শ্রী	৫।১৫১
১৯। গৌড়ীয়ের দ্বাত্রিংশ-বর্ষ	১।৩৪
২০। গৌরাঙ্গস্তোত্ররত্নম্—শ্রী	৩।৭৭
২১। চাতুর্ম্মাস্য	৭।২২৪
২২। চৈতন্যলীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—শ্রী	৩।১০২, ৫।১৬৭, ৬।২০২, ৭।২৪১, ৮।২৮৪, ৯।৩১২

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
২৩। ছয় গোস্বামী	৪।১২৯, ৪।১৭৩
২৪। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-শ্রীশ্রী	৪।১৪৯
২৫। জগন্নাথাষ্টকম্—শ্রীশ্রী	৪।১১৩
২৬। জগন্নাথ-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৬।২২৩
২৭। জয়দেব গোস্বামী—শ্রীল	১।২৬
২৮। জন্মাষ্টমী-মহোৎসব—শ্রীশ্রী	৮।২৯৫
২৯। জন্মাষ্টমীতিথিতে বক্তৃতার সার—শ্রীশ্রী	৮।২৯৫
৩০। জীব	৭।২৩৬
৩১। দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ব্যাসপূজা-কালে—শ্রী	১১।৪০১
৩২। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা—শ্রীল	১০।৩৩৭
৩২(ক)। নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা (নিমন্ত্রণ-পত্র)	১২।৪৩৯
৩৩। নিন্দা	৭।২৪০
৩৪। পঞ্চ-সংস্কার	৩।৮২
৩৫। পত্রোত্তর (পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকা)	২।৭১
৩৬। পরমগুরুদেবের বিরহ-বাসরে বক্তৃতা	১২।৪৩১
৩৭। প্রকট-তিথিতে কুসুমাঞ্জলি	২।৫৩
৩৮। প্রভুপদে মিনতি	১২।৪২১
৩৯। প্রতিবন্ধক	৮।২৬১
৪০। প্রশ্নোত্তর (গৃহী বৈষ্ণবের বিবাহ)	২।৬৬
৪১। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (গৌর-জন্মতিথি উপবাসের বিধি)	৫।১৮১
৪২। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (বৈষ্ণব শিবপূজা করিবেন কি না ?)	৬।২০০
৪৩। প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ (যে-কোন দেবতাকে দর্শন করিলেও বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুরই স্মরণ করেন)	৯।৩২১
৪৪। প্রাপ্ত-পত্র (চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত)	৪।১৩৯
৪৫। প্রার্থনা	১০।৩৫২
৪৬। বলদেব স্তোত্র—শ্রীশ্রী	৬।১৮৭
৪৭। বলরাম-স্তোত্রম্—শ্রীশ্রী	৮।২৫৯
৪৮। বর্ষ-প্রবেশ	৩।৭৯

বিষয় সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

৪৯ বর্ষ-শেষে নিবেদন ১২।৪৩৭
৫০। বাউল-মতের বিচার ৫।১৬০
৫১। বিরহ-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ-পত্র ৮।২৯৮
৫২। বিরহ-বাসরে ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলিঃ ১২।৪১৮
৫৩। বিরহ-মহোৎসব (সাময়িকী) ৯।৩২৭
৫৪। বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবসে মহোৎসব ৪।১৪৬
৫৫। বৈষ্ণব ১।১৯
৫৫(ক)। বৈষ্ণব-বংশ ৪।১৫৫
৫৬। বৈদিক ভারতীয় চিন্তাধারা ও তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা ৩।৭৯
৫৭। বৈষ্ণব-মহিমা—শ্রীশ্রী ৬।১৯৪
৫৮। বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ১০।৩৪৩
৫৯। ব্যাসপূজা-মহোৎসব (পত্র) ১১।৬০৪
৬০। ব্যাসপূজা-মহোৎসবে কৃপাবঞ্চিতের নিবেদন (সাময়িকী)—শ্রীশ্রী ২।৭৪
৬১। ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ৯।৩২৯, ১০।৩৫৬, ১১।৩৮৬, ১২।৪২২
৬২। ভক্তপরিচর্য্যা-মাহাত্ম্য ৮।২৭৯
৬৩। ভগবান্ আচার্য্য—শ্রী ১২।৪১৫
৬৪। ভজন ৮।২৭১
৬৫। ভক্তিপূরিত কুসুমাঞ্জলি ১১।৩৮৪
৬৬। মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ১।১২, ৫।১৯১, ৭।২৩০, ৮।২৬৬
৬৭। মহর্ষিভৃগু-কৃতং শ্রীবিষ্ণুস্তোত্রম্ ১।১, ২।৮১
৬৮। মহারাজ চিত্রকেতু ১০।৩৫৩
৬৯। রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু—শ্রীশ্রী ৯।৩০৭
৭০। রথযাত্রা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী (সাময়িকী) ৭।২৫৭
৭১। রাজা বীরহাম্বীর ৮।২৭৭, ৯।৩০৯
৭২। রিক্সাওয়ালা ৩।৯০
৭৩। শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায় ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি ৪।১২৮
৭৪। শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ ১।৪
৭৫। শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ? ১।২৯, ২।৫৫, ৩।৯২, ৪।১২২, ৫।১৬২

বিষয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
৭৬। শ্রীব্যাসপূজা	১০।৩৬৭
৭৭। শ্রীগৌরাঙ্গ	৯।৩০২
৭৮। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব (উৎসব-সংবাদ)	২।৭২
৭৯। সঙ্গত্যাগ	২।৬১, ৪।১৩৪
৮০। সত্যানুসন্ধান ও লোক-প্রিয়তা	৯।৩১৭
৮১। সদাচার	৪।১১৬
৮২। সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা (আহ্বান-পত্র)	৩।১১০
৮৩। সনাতন ধর্ম্ম	৬।২২০
৮৪। সমজ্ঞান বা সমদর্শন	১০।৩৬৩
৮৫। সমাজে মানবতার রূপ-সৌন্দর্য্য	১১।৩৯৮
৮৬। Remarks of the Superintendent, Nabadwip General Hospital	
৮৭। Statement about Ownership of the Patrika.	৪।১৪৮ ১।৪০

সানুনয় আবেদন

সবিনয় নিবেদন এই যে, শ্রীপত্রিকার বার্ষিক দেয় ভিক্ষা এখনও যাঁহারা জমা দেন নাই তাঁহারা পত্রিকা পাওয়া মাত্রই দয়া করিয়া বাকী টাকা ও আগামী বৎসরে জন্য দেয় ১০'০০ সমেত সমস্ত টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা করিতে অনুরোধ জানাই।

বিনীত—

শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

প্রকাশক,

শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩২শ বর্ষ | গর্ভোদশায়ী, ১৩ বিষ্ণু, ৪৯৪ গৌরাব্দ
শুক্রবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৮৬ ; ইং ১৪।৩।১৯৮০ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

মহর্ষিভৃগু-কৃতং শ্রীবিষ্ণুস্তোত্রম্

[পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব-বিরচিতম্।]

যেঽর্চ্চয়ন্তি সুরানন্যাংস্ত্বাং বিনা পুরুষোত্তম।
তে পাষণ্ডত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাঃ ॥১॥

হে পুরুষোত্তম! যে-সকল মনুষ্য আপনা ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণের অর্চ্চন করে, তাহারা পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া সকলের নিন্দার পাত্র হইয়া থাকে ॥১॥

বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং ত্বমেবেজ্যো জনার্দ্দন।
নান্যঃ কশ্চিৎ সুরাণান্তু পূজনীয়ঃ কদাচন ॥২॥

হে জনার্দ্দন! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের আপনিই পূজনীয়। দেবগণের মধ্যে অন্য কেহ কখন পূজনীয় নহেন ॥২॥

অনর্হা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা রজস্তমো বিমোহিতাঃ।
ত্বং শুদ্ধসত্ত্বগুণবান্ পূজনীয়োঽগ্রজন্মনাম্ ॥৩॥

ব্রহ্মা ও মহেশ্বর রজোগুণ ও তমোগুণে অভিভূত, এই কারণে উঁহারা অশুদ্ধ। আপনি শুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন, অতএব আপনি ব্রাহ্মণদিগের পূজ্য ॥৩॥

ত্বৎপাদসলিলং সেব্যং পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাং।
সর্ব্বেষাং ভূসুরাণাঞ্চ মুক্তিদং কল্মষাপহম্ ॥৪॥

আপনার পাদোদক দেব ও পিতৃগণের সেবনীয় এবং ব্রাহ্মণদিগেরও মুক্তিপ্রদ ও পাপনাশক হইয়া থাকে ॥৪॥

ত্বদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টশেষং বৈ পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাং।
ভূসুরাণাঞ্চ সেব্যং স্যান্নান্যেষান্তু কদাচন ॥৫॥

আপনার ভুক্ত-উচ্ছিষ্টের অবশেষ পিতৃগণ, দেবগণ ও ব্রাহ্মণদিগেরও সেবনীয়, কিন্তু অন্যান্য দেবগণের উচ্ছিষ্ট কখন সেবাযোগ্য নহে ॥৫॥

ইতরেষান্তু দেবানামন্নং পুষ্পং জলং তথা।
অস্পৃশ্যন্তু ভবেৎ সর্ব্বং নির্ম্মাল্যং সুরয়া সমম্ ॥৬॥

ইতর দেবতাগণের অন্ন, পুষ্প ও জল অস্পৃশ্য হয় এবং সেই সকল নির্ম্মাল্য সুরার ন্যায় অপবিত্র হইয়া থাকে ॥৬॥

তস্মাদ্বৈ ব্রাহ্মণো নিত্যং পূজয়িত্বা সনাতনং।
ত্বত্তীর্থং ভুক্তমন্নঞ্চ ভজেত্তৈবানিশং বুধঃ ॥৭॥

অতএব জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ নিত্য-সনাতন হরির পূজা করিয়া তাঁহার ভুক্ত অন্ন ও জল নিরন্তর সেবন করিবেন ॥৭॥

নান্যং দেবং নিরীক্ষেত ব্রাহ্মণো ন চ পূজয়েৎ।
নান্যপ্রসাদং ভুঞ্জীত নান্যস্যায়তনং বিশেৎ ॥৮॥

ব্রাহ্মণ আপনা ভিন্ন অন্য দেবতার দর্শন, অর্চ্চন, প্রসাদভোজন এবং অন্য দেবালয়ে প্রবেশ করিবেন না ॥ ৮ ॥

ন দদাতি হি যো বিপ্রঃ পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
তদ্ভুক্তমন্নতীর্থঞ্চ তৎ সর্ব্বং বিফলং ভবেৎ ॥৯॥

যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধকার্য্যে পিতৃলোকের উদ্দেশে আপনার ভুক্ত অন্ন ও জল দান না করেন, তাঁহার সেই শ্রাদ্ধ বিফল হইয়া থাকে ॥৯॥

কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
পতন্তি পিতরস্তস্য নরকে পূয়শোণিতে ॥১০॥

তাঁহার পিতৃগণ শতকোটি কল্প ও সহস্রকোটি কল্প পূঁজ ও শোণিত-পূর্ণ নরকে নিমগ্ন থাকেন ॥১০॥

নিবেদিতং তব বিভো যো জুহোতি দদাতি বা।
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ তৃপ্তিরানন্ত্যমশ্নুতে ॥১১॥

হে বিভো! যে ব্যক্তি আপনাকে অগ্রে নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত বস্তু যদি দেবতাদের উদ্দেশে হোম এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করেন, তাহা হইলে সেই দেব ও পিতৃগণ অনন্তকাল তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥১১॥

তস্মাত্ত্বমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নান্যোঽস্তি কশ্চন।
মোহাদ্ যঃ পূজয়েদন্যান্ স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥১২॥

অতএব ব্রাহ্মণগণের আপনিই পূজ্য, অন্য কোন দেবতা পূজনীয় নহেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ অন্যান্য দেবগণের পূজা করে, সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই পাষণ্ড হইয়া থাকে ॥১২॥

ত্বং হি নারায়ণঃ শ্রীমান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥১৩॥

আপনি নারায়ণ, আপনি শ্রীমান্ এবং আপনি বাসুদেব ও সনাতন। আপনি বিষ্ণু, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, পরমাত্মা ও মহেশ্বর ॥১৩॥

উপাস্যঃ সেব্যা বিপ্রাণাং ব্রাহ্মণ্যঃ শুদ্ধসত্ত্ববান্।
পূজ্যত্বাদ্ ব্রাহ্মণানাং বৈ শুদ্ধসত্ত্বগুণাদপি ॥১৪॥
ত্বং হি কেবলং দেবানাং ব্রাহ্মণত্বমবাপ্নুহি।
ত্বমেব হি সদা বিপ্রা ভজন্তি পুরুষোত্তমং
ব্রাহ্মণাস্তে বভূবুস্তে নান্যে তত্র ন সংশয়ঃ ॥১৫॥

ব্রাহ্মণগণের কেবল আপনিই উপাস্য, কারণ, আপনি ব্রহ্মণ্য এবং আপনি বিশুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন। ব্রাহ্মণগণের পূজনীয় বলিয়া এবং বিশুদ্ধসত্ত্ব-গুণ থাকায় সমস্ত দেবতাগণের মধ্যে আপনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই আপনি যে পুরুষোত্তম, আপনার আরাধনা করেন, আপনার অনুগ্রহে তাঁহারাই ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন, অপরে ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, ইহা অবধারিত ॥১৪-১৫॥ (ক্রমশঃ)

শৌক্র ও বৃত্তগত বর্ণভেদ

বর্ণ কাহাকে বলে ও তাহার উৎপত্তি-কাল

দর্শনেন্দ্রিয়-দ্বারা বস্তু-বিষয়ক নিদর্শনের বিশেষত্ব উপলব্ধি যে-পরিচয়ে সিদ্ধ হয়, তাহাকে বর্ণ বলে। দ্রষ্টার অভাবে বা দর্শনের বিশিষ্ট-জ্ঞানাভাবে বিশিষ্টলক্ষণ-গত বর্ণের উপলব্ধি নাই। সৃষ্টির প্রারম্ভে জীবগণের বর্ণ-বিচারে নির্ব্বিশেষ-ভাব প্রবল ছিল। ক্রমশঃ সত্য-যুগাবসানে ত্রেতা-মুখে চারিটী বর্ণ বিভাগ লক্ষিত হয়। এবিষয়ে শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্ব-মোক্ষধর্ম্মে ১৮৮ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং **সর্ব্বং-ব্রাহ্মমিদং জগৎ**।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব-সৃষ্টং হি **কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্**॥ ১০॥

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে সৃষ্ট **সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল**, জীবের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য ছিল না; পরে **কর্ম্মদ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।**

সত্যযুগে সকলেরই এক 'হংস'-বর্ণে অবস্থিতি এবং ত্রেতাযুগ হইতেই স্বভাবানুসারে বর্ণের উৎপত্তি

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ, ১৭ অধ্যায়ে,—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ॥ ১০॥
ত্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াত্রয়ী॥ ১২॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্ শূদ্রাঃ মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচার লক্ষণাঃ॥ ১৩॥

সত্যযুগের আদিতে মানবগণের একমাত্র বর্ণ ছিল এবং উহা 'হংস' নামে কথিত হইত। হে মহাভাগ, আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয় আবির্ভূত হইয়াছিল। আমার বিরাট্ ব্রহ্মরূপের মুখ, বাহু, উরু ও পদদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণ স্ব-স্ব আচার-জ্ঞাপক স্বভাব-ভেদে উৎপন্ন হইল।

বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন লক্ষণ, বৃত্তি ও স্বভাব

যে-যে লক্ষণ, বৃত্তি, স্বভাব বা প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিশিষ্ট বর্ণ পার্থক্যলাভ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তমস্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়,—

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ **ব্রহ্মলক্ষণম্** ॥ ২১ ॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ **ক্ষত্রলক্ষণম্** ॥ ২২ ॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণং।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং **বৈশ্যলক্ষণম্** ॥ ২৩ ॥
শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং ॥২৪॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব নিনির্দ্দিশেৎ ॥৩৫॥

ব্রাহ্মণের লক্ষণ—শম, দম, তপ, শুদ্ধাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য। **ক্ষত্র-লক্ষণ**—শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজ, ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য। **বৈশ্য-লক্ষণ**—দেবগুরু ও ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আস্তিক্য, উদ্যম নিত্যনৈপুণ্য। **শূদ্রের লক্ষণ**—সাধুদিগের নতি, শুদ্ধাচার, প্রভুর নিষ্কপট-সেবা, মন্ত্রহীনতা, যজ্ঞহীনতা, অচৌর্য্য, সত্য ও গো-বিপ্রের রক্ষা। এই সকল কথিত লক্ষণ পুরুষের বর্ণ নির্দ্দেশ-কারক। **যদিও অন্য লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট মানবক দৃষ্ট হয়, তাহার লক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ বৃত্ত, স্বভাব বা প্রকৃতি অনুসারে বর্ণের বিশেষ নির্দ্দেশ করিবে। অন্যথা অকরণে নির্দ্দেশকারী আচার্য্যের প্রত্যবায় হইবে।**

মানবের তিন প্রকার জন্ম—মাতৃ, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ

মানবের জন্ম ত্রিবিধ। শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক। মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৬৯ শ্লোক :—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জি-বন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞ-দীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ ॥

মাতা হইতে সর্ব্বাগ্রে মানবকের জন্ম হয়, মৌঞ্জিবন্ধন বা উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিতীয় জন্ম-লব্ধ দ্বিজ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ-দীক্ষায় বেদ-শ্রবণ (সম্বন্ধজ্ঞান) হইতে তৃতীয় জন্ম লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধ, ৩১ অধ্যায়, ১০ম শ্লোক এবং দশমস্কন্ধ ২৩ অধ্যায়, ৪০ শ্লোক—

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্র-সাবিত্র্য-যাজ্ঞিকৈঃ। (ভাঃ ৪।৩১।১০)

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্। (ভাঃ ১০।২৩।৪০)

শ্রীধরস্বামী, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ও চক্রবর্ত্তীঠাকুর টীকায় লিখিয়াছেন,—

"শুক্রসম্বন্ধিজন্ম বিশুদ্ধমাতাপিতৃভ্যামুৎপত্তিঃ। সাবিত্র্যমুপনয়নেন, যাজ্ঞিকং দীক্ষয়া। ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম।"

অর্থাৎ বিশুদ্ধ পিতামাতা হইতে জন্মের নাম **শৌক্র-জন্ম**। উপনয়ন-সংস্কার-দ্বারা আচার্য্য ও গায়ত্রী হইতে **দ্বিতীয় সাবিত্র্য-জন্ম** অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। দীক্ষাদ্বারা যাজ্ঞিক জন্ম, ইহাই পারমার্থিক **ব্রাহ্মণ-জন্ম**।

ত্রিবিধজন্ম-মধ্যে কোন্ জন্মে কাহার অধিকার

ব্রাহ্মণের একমাত্র দৈক্ষ্য বা যাজ্ঞিক জন্মের যোগ্যতা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাবিত্র্য বা উপনয়ন-সংস্কারময় দ্বিতীয় জন্মে যোগ্যতা। বর্ণ চতুষ্টয়ের শৌক্রজন্ম-যোগ্যতা আছে। **শূদ্রের সংস্কার, মন্ত্র ও যজ্ঞ-ক্রিয়া নাই।** শৌক্রজন্ম লাভ করিয়া জীবের আচার্য্যের কৃপায় দ্বিতীয় জন্ম-যোগ্যতা লাভ করিবার পর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৃত্তগত বর্ণ লভ্য হয়। সাবিত্র্য জন্ম লাভ করিয়া দ্বিজ মন্ত্রদীক্ষা-প্রভাবে তৃতীয় বা যাজ্ঞিক-জন্ম লাভ করেন। **শৌক্র-জন্ম লাভ করিয়া অসংস্কৃত মানব দীক্ষার পরিবর্ত্তে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা লাভ করেন। পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাফলে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের অভাব বা অপূর্ণতা থাকে না।**

শৌক্রজন্ম-বিচারে যে সংস্কার, তাহা অশুদ্ধ

যামল বলেন,—কলিকালে শৌক্র-বর্ণগত বিচার অবলম্বন করিয়া যে সাবিত্র্য সংস্কার দেওয়া হয়, উহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সংস্কার শব্দবাচ্য নহে। তজ্জন্য পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা সম্পন্ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম-যোগ্যতা বা উপনয়ন-সংস্কারের অযোগ্যতা বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের সম্ভাবনা নাই। যামল বলেন,—

অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।

(হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ, ৩ সংখ্যাধৃত)

কলিকালে শৌক্রবিচারে যে সাবিত্র্য সংস্কার হয়, তাহা অসংস্কৃত শূদ্রের সংস্কার-রাহিত্যের তুল্য।

দীক্ষাপ্রভাবে শৌক্রশূদ্রেরও ব্রাহ্মণত্ব লাভ

পঞ্চরাত্র আরও বলেন :—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংসং রস-বিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ, ৭ম সংখ্যাধৃত)

যেরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বলে কাংস স্বর্ণত্ব লাভ করে, সেইরূপ মানবগণের পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা (সম্বন্ধজ্ঞান) বিধানক্রমে দ্বিজত্ব লাভ ঘটে। শ্রীমহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব ১৬৩ অধ্যায়, ৪৬, ৫০-৫১ শ্লোক—

এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূন-জাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য **বৃত্তমেব তু কারণম্॥**
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

নিম্নকুলোদ্ভূত শৌক্রশূদ্রও ইহজীবনে এইসকল কর্ম্মফল-প্রভাবে আগম-সম্পন্ন হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। দীক্ষিত অসংস্কৃত মানব উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত হইলে দ্বিজ হন। **'শৌক্রজন্ম', 'প্রাণহীন ক্রিয়াপর সংস্কার', 'সম্বন্ধজ্ঞানরহিত বেদাধ্যয়ন', 'আধুনিক শৌক্র-পারম্পর্য্য'** প্রভৃতি সংস্কার-গ্রহণে যোগ্যতা প্রদান করে না। দ্বিজত্বের একমাত্র কারণ বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতি। স্বভাব-ক্রমেই পৃথিবীতে ব্রাহ্মণের সংস্কার বিধান হইয়া থাকে। শূদ্রও ব্রাহ্মণ বৃত্ত, স্বভাব, লক্ষণ বা প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

লক্ষণদ্বারাই ব্রাহ্মণ-নির্ণয়ের প্রথা শাস্ত্রানুমোদিত

ছান্দোগ্য মাধ্বভাষ্যধৃত সাম-সংহিতাবাক্য—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোঽনার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ॥

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে সাক্ষাৎ কুটিলতা। গৌতম ইহা জানিয়াই সত্যকাম-জাবালকে সাবিত্র্য উপনয়ন-সংস্কার দিয়া ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সামবেদীয় বজ্রসূচিকোপনিষৎও লক্ষণ-দ্বারা ব্রাহ্মণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন—

"তর্হি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ কশ্চিৎ * * * কাম-রাগাদি দোষ-রহিতঃ শম-দমাদি-সম্পন্নো ভাব-মাৎসর্য্য-তৃষ্ণাশা-মোহাদি-রহিতো দম্ভাহঙ্কারাদিভিরসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে। এবমুক্তলক্ষণো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। অন্যথা হি ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধির্নাস্ত্যেব।"

তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? যিনি কাম-রাগাদি দোষ-বর্জ্জিত শম-দমাদি-গুণ-বিশিষ্ট ভাব-মৎসরতা-তৃষ্ণা-আশা-মোহহীন দম্ভাহঙ্কারাদি ত্যক্ত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন এতাদৃশ লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইহাই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ ও ইতিহাসের অভিপ্রায়।

বৃত্তিদ্বারাই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, অন্য উপায়ে নহে

বৃত্তগত বর্ণবিচার শ্রীমহাভারতে অনেকস্থলেই প্রমাণিত আছে। বন-পর্ব্ব, ২১৫ অধ্যায়,— ব্রাহ্মণো ব্যাধায়

সাম্প্রতঞ্চ মতো মেঽসি ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্ত্তমানো বিকর্ম্মসু ॥ ১৩ ॥
দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ ॥ ১৪ ॥
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে বলিলেন—আমার বিনির্দ্দেশে তুমি সম্প্রতিও ব্রাহ্মণ ইহাতে সংশয় নাই। কারণ যে-ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুষ্কার্য্য-পরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকে সে শূদ্রতুল্য; যে-শূদ্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যম-বিশিষ্ট, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিনির্দ্দেশ করি। কারণ বৃত্ত-বিচারই ব্রাহ্মণ-নির্দ্দেশের একমাত্র কারণ।

গুণহীন শৌক্র-ব্রাহ্মণকে শূদ্র প্রতিপন্ন না করিলে প্রত্যবায় হয়

বর্ণপর্ব্ব ১৮০ অধ্যায়েও বৃত্তবিচার লক্ষিত হয়—

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ ২৬ ॥

যুধিষ্ঠির সর্প-তদ্রূপী নহুষকে বলিলেন—হে সর্প! যাঁহাতে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ —সত্য, দান, অক্রোধ, অহিংসা, অনিষ্ঠুরতা, পাপে ঘৃণা প্রভৃতি লক্ষিত হয়, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিতে উপনয়ন-সংস্কারাদি চিহ্ন থাকিলেও তাহাকে বৃত্ত-বিচারে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। না করিলে সত্যভ্রংশ-জনিত বিধি লঙ্ঘিত হইয়া প্রত্যবায় ঘটিবে।

শূদ্রের দ্বিজত্ব লাভের উপায়

অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৩ অধ্যায়—

ত্রয়ো বর্ণাঃ প্রকৃতোহ কথং ব্রাহ্মণ্যমাপ্নুয়ুঃ।
স্থিতো ব্রাহ্মণধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ্যমুপজীবতি।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ।
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতের্ব্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

উমা জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন্ বৃত্ত-বিশিষ্ট হইলে এই জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা বলুন। মহেশ্বর তদুত্তরে বলিলেন,—ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্ম-বৃত্তিতে জীবন যাপন করিলে শূদ্র শূদ্রাচার ও বৃত্তিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারেন এবং বৈশ্য বৈশ্য-বৃত্তি ছাড়িয়া ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিলে ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। **যেখানে শূদ্রে শুভকর্ম্ম ও ব্রহ্মস্বভাব বর্ত্তমান, তিনি দ্বিজ-জাতির মধ্যে বিশিষ্ট জানিতে হইবে**, ইহাই আমার ধারণা।

বৃত্তগত ব্রাহ্মণতা সম্বন্ধে নীলকণ্ঠাচার্য্য

শ্রীনীলকণ্ঠ বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিষয়ে (মঃ ভাঃ বঃ পঃ ১৮০।২৫ টীকায়) এইরূপ বলিয়াছেন:—

শূদ্রলক্ষকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেঽস্তি। নাপি ব্রাহ্মণলক্ষ্ম-শমাদিকং শূদ্রেঽস্তি। শূদ্রোঽপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এব। ব্রাহ্মণোপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।

অর্থাৎ, শূদ্রের বৃত্তগত চিহ্ন কামাদি ব্রাহ্মণে নাই, থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মনের বৃত্তগত চিহ্ন শমাদি শূদ্রে নাই, থাকিবার সম্ভাবনা নাই। শমাদি-গুণযুক্ত শূদ্রাভিহিত মানব নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ। কামাদিযুক্ত বিপ্রপরিচয়াকাঙ্ক্ষী মানব নিশ্চয়ই শূদ্র।

শ্রীনীলকণ্ঠও বৃত্তগত ব্রাহ্মণ বিনির্দ্দেশে একটী শ্রুতিমন্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন—

ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বেতি।

আমরা জানিনা, আমরা ব্রাহ্মণ কি অব্রাহ্মণ।

বৃত্তগত বর্ণ নিরূপণে শ্রীধরস্বামী

বৃত্তবিচারে বর্ণ নিরূপণে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

"শমাদিভিরেব ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতিমাত্রাদিতি। যস্যেতি যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেঽপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণ-নিমিত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দ্দিশেৎ, **ন তু জাতিনিমিত্তেন**।" (ভাঃ ৭।১১।৩৫ টীকা)

শমাদি গুণদ্বারা বৃত্তগত প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণাদি স্থির করাই প্রধান ব্যবহার। সাধারণতঃ শৌক্র-বিচারে যে ব্রাহ্মণাদি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই কেবল বর্ণনির্দ্দেশের হেতু নহে। যদি শৌক্র-বিচার-নির্দ্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য অশৌক্র ব্রাহ্মণে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে শৌক্র-জাতি-নিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-হেতুমূলে বর্ণ নিরূপণ করিবে।

বৃত্তগত বর্ণনির্দ্দেশে মনুসংহিতা

মনু দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বৃত্তগত বর্ণনির্দ্দেশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ (২।১৬৮)
উত্তমানুত্তমান্ গচ্ছন্ হীনান্ হীনাংশ্চ বর্জ্জয়ন্।
ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠতামেতি **প্রত্যবায়েন শূদ্রতাম্**॥ (৪।২৪৫)
যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা সৎসু ভাষতে।
স পাপকৃত্তমো লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ॥ (৪।২৫৫)
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥ (২।১৫৭)

যিনি উপনীত হইয়া বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম করেন, তিনি জীবদ্দশায় সবংশে সত্বর শূদ্রতা লাভ করেন। উত্তমোত্তম অধমাধম বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, আবার তদ্বিপরীতে প্রত্যবায় দ্বারা শূদ্রতা লাভ হয়। যিনি একপ্রকার স্বভাববিশিষ্ট হইয়া সাধুর নিকটে অন্যপ্রকার প্রতিপন্ন হইবার কথা বলেন, ইহলোকে তিনি পাপকারীর অগ্রগামী, আত্মবঞ্চক ও

চোর। যেরূপ কাঠের হস্তী, মৃগচর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগপুত্তলি, হস্তী ও মৃগ বলিয়া গৃহীত হয় না, সেরূপ অপঠিত-বেদ-ব্রাহ্মণ নামে ব্রাহ্মণ হইলে, কার্য্যে লাগে না। শাস্ত্রে বৃত্তগত বর্ণবিচার ও বর্ণ নির্দ্দিষ্ট থাকাসত্ত্বেও শৌক্র-পন্থাবলম্বনে বর্ণ-নির্ণয় প্রবলতা লাভ করিয়াছে।

কলির প্রাবল্যে বংশগত বর্ণবিচার প্রচলিত

বৃত্তগত বর্ণনির্দ্দেশ-প্রণালী আবহমানকাল প্রচলিত ছিল, কিন্তু কলি-প্রাবল্যহেতু ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় অন্যায়পূর্ব্বক স্বার্থপরতাই সমাজের মেরুদণ্ড বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। শৌক্রপন্থায় যোগ্যব্যক্তিরই অব্যভিচার বর্ণ সংজ্ঞা লাভ হইত। পুরাকালে যখনই পারম্পর্য্যপন্থায় বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দিত, তখনই পাতিত্য বা উচ্চবর্ণাধিকার লাভ হইত। উদাহরণ-স্বরূপ সামান্য কয়েকটি প্রসঙ্গ এস্থলে আলোচনা করিতেছি।

স্বভাবের উন্নতি ও অবনতিক্রমে বর্ণের উচ্চাবচ-গতি এবং তাহাদের শাস্ত্রীয় উদাহরণ

হরিবংশ ১০ অধ্যায়ে, 'নাভাগারিষ্টপুত্রাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যতাং গতাঃ।' নাভাগ ও অরিষ্টপুত্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্যবর্ণ হইয়াছিলেন। **ভাগবত** ৯ম স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়ে, 'নাভাগো দিষ্টপুত্রোঽন্যঃ কর্ম্মণা বৈশ্যতাং গতঃ।' কর্ম্মবশে নাভাগ ও দিষ্টপুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন। **হরিবংশ** ১১ অধ্যায়ে, 'নাভাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।' আবার নাভাগাদিষ্ট-তনয় বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণতা লাভ করেন। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যবর্ণে অবনতি এবং বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণবর্ণে পরিণতি, বর্ত্তমান শৌক্রবর্ণ-বিচারে অভিনব মনে হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ বহু ঘটনা উল্লিখিত আছে।

বৃত্তগত বর্ণতা প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় অন্যান্য উদাহরণ

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, (১) বলিরাজের পাঁচটি ক্ষত্রিয় পুত্রব্যতীত বালেয় ব্রাহ্মণ পুত্র হইতে ব্রাহ্মণ বংশ উদ্ভূত হইয়াছে। (২) গৃৎসমদের শৌনকাদি ব্রাহ্মণ পুত্রব্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রপুত্র ছিল। (৩) **ঋষভদেবের একশত সন্তানের মধ্যে ৮১ জন ব্রাহ্মণ, নয় জন ক্ষত্রিয় এবং নয় জন বৈষ্ণব পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।** (৪) ক্ষত্রিয় গর্গ হইতে শিনি তৎপুত্র গার্গ্যগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (৫) ক্ষত্রিয় দুরিতক্ষয়ের পুত্র ত্রয্যারুণি,

কবি ও পুষ্করারুণী ব্রাহ্মণ হন। (৬) আজমীর রাজের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। (৭) মুদ্গলরাজ হইতে মৌদ্গাল্য ব্রাহ্মণ বংশের সৃষ্টি। (৮) পুরুরাজবংশে বহু ব্রহ্মর্ষি ব্রাহ্মণগণ জাত হইয়াছেন। (৯) চন্দ্রবংশীয় যযাতি-পৌত্র কণ্ব-বংশে মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন ব্রাহ্মণ বংশের উদয়। (১০) ক্ষত্রিয় দেবদত্তের পুত্র অগ্নি বেশ্যায়ন ব্রাহ্মণ বংশের উৎপত্তি-কারক ক্ষত্রিয় ধার্ষ্টগণ ব্রাহ্মণ হন। (১১) ক্ষত্রিয় বীতিহব্য এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। (১২) গৃৎসমদ হইতে বহু ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। (১৩) পৃষধ্র ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধ জন্য শূদ্র হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুগে শৌক্র-সাবিত্র্য অপেক্ষা দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য ব্রাহ্মণতারই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজন

শৌক্রপারম্পর্য্যক্রমে ব্রাহ্মণ-তনয়গণ অনেক সময় উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেন। আবার বৃত্তগত উপনয়নাদি দ্বারা দ্বিজ এবং দীক্ষা সংস্কার ব্রাহ্মণ হইবার ইতিহাস তৎকালিক ব্রাহ্মণ সমাজ গঠনের সাহায্য করিয়াছে। শৌক্র-সাবিত্র্য ও দৈক্ষ-সাবিত্র্য উভয় প্রকারেই বর্ণ-নির্দ্দেশের কারণ; ছিল এবং এক্ষণেও তাহা ন্যূনাধিক বিলুপ্ত হইলে পুনঃ স্থাপিত হইবার বাধা নাই। **বৈষ্ণবগণ বৃত্তগত বর্ণভেদ স্বীকার করেন, তাহাতে জাতি-সামান্যের দোষ স্পর্শ করে না।**

—শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (১)

মুক্তজীবের শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধ-জীবে বিকৃত

আমরা বারম্বার বলিতেছি যে,—যাহাকে পবিত্র জৈবধর্ম্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীবের নিত্যধর্ম্মের নাম—জৈবধর্ম্ম। জীব যখন উপাধি-শূন্য হয়, তখন তাহার স্বরূপ—শুদ্ধ চিন্ময়। তখন তাহার নিত্যধর্ম্ম কি? —নিরুপাধিক প্রেম। যখন জড়গ্রন্থিরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম—বিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধ জীবের বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধ-জীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি অপরিহার্য্য

বদ্ধজীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক যত প্রকার বিধি আছে, সকলই জড়বিধিময়। জড়-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এই জড়শরীরে অবস্থিত হইয়াই জীবকে জড়ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল নয় বলিয়া জড়দেহ নাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। বরং আত্মঘাত-পাপে অধিকতর বন্ধনের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব-স্বরূপ-লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহরক্ষার কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দেহরক্ষা নয়, দেহের পুষ্টি-বর্দ্ধন ও দৈহিক নানাবিধ অভাব নিবৃত্তির জন্যও যত্ন করা আবশ্যক।

নিষ্পাপ দেহ-যাত্রায় আশ্রম ও সমাজের আবশ্যকতা

উত্তমরূপ দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থোপার্জ্জনের একটী উপায় অবলম্বন করারও নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তজ্জন্য একটী আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যক। বিবাহিত হইয়া গৃহেই থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় বৃহদ্ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস-গ্রহণই করুন, একটী আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রম-উপযোগী একটী সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত সকলেরই একটী একটী সমাজ আছে।

বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্তভেদে সমাজ তিন প্রকার

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না।—এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিনপ্রকার অর্থাৎ বিষয়ী-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজশূন্য হয় না। **জীবের স্বভাব সামাজিক। জড়-মুক্ত হইলে জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য**। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতর-জীবে ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর-জীবের ইতর-সমাজ। এস্থলে এই মাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, **বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজের কোন ভেদ নাই।**

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজে ভেদ

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্য—স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তি—এইরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব নাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান নীতি ও জড়সুখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতি অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই বদ্ধজীবের সামাজিক ব্যবস্থা

যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, **বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা।** বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারে না, বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধ-দশায় একমাত্র সমাজ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি-প্রকার তাহা **'শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে'** প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব এস্থলে পুনরালোচিত হইল না। কেবল এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, **মনুষ্য নিজের স্বভাববশতঃ একটী বর্ণ এবং অবস্থাবশতঃ একটী আশ্রম স্বীকার করিয়া** জীবন নির্ব্বাহপূর্ব্বক ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। নানা **কর্ম্ম ও 'ঘটনা-দ্বারা' স্বভাব নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে জন্মও একটী 'ঘটনা' বিশেষ।**

জন্ম বা বংশক্রমে বর্ণ-নির্ণয়ে বর্ণাশ্রম অপদস্থ

ঘটনাক্রমে, আপাততঃ কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, সেই ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের সাফল্য হয় না। **বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই প্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্টি করিয়া অনেক সহৃদয় লোকে ভারতের**

ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্যই কৃতবিদ্য ভারতবাসীগণ বর্ণ-ধর্ম্মের উৎসন্ন কল্পনায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, বর্ণধর্ম্মের বিনাশ দ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা কোন 'দেশহিতৈষী' ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনের ১০টী উপায় নির্দ্দেশ

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য-লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়; যথা :—

১। কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।

২। বাল্য-সঙ্গ ও জ্ঞান সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

৩। বর্ণ নির্ণয়-কালে স্বভাব রুচির সহিত পিতামাতার বর্ণ-সম্বন্ধ একটু বিচার করিয়া বর্ণনির্ণয় করিতে হইবে।

৪। পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুল-পুরোহিত, ভূস্বামী, পিতামাতা ও গ্রামের কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্যাবান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

৫। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণ-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

৬। যদি দেখা যাইবে যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যায়। যদি দেখা যায়, উচ্চবর্ণ-লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার

হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের অধম বর্ণের উপযোগিতা হইয়াছে, তবে বালককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।

৭। দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ হইবে।

৮। প্রতি গ্রামে একটী সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য্য যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাটই বাস্তবিক বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক।

১০। যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রম-কারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

বিশুদ্ধ-বর্ণাশ্রম স্থাপনের বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক

এখন দেখা যাউক যে, এইপ্রকার সমাজ-সংস্কার আজকাল হইতে পারে কি না; আমাদের বিবেচনায় এইরূপ কার্য্য হইবার সুবিধা নাই। আদৌ রাজ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। দ্বিতীয়তঃ রাজসাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সহসা গ্রহণ করা উচিত নয়; যেহেতু রাজা যে-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ না করেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সরল সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ সংস্কার কোনক্রমেই ঘটিতে পারে না। ভারতবাসীদিগেরও এ বিষয়ে সম্যক্ সাহায্য পাইবার আশা নাই। স্বার্থপরতাক্রমে অনেকেই এই প্রার্থনীয় পরিবর্ত্তনে মত দিবেন না; বরং সংস্কার-সময়ে অনেক প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্ন-বর্ণের লোকেরা মূর্খতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ বর্ত্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বৃহৎ কার্য্য সহসা ঘটনীয় নহে।

যে-স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বর্ণাশ্রম-স্থাপনের অসীম আকাঙ্ক্ষা-সত্ত্বেও বিপদাশঙ্কা ও হতাশাজ্ঞাপন

এখন দেখুন, দুই দিকেই বিপদ। একদিকে—কুসংস্কার কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে। চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্য-বংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই—

আর্য্য-সন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে। এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছেন। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এইসকল কথা আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন।

অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না। যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থল দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ-সমাজ, জৈন-সমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। বৌদ্ধ-সমাজ ও জৈন-সমাজ পর্ব্বতগুহা মধ্যে লুক্কায়িত হইল। দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে বৃত হইল, ব্রাহ্ম-সমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল! তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কোন কাজে লাগিল না! কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না—যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরো 'হুলস্থুল' পড়িয়া যাইবে। সকলদিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

নানাবিধ বিপদ ও প্রতিবন্ধক-সত্ত্বে ভগবানের নিকট দৈববর্ণাশ্রম স্থাপনের প্রার্থনা

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয় তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে-পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ

না হয়, সে-পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধান-স্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।

সত্য সত্য বর্ণাশ্রম স্থাপনের শাস্ত্রীয় আপত্তি খণ্ডন

পুরাণ অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে শ্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজাদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে, এই কলিযুগ সাধারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাত্মাগণ **'ধন্য কলি'** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলিযুগেই কেবল কলি-কালের অবসানে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। **'ধন্য কলিযুগে' আর কল্কি-অবতারের অপেক্ষা নাই**। যে কলিযুগে পরিপূর্ণশক্তি, পরম-কারুণিক, পরমপ্রেমমূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-কলিযুগের আর কথা কি? সেই করুণাময় **মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই।** অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপনই প্রধান ধর্ম্মসংস্কার

এই সংখ্যায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম, সামাজিক মঙ্গল সাধন ও **'বর্ণাশ্রমরূপ প্রধান ধর্ম্মের সংস্কার-বিষয়ে' যে উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা আগামী সংখ্যায় আমরা প্রস্তাব করিব।** আশা করি যে, সহৃদয় পাঠকবর্গ বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আগামী সংখ্যায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। **যে-বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম তাহা অত্যন্ত গম্ভীর।** সংযত অন্তঃকরণে এই বিষয়টীর আলোচনা করা আবশ্যক। অনেক নিগূঢ় কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সংক্ষেপতঃ আমরা এই বলি যে, বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে আর অধিকতর গুরুতর বিষয় ইহা অপেক্ষা নাই।

(সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা)

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

বৈষ্ণব

প্রণতি করিয়া, তৃণ ধরিয়া দশনে।
কান্দিয়া কান্দিয়া কৃপা মাগিব চরণে॥
পতিত অধম মুই কিছু গুণ নাই।
নিজ গুণে কর দয়া বৈষ্ণব গোসাঞি॥
অহৈতুকী কৃপা আর কেহ নাহি করে।
তোমা সম দাতা নাহি জগত সংসার॥
তব গুণ বর্ণিবারে অনন্ত দেবগণ।
নাহি পারে, মুই কি বলিব শিশুজন॥
বৈষ্ণবের দেহ সদা চিদানন্দময়।
যেই নিন্দা-হিংসা করে অশেষ দুঃখ হয়॥
বৈষ্ণবের দেহ-দেহী কভু ভেদ নাই।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণ ভজে সর্ব্বথাই॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা দেবে নাহি জানে।
অসুর-মূর্খ-কুতার্কিক জানিবে কেমনে॥
শচীমাতার অভিনয় শ্রীঅদ্বৈত-সনে।
চাপাল-গোপাল, দেবানন্দ, শ্রীবাসের সনে॥
এ সব ঘটনা মহাপ্রভুর অবতারে।
বৈষ্ণব-অপরাধে প্রেম না দেন কাহারে॥
যে বৈষ্ণবের কাছে হয় যার অপরাধ।
কৃপা করি' সেই যদি করেন প্রসাদ॥
তবে তার অপরাধ খণ্ডন-উপায়।
অন্যথা হইলে তার বিনাশ নিশ্চয়॥
শূলপাণি সম যদি কেহ শক্তি ধরে।
বৈষ্ণব-নিন্দায় তারে অবশ্য সংহারে॥

সূর্য্য হইতে তেজোময় বৈষ্ণব ঠাকুর।
তাঁর পদ-ছায়া-তলে আনন্দ প্রচুর॥

বৈষ্ণব-গুণের আমি কি দিব উপমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নাহি পায় সীমা॥

শ্রীঅনন্তদেব সদা অনন্ত বদনে।
বৈষ্ণবের গুণ-গান করেন ব্যাখ্যানে॥

বৈষ্ণব-অপরাধ ছাড়ি' সেব ভগবান্।
মায়াবন্ধ হইতে তবে পাবে পরিত্রাণ॥

কৃষ্ণে ভক্তি, নাহি করে বৈষ্ণব-সেবন।
সর্ব্বগুণ থাকিলেও অসুরে গণন॥

সহজে করুণাসিন্ধু বৈষ্ণব-গোসাঞি।
তাঁর কৃপা হইলে পাই চৈতন্য নিতাই॥

বৈষ্ণবের কৃপা-দৃষ্টি যারে নাহি পায়।
অনন্তকাল আরাধিলে কৃষ্ণ নাহি পায়॥

বৈষ্ণব-সেবা, কৃষ্ণ-সেবা দুইত সমান।
কৃষ্ণ-সেবা হইতে বৈষ্ণব-সেবা সে প্রধান॥

বৈষ্ণব-সেবা কৈলে কৃষ্ণ অবশ্য মিলিবে।
ইথে অবিশ্বাস হইলে নরকে মজিবে॥

ইহাতে বৈষ্ণব-পদে যত অপরাধ।
সব ক্ষমি' প্রভু মোরে করহ প্রসাদ॥

বৈষ্ণব-প্রসাদ বিনা কেবা কোন্ যুগে।
পাইয়াছে কৃষ্ণ-প্রেমা জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে॥

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ জীবের বন্ধন-কারণ।
অশেষ দুঃখ পায়, করে নানা যোনি ভ্রমণ॥

আত্যন্তিক মঙ্গলার্থীর জ্ঞাতব্য

সেবক সর্ব্বদা সেবাই করিবেন, ভুলক্রমেও ভোগ বা ত্যাগের মধ্যে যাইবেন না। সেবক প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিবেন; তিনি যাহা শ্রবণ করিবেন, তাহা নিজ জীবনে পালন করিবেন। হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সেবোৎসাহ বর্দ্ধিত হয় এবং সেবা করিতে করিতে আরও শ্রবণাকাঙ্ক্ষা জাগে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি তাঁহার যেরূপ মমতা, তাঁহাদের সেবা-উপকরণের প্রতিও সেবকের সেইরূপ মমতা হইবে। সেবকের প্রভুত্ব-কামনা নাই। যিনি বিষ্ণুসেবা করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্; আর যাহারা প্রভুত্বকামী, তাহারা মূর্খ। যে মায়ার উপর প্রভুত্ব করিতে চায়, সে অভক্ত বা অচেতন।

সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মতলে—শ্রীধামে বাস করেন। তিনি অন্য কোথাও যাইতে চাহেন না বা অন্য কাহাকেও আশ্রয় করেন না। শিষ্যই সেবক বা দাস। শিষ্য বা সেবক সাধুগুরুর পরিচর্য্যা ও তাঁহাদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্য করিবে। সাধুগুরুর নিকটে পাদপ্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আস্ফালন, উচ্চবাক্য, প্রতিবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ উচিত নয়, যে সাধুগুরুর কথার উপর কটাক্ষ করে, সে ত' স্বতন্ত্র—অশ্রদ্দালু। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্নেহ-কৃপাময় শাসন বা কথা যাহার ভাল লাগে না, যে তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারে না, এইরূপ অসহিষ্ণু ব্যক্তি হরিভজন কি করিয়া করিবে? বিশ্বের যাবতীয় তিরস্কার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সব সহ্য করিতে না পারিলে কি কেহ হরিভজনে অগ্রসর হইতে পারে? সেবক বা সেবালিপ্সু শরণাগত; তাহার দম্ভ বা অহঙ্কার নাই। তিনি কাহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। তিনি নিজেকে লঘু বলিয়াই জানেন। সেবা-লিপ্সু ব্যক্তিমাত্রেরই দীন, কাঙ্গাল ও সহিষ্ণু হওয়া দরকার। শরণাগতি বা শ্রদ্ধা না থাকিলে সহিষ্ণুতা থাকে না। হৃদয়ে অন্যাভিলাষ থাকিলে কেহ সহ্যগুণসম্পন্ন হইতে পারে না।

সেবক সর্ব্বত্রই গুরুদর্শন করিয়া সকলকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করেন। জগতের সকল লোকই জড়-দর্শন বা মাংস দর্শন করে; কিন্তু ভক্ত বেদদৃক্, তাঁহার মাংস দর্শন নাই। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভক্ত সর্ব্বত্রই

ভগবৎ-সম্বন্ধই দর্শন করেন—শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যাবতীয় বস্তু দর্শন করেন। যেরূপ দুইটী পৃথক্ স্থানীয় পুরুষ ও স্ত্রী পতী-পত্নী-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে সতী স্বামীর সম্বন্ধে তাঁহার সকল সম্বন্ধ ঠিক করেন, তদ্রূপ চেতন দর্শনে সেই response হয়; যেমন স্তম্ভের সহিত প্রহ্লাদের response হইয়াছিল, প্রহ্লাদ জড় দর্শন করেন নাই, বিভুচিৎ দর্শন বা সেব্য-দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তের সর্ব্বত্র গুরুদর্শন, কোথাও ভোগ্যদর্শন নাই, সর্ব্বত্র প্রেমদর্শন—আনন্দময় দর্শন। ইহাই পরমহংস দর্শন, আত্মদর্শন বা চিদ্দর্শন। ভক্তের সহিত ভগবানের নিরন্তর প্রেম-সেবা হইতেছে। অভক্ত লোক চর্ম্মচক্ষু দিয়া ভোগ্য দর্শন করেন, আর ভক্তগণ সেবোন্মুখ কর্ণ সেব্য ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাকেন।"

সেবক প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান করিবেন। সাধু-গুরুর তাড়না ও ভর্ৎসনায় তাঁহাদিগকে অবহেলা ও অপ্রিয় বাক্য বলিবেন না। তাঁহাদের গমন, বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ করিবেন না। আমি যাহা, সাধু-গুরুও তাহা—এরূপ অহংভাব দেখাইবেন না। সাধুগুরুর আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না। সাধুগুরুর আগমনে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইবে। কায়-মনো-বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরুশরীরে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত জানিবে। গুরুবৈষ্ণব-নিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। হরিবাসরে উপবাস করিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ শ্রীচরণামৃত পান, শ্রীতুলসীসেবা, শ্রীমন্দির-পরিক্রমা, আরাত্রিক দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিবে। পূজার সময় ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস করিবে। প্রত্যহ হরিকথা শ্রবণ ও তদনুসারে জীবন-যাপন করিবে। শ্রীএকাদশী, অষ্টমহাদ্বাদশী ও জন্মাষ্টম্যাদি তিথি পালন করিবে। গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি করিবে। সমর্থপক্ষে প্রত্যহ স্নান করিবে। ঊরুর উপর পদ-স্থাপনপূর্ব্বক সাধু-গুরুর নিকট বসিবে না। মন্ত্রহীন তিলক ও আচমন করিবে না। বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহিত বন্ধুত্ব করিবে না। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন করিবে না। তুচ্ছ সঙ্গ-সুখাসক্তি পরিত্যাগ করিবে। কখনও শোকের অধীন হইবে না। সমর্থপক্ষে শ্রীএকাদশীতে অনুকল্প করিবে না। দ্বাদশীতে দিবানিদ্রা, তুলসী-চয়ন ও বিষ্ণুস্নান নিষিদ্ধ। চঞ্চলচিত্তে অর্চ্চন করিবে না। একহস্তে প্রণাম ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ।

গুরু ও শিষ্য উভয়েই নিত্য। সেবাও নিত্য, সেবকও নিত্য। সাধু-গুরুকে এজগতের ব্যক্তিবিশেষ মনে করিলে সেবক হওয়া যায় না। গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ নিত্য। দ্বিতীয়াভিনিবেশ দূর হইলে নিজেকে শুদ্ধ কৃষ্ণদাস বলিয়া উপলব্ধি হয়। সেবক সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে মনে রাখিবেন। গুরুস্মৃতি থাকিলেই কৃষ্ণস্মৃতি থাকিবে। সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবার যত্ন করিলে—হরিচিন্তা হৃদয়ে থাকিলে কোন বাধাই সেবকের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। সেবক সর্ব্বক্ষণ সেব্যের চিন্তা করিবেন। তিনি জাগতিক অভিমান বা জড়াহঙ্কার পরিত্যাগ করিবেন। সেবক সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুসঙ্গ না করিলে হরিসঙ্গ হইবে না।

শুদ্ধভক্তিসাধনেচ্ছু সকলেরই সর্ব্বপ্রথম অত্যাবশ্যক কৃত্য—পঞ্চবিধ বা নববিধা ভক্তির অকপট অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রকৃত উচ্চাধিকারী অর্থাৎ নিজের প্রতি অকপট কৃপামঙ্গলকাঙ্ক্ষী সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গে চিত্তে শ্রদ্ধা হয় অথবা রুচির উদয় পর্য্যবেক্ষণ করা এবং শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে মনন অর্থাৎ শ্রুত বিষয়ের পর্য্যালোচনা-দ্বারা প্রতিকূল-বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুকূল গ্রহণের চেষ্টা করা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ**

ঈশ্বর

কঃ ঈশ্বরঃ অর্থাৎ ঈশ্বর কে? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে দেখা যায়,—"কর্ত্তুমকর্ত্তুম্ অন্যথা কর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ স ঈশ্বরঃ।" অর্থাৎ 'হয়'কে 'নয়', 'নয়'কে 'হয়' অথবা খেয়াল-খুসী মাফিক যাহা ইচ্ছা করিতে যিনি সমর্থ, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর বলিতে পরমেশ্বরকে বুঝায়। ঈশ্বরাণাং যঃ পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) অর্থাৎ ঈশ্বরদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই পরমেশ্বর। এখানে ব্রহ্মা-শিবাদিকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগের অপেক্ষা স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ।

গোলোকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌষট্টিগুণে সমন্বিত, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ—যিনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ, তিনি ষষ্ঠিসংখ্যকগুণে বিভূষিত এবং

অন্যান্য দেবতাগণ পঞ্চান্নটি গুণযুক্ত। অতএব একমাত্র গোলোকবিহারী কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতায় তাঁহার স্বরূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥—(ব্রঃ সং ৫।১)

অর্থাৎ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং-রূপ, অনাদি, সর্ব্ববিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

যিনি বিরাট পুরুষ, তিনিই বিষ্ণু, বাসুদেব, অচ্যুত ও হরি। তিনি হিরণ্ময়, ভগবান্, অমৃত, নিত্য এবং তিনিই শিব অর্থাৎ মঙ্গলময়। তিনি সকল জগতের অধিপতি, সকললোকের ঈশ্বর এবং তিনি প্রভু অর্থাৎ নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ।

ভগবান্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শাস্ত্রে দেখা যায়। যথা,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥
—(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৪৭)

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টির সমষ্টি 'ভগ' নামে বিখ্যাত; এই ছয়টি অচিন্ত্যগুণ যাঁহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে ন্যস্ত, তিনিই ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণই যে স্বরাট্ পুরুষ, তাহা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে প্রথম শ্লোকে জানিতে পারি। এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশকার্য্য অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ঐ স্বতন্ত্র পুরুষ হইতে সাধিত হয়। যিনি আদি কবি ব্রহ্মার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়া মনের দ্বারা তত্ত্ববস্তু প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাঁহাতে কপটতার কোন স্থান নাই, সেই সত্য-স্বরূপলক্ষণময় পরমেশ্বরকে ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা,—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার, শুন সনাতন।
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোরশেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, গোবিন্দ-'পর'-নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক-নিত্যধাম॥—
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১৫২, ১৫৩, ১৫৫)

শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন,—

ভগবান্ বিষ্ণুই জগদীশ্বর, পরমাত্মা এবং জগতের বন্ধু। তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা এবং তিনিই একমাত্র সন্ন্যাসীদিগের পরমা-গতি। মুনিগণ তাঁহাতেই 'ঈশ্বর' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। নিরুপাধি অর্থাৎ উপাধিশূন্য ঈশ্বরত্ব বাসুদেব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। সনাতন বেদবাক্যদ্বারা তিনি আত্মা এবং ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই কারণে বাসুদেবে মহেশ্বরত্বও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রী, ভূ ও লীলা—এই সকলের যিনি পতি, তিনি অচ্যুত বলিয়া উক্ত হন। এই বাসুদেব যজ্ঞের ঈশ্বর, যজ্ঞস্বরূপ, যজ্ঞভোক্তা, যজ্ঞকারী, যজ্ঞধারী এবং যজ্ঞপুরুষ এবং ইনিই পরমেশ্বর।

যিনি সমস্ত জীবদ্বারা বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন এবং যিনি এই ত্রিভুবন সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, সেই নারায়ণই পরমেশ্বর।

তিনিই সর্ব্বেশ্বরের, যাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুযুগল হইতে বৈশ্য, চরণদ্বয় হইতে শূদ্র ও পৃথিবী এবং মস্তক হইতে স্বর্গ যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে অগ্নি ও প্রাণ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার নাভি হইতে অন্তরীক্ষের ও উৎপত্তি হইয়াছে।

এ কারণে সর্ব্বময় বিষ্ণু পরমেশ্বর বা নারায়ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। যেরূপ উর্ণনাভি (মাকড়্সা) আপনার তন্তুসকল বিস্তার করে ও পুনরায় গ্রাস করে, সেইরূপ পরমেশ্বর হরি আপনার লীলাসমূহদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার তাহা কবলিত করিয়া থাকেন।

অতএব এই বিষ্ণু পরমেশ্বরের পাদপদ্ম-সেবন মনুষ্যমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী

ভগবৎপার্ষদ শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু বীরভূম-জেলার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব-গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হন। এই কেন্দুবিল্ব অজয়-নদীর তীরে অবস্থিত। সাধারণের নিকট এই স্থান জয়দেব-কেন্দুলী বলিয়াও পরিচিত। শ্রীজয়দেবের পিতার নাম—শ্রীভোজদেব এবং জননীর নাম—শ্রীবামাদেবী। শ্রীজয়দেব-সরস্বতী নবদ্বীপাধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীজয়দেবের আবির্ভাব-কাল।

শুনা যায়, স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ-দেবের কৃপাদেশে শ্রীল জয়দেব প্রভু পরমা ভক্তিমতী শ্রীপদ্মাবতীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। স্বপ্নে তিনি শ্রীরাধামাধবের সেবাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন শ্রীল জয়দেব প্রভু তদ্‌রচিত শ্রীগীত-গোবিন্দ গ্রন্থটী লিখিতে লিখিতে "স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" —এই শ্লোকটী কিঞ্চিৎ লিখিয়া ইহা কিভাবে পূরণ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে করিতে উহা অসম্পূর্ণভাবে রাখিয়া গঙ্গাস্নানে গমন করেন। ভক্ত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ শ্রীজয়দেবের বেশে তাঁহার গৃহে শুভবিজয় করিয়া স্বহস্তে "দেহি পদ-পল্লবমুদারম্"—এই পংক্তিটী লিখিয়া শ্লোকটী পূরণ করিয়া দেন। গঙ্গা-স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীপদ্মাবতী-দেবীর নিকট যথাযথ বৃত্তান্ত শ্রবণ ও গ্রন্থের অসম্পূর্ণ-শ্লোকটী পূরণ হইতে দেখিয়া শ্রীজয়দেব বিস্মিত ও পরমানন্দিত হন। আরও শুনা যায়, কেন্দুবিল্ব হইতে প্রত্যহ ১৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া শ্রীজয়দেব নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া গঙ্গায় অবতরণ করা মাত্র তিনি আকাশ-বাণীতে শ্রীগঙ্গাদেবীর কৃপাদেশ শুনিতে পান,—'তোমার প্রত্যহ এতদূর হাঁটিয়া গঙ্গা-স্নানে আসার দরকার নাই। কল্য হইতে আমি তোমার জন্য অজয়ে গিয়া যখন উজান বহিব, তখন তুমি স্নান করিবে।'

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে অনেক-কাল অতিবাহিত করেন। শ্রীজয়দেবের স্মরণার্থ এখনও প্রতিবৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে কেন্দুলীতে বিরাট্ মেলা হইয়া থাকে। এই মহাপুরুষ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জগতে 'মহাজন' বলিয়া নিত্যপূজিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নীলাচলে শ্রীস্বরূপ-রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণসহ শ্রীজয়দেবের শ্রীগীত-গোবিন্দ আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি,　　রায়ের নাটক-নীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে　　মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম-আনন্দে॥ (মধ্য ২।২৭)

বিদ্যাপতি-জয়দেব-চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ সহিত॥ (আদি ১৩।৪২)
যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে।
রায়ের নাটকে, যেই আর কর্ণামৃতে॥
সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে।
সেই সেই ভাবাবেশে করেন আস্বাদনে॥ (অন্ত্য ২০।৬৭-৬৮)

গৌরজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রীজয়দেব একজন অপূর্ব্ব কবি। বীরভূমের অন্তর্গত কেন্দু-বিল্ব-গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধুসঙ্গে অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্বে তাঁহার বিশেষ রুচি হয়। গৃহত্যাগপূর্ব্বক তিনি নবদ্বীপ-সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের সভায় প্রধান কবিরূপে পূজিত হইয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীজয়দেব 'চন্দ্রালোক' বলিয়া একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে তিনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁহার কবিত্বশক্তি অধিক ছিল—ইহা সকলেই স্বীকার করেন। শ্রীনবদ্বীপ-সম্রাটের সভা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত তীর্থভ্রমণপূর্ব্বক অবশেষে তিনি শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অবস্থান করেন। ঘটনাক্রমে তাঁহাকে শ্রীপদ্মাবতী-দেবীর পাণিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি শ্রীগীতগোবিন্দ রচনাপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তগণের করকমলে অর্পণ করিয়াছিলেন।"

শ্রীগীতগোবিন্দ কৃষ্ণলীলা-প্রতিপাদক অপ্রাকৃত শৃঙ্গার-রসময় কাব্য-বিশেষ। জগতে এইরূপ কাব্যগ্রন্থ আর নাই। এই শ্রীগীতগোবিন্দ-পাঠে অনর্থযুক্ত ব্যক্তির অধিকার নাই। তবে শ্রীজয়দেব-কৃত শ্রীদশাবতার-স্তোত্র—যাহা শ্রীগীতগোবিন্দের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের পাঠ্য ও কীর্ত্তনীয়। ভারতের এবং বিদেশের বহুভাষায় শ্রীগীতগোবিন্দ ভাষান্তরিত হইয়াছে। বহু পণ্ডিত শ্রীগীতগোবিন্দের টীকা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের

সন্নিকটবর্ত্তী শ্রীনাথপুরে অবস্থান করিয়া শ্রীরাধামাধবের সেবা করিতেন। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে তিনি শ্রীরাধামাধবের বামুনকেলির যে *জয়গান করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরাধামাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের* কৃপায় তিনি যে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন, তাহাই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীরাধা-মাধব-মিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া শ্রীগীত-গোবিন্দের মঙ্গলাচরণে তাঁহার আগমনী-গীতি গান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যপার্ষদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"যদিও শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের বাহ্যপ্রকাশ তখন হয় নাই, তথাপি শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রভৃতি শুদ্ধভক্ত-গণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভাবোদয় ছিল।"

কথিত আছে, শ্রীগীতগোবিন্দ-রচয়িতা কবিবর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী-প্রভু লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে ঋতুদ্বীপস্থ চম্পকহট্টে শ্রীপদ্মাবতীদেবীর সহিত অবস্থান করিয়া রাগমার্গে শ্রীরাধামাধবের ভাবসেবা করিতে করিতে পুরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা যেন শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় নিবৃত্তানর্থ ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া কখনও শ্রীজয়দেব-সরস্বতীর প্রাণারাম চিল্লীলামিথুনের সেবায় অকৃতিম লৌল্য লাভ করিতে পারি, তাঁহার কৃপায় যেন আমাদের শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে অচলা ভক্তি ও প্রীতি হয়, শুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীজয়দেব প্রভুর শ্রীগীতগোবিন্দ গুর্ব্বানুগত্যে আলোচনা-মুখে আস্বাদনের সৌভাগ্য যেন আমরা কোন দিন পাই, তাঁহার অনুক্ষণ হরিসেবাময় অলৌকিক পূতচরিতামৃত যেন আমা-দিগকে শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করে—ইহাই ভগবন্নিজজন শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের আন্তরিক নিবেদন ও কাতর প্রার্থনা।

দু'-একটী কথা

শ্রীগীতার পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ধর্ম্ম-জগতে তিনপ্রকার মতভেদ অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। কর্ম্ম-পথের পথিক সুখ-দুঃখ-ভোগী, জ্ঞান-পথের পথিকগণ সুখ-দুঃখত্যাগী এবং ভক্তিপথের পথিক ভোগী বা ত্যাগী না হইয়া ভগবানের নিত্যসেবাপর। ভগবানের সেবায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাহায্য লইতে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

অজের জন্ম, বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়

শ্রীকৃষ্ণ অজ বস্তু হইয়াও জন্মের আবিষ্কার করিয়াছিলেন,—

"অজো জন্ম-বিহীনোঽপি ভাতো জন্মাবিরাচরৎ।"

(শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

একই পুরুষের অজত্ব ও জন্মিত্ব—এই বিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

প্রমাণ-যুক্তি

নন্বেকস্য কিলাজত্বং জন্মিত্বঞ্চ বিরুধ্যতে।
ইত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবৈভবঃ॥
তত্র তত্র যথা বহ্নিস্তেজোরূপেণ সন্নপি।
জায়তে মণি-কাষ্ঠাদের্হেতুং কঞ্চিদবাপ্য সঃ॥
অনাদিমেব জন্মাদিলীলামেব তথাদ্ভুতাম্।
হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রাদুষ্কুর্য্যাৎ কদাচন॥
স্বলীলাকীর্ত্তিবিস্তারাৎ লোকেষ্বনুজিঘৃক্ষুতা।
অস্য জন্মাদিলীলানাং প্রকাট্যে হেতুরুত্তমঃ॥
তথা ভয়ঙ্করতরৈঃ পীড্যমানেষু দানবৈঃ।
প্রিয়েষু করুণাপাত্র হেতুরিত্যুক্তমেব হি॥
ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাদ্যৈস্ত্রিদশেশ্বরৈঃ।
অভ্যর্থনন্তু যৎ তস্য তদ্ভবেদানুষঙ্গিকম্॥ (শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী ভগবানে সমস্তই সম্ভব। তাহাতে মানব-চিন্তায় 'বিরুদ্ধ' বলিয়া প্রতিভাত ব্যাপার-সমূহের যদি অবিরোধ সমন্বয় না হইত, তাহা হইলে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিমত্তা বা পরাৎপরত্বের খর্ব্বত্ব সাধিত হয়। মানব-মনীষা যাহাকে মাপিয়া লইতে পারে, ভগবানের 'এই টুকু' সামর্থ্য, তদ্ব্যতীত তাঁহার কোন সামর্থ্য নাই—এইরূপ জাগতিক বিচারের সম্ভব অসম্ভবের গণ্ডী যাঁহার উপর প্রযুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ মানব-চিন্তা যাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে, তিনি কিরূপে পরম প্রভু ও পরাৎপর-তত্ত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবেন ? অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য-বৈভব শ্রীকৃষ্ণে ঐরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ অর্থাৎ অজত্ব ও জন্মিত্ব যুগপৎ সমন্বিত হইয়াছে। অগ্নি যেমন তত্তৎ স্থানে তেজোরূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়াও কোন হেতুবশতঃ পাষাণবিশেষ বা কাষ্ঠাদি হইতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও কখনও

কোন কারণবশতঃ অদ্ভুত ও অনাদি জন্ম-লীলা প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলা-কীর্ত্তি-বিস্তার-জন্য, সাধকমণ্ডলীকে কৃপা করিবার অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদিলীলা প্রকাশের মুখ্য হেতু, আর ভয়ঙ্কর দাবানল কর্ত্তৃক পীড্যমান বসুদেবাদি প্রিয়তমগণের প্রতি কৃপাও তাঁহার আবির্ভাবের হেতু। পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রার্থনা—প্রাদুর্ভাবের আনুষঙ্গিক গৌণ কারণ মাত্র। কারণ সাধু-পরিত্রাণ ও দুষ্কৃত-বিনাশ প্রভৃতি কার্য্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নহে।

অবতারী শ্রীকৃষ্ণের দেহে অবতারগণের নিত্যস্থিতি

অবতারী কৃষ্ণের অবতরণ-কালে কৃষ্ণের সহিত অবতার বিষ্ণুর আবির্ভাব হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহস্থিত অংশ বিষ্ণুর দ্বারা জগতের ভার-হরণ ও পালন-লীলা হইয়া থাকে, ইহাই ভাগবতের সিদ্ধান্ত।

পারকীয় নন্দনন্দনত্ব ও স্বকীয় বসুদেব-তনুজত্ব

পারকীয় নন্দ-যশোদানন্দনত্ব ঠিক স্বকীয় বসুদেব-তনুজত্ব নহে। যে-কালে দেবকী স্বীয় তনুজের চতুর্ভুজের রূপ সংবরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইকালে ভগবান্ চতুর্ভুজ রূপ আচ্ছাদন করিয়া যশোদার হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীকে দ্বার করিয়া দেবকীর হৃদয়স্থিত চতুর্ভুজরূপে এবং যশোমতীকে দ্বার করিয়া যশোদার হৃদয়স্থ দ্বিভুজরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই জন্য বসুদেব যশোমতীর হৃদয়ধন নরাকৃতি দ্বিভুজ-মূর্ত্তি পরব্রহ্মকে যশোদার শয্যায় স্থাপন করিয়া তদীয়া গর্ভাবিভূতা যোগমায়াকে কংস-বঞ্চনার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন।

অহৈতুক বাৎসল্যপ্রেমবিশেষই শ্রীকৃষ্ণের পুত্রত্বের হেতু

যশোমতীর গর্ভ-প্রবেশাদি ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোদার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাৎসল্যপ্রেমবিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-যশোমতীর নিত্য পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সাধারণ ভক্তিবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য আবির্ভাব প্রকটিত হইলে তদ্দ্বারা বাৎসল্যপ্রেমের লাল্য-পাল্য নন্দনন্দন-কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না। কাহারও দেহ হইতে নির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ *পুত্রত্ব প্রাপ্ত হন না।* যদি দেহ হইতে নির্গত হইলেই ভগবানের পুত্রত্ব-বিচার প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে হিরণ্যকশিপুর সভাস্তম্ভ হইতে আবির্ভূত

নৃসিংহদেবের উক্ত স্তম্ভে এবং ব্রহ্মার নাসাদেশ হইতে প্রকটিত বরাহদেবের ব্রহ্মাতে পিতৃত্বের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ থাকিত। অধিক কি, কাহারও গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণে পুত্রত্বের আরোপ নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া উত্তরাতে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃত্ব প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং একমাত্র বাৎসল্য-প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে আবির্ভাবের হেতু, গর্ভ-প্রবেশাদি হেতু নহে। সেই বাৎসল্যপ্রেম একান্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদি-বিহীন পূর্ণ শুদ্ধরূপে ব্রজরাজ ও ব্রজরাজেশ্বরীতে নিত্যকাল উদিত। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নন্দ-যশোদাদুলাল।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তি যেরূপ চরম ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ-ভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃত চিত্তে আবিষ্ট হইয়াই জন্ম-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন,—

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥ (ভাঃ ১০।২।১৮)

অর্থাৎ বসুদেব কর্ত্তৃক সমাহিত জগতের মূর্ত্তিমান মঙ্গলস্বরূপ সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণ ভগবানকে দেবকীদেবী ধারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিক যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীদেবীও তদ্রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ চিত্ত দ্বারা সর্ব্বাত্মক আত্মভূত শ্রীহরিকে ধারণ করিয়াছিলেন।

পরাৎপরতত্ত্বের ঐশ্বর্য্যগন্ধলেশহীন পুত্রত্বের বিচার একমাত্র নন্দনন্দনেই সমন্বিত। দশরথাত্মজ রামে, এমন কি, বসুদেব-তনুজেও তাহা নাই। পরমেশ্বর-তত্ত্বের পুত্রত্ব-বিচার কিরূপে সমন্বিত হয়, তদ্বিষয়ে খৃষ্টীয় সম্প্রদায় স্বল্পবিচারপরায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণই—বেদ্য বাস্তব বস্তু অদ্বয়জ্ঞান; অদ্বয়বস্তুর ত্রিবিধ প্রতীতি—(১) ব্রহ্ম, (২) পরমাত্মা ও (৩) ভগবান্; বস্তুর অদ্বয়ত্ব থাকিলেও ত্রিবিধ প্রতীতি এক নহে

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদ্য বাস্তব বস্তু এবং অদ্বয়জ্ঞান। সেই অদ্বয়বস্তু ত্রিবিধ অভিধেয়ে ত্রিবিধ প্রতীতিতে প্রতীত হন; বস্তুতঃ কৃষ্ণ প্রতীতিই—অদ্বয় বাস্তব পূর্ণ প্রতীতি। নির্ব্বিশেষজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রতীতি—কৃষ্ণের অসমর্দ্ধ্য

প্রতীতি, আর যোগমার্গে পরমাত্ম-প্রতীতি—কৃষ্ণের আংশিক প্রতীতি মাত্র, ইহা শাস্ত্রমূলা যুক্তি এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ভাগবতাদি পুরাণ হইতেই জানা যায়।

দৃষ্টান্ত

যেরূপ একই হিমালয় পর্ব্বতকে ত্রিবিধ দ্রষ্টা ত্রিবিধ ভূমিকা হইতে দর্শন করিয়া ত্রিবিধ প্রতীতি লাভ করেন, যিনি অত্যন্ত দূর হইতে হিমালয়কে দর্শন করেন, তিনি বিচিত্রতা বা বিশেষহীনরূপেই হিমালয় দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আরও সমীপস্থ হন, তিনি একটী আকারিত বস্তুমাত্র দর্শন করেন, আর যিনি হিমালয়ের অত্যন্ত সম্মুখস্থ হইবার সামর্থ্য লাভ করেন, তিনি হিমালয়স্থ বনস্পতি-সমূহ, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গের বিচিত্রতা, হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গ, গহ্বর, প্রপাত প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিতে পারেন, তদ্রূপ অদ্বয়বস্তুকে অত্যন্ত দূর হইতে দর্শন—ব্রহ্মদর্শন বা কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দর্শনাভাস মাত্র। আর যাঁহারা কৃষ্ণকে আর একটুকু অগ্রসর হইয়া দর্শন করেন, তাঁহারা অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ বা পরমাত্মা দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত সন্নিকটস্থ হইয়া অদ্বয়বস্তু দর্শন করেন, তাঁহারা তত্ত্ব-বস্তুকে নাম-রূপ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যাদিযুক্ত বিচিত্র বিলাসময় অদ্বয়বস্তুরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

জড়নির্ব্বিশিষ্ট চিন্মাত্র, কিন্তু চিদ্বিলাসের অবিরোধী ব্রহ্মজ্ঞান—গুহ্য, পরমাত্মজ্ঞান—গুহ্যতর, নারায়ণাদি বিষয়ক জ্ঞান—গুহ্যতম, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান—সর্ব্বগুহ্যতম

এইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় হেয়তাযুক্ত জড়বিশেষ-তিরস্কৃত ব্রহ্মজ্ঞানকে—**গুহ্য**, পরমাত্মজ্ঞানকে—**গুহ্যতর** এবং নারায়ণ বা চতুর্ব্যূহাত্মক **গুহ্যতম** ভগবজ্-জ্ঞান অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চরমজ্ঞানকে—**সর্ব্বগুহ্যতম** জ্ঞান বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মের পরমাশ্রয়, গীতা-প্রমাণ—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ (গীঃ ১৪।২৭)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, তোমার সম্মুখস্থ আনন্দ-পূর্ণ চিদ্ঘন-বিগ্রহ আমি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পরমাশ্রয়। ঘনীভূত তেজো বিগ্রহ সূর্য্য যেরূপ প্রভারাশির আশ্রয়, তদ্রূপ চিদ্ঘন-বিগ্রহ আমিও চিন্মাত্রস্বরূপ প্রভামাত্র ব্রহ্মের পরমাশ্রয়। নিত্যমুক্তি, ভাগবতধর্ম্ম, মোক্ষ-সুখ-তিরস্কারী প্রেমভক্তি রসোৎসব আমার এই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকেই আশ্রয় করিয়া নিত্য অবস্থিত। ব্রহ্মসংহিতাও এই সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গপ্রভাই—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কোটি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল-অশেষ-অনন্ত তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। শ্রীমদ্ভাগবতের—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

—শ্লোকের সুষ্ঠু অর্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে এই শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানকে একই তাৎপর্য্যপর প্রতিশব্দ মাত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে।

'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা'দি—গৌণ নাম, 'শ্রীকৃষ্ণ' নামই—মুখ্য নাম

'ব্রহ্ম',—'পরমাত্মা'দি—গৌণ নাম। উহাতে স্বরূপের পরিচয় নাই। 'ব্রহ্ম' শব্দ—জড়তিরস্কৃত নির্ব্বিশেষভাববিশেষ। 'পরমাত্মা'—শব্দ—জগতের সম্বন্ধগত জড়ানুপ্রবিষ্ট একদেশস্থিত চিদ্বিভূতি-বিশেষ। "একাংশেন স্থিতো জগৎ" প্রভৃতি গীতোক্ত বাক্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সূর্য্যের উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইয়াছেন।

সূর্য্যের দৃষ্টান্তে ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবৎ-প্রতীতি ব্যাখ্যা

চর্ম্মচক্ষে সূর্য্য যেরূপ নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিভাত হয়, জ্ঞানমার্গেও তদ্রূপ অদ্বয়তত্ত্বরূপ ভগবানের নির্ব্বিশেষ অসম্যক্ ভাব-মাত্র প্রকাশিত

হইয়া থাকে। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি, সেই ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি মাত্র। অনন্ত স্ফটিক-খণ্ডে যেরূপ একমাত্র সূর্য্যই প্রতিফলিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌রূপ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের অংশই অনন্ত সংখ্যক ব্যষ্টি জীবে ও ব্যষ্টি জড় পরমাণুতে প্রতিফলিত হইয়া তদন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হন। আর দেবতাগণ যেরূপ সূর্য্যকে সবিগ্রহরূপে দর্শন করেন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বিশিষ্ট ভগবানরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন,—

ভক্তিযোগে ভগবানের ধারণাই সমগ্র ও সম্পূর্ণ ধারণা

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥

(ভাঃ ৩।৩২।৩৩) (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয়ের দ্বাত্রিংশ-বর্ষ

শ্রীপত্রিকার অপ্রাকৃতত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা দ্বাত্রিংশ-বর্ষে শুভ প্রবেশ করিলেন। এই নববর্ষ-প্রবেশকে বর্ষোদ্ঘাত বা হায়নোদ্ঘাত বলা যাইতে পারে। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত কাল-গণনা বা সময়-সীমার অতীত বা ঊর্দ্ধে অবস্থিত। মায়াবদ্ধ জীব ক্ষয়িষ্ণু, নশ্বর, ধ্বংসশীল এই জগতের ন্যায় অধোক্ষজ তত্ত্বকেও মাপিতে চায়। তাহারা "অনয়ারাধিতঃ" বিচার গ্রহণ না করিয়া "অনয়া মীয়তে"—সুবিধাবাদের আশ্রয় লইয়া সমগ্র বিশ্বের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে বদ্ধ-পরিকর। "জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যোগানদার"—এইরূপ বৃত্তিদ্বারাই সংসার বা প্রাকৃত বিষয়-বন্ধনদশার উৎপত্তি হয়। কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞান-কাণ্ডাদিতে স্থূল-সূক্ষ্ম ভোগবাদ অবস্থিত এবং তাহাই মানবের অন্যাভিলাষ-রূপে বিপর্য্যয় আনয়ন করে। এই নশ্বর দুনিয়া ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্য,

প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ভোগবাদ-রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত। জগতের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগবীরগণ এই অচিদ্ বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিতে অসমর্থ। মনোধর্ম্মিগণ যতদিন পর্য্যন্ত জগৎ-ভোগের বিচার বাদ দিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবায় আত্মনিয়োগ না করিবেন,—অমন্দোদয়-দয়া-বিতরণকারী শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার নিজজনগণের নির্ব্যলিক আশ্রয় না লইবেন, ততদিন বিশ্বের সামগ্রিক কল্যাণ ও বিশ্বশান্তি সম্ভব নহে।

শ্রীমঠ ও মন্দির-স্থাপনের আবশ্যকতা

এবৎসর শ্রীপত্রিকা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-পরিচালিত শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রের অন্যতম শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের নব-নির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দির বক্ষে (বহিঃ প্রচ্ছদপটে) ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে গত বৎসর অক্ষয়-তৃতীয়া-দিবসে গুরু-পাদপদ্ম শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ, শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারী-জীউ এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবী অর্চ্চাবিগ্রহরূপে পৃথক্ পৃথক্ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সম্পূজিত হইতেছেন। শ্রীবিগ্রহগণের অধিষ্ঠান বা নিবাসস্থানকে দেবালয়, দেবগৃহ বা শ্রীমন্দির বলা হয়। মঠ ও মন্দির —এক তাৎপর্য্যপর শব্দ। "মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ"—যেখানে পারমার্থিক ছাত্র বা শিষ্যগণ বসবাসপূর্ব্বক বেদাদি-শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন, তাহাই 'মঠ' নামে প্রসিদ্ধ। আর তাঁহাদের উপাসনা-স্থল—উপাস্যগণের অবস্থিতি-ক্ষেত্রই শ্রীমন্দির। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এইরূপ সনাতনধর্ম্ম-প্রচারকেন্দ্র গড়িয়া উঠিলেই মঙ্গল।

শ্রীপত্রিকার তিন শ্রেণীর পাঠক ও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি

পারমার্থিক সাময়িক পত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"দি সাধারণতঃ তিন শ্রেণী ব্যক্তির আলোচ্য। (১) প্রথমতঃ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ স্ব-স্ব কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ইহা আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; (২) তথা-কথিত গবেষকগণ তাঁহাদের যথেচ্ছ রুচি ও ভাবধারার অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ইহা পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন এবং (৩) শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ স্ব-পর বাস্তব আত্ম-কল্যাণের নিমিত্ত ইহার অনুশীলনে প্রযত্নশীল। সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা যায়, অচৈতন্য বিশ্বে জড়বাদের চিন্তায় ভরপূর হইয়া তাহারই বহুমানন করিলে পার-

মার্থিক কল্যাণ বা তাহার অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধির বিষয় হয় না। আধুনিক যুগে দেশী-বিদেশী বহু মনীষী তাঁহাদের প্রাকৃত স্বাধীন চিন্তা, মনীষা ও প্রতিভা লইয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া অবশেষে বঞ্চিতই হইয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র ভাবোচ্ছ্বাস, ঐতিহাসিকতা, সাহিত্যিকতা, প্রত্নতাত্ত্বিকতা ও শ্রুতিমধুর কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন ও প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হন। সনাতন আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আজ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি অনেক কল্পিত, ভ্রান্ত ও বিকৃত মত পোষণ করেন; কেহ কেহ এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয়। আজকাল সহজ ও সুখপাঠ্য ভাষা, আখ্যান-উপাখ্যান এবং কাল্পনিক তথ্যাদিতে পাঠকগণ অধিকভাবে আকৃষ্ট। দার্শনিক বিচার ও তত্ত্বসিদ্ধান্ত স্বভাবতঃই কঠিন ও দুরূহ; এ সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলেই সরল কথা-সাহিত্যের আলোচনাকারিগণের শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। বাস্তব সত্যানুসন্ধানে এরূপ অনীহা ও উদাসীনতা আজ আমাদিকে প্রগতির নামে অধোগতিতে নিক্ষেপ করিয়াছে।

এই জড়প্রগতি ও প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা আজ বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ ও বিবিধ জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিতেছে। পাশ্চাত্যের পরস্পর বিবদমান গোষ্ঠীর ক্রম-বর্দ্ধমান অসন্তুষ্টি ও আস্ফালন বর্ত্তমানে প্রাচ্যেও সমরানল সৃষ্টি করিয়া তাহার লেলিহান্ শিখা বিস্তার করিতে চলিয়াছে। আজ তাহার প্রচণ্ডতা সকল বিশ্ববাসী অনুভব করিয়া বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতেছেন। জড়ীয় বৈজ্ঞানিক উন্নতি বিশ্বশান্তির ধারক-বাহক না হইয়া ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যেরও ন্যূনতম স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অক্ষম। Automation ও Computer আজ সাধারণ মেহনতী মানুষের মুখের অন্নগ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহাকে জড় পঙ্গু করিয়া দিতেছে। জড়বিজ্ঞানের এই তথাকথিত উন্নতি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনুষ্য-সমাজকে তাহার মৌলিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মই বিশ্বশান্তি আনয়নে সমর্থ

ভৌতিকবাদ বা তর্কযুগের এই মহাসঙ্কটে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিজজনগণ তাঁহার অপ্রাকৃত শিক্ষামৃতধারা ও অসমোর্দ্ধ করুণার কথা সমগ্র জগৎকে বিতরণের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই অনন্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিবে এবং বিশ্বশান্তি আনয়নে সমর্থ, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার তুলনা নাই ; ইহা একাধারে সহজ, সরল ও গম্ভীর। নিরক্ষর মানব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্ক-বিচার-শাস্ত্রজ্ঞান-পারদর্শী পণ্ডিত-মণ্ডলী, গৃহস্থ, ত্যাগী, বালক-বৃদ্ধ-যুবা, স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহা আচরণপূর্ব্বক আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। নিরপেক্ষ ও নির্ব্বালীক হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত ধর্ম্মকেই পরমধর্ম্ম-রূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তজ্জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী জানাইয়াছেন,—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥", "নিরপেক্ষ হঞা বিচারিলে আছে তর-তম।" পরাশান্তি-পিপাসু জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের বিমল প্রেমধর্ম্মের আচার-প্রচারের দ্বারা অবশ্যই কৃতকৃতার্থ হইবেন।

শ্রীগৌরহরি ও তদ্‌ভক্তগণের দয়া অতুলনীয়া

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যাঁর। জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥" শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারাদি ও আর্য্যঋষি-অধ্যুষিত আবির্ভাবস্থলী সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র—ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণকারী মানবমাত্রেরই মনুষ্যগণকে কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—" শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট 'উপকার' সকল দেশে—সকল পাত্রে—সকল কালে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার। এ' উপকার কোন দেশ-বিশেষের উপকার, অন্যদেশের অপকার নহে ; এ' উপকার সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপকার। সুতরাং সঙ্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িক, নশ্বর উপকারের প্রস্তাব শ্রীমহা-প্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ কখনও করেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের উপকার কোনদিন কাহারও 'মন্দ' প্রসব করে না। তাই গৌরহরির দয়া 'অমন্দো-দয়া দয়া'—তাই মহাপ্রভু মহাবদান্য—তাই তাঁহার ভক্তগণ 'মহা-মহা-বদান্য'। এসকল গল্পের কথা নয়, কাব্য-সাহিত্যের কথা নয়,—সবচেয়ে বড় সত্যকথা।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু জাতি-বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আপামর জনগণকে শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বীকার-পূর্ব্বক ভক্ত ও বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত স্বরূপোপলব্ধির কথা জানাইয়াছেন। আদি-সত্যযুগে সকলেই একজাতি এবং পরে গুণ-প্রকৃতি-স্বভাবানুসারে বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রীয় সত্য। পুরাকালে লক্ষণদ্বারা বৃত্তি-

অনুসারে বর্ণ নিরূপণ করা হইত। শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ জন্মের মধ্যে তৃতীয় জন্মে—পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষার ফলে মানবের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং ইহাই তাঁহার পারমার্থিক ব্রাহ্মণ-জন্ম। সরলতা-কুটিলতা-লইয়া ব্রাহ্মণত্ব-শূদ্রত্বের বিচার এবং ইহাই লৌকিক-পারমার্থিক উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আত্মকল্যাণ-চিন্তা বা স্বরূপোপলব্ধির ক্ষেত্রে গুণাতীত ভগবদ্দাস্যই প্রার্থনীয়।

তথাকথিত ধর্ম্মসংস্কারকবৃন্দ ও শ্রীচৈতন্যদেব

সাধারণ মনুষ্যগোষ্ঠী ও বৈষ্ণব-সমাজে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। বৈষ্ণবগণের চরম লক্ষ্য—ভগবৎপ্রেম লাভ, আর ইতর সমাজের উদ্দেশ্য—জড়েন্দ্রিয়-তর্পণপর কামনা-বাসনা। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত-সমাজ তাহার কাণাকড়ি-সর্ব্বস্ব 'ব্যাঙ্'-এর আধুলি' লইয়াই ব্যস্ত; আর মহাবদান্য পরদুঃখদুঃখী মুনি-ঋষি, সাধু-মহাপুরুষ, নিত্যসিদ্ধ মহাত্যাগগণ উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন হইয়া অনন্ত জীবাত্মার স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠায় কৃতসঙ্কল্প। সনাতন-ধর্ম্মের কোনরূপ পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন হইতে পারে না। তথাকথিত ধর্ম্মসংস্কারকগণ ধর্ম্মের সংস্কার করিতে গিয়া "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম"রূপ দৈত্য-দানবগ্রস্ত হইয়া পরিশেষে ম্লেচ্ছাচার গ্রহণপূর্ব্বক চরম দুর্দ্দশা বরণ করিয়াছেন। 'ধন্য কলিযুগে' স্বয়ং ভগবান্ প্রেমঘন-মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু তাঁহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক জীবের যাবতীয় সামাজিক অকল্যাণ দূরীভূত করিয়াছেন।—"ব্রাহ্মণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ!"

শ্রীল জয়দেবের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমধর্ম্মের প্রকাশ

শ্রীচৈতন্য পূর্ব্বযুগের স্বভাব-কবি অপ্রাকৃত প্রেমরসিক শ্রীল জয়দেব গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন। শ্রীগীত-গোবিন্দের "দেহি পদ-পল্লবমুদারম্" পাদপূরণে তিনি রাগমার্গে শ্রীরাধা-মাধবের অপ্রাকৃত সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, জানিতে পারা যায়। পদ্মাবতী দেবীর সহিত এই মহাপুরুষ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতে মহাজনরূপে সমাদৃত ও সম্পূজিত। শ্রীচৈতন্যদেব কবি জয়দেব গোস্বামীর হৃদয়ে উদিত হইয়া শ্রীগীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণে তাঁহার আগমনী গীতি গাহিয়াছেন বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—"গৌড়ীয়গণের আরাধ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণাভিন্নতনু শ্রীগৌরসুন্দর অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলায় যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতগোবিন্দের

পূর্ণতম বিকাশ।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাইয়াছেন,—"শ্রীজয়দেব, শ্রীবিল্বমঙ্গল, শ্রীচণ্ডীদাস, শ্রীবিদ্যাপতি, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রভৃতি শুদ্ধ-ভক্তগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর ভাবোদয় ছিল।" কবি জয়দেব শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীরাধামাধবের ভাবসেবা করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। সেই ভগবান্ শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামব্রহ্মরূপে জগতে প্রকটিত।

ষোলনাম-বত্রিশাক্ষর শ্রীহরিনাম-মহামন্ত্রই জপ্য ও কীর্ত্তনীয়

শ্রীপত্রিকার দ্বাত্রিংশৎ বর্ষে প্রবেশ দেখিয়া আমাদের ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক শ্রীনামব্রহ্মের আরাধনার কথা স্মরণ হইতেছে। কলিযুগের তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের সাধনাদ্বারাই নামী পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয় বলিয়া শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে জানাইয়াছেন। "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" —এই মহামন্ত্র হরিনাম নিত্য জপ্য ও কীর্ত্তনীয়, সে-বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। "নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে," "হরি-নাম-মহামন্ত্রৈর্নশ্যেৎ পাপ-পিশাচকম্। হরেরগ্রে স্বরৈরুচ্চৈ-র্নৃত্যংস্তন্নামকং হরেঃ॥" "এতন্নামানি হর্ষেণ কীর্ত্তয়িত্বা মুহুর্মুহুঃ। সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং শ্রীহরি-নামকম্॥" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্যে ইহার উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তনের বিধান রহিয়াছে। হরিনাম-মহামন্ত্রের জপ হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান হইতে কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ,—সে বিষয়েও প্রমাণের অভাব নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের শ্রীহরি-নামার্থ-দীপিকা" গ্রন্থে লিখিত আছে,—"শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী শ্রীকৃষ্ণ-অদর্শনজনিত বিরহে কাতর হইয়া বহু চিন্তার পর অবশেষে এই তারকব্রহ্ম নামকেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায় মনে করেন এবং শ্রীমতী তদনুসারে কলিকালের মহামন্ত্র তারকব্রহ্ম নাম গ্রহণ করিতে থাকেন।" 'হরে', 'কৃষ্ণ,' 'রাম'—শব্দের ব্যাখ্যাও এইরূপ পাওয়া যায়,—"কৃষ্ণমন হরে যেই আহ্লাদ-রূপিণী। 'হরে' শব্দে হয় সেই রাধা ঠাকুরাণী॥ কৃ-আদি গোপীগণের রত্ন পুষ্টি করে। অতএব 'কৃষ্ণ'নাম বলি যে তাহারে॥ রাধিকার সঙ্গে সদা করয়ে রমণ। অতএব 'রাম' নাম কহি যে কারণ॥ সুতরাং শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ আনুগত্যে চিল্লীলা-মিথুন শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীজীউর ও শ্রীগৌর-সুন্দরের অপ্রাকৃত সেবাধিকার আমাদেরকোনদিন লাভ হইবে, হৃদয়ে এই অভিলাষ পোষণপূর্ব্বক নববর্ষের নিবেদন সমাপ্ত করিতেছি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

"SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in a month.

3. Printer's Name—Shri Nabajogendra Brahmachri, Bhakti-Bhandhav.

Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address— Do

5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.

Ntionality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
Address—Shri Devananda Goudiya Math.
Tegharipara, P, O.—Nabadwip (Nadia), W. B.

6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.

Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj President-Acharya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Nabajogendra Brahmachari*, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./-Nabajogendra Brahmachari
Signature of Publisher.

Dated—25. 2. 80

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩২শ বর্ষ | বাসুদেব, ১৩ মধুসূদন, ৪৯৪ গৌরাব্দ | রবিবার, ৩০ চৈত্র, ১৩৮৬ ; ইং ১৩।৪।১৯৮০ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

মহর্ষিভৃগু-কৃতং শ্রী শ্রীবিষ্ণুস্তোত্রম্

[পদ্মপুরাণে শ্রীব্যাসদেব-বিরচিতম্।]

ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুতঃ ॥১৬॥
ব্রহ্মণ্যো ভগবান্ কৃষ্ণো বাসুদেবোঽব্যয়ো হরিঃ ॥১৭॥
ব্রহ্মণ্যো নরসিংহঃ স্যাত্তথা নারায়ণোঽক্ষরঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ শ্রীধরঃ শ্রীশো গোবিন্দো বামনস্তথা ॥১৮॥
ব্রহ্মণ্যো যজ্ঞবারাহঃ কেশবঃ পুরুষোত্তমঃ।
ব্রহ্মণ্যো রাঘবঃ শ্রীমান্ রামো রাজীবলোচনঃ ॥১৯॥

ব্রহ্মণ্যঃ পদ্মনাভঃ স্যাত্তথা দামোদরঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মণ্যো মাধবো যজ্ঞস্তথা ত্রিবিক্রমো বিভুঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ হৃষীকেশঃ পীতবাসা জনার্দ্দনঃ ॥২০॥

দেবকীর পুত্র ব্রহ্মণ্য, মধুসূদন ব্রহ্মণ্য, পুণ্ডরীকাক্ষ ব্রহ্মণ্য, বিষ্ণু এবং অচ্যুত ব্রহ্মণ্য, ভগবান্ কৃষ্ণ, নরসিংহ, নারায়ণ এবং অক্ষর ব্রহ্মণ্য, শ্রীধর, শ্রীপতি, গোবিন্দ ও বামন ব্রহ্মণ্য, যজ্ঞবরাহ, কেশব এবং পুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য, রাঘব, শ্রীমান্ রাজীবলোচন রামচন্দ্রই ব্রহ্মণ্য, পদ্মনাভ এবং প্রভু দামোদর ব্রহ্মণ্য, মাধব, যজ্ঞ, ত্রিবিক্রম, বিভু ব্রহ্মণ্য, হৃষীকেশ, পীতাম্বর এবং জনার্দ্দন ব্রহ্মণ্য ॥১৬-২০॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥২১॥

ব্রহ্মণ্যদেব এবং গোব্রাহ্মণের হিতকারীকে নমস্কার। জগতের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ এবং গোবিন্দকে বারম্বার নমস্কার করি ॥২১॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় বাসুদেবায় বিষ্ণবে।
কল্যাণগুণপূর্ণায় নমস্তে পরমাত্মনে ॥২২॥

আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, বাসুদেব এবং বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার। আপনি কল্যাণগুণে পরিপূর্ণ এবং পরমাত্মা, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥২২॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় সর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তথা সঙ্কর্ষণায় চ ॥২৩॥

আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, আপনি প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ, আপনাকে নমস্কার ॥২৩॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় সর্ব্বভূতস্বরূপিণে।
বরাহবপুষে নিত্যং ত্রয়ীনাথায় তে নমঃ ॥২৪॥

আপনি ব্রহ্মণ্যদেব ও সমস্ত ভূতস্বরূপ, আপনি বরাহমূর্ত্তিধারী এবং আপনি ত্রয়ীনাথ, আপনাকে নিত্য নমস্কার করি ॥২৪॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় নাগপর্য্যঙ্কশায়িনে।
রাজীববক্ত্রনেত্রায় রাঘবায় নমো নমঃ ॥২৫॥

আপনি ব্রহ্মণ্যদেব, আপনি অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, আপনার মুখ ও চক্ষু কমলের তুল্য এবং আপনি রাঘব, আপনাকে বারম্বার নমস্কার ॥২৫॥

মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়স্তব।
ন জানন্তি মহাত্মানং সর্ব্বলোকেশ্বরং প্রভুম্ ॥২৬॥

হে প্রভো! আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া সমস্ত দেবতা এবং ঋষিগ সকললোকের অধীশ্বর এবং মহাত্মা যে আপনি, আপনাকে জানিতে পারেন না ॥২৬॥

ত্বাং ন জানন্তি ভগবন্ সর্ব্ববেদবিদোঽপি হি।
নামরূপগুণৈঃ শ্রীশ চারিত্রৈরপি দুষ্করৈঃ ॥২৭॥

যাঁহারা সকল বেদের পারদর্শী, তাঁহারাও কমলাপতির (আপনার) নাম, রূপ, গুণ এবং দুষ্করচরিত্র-দ্বারা আপনাকে তাঁহারা জানিতে পারেন না ॥২৭॥

পরত্র সূচকং সত্ত্বং তব বেদিতুমীশ্বর।
মহর্ষিভিঃ প্রেষিতোঽহমাগতোঽস্মি তবান্তিকম্ ॥২৮॥

হে ঈশ্বর! পরকালের শুভসূচক আপনার সত্ত্বগুণ জানিবার নিমিত্ত মহর্ষিগণ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই সত্ত্বগুণ জানিতেই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি ॥২৮॥

তব শীলং গুণান্ জ্ঞাতুং চরণং মম কেশব।
দত্তং বক্ষসি গোবিন্দ তৎ ক্ষন্তব্যং কৃপানিধে ॥২৯॥

হে দয়াময়! হে কেশব! আপনার শীলতা এবং গুণ জানিবার জন্য আপনার বক্ষঃস্থলে আমার চরণ নিক্ষেপ করিয়াছি। হে গোবিন্দ! আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিবেন ॥২৯॥

বসিষ্ঠ উবাচ—

এবমুক্ত্বা ভৃগুর্বিষ্ণুং প্রণম্য চ মুহুর্মুহুঃ।
দিব্যৈর্মহর্ষিভিস্তত্র পূজ্যমানো মহাত্মভিঃ।
পুনর্জ্জগাম হৃষ্টাত্মা যজ্ঞভূমিং শুভাবহাম্ ॥৩০॥

বসিষ্ঠ কহিলেন,—ভৃগুমুনি বিষ্ণুকে এই কথা বলিয়া এবং বারম্বার প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার আহ্লাদিত মনে মঙ্গলদায়িনী যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন ॥৩০॥

স্বাগতং মহাত্মানং তত্র দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ।
প্রত্যুত্থায় নমস্কৃত্বা পূজাঞ্চক্রুর্বিধানতঃ।
তেষাং বিজ্ঞপয়ামাস তৎসর্ব্বং মুনিপুঙ্গবঃ ॥৩১॥

গমনকালে তথায় যে সমস্ত দিব্য মহাত্মা মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা ভৃগু-মুনির স্তব করিতে লাগিলেন। তথায় মহর্ষিগণ মহাত্মাকে উপস্থিত দেখিয়া প্রত্যুত্থান এবং নমস্কার করিয়া যথাবিধানে পূজা করিলেন। মুনিবর তাঁহাদিগকে সেই সকল বিষয় নিবেদন করিলেন ॥৩১॥

ঐকান্তিক ও ব্যভিচারী

ঐকান্তিকতা কাহাকে বলে?

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥" একটী মাত্র অন্ত যাহার, তিনি ঐকান্তিক বা ভক্ত-ভৃত্য। একটী বলিতে—সংখ্যাগত যাবতীয় নানাত্বের বিপরীত-ভাব প্রকাশ করে। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিরেকেহ কুরু-নন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ (গীঃ ২।৪১)

হে অর্জ্জুন! একমাত্র ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করিবে; অব্যবসায়ীগণ নানা প্রকার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া অসংখ্য বিষয় সৃষ্টি করে। লক্ষ্যবস্তু এক না হইয়া বহু বা দুই হইলে, দুই নৌকায় দুই পা দিলে অকল্যাণ প্রসব করে।

ব্যভিচারের লক্ষণ

ঐকান্তিকতার অভাবে জীব বহু বিষয়ে আসক্ত হইয়া ব্যভিচারী হন। ব্যভিচার আচারের অপব্যবহার; লক্ষ্য ভ্রষ্ট জীবের তাহাই উপাস্য। অসংযত ব্যক্তিগণ বহুলক্ষ্যের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কোন বস্তুই লাভ করিতে পারেন না। যেখানে স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণ সমবেত না হন, সেইখানেই বিষম জাতীয় সংহতিতেই ব্যভিচার। অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু কিন্তু ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবে

ব্যভিচারক্রমে সেই বস্তু বিভিন্ন বলিয়া উপলব্ধ হয়। ঐকান্তিকতার অভাবই এই ব্যভিচার আনয়ন করে।

পঞ্চোপাসনা—ঐকান্তিকতা ও অদ্বয়জ্ঞানের ব্যভিচার

আবার এই প্রকার ব্যভিচার পোষণ করিয়াও কাল্পনিক পঞ্চদেবতার উপাসকবৃন্দ বিবর্ত্তবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক এক মাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা করেন। বহুঈশ্বরবাদের ব্যভিচার হইতে রক্ষা পাইতে গেলে একমাত্র নির্ব্বিশেষ কল্পনাই ঐকান্তিকতা পোষণ করে। ঐকান্তিকতার অভাবে এক-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে পাঁচ প্রকার কৃষ্ণেতর বাহ্যলক্ষণে লক্ষীভূত বস্তুকে ঈশ্বর স্বীকার ও তাহাদের ঈশ্বরত্বের বিলোপ সাধন করিয়া বস্তুন্তরকে অদ্বয়-জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিলে ঈশ্বরগুলির বিশেষত্ব ধ্বংস হয়; সেইকালে কৃষ্ণেতর বাহ্যদর্শন-জন্য পঞ্চোপাসনাগত ব্যভিচার আর থাকিতে পারে না।

বহু ঈশ্বরবাদিগণ অসৎ সাম্প্রদায়িক

একজন সেবক যেরূপ বহু প্রভুর সেবা করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐকান্তিক বহুঈশ্বর-বাদের প্রশ্রয় দেন না। ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিলে উদারতা হয়—যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কখনই অসাম্প্রদায়িক হইতে পারেন না। উপাস্য-বস্তু কখনই বহু হইতে পারেন না। অনুরাগের অভাব হইতে ও বিরোধের স্বভাব হইতে বহুঈশ্বরের প্রবর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

'ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ'।

(ভাঃ ১১।২।৩৭)

উপাস্য বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি হয়

অদ্বয়-কৃষ্ণ-জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই মানব দ্বিতীয়-বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হন। এই অভিনিবেশই তাঁহাকে অভয়পদ-ঐকান্তিকতা বিস্মরণ করাইয়া ভয়রূপ ব্যভিচারের হস্তে নিক্ষেপ করেন। ঐকান্তিকগণের উপাস্য বস্তুকে বহুজ্ঞান হইলে ভয়ের উৎপত্তি। বিষয়ের বহুত্ব-জ্ঞানই ভয়ের কারণ। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়।

বহু ঈশ্বরবাদীই ব্যভিচারী

যাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ব্যভিচার-ক্রমে কামনানুসারে নিজ নিজ কাম-পুষ্টি-জন্য সূর্য্য, গণেশ, শক্তি ও রুদ্র উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন, তাহারাই বহুঈশ্বর বাদী ও ব্যভিচারী। ভগবৎ-তত্ত্ব হইতেই বিমুখতাক্রমে বাহ্যবিচার ও বাহ্য-দর্শনদ্বারা পঞ্চদেবতার কল্পনা হয়।

কৃষ্ণোপাসক ও পঞ্চোপাসকের পার্থক্য

বহু কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে জীব কৃষ্ণকাম বা অদ্বয়-জ্ঞান লাভ করেন। সেকালে তাঁহার বাসনাবশে বিভিন্ন উপাসনা থাকে না। ব্যভিচারী-সম্প্রদায় এই যুক্তাবস্থাকেও গর্হণ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। ব্যভিচারীর দল বলেন, কৃষ্ণভক্তগণ স্বার্থপর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজড়িত. তাঁহারা ভগবানকে ব্যক্তিগত (personal) করিতে ব্যগ্র। সুতরাং ঐকান্তিক ভক্তের সহিত গণেশ পূজকের মতভেদ আছে। গণেশ পূজা করিলে অর্থসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু কৃষ্ণপূজা করিলে পার্থিব অর্থকে অনর্থ-জ্ঞান হইয়া যায়। তাহা হইলে আর জড়ের ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বার্থপরের চমৎকারিতা পোষণ করে না। জড়ার্থকামী ব্যভিচারীদল পঞ্চোপাসনার প্রতি আদর করিয়া ঐকান্তিকতা বিনাশ করে এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তকে তাহারই ন্যায় ব্যক্তিগত জড় স্বার্থের দাস বলিয়া মনে করে।

কৃষ্ণভক্তের স্বার্থপরতাই ঐকান্তিকতা, কিন্তু পঞ্চোপাসকী ব্যভিচারী

এস্থলে বিচার্য্য বিষয় এই যে—কৃষ্ণ বস্তুটী জড়ের অন্যতম নহে। কৃষ্ণ-দাস্যে যে ঐকান্তিকতা ও স্বার্থপরতা ব্যভিচারীদল দেখিতে পান, উহা তাহাদিগের ন্যায় হেয়-পূর্ণ স্বার্থপরতা নহে। গণেশ-পূজকের স্বার্থ অর্থা-সিপ্তি। তাদৃশ অর্থের দ্বারা কৃষ্ণৈক-শরণের স্বার্থ বিলোপসাধন ও নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণাদি ঘটে। অনন্য-কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণপূজা, অনন্য-কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়-তর্পণও ব্যক্তিগত ঘৃণিত স্বার্থ নহে।

উপাস্যের বহুত্বে ভোটাধিক্য হইলে ঐকান্তিকতার অভাব হয়

গণেশ পূজক তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন যে, জগৎ 'পঞ্চাইতী শাসনে' প্রতিষ্ঠিত হওয়াই উচিত। ভক্তগণের ঐকান্তিকতা ঘুচাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজনে ভোট দিয়া ব্যভিচার আনয়ন করিব। জড়জগতে পাঁচের অধিকার থাকুক; কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অনুরাগের স্বরূপ যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা নানাত্ব, বহুত্ব ও সাধারণী ভাবের আদর না করিয়া ভগবান্ আমারই স্বায়ত্তীকৃত বস্তু—ইহাতে ব্যভিচারীর, সাধারণের বা অন্যের স্বরূপতঃ কোন অংশ নাই জানেন। ঐকান্তিকতার মধ্যে অপরের কোন অংশ থাকিতে পারে না।

ঐকান্তিক ভক্তের স্বভাব বা লক্ষণ

ঐকান্তিক ভক্ত একল সেবাপরায়ণ, আবার তাঁহার স্বজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ উদ্দেশের অনুকূল সহচরগণকে নিজ হইতে অপৃথক্ বুদ্ধি করেন। 'সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়' প্রভৃতি ভক্তির পরমোচ্চস্তরের ভজন-প্রভাবের কিছু কিছু উপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে, তিনিই ঐকান্তিকের নিষ্ঠা বুঝিতে সমর্থ। তৎপূর্ব্বে নানা অনর্থ ও জঞ্জাল আসিয়া তাঁহার অদ্বয়-স্বরূপ-জ্ঞানে বিপৎপাত ঘটাইবে। কৃষ্ণভক্তই ঐকান্তিক ও শান্ত; ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি-কামী সকলই অশান্ত।

পাঁচ মিশালী মত পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক হইবার উপদেশ

যেখানে কৃষ্ণেতর অন্য বস্তুতে জীবের অনুরাগ ও সহানুভূতি দেখা যায়, সেখানে কৃষ্ণভক্তি নাই। কৃষ্ণভক্ত কখনই সাধারণী বহ্বীশ্বর-সেবীর সঙ্গ করেন না। তাঁহাদিগকে সৎপথে আনয়নের জন্য, তাঁহাদের বিষয় উন্মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করেন, কিন্তু তাদৃশ সাধারণী কৃষ্ণেতর দেবো-পাসকের বিমুখ চেষ্টার আদর করেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবকে স্বার্থপর মনে করিয়া তাহাকে পাঁচমিশালী মতবাদী করিয়া তুলিবার চেষ্টা ব্যভিচারিদলে আদর পাইতে পারে; কিন্তু তাদৃশ দল যখন নিজ নিজ অসৎচেষ্টা ছাড়িয়া দেন, তৎকালে তিনিও ঐকান্তিক হইতে পারেন। ঐকান্তিকতা বিনাশ-প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তাহার কোন মঙ্গল হয় না।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

ভেক-ধারণ

আশ্রম-চতুষ্টয় ও তাহার লক্ষণ

কোন মহাত্মা বৈষ্ণব এই বিষয়ে আমাদিগকে কয়েকটী প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই প্রশ্নগুলি এস্থলে না দিয়া কেবল উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

'ভেক'-শব্দে ভিক্ষুদিগের আশ্রমকে উদ্দেশ করে। মানবের আশ্রম শাস্ত্র ও যুক্তিমত চারিটী মাত্র—গৃহস্থাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম

ও সন্ন্যাসাশ্রম। বিজ্ঞানের চক্ষেই দেখুন বা শাস্ত্রের চক্ষেই দেখুন, উক্ত চারিটী আশ্রম ব্যতীত অন্য আশ্রম মানব-জাতির সম্ভব নহে। **আশ্রমের সংখ্যা লঘু করিতেও পারিবেন না।** এইসমস্ত আশ্রম-তত্ত্বের বিচার 'শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত'-গ্রন্থে [২য় বৃষ্টি, ৪র্থ ধারায়] সম্পূর্ণরূপে লক্ষিত হইবে। সম্প্রতি সংক্ষেপে বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাব গ্রহণ করিব। বিবাহ করিয়া সমাজবদ্ধ ব্যক্তিগণই **গৃহস্থ** আশ্রমে স্থিত। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতঃ নিঃসঙ্গ ভ্রমণকারী ব্যক্তিগণই **সন্ন্যাসাশ্রমী**। ব্রহ্মচর্য্য ও বাণপ্রস্থ ইহাদের মধ্যবর্ত্তী। ব্রহ্মচারিগণ দার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হইতে পারেন অথবা একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। **বাণপ্রস্থ** আশ্রমে স্ত্রী কোন কোন স্থলে সঙ্গে থাকিতে পারেন। **সন্ন্যাসাশ্রমের নামই ভিক্ষু-আশ্রম।** সন্ন্যাসীব্যক্তি আর এজীবনে স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারেন না। তিনি ভিক্ষার দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

ভেক-ধারিগণের আশ্রম নিরূপণ

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ভেকধারী বৈষ্ণবগণ কোন্ আশ্রমে অবস্থিতি করেন? আমরা যতদূর শাস্ত্র ও শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশ আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছি যে, নিঃসঙ্গ বৈষ্ণবগণ ভিক্ষুদিগের আশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। স্ত্রী-সঙ্গ তাঁহাদের পক্ষে যখন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তখন তাঁহাদের আশ্রমের নাম সন্ন্যাস। **সন্ন্যাসের চিহ্নই কৌপীন।** তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন। অতএব তাঁহারা ভিক্ষুদিগের আশ্রমে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুশীলন করেন।

ভেক-ধারণে বা সন্ন্যাসে কোন্ বর্ণের অধিকার?

এস্থলে বিচার্য্য এই যে, বৈষ্ণবদিগের ভেকধারী ব্যক্তিগণ সকল বর্ণ হইতে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করেন—ইহা শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ কি না? আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে,—**শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ-বর্ণ ব্যতীত কেহই সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী নন।** শাস্ত্রবাক্য সর্ব্বদা নির্ম্মল। বেদসিদ্ধ শাস্ত্রে ভ্রম-প্রমাদাদি নাই। **শাস্ত্রে ব্রাহ্মণবর্ণের যে-লক্ষণ করিয়াছেন সেই সেই লক্ষণ যদি কোন পুরুষের না থাকে, তাহার সন্ন্যাস গ্রহণ করা বৃথা।** যথা **শম** (অন্তরেন্দ্রিয়ের বশীভূততা) **দম** (বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন) ইত্যাদি গুণগণ না থাকিলে সন্ন্যাসাশ্রম-গত পুরুষ অতি শীঘ্রই লাম্পট্য ও ভোগবাঞ্ছার দ্বারা উক্ত পবিত্রাশ্রমের কলঙ্ক-স্বরূপ হইয়া উঠিবে।

অতএব ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকার নাই।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ থাকিলে সন্ন্যাসের অধিকার

কলিকালে স্বভাব হইতে বর্ণ-নিরূপণ-প্রথা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়াছে। এখন কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব এস্থলে ব্রাহ্মণজাতি হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু স্বভাব গতিকে অন্যান্য বর্ণ হইতে উক্ত আশ্রমের অনেক অধিকারী পাওয়া যায়। এই নিগূঢ় শাস্ত্রবিচার হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাসাদি মহাজনগণকে ভিক্ষুদিগের আশ্রম গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

অনধিকারীর পক্ষে ভেক বা সন্ন্যাস নিষিদ্ধ

সেই সময় হইতে এই ভেক-ধারণের পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। শাস্ত্রের বা পদ্ধতির কোন দোষ নাই। যাঁহারা ঐ পদ্ধতি প্রথমে প্রচলিত করেন, তাঁহাদেরও দোষ নাই। কিন্তু সমস্তই কালের দোষ। জন্মমাত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাস যেরূপ গর্হিত, অনধিকারী অপর বর্ণের নরগণের পক্ষেও ভেকধারণ তদ্রূপ গর্হিত—ইহাতে সন্দেহ নাই। অধিকার লাভ করিয়া সকল ব্যক্তিই ঐ আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত সকলকেই গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকা কর্ত্তব্য।

অবিবাহিত গৃহীর লক্ষণ

কি কি বিষয়ে ভেকধারণের অধিকার জন্মে, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। মানব মাত্রেরই গৃহস্থ হইবার অধিকার আছে। গৃহস্থ হইলে স্ত্রী পরিগ্রহ করা যায়, কিন্তু স্ত্রী পরিগ্রহের সম্বন্ধে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্ত্রী পরিগ্রহ না করিয়াও অক্ষম ব্যক্তিগণ অন্যান্য গৃহস্থের সাহায্যে গৃহস্থ হইয়া থাকিতে পারেন।

ভেক-ধারণ বা সন্ন্যাসলাভের অধিকার নির্ণয়

ভেক-ধারণ বা সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে যে কয়েকটি অবস্থা উদয় হওয়া আবশ্যক, তাহা বলিতেছি।—

১। শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য—এই চারিটি ধর্ম্ম উদয় হইলে ভিক্ষুদিগের আশ্রমে অধিকার হয়। তিতিক্ষা (দুঃখাদি সহনের অভ্যাস) ও বৈরাগ্য (সমস্ত নশ্বর বস্তুতে অবস্তু জ্ঞান) এই দুইটি সন্ন্যাসীর প্রধান ধর্ম্ম।

২। নশ্বর বস্তু ও অবিনশ্বর বস্তুকে পৃথক্ করিয়া জানার প্রয়োজন।

৩। অবিনশ্বর বস্তু লাভের সম্যক্ উপায় লাভ।

এই তিনটী গুণ যে শরীরে উদয় হয়, সে শরীর সন্ন্যাস লিঙ্গ গ্রহণ করিবার অধিকারী।

সন্ন্যাস ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের পার্থক্য

সামান্যতঃ **সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের একটু ভেদ আছে।** সামান্য বার্ণিক-সন্ন্যাসীদিগের শম, দম, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য সদসৎ জ্ঞান ও ব্রহ্মলাভের উপায় মাত্রই প্রয়োজন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীদিগের কেবল ঐ সকল গুণ থাকিলেই ভেকের অধিকার হয়, এমত নয়। আদৌ ভগবদ্বিষয়িণী শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ, তদনন্তর ভজন ও অনর্থ-নিবৃত্তি প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন ভাগবতী রতি উদিতা হয়, তখন বিরক্তি বলিয়া একটী ধর্ম্ম বৈষ্ণবকে আশ্রয় করে। তাহা করিলে বৈষ্ণবের আর নিরর্থক কর্ম্মময় গৃহস্থাশ্রম ভাল লাগে না। তখন বৈষ্ণব আপন অভাব খর্ব্ব করিবার মানসে কৌপীনাদি ধারণ ও ভিক্ষাদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করেন। **ইহার নাম—বৈষ্ণবদিগের ভেক।** যিনি সরলতার সহিত ভেক ধারণ করেন, তিনি জগতের পূজনীয়। এবম্প্রকার ভেকগ্রহণ দুই প্রকারে হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ভাবজনিত বিরক্তি লাভ করিয়া কোন সাধুর নিকট ভেক গ্রহণ করেন, **কেহ বা স্বয়ং ঐ প্রকার লিঙ্গদ্বারা লিঙ্গিত হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন।** শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভেক অতিশয় পবিত্র পদ্ধতি। আমরা শ্রদ্ধাবনত মস্তকের সহিত সেই পদ্ধতিকে বারম্বার দণ্ডবৎ করি।

স্বয়ং ভেক বা সন্ন্যাস গ্রহণ অবিধি ও দৌরাত্ম্য বিশেষ

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায় ভেকাশ্রমও আজকাল অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। **অধিকার বিচার একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। যাহার ভেক লইতে ইচ্ছা হইল, সে ক্ষণ-মাত্রের মধ্যে মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক কৌপীন ধারণ করিয়া বসিল!** আজকাল বৈষ্ণব-সমাজে ভেক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী দৌরাত্ম্য প্রচলিত হইয়াছে। সমস্ত সরল বৈষ্ণব ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর যথার্থ কৃপাপাত্র সাধুগণ ঐ সকল দৌরাত্ম্যের অনুমোদন করা দূরে থাকুক, তাহা দেখিলে চক্ষুকে হস্ত-দ্বারা আচ্ছাদন করেন।

ভেক ও সন্ন্যাস সম্বন্ধে বর্ত্তমান দৌরাত্ম্যের বিচার

১। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই মস্তকমুণ্ডন ও কৌপীনধারণ করিয়া স্বগৃহে বাবাজী হইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর অনর্থ কি আছে? তাঁহাদের এরূপ আশ্রম-সাঙ্কর্য্যের প্রয়োজন কি? যদি বিরক্তি হইয়া থাকে তবে প্রকৃত-প্রস্তাবে নিঃসঙ্গ ভেক গ্রহণ করুন। যদি বিরক্তি না হইয়া থাকে, তবে এরূপ লিঙ্গ-ধারণদ্বারা কি লাভ হইবে? কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকের নিকট কলঙ্কিত করাই হইতেছে। অবশ্য পরলোকে ইহার ফলভোগ করিবেন।

২। আখড়াধারী বাবাজীদিগের আখড়ায় স্ত্রীলোক সেবিকা রাখাও একটী ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্ব্বাশ্রমের বনিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করেন। যে আখড়ায় স্ত্রীলোক না হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত পুরুষ কখনই থাকেন না; দেবসেবার ও সাধুসেবার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করাই কেবল ঐসমস্ত কার্য্যের মূলীভূত তত্ত্ব।

৩। নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জ্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দৌরাত্ম্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে। ফলকথা, ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইতে হইতেই যিনি বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কলঙ্ক-স্বরূপ।

অবৈধ ভেক ও সন্ন্যাসে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবমাননা ও অধঃপতন

ফলকথা এই যে, অবিবেচনা ও মন্দ উদ্দেশ্যই এই সকল দৌরাত্ম্যের জনক-জননী। ভেক গ্রহণ করার পূর্ব্বে সকলেই বিশেষ সতর্কতা-সহকারে আপন আপন অধিকার পরীক্ষা করিবে। ভেক গ্রহণ করিলেই হয়, তাহা নয়। ভেক 'যথাবিধি' গ্রহণ করিতে পারিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। **অযথা-বিধি ভেক গ্রহণ করিলে নিজের অধঃপতন ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অবমাননা হয়।**

অধিকার-বিচার করার জন্য ঠাকুরের আবেদন

আমরা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক জগতের নিকট এইপ্রকার আবেদন করি,—হে মহোদয়গণ! অধিকার বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করুন। অধিকারই সকল-বিষয়ের মূল। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥ (ভাঃ ১১।২১।২)

নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাই গুণ। তাহার বিপরীত আচরণের নাম দোষ। অতএব, অধিকার বিচার না করিয়া কোন কার্য্য করিবেন না। যে-পর্য্যন্ত বিরক্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত গৃহধর্ম্ম পালন করিতে করিতে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করুন। বিরক্তি হইলে গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিচরণ করুন। একাদশ-স্কন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥ (ভাঃ ১১।২০।২৭-২৮)

যে-পর্য্যন্ত গৃহ পরিত্যাগ করিতে অক্ষম, সে-পর্য্যন্ত আমার কথাতে জাতশ্রদ্ধ হইয়া সকল কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ লাভ করুক। সমস্ত কামকে দুঃখাত্মক জানিয়া ও তাহাদের শেষ ফলকে মন্দ বলিয়া নিন্দা করিতে করিতে ও তাহাদিগকে আমার প্রতি শ্রদ্ধালু হইয়া স্বীকার করুক এবং আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করুক।

ভেকধারী বা সন্ন্যাসীর নিজগৃহে অবস্থান নিষিদ্ধ

হে সাধুগণ! ইহাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের লক্ষণ। "কটিং কৃত্বা বনং ব্রজেৎ"—এই বৈষ্ণবী তন্ত্র হইতে স্থির হয় যে, ভেকধারণ করিয়া গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা বৈষ্ণবের লক্ষণ নয়। ভেকধারণ করিয়া বিচরণ-করণ-সময়ে যে লক্ষণ, তাহা ভগবদুপদেশ দৃষ্টি করুন।

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।" (ভাঃ ১১।১১।৩২)

ভেকধারী বা সন্ন্যাসীর পারমহংস্য বৈষ্ণবাশ্রম

পুনশ্চ—"লিঙ্গান্ আশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধি-গোচরঃ॥" (ভাঃ ১১।১৮।২৮)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে গুণদোষ দৃষ্টিপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করিবে। তখন **সমস্ত লিঙ্গের সহিত আশ্রম সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বিধিসকলের অতীত যে পারমহংস্য বৈষ্ণবাশ্রম, তাহাতেই বিচরণ করিবে।** এই বাক্যদ্বারা বৈষ্ণবাশ্রমকে পঞ্চমাশ্রম মনে করিবেন না। যে আশ্রমেই থাকুন, তাহাতে আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক এবং

সেই আশ্রমের নিন্দাতে নিষ্ঠা ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তির দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ভক্তদিগের আচার স্বীকার করিবেন। এ বিষয়ে আর অধিক কথা আপাততঃ বলিব না। আবশ্যকমত পরে এবিষয়ের অনেক আলোচনা হইবে। বৈষ্ণবধর্ম্মকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সমস্ত দৌরাত্ম্য দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে।

সেই অপার করুণাময় শ্রীশচীনন্দন আমাদিগকে তখন যাহা বলাইবেন, আমরা তাহাই বলিব। বৈষ্ণব-চরণে দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্ব্বক অদ্য নিরস্ত হইলাম।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুদেবের ৮২তম বর্ষপূর্ত্তি-প্রকট-তিথিতে

কুসুমাঞ্জলি

জয় গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান, জয় জয় প্রভু ভক্তবর,
আজিকে তোমার উদয়-তিথিতে পূজি তব পদ নিরন্তর।
গোবিন্দ কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে তুমি আবির্ভূত হয়েছো ভবে,
পরমার্থময়ী এ' তিথিরে তাই প্রতিটি বছর পূজিছি সবে।
মাধবী মালতী কুসুমাদি আজি বিতরে সুগন্ধ চতুর্দ্দিকে,
পিকের কণ্ঠে মধুমাখা তান দিক্ মাতোয়ারা করিছে এবে।
শীতের তাণ্ডব ক্রমে ক্ষীণ আজ, মলয়ানিল বহিছে ধীরে,
প্রকৃতিদেবী যেন এ' তিথিরে আজ বরণ করিছে হর্ষভরে।
গুরুদেব, তব চরণপূজার আজিকে যে গো বিশেষ তিথি,
শ্রীব্যাস-পূজার অনুবর্ত্তনে তোমার পূজনই শাস্ত্র-বিধি।
তোমার পূজার উপায়ন জানি ব্যাস-মুখরিত শ্রুতির বাণী,
শ্রুতি-কীর্ত্তনে মাতি' আজি তাই, দিতেছি তোমার জয়ধ্বনি।
গোলোক হ'তে তুমি আসি' এমর্ত্ত্যে শত শতজীবে করেছো ত্রাণ,
পাষণ্ড-দলন ও কৃষ্ণপ্রেম-দানে তোমার মহিমা দীপ্যমান।
শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের বিজয়-পতাকা উড়ায়েছো দেশ-দেশান্তরে,
তোমার 'গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' চির ভাস্বর ধরার 'পরে।

তোমার হৃদয়-তন্ত্রীতে সদা প্রভুপাদ-সুর উঠিত বেজে,
শ্রীপ্রভুপাদের দাসরূপে তুমি পরিচিত ছিলে সবার কাছে।
শ্রীপ্রভুপাদেরে বাঁচাতে একদা তুচ্ছ করেছো নিজের প্রাণ,
'গুরবে সর্ব্বস্ব দত্তাৎ'—শ্লোকের তব আচরণে মিলে প্রমাণ।
শ্রীপ্রভুপাদের নামোচ্চারণে তোমার নয়নে ঝরিত জল,
তব গুরু-সেবার মহান্ আদর্শ আজিও জগতে সমুজ্জ্বল।
শ্রীপ্রভুপাদের অপ্রকটে যবে চৈতন্য-ধর্ম্মে পশিল গ্লানি,
সেইকালে তুমি জগত্রাতারূপে ঘোষিলে আবার গৌর-বাণী।
জানালে গৌর-নাগরীবাদাদি মায়াবাদেরই প্রচ্ছন্নরূপ,
শ্রীচৈতন্যধর্ম্মের নির্ম্মলত্ব যুগ যুগ ধরি' রহে অটুট।
জ্ঞানীদের মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, সোঽহং বলি' তারা গর্ব্ব করে ;
যোগীরা নিছক যোগ-প্রভাবে অলৌকিক কিছু দেখা'তে পারে।
হেন জ্ঞানী-যোগী ভক্তির অভাবে শ্রীহরির দেখা কভু না পায়,
ভক্তই শুধু হরি-পদ লভি' হরি-গুণ-গাথা সতত গায়।
তোমার শিক্ষার মহৎ মহিমা সারা ভূ-ভারতে ব্যাপ্ত আজ,
জীবের সার্ব্বিক কল্যাণ তরে সার্থক হয়েছে তব প্রয়াস।
মোদের ভজনের উন্নতি লাগি' শুনেছি তোমার শাসন-বাণী,
আমাদের ভোগ-সুখের রুচিতে কভু ইন্ধন দাওনি তুমি।
তব প্রিয়তম শিষ্যগণেরে রাগানুগা ভক্তি করেছো দান,
তব কৃপা-কণা পেয়েছে যে-জন, পূরিয়াছে তা'র মনস্কাম।
তব প্রিয়তম সুযোগ্য প্রতিভূ মোদের পূজ্য আচার্য্যপাদ,
এবে তাঁরই কণ্ঠে ধ্বনিত নিত্য তোমার সিদ্ধান্ত-শঙ্খ-নাদ।
কুসুমাঞ্জলি দিয়া তব পদে জানাই আজি মোর সাষ্টাঙ্গ নতি,
প্রার্থনা মোর যেন নিত্যকাল তব চরণের দাস হ'য়ে থাকি।
পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবেরে তব অভিন্ন-হৃদয় জানি'
তাঁর দাস্যে রহি' প্রণমি' তাঁহারে গাহি তব গুণ, দিবস-যামী।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৪ পৃষ্ঠার পর)

তত্তৎ শ্রীভগবত্যেব স্বরূপং ভূরি বিদ্যতে।
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে ॥
যথা রূপ-রসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ সদা।
ক্ষীরাদিরেক এবার্থো জ্ঞায়তে বহুধেন্দ্রিয়ৈঃ ॥
দৃশা শুক্লো রসনয়া মধুরো ভগবাংস্তথা।
উপাসনাভির্বহুধা স একোঽপি প্রতীয়তে ॥
জিহ্বয়ৈব যথা গ্রাহ্যং মাধুর্য্যং তস্য নাপরৈঃ।
যথা চ চক্ষুরাদীনি গৃহ্ণন্ত্যর্থং নিজং নিজম্ ॥
তথান্যা বাহ্যকরণস্থানীয়োপাসনাখিলা।
ভক্তিস্তু চেতঃস্থানীয়া তত্তৎসর্ব্বার্থলাভতঃ।
ইতি প্রবরশাস্ত্রেষু তস্য ব্রহ্মস্বরূপতঃ।
মাধুর্য্যাদিগুণাধিক্যাৎ কৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠতোচ্যতে ॥

(শ্রীলঘুভাগবতামৃত)

ছগুণাশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য যেরূপ চক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্নরূপে গৃহীত হয়, তদ্রূপ একই ভগবান্ বিভিন্ন শাস্ত্রপথসমূহ-দ্বারা নানারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া সমস্ত শাস্ত্রপথই সমান বা এক তাৎপর্য্যপর তাহা নহে। ভগবানের সেবানুকূল ও ভগবৎসেবা-প্রতিকূল—উভয় পথ এক নহে এবং ইহাদের প্রাপ্তব্য বস্তুও এক নয়। যেরূপ রূপ-রসাদি বহুবিধ গুণের আশ্রয় এক দুগ্ধাদি দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা শুক্ল, হস্তের দ্বারা তরল, নাসিকা দ্বারা কোন বিশিষ্ট ঘ্রাণযুক্ত, জিহ্বা দ্বারা মধুর ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয়, আবার যেমন দুগ্ধাদির মাধুর্য্য একমাত্র জিহ্বাই গ্রহণ করিতে সমর্থ,—কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি অন্য ইন্দ্রিয় সমর্থ নহে, আর যেরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-সমূহ রূপ-রসাদির মধ্যে স্ব-স্ব বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ, কিন্তু চিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ই গ্রহণে যোগ্য, তদ্রূপ বাহ্য ইন্দ্রিয়-স্থানীয় অন্যান্য উপাসনা-সমূহ বা পথ কেবল স্বস্বোপযোগী তত্তৎ স্বরূপে বিষয় গ্রহণ করিতেই সমর্থ; চিত্ত-স্থানীয় ভক্তি কিন্তু তত্তদুপাসনার বিষয় সমস্ত স্বরূপই সর্ব্বতো-ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ। অগৃহীত গুণক কৃষ্ণই—ব্রহ্ম, এখানে কোন

বস্তুভেদ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্তা দুইটীই পৃথক্ স্বরূপ নহে; কৃষ্ণই একমাত্র স্বরূপ, ব্রহ্ম একটী প্রতিহতদৃষ্টিযুক্ত অসম্যক্ প্রতীতি মাত্র। এজন্য প্রধান প্রধান শাস্ত্রে মাধুর্য্যাদি গুণের আধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থ—ভগবানে পর্য্যবসিত

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য, পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ-সমান॥

নির্ব্বিশেষভাব—একদেশীয় অসম্যক্ বিচার মাত্র

তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি'।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥

শ্রীকৃষ্ণ—অন্য নিরপেক্ষ স্বয়ংরূপ ভগবান্ তিনিই মূল পরাৎপর-তত্ত্ব; শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্ব প্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষসত্তাক স্বয়ংরূপ ভগবান্ অর্থাৎ তিনি মূল প্রদীপ; তাঁহা হইতেই অন্যান্য যাবতীয় প্রাভবপ্রকাশ, বৈভবপ্রকাশ, তদেকাত্মরূপ এবং তদন্তর্গত বিলাস, স্বাংশ, তাঁহাদের প্রাভব-বিলাস, বৈভব-বিলাসরূপে আদি চতুর্ব্যূহ ও আদি চতুর্ব্যূহ হইতে প্রকাশিত সমগ্র চতুর্ব্যূহরূপী বৈভববিলাসগণ, স্বাংশ ও শক্ত্যাবেশরূপ বিবিধ অবতার, কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতারত্রয় প্রকাশিত। আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা বা প্রকৃতির মূল নিমিত্ত কারণ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুই আবার সমষ্টি জগতে প্রবিষ্টরূপে গর্ভোদকশায়ী এবং প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক জীবে প্রবিষ্টরূপে ক্ষীরোদকশায়ী. সেই ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে এক একটী বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া তাহাতে বিষ্ণু, পরমাত্মা, ঈশ্বরাদিরূপে বিরাজমান এবং ব্রহ্মাণ্ডের জলাংশে শেষশায়ী। এই শেষশায়ী —ব্রহ্মার পিতা। তাঁহারই এক অংশ বিরাট্রূপে কল্পিত। সর্ব্বকারণ-কারণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ং প্রকাশ বলদেব। কৃষ্ণলোকে—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল, তথায় আদি চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, মূল সঙ্কর্ষণ—বলদেব, প্রদ্যুম্ন—কামদেব এবং অনিরুদ্ধ। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠ. তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি চতুর্ভুজ নারায়ণঃ বিরাজমান।

স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব—মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহারই বিলাসমূর্ত্তি—বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ

কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব, তিনি—মূল সঙ্কর্ষণ, তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি—পরব্যোম বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ ; সেই পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ধাম-রূপ ব্রহ্মলোক। তাহার বাহিরে চিন্ময় জলবিশিষ্ট কারণ-সমুদ্র—যে কারণ-সমুদ্রের এক কণ হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা প্রকাশিতা হইয়াছেন। কারণ-সমুদ্রের অপর পারে এই দেবীধাম।

মহাসঙ্কর্ষণ হইতে আদি পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী, তাঁহা হইতে দ্বিতীয় পুরুষাবতার—গর্ভোদকশায়ী বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পিতা

কারণ-সমুদ্রে মূল সঙ্কর্ষণের কলা এবং মহাসঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদি-পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু বা কারণার্ণবশায়ী। ইনি সমগ্র জীবশক্তি এবং প্রকৃতির কারণরূপে অনন্তকোটি ধামেরমূল কর্ত্তা। কারণার্ণবশায়ী ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থিত হইয়া গর্ভোদকশায়ী ; ইনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অন্তর্য্যামী এবং পিতা। তাঁহার নাভিপদ্মেই ব্রহ্মার জন্ম এবং সেই পদ্মনালে চৌদ্দ ভুবন।

গর্ভোদকশায়ী হইতে তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী—ব্যষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী

গর্ভোদকশায়ী হইতে জগৎপালক অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর প্রাকট্য। এই অনিরুদ্ধ বিষ্ণুই তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী বা গুণাবতার বিষ্ণু। তিনি সত্ত্বাধিষ্ঠাতৃদেব হইয়াও স্বয়ং গুণমায়াতীত। গর্ভোদকশায়ী হইতে জগৎ-সংহারক রুদ্রেরও উৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন গুণাবতার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতেই প্রকাশিত। তবে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মা ও শিবের ন্যায় জগৎপালক গুণাবতার বিষ্ণুকে বিষ্ণুমায়া আবরণ করিতে পারে না।

গুণাবতার সত্ত্বতনু বিষ্ণু—ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় মায়াবশ-যোগ্য নহেন, তিনি—মায়াধীশ

গুণাবতার ব্রহ্মা ও শিব—মায়ার অধীন ; কিন্তু বিষ্ণু সেরূপ নহেন। যাঁহাকে 'অন্তর্য্যামী', 'পরমাত্মা' কিম্বা 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' প্রভৃতি বলা হয়, তিনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী। আর ঋক্‌সূক্ত যাঁহাকে সহস্র-

শীর্ষাদি বাক্যে স্তব করেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ বা সমষ্টি জীবের অন্তর্য্যামী গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার।

গর্ভোদকশায়ী হইতে মৎস্যাদি লীলাবতার

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হইতে মৎস্য-কূর্ম্মাদি অসংখ্য লীলাবতার জগতে প্রকাশিত।

শক্ত্যাবেশাবতার

তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ হইতে গৌণ ও মুখ্যভেদে দুই প্রকার শক্ত্যাবেশাবতার। যাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির অবতার, তিনি মুখ্য শক্ত্যাবেশাবতার, আর যে-যে স্থলে শক্তির আভাসমাত্র বিভূতি দেখা যায়, সে-স্থলে গৌণ শক্ত্যাবেশাবতার। যেমন সনকাদিতে—জ্ঞানশক্তি, নারদে—ভক্তিপ্রচারশক্তি, ব্রহ্মায়—সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে—ভূধারণশক্তি, শেষরূপী ভগবদবতারে—স্বীয় সেবারূপা শক্তি, পৃথুতে—পালনীশক্তি,—পরশুরামে—দুষ্টনাশ ও বীর্য্য-সঞ্চারিণীশক্তি অর্পিত হইয়াছে। আর যে-সকল জীব বিভূতিমান বা শ্রীমান্ সেই সকল জীব গৌণ শক্ত্যাবেশাবতাররূপে কল্পিত।

শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বাংশী

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিখিল কারণ-তত্ত্বগণেরও কারণস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মার কারণের কারণের কারণ, রুদ্রের কারণের কারণের কারণ, ব্রহ্মের কারণের কারণ, নারায়ণের কারণের কারণ, সকলের আদি কারণ। তিনিই সকলের কারণ, তাঁহার আর কারণ নাই বলিয়া তিনি অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"।

সিদ্ধান্তগ্রন্থরাজ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়,—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥

অখিল রসামৃতসিন্ধু—শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃতসিন্ধু। শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসের আশ্রয় বলিয়াই যখন শ্রীবলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন যাঁহার যেই রস, তিনি সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। বীর-রস-প্রিয় মল্লগণ দেখিলেন,—যেন কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট সাক্ষাৎ বজ্র-স্বরূপে উদিত হইয়াছেন, মধুর রসপ্রিয় স্ত্রীগণ তাঁহাকে—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান মন্মথরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন, নর-সমূহ—জগতের একমাত্র নরপতি-

রূপে এবং সখ্য-বাৎসল্যপ্রিয় গোপসকল শ্রীকৃষ্ণকে—স্বজনরূপে দেখিতে লাগিলেন ; ভয়ার্ত্ত অসদ্-রাজগণ শ্রীকৃষ্ণকে—দণ্ডবিধাতৃরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন ; মাতা-পিতা শ্রীকৃষ্ণকে—সুন্দর শিশুরূপে দর্শন করিলেন ; ভোজপতি কংস—সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে ; জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ—বিরাট্‌রূপে ; পরম যোগীসকল—শাস্ত্ররসের আশ্রয় পরতত্ত্বরূপে এবং বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ—পরদেবতারূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলেন,—

ভাগবত-প্রমাণ

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবর স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ (ভাঃ ১০।৪৩।১৭)

নিখিল ভগবদ্রূপ-মাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত

নিখিল শ্রীভগবদ্রূপের অখিল মাহাত্ম্য একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই বিরাজিত আছে। কেহ বলেন,—বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণরূপে মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, কেহ বলেন,—সহস্রশীর্ষ পুরুষ, কেহ বলেন,—সর-সখ নারায়ণ, কেহ বলেন,—ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুই মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; এই-রূপে বিভিন্ন লোকে বিভিন্নভাবে উক্তি করিয়া থাকেন। এইরূপ পরস্পর মতভেদ হইবার কারণ—যাঁহারা যে-যে লোকের বৃত্তান্ত-গ্রহণে তৎপর, তাঁহারা সেই সেই লোকে লোকনাথকে দর্শন করিতে না পারিয়া নিজ-নিজ মতি অনুসারেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মথুরায় অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণেই ঈশ্বরোপযুক্ত মাহাত্ম্য, মাধুর্য্য, বিতর্কতা, দুর্ব্বিতর্ক্যভাব, বিরুদ্ধ গুণের অপূর্ব্ব সমন্বয় লক্ষ্য করিয়া সকলেই স্ব-স্ব মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই বলেন যে, আমাদেরই উপাস্য ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন।

নিখিল হতারিগতিদায়ক

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সদ্বেশমাত্র অর্থাৎ ভক্তবেশ দেখিয়াই বাল-ঘাতিনী পূতনাকে ধাত্র্যুচিতা গতি প্রদান করিয়াছিলেন ; এমন কি, তিনি সেই বালঘাতিনীর বান্ধব বক এবং কংসাদিকেও পরম মধুর গোপবালকো-চিত মধুর ক্রীড়াদ্বারা মুক্তিপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

অন্য ভগবৎস্বরূপে—ঊর্দ্ধগতিমাত্র দান-সামর্থ্য

হতারিগতিদায়কত্ব গুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদি লোক-প্রাপ্তিরূপ সদ্গতি পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিজ অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। জয়-বিজয় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরূপে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াও মুক্তি প্রাপ্ত হন নাই, কেবল ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া তাঁহারা মুক্তি পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণেরও মুক্তি হয় না; তবে যে কোথায় কোথায়ও অন্য ভগবৎস্বরূপ কর্ত্তৃক ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তিদান-প্রসঙ্গ শ্রবণ করা যায়, তাহার কারণ কেবল—ভগবদ্দ্বেষী কর্ত্তৃক বিদ্বেষ-সহকারে নিরন্তর ভগবচ্চিন্তন। কিন্তু নিখিল ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তি-দানের কথা কোন অবতার বা অবতারীতে শুনা যায় না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্যস্বভাব বশতঃ ভগবদ্দ্বেষী অসুরগণকেও মুক্তি দান করেন, অসুরগণের মুক্তিদানের অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। পূতনাদির ধাত্র্যুচিতা গতিলাভই তাহার প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবই এই,—তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও আপনার নিরতিশয় প্রভাব-দ্বারা স্মরণকারীর চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এজন্যই তিনি সকলের মুক্তিদাতা। কিন্তু অন্য ভগবৎ-স্বরূপে কিঞ্চিৎ স্মরণমাত্রে স্মরণ-কারীর চিত্ত আকৃষ্ট করিবার স্বভাব নাই বলিয়া মুক্তিদাতৃত্বও নাই। বেণরাজা বিষ্ণু-দ্বেষী ছিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণের মত বিষ্ণুর সর্ব্বাকর্ষকত্ব ধর্ম্ম না থাকায় শ্রীকৃষ্ণদ্বেষীগণের আবেশের ন্যায় বেণরাজার শ্রীভগবানে আবেশের অভাব-হেতু মুক্তিলাভ হয় নাই। এই জন্য যেন কেন উপায়ে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই মনোনিবেশের কথা শাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আশ্চর্য্যতমা শক্তি বর্ত্তমান

নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই আশ্চর্য্যতমা শক্তি আছে, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বা সন্দর্ভকারের সিদ্ধান্ত,—

"সর্ব্বেষাং মুক্তিদত্বঞ্চ তস্য কৃষ্ণস্য নিজপ্রভাবাতিশয়েন যথা কথঞ্চিৎ স্মর্ত্তৃ-চিত্তাকর্ষণাতিশয়স্বভাবাৎ। অন্যত্র তু তথা স্বভাবো নাস্তীতি নাস্তি মুক্তি-দত্বম্। অতএব বেণস্যাপি বিষ্ণুদ্বেষিণস্তদ্বদাবেশাভাবান্মুক্ত্যভাব ইতি। অতএবোক্তম্—তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদিতি। তস্মাদস্ত্যেব সর্ব্বতোঽপ্যাশ্চর্য্যতমা শক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইতি সিদ্ধম্।" (ক্রমশঃ)

সঙ্গত্যাগ

শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন যে, উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সৎবৃত্তি (সাধু-জীবন ও সাধুপ্রবৃত্তি) হইতে ভক্তির উন্নতি হয়। তন্মধ্যে আমরা সম্প্রতি 'সঙ্গত্যাগ'-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সঙ্গ—দুই প্রকার অর্থাৎ সংসর্গ ও আসক্তি। সংসর্গ দুইপ্রকার অর্থাৎ অভক্ত-সংসর্গ ও যোষিৎ-সংসর্গ। আসক্তিও—দুইপ্রকার অর্থাৎ সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি। যে-সকল মহাত্মা ভক্তিসিদ্ধি লাভ করিবার আশা করেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গ ও আসক্তিরূপ সঙ্গকে বর্জ্জন করিবেন। সঙ্গ থাকিলে ক্রমশঃ সর্ব্বনাশ অবশ্য অবশ্য ঘটিয়া থাকে। যথা গীতায়,—

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

এই ভগবদাজ্ঞা সর্ব্বদাই সাধারণকে স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধক যদি নিষিদ্ধ সঙ্গ করেন, তাহা হইলে অতি অল্পে অল্পে তাঁহার আসক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। যতই আসক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই পরমার্থনিষ্ঠা খর্ব্ব হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিন্ময়। মায়াবদ্ধ হইয়া অবিদ্যা-দোষে জড়াভিমানে জীবের স্বরূপভ্রম হইয়াছে। শুদ্ধাবস্থায় জীবের মায়া-সংসর্গ হয় না। সে-অবস্থায় তাঁহার কেবল চিৎপ্রসঙ্গই থাকে। চিজ্জগতে জীবের সমস্ত সংসর্গই চিন্ময়। অতএব তদবস্থায় জীবের যে নিত্যসঙ্গ, তাহা বাঞ্ছনীয়। মায়াবদ্ধাবস্থায় জীবের যে সঙ্গ হয়, তাহা দূষিত। সেই দূষিত অবিদ্যাসঙ্গ অর্থাৎ অভক্তসংসর্গ, যোষিৎ-সংসর্গ, সংস্কারাসক্তি ও দ্রব্যাসক্তি—সমস্তই জীবের মঙ্গলের প্রতিকূল। চিৎসঙ্গমাত্রই জীবের স্বজাতীয়-সঙ্গ এবং অচিৎসঙ্গই জীবের বিজাতীয়-সঙ্গ। বিজাতীয়-সঙ্গ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবের মুক্তি। এখন আমরা বিজাতীয় বিষয় বিচার করিতেছি।

প্রথমেই অভক্ত-সঙ্গের বিচার। অভক্ত কে? যাঁহারা ভগবানের অনুগত নহেন, তাঁহারাই অভক্ত। জ্ঞানবাদী পুরুষ কখনই ভগবানের অনুগত নহেন। তিনি মনে করেন যে, আমিও জ্ঞানবলে ভগবানের সমান হইব। জ্ঞানই সর্ব্বোত্তম বস্তু। জ্ঞানকে যে লাভ করে, তাঁহাকে আর ভগবান্ অধীন করিয়া রাখিতে পারেন না। জ্ঞানবলেই ভগবানের ব্রহ্মতা; এবং জ্ঞানবলে আমিও ব্রহ্ম হইব। অতএব জ্ঞানবাদীর সমস্ত চেষ্টাই—

ভগবান্ হইতে স্বাধীন হওয়া। জ্ঞানে যে সাযুজ্যমুক্তি হয়, তাহাতে আর জীবের উপর ভগবানের বিক্রম থাকে না। এই ত' ব্রহ্মজ্ঞানীদের চেষ্টা। আত্মজ্ঞানী ও প্রাকৃতজ্ঞানিগণও ভগবানের কৃপা অপেক্ষা করেন না। তাঁহারা জ্ঞান ও মুক্তিবলে সমুদয় লাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ-প্রসাদের জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্ন করেন না। সুতরাং জ্ঞানিমাত্রেই অভক্ত। যদিও কোন জ্ঞানী সাধনকালে ভক্তিকে স্বীকার করেন, তথাপি তিনি সিদ্ধিকালে ভক্তিকে বিসর্জ্জন দেন। তাঁহার সমস্ত কার্য্যেই নিত্য-ভক্তি বা ঈশানুগত্যের কোনপ্রকার লক্ষণ দেখা যায় না। যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া একটী সম্প্রদায় গঠন করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই লক্ষণ। তাঁহারা প্রকৃত-জ্ঞানের আভাসমাত্র লাভ করেন। সেই প্রকৃত-জ্ঞান শুদ্ধ-ভক্তির অবস্থা-ভেদমাত্র। তাহা কেবল ভগবৎপ্রসাদে শুদ্ধভক্তগণই লাভ করিয়া থাকেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ.—

জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

অতএব যাঁহারা জ্ঞানবাদে আসক্ত তাঁহাদিগকে অভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। 'মুক্তি' বলিয়া যে একটী সাধনফল আছে, তাহাই তাঁহাদের সাধনের চরম উদ্দেশ্য। ভগবৎসেবার দ্বারা ভগবৎপ্রসাদ লাভ তাঁহাদের জীবনের তাৎপর্য্য হয় না। কর্ম্মবাদী পুরুষগণও ভক্ত নহেন। অতএব তাঁহারাও অভক্ত। কৃষ্ণপ্রসাদ-লাভের জন্য যদি কেহ কর্ম্ম করেন তবে সে-কর্ম্মের নাম 'ভক্তি'। যে-কর্ম্ম প্রাকৃত ফল বা বহির্ম্মুখজ্ঞান দান করে, সে-কর্ম্ম ভগবদ্বিমুখ। কর্ম্মিগণ কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ অনুসন্ধান করেন না। যদিও কৃষ্ণকে সম্মান করেন, তথাপি তাঁহাদের মূল-তাৎপর্য্য এই যে, কোনপ্রকার প্রাকৃত সুখ লাভ করা। স্বার্থপর-কর্ম্মকেই 'কর্ম্ম' বলে। অতএব কর্ম্মি-ব্যক্তিকে অভক্ত বলা যায়। যোগিগণ কোন স্থলে জ্ঞানের ফল কৈবল্য মোক্ষ এবং কোন স্থলে কর্ম্মের ফল বিভূতি (ঐশ্বর্য্য) অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান। তাহাতে তাঁহাদিগকে অভক্তই বলা যায়। বহুদেব-পূজকগণের অনন্য-শরণাপত্তি না থাকায় তাঁহাদিগকেও অভক্ত বলা যায়। যাঁহারা কেবল শুষ্ক ন্যায়াদি-বিচারে আসক্ত, তাঁহারাও ভগবদ্বহির্ম্মুখ যাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ভগবান্ একটী কাল্পনিক তত্ত্বমাত্র, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, তাঁহারাও অভক্তমধ্যে গণ্য। এই সকল অভক্তদিগের সংসর্গ অতি অল্পকালের মধ্যে বুদ্ধিনাশ হয় এবং তাঁহাদের

সমান প্রবৃত্তি আসিয়া হৃদয়ে আসন গ্রহণ করে। যদি কাহারও শুদ্ধভক্তি পাইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত অভক্ত-সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ যোষিৎ-সংসর্গ। যোষিৎ-সংসর্গেও বড় অনিষ্টকর। সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই,—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত—আর॥

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগি-ভেদে বৈষ্ণব দুইপ্রকার। যাঁহারা গৃহত্যাগী, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীমাত্রই অসম্ভাষণীয়। সুতরাং 'যোষিৎসঙ্গ ত্যাগ' বলিলে তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথনও নিষেধ হইয়াছে। যথা প্রভু-বাক্য,—

ক্ষুদ্র জীব-সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

বৈষ্ণবী স্ত্রী সম্বন্ধে,—

পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন।
স্ত্রী সব দূর হইতে কৈল প্রভু দরশন॥

গৃহস্থ-বৈষ্ণব-সম্বন্ধে এইরূপ বিধি,—গৃহস্থ ব্যক্তি পরস্ত্রী বা বেশ্যা সংসর্গ করিবেন না। নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত সংসর্গ ব্যতীত অন্যপ্রকার সংসর্গ করিবেন না। স্ত্রৈণভাব একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। স্মার্ত্তব্যক্তিগণ সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোপদেশ,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

গৃহস্থ ব্যক্তির গৃহিণী আবশ্যক। সেই গৃহিণীর সহিত একযোগে একমনে সমস্ত পুরুষার্থ সাধন করিবেন। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে পুরুষার্থ চারি প্রকার অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রে যাহাকে বিধি বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা করার নাম—অধর্ম্ম; সেই সমস্ত বিধিপালন ও নিষেধ-পরিত্যাগের কার্য্যসমূহ গৃহস্থ ব্যক্তি স্বীয় গৃহিণীর সহিত বা সাহায্যে সাধন করিবেন। ধর্ম্মাচারের দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার নাম—অর্থ। গৃহের দ্রব্য, পুত্র-কন্যা, গো-পশু ইত্যাদি সমস্ত অর্থভোগের জন্য 'কাম'। ধর্ম্ম,

অর্থ ও কাম—এই তিনটীকে ত্রিবর্গ বলে। কর্ম্মচক্রে ভ্রাম্যমান মায়াবদ্ধ-জীবের এই ত্রিবর্গ-সাধনই জীবন। গৃহিণীর সহিত একমনে ঐ ত্রিবর্গ-সাধন করাই স্মার্ত্ত গৃহস্থের কর্ত্তব্য। গৃহস্থ রাত্রদিন স্ত্রীর সহিত একমনে ত্রিবর্গ সাধন করিবেন। তীর্থযাত্রাদি-কার্য্যে গৃহিণী সঙ্গিনী থাকিতে পারেন। জীবের যে পর্য্যন্ত পরমার্থ-চেষ্টা না হয়, সে পর্য্যন্ত ত্রিবর্গচেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের অন্য উপায় কি? মোক্ষই জীবের চতুর্থ পুরুষার্থ। মোক্ষ দুই প্রকার অর্থাৎ অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্তি ও চিৎসুখপ্রাপ্তি। শুদ্ধজ্ঞান বা মায়াবাদ যাঁহাদের ধর্ম্মজীবনকে নিয়মিত করে, তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিই চরম উদ্দেশ্য। বিশুদ্ধজ্ঞান যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায়, তাঁহারা চরমে চিৎসুখকে অন্বেষণ করেন। অত্যন্ত-দুঃখ-নিবৃত্তিতে আবদ্ধ থাকেন না। বৈষ্ণব গৃহী হউন বা গৃহত্যাগী হউন, তিনি চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থবৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সহিত একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ স্ত্রী সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সূতগোস্বামী সংক্ষেপে বৈষ্ণব-গৃহস্থের নিয়মটীকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; যথা,—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামলাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥

তাৎপর্য্য এই যে, বিংশতি-ধর্ম্মশাস্ত্রে ত্রিবর্গধর্ম্মের প্রাধান্যরূপে উপদেশ। করুণাময় ঋষিগণ কর্ম্মাধিকারীর যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য বিংশতি-ধর্ম্ম-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের তাহাতে অধিকার।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

এই ভগবদ্বাক্যের উদ্দিষ্ট কর্ম্মাধিকারীর পক্ষে ত্রিবর্গই ধর্ম্ম। নির্ব্বেদ লাভ করিয়া যাঁহাদের জ্ঞানাধিকার হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে ত্রৈবর্গিক কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিয়া শুদ্ধজ্ঞানগত সন্ন্যাসের অধিকারী হন। বহুজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে ভগবৎকৃপা লাভ করতঃ যাঁহাদের ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদেরও কর্ম্মাধিকার থাকে না। তাঁহারাই বৈষ্ণব। তন্মধ্যে যাঁহারা গৃহস্থ, তাঁহারা আপবর্গ্য-ধর্ম্মাশ্রয়ে যে অর্থ লাভ করেন এবং সেই অর্থ-ভোগ-বিষয়ে যে কাম প্রাপ্ত হন, সে সমস্তই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশে হয় না, কিন্তু চিৎস্বরূপ জীবের ভক্ত্যনুকূল পবিত্র জীবনযাত্রার সহিত তত্ত্বজিজ্ঞাসার সহকারী হয়। এই-স্থলে কর্ম্ম ও পরমার্থের ভেদ লক্ষিত হইবে। অতএব গৃহস্থবৈষ্ণব জীবন-যাত্রার জন্য বর্ণাশ্রম-বিভাগের দ্বারা স্বীয় গৃহিণীর সহযোগে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ভগবৎপ্রসাদ-লাভের উদ্দেশে গৃহস্থজীবনে সাধন করিবেন। যখন তাঁহার গৃহ তৎসাধনে প্রতিকূল হইবে, তখন তাহাতে বিরাগ জন্মিলে গৃহত্যাগ করিবেন। সুতরাং গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ত্রিবর্গ-ধর্ম্মলক্ষণ-ক্রিয়া তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র গঠন করে। সেই চরিত্রের সহিত তিনি অনন্যশরণ হইয়া ভগবানের নিত্য নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিবেন।- এইরূপ অহরহঃ গৃহিণীর সহযোগে পরমার্থ সাধন করিবেন। গৃহিণী ও তদনুগতা অন্যান্য স্ত্রীলোকের অর্থাৎ ভগিনী কন্যা প্রভৃতির সাহায্যে তিনি সর্ব্বদা পরমার্থ চেষ্টা করিবেন। ইহাতে কোন প্রকার অবৈধ আচরণ না থাকায় যোষিৎসঙ্গ হইবে না। অতএব গৃহস্থ, কি গৃহত্যাগী—সকল প্রকার সাধকের পক্ষেই যোষিৎসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে সংসর্গরূপ সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন।

এখন আসক্তিরূপ সঙ্গের বিচার করা যাউক। সংস্কারাসক্তি ও জড়-দ্রব্যাসক্তি-ভেদে আসক্তি দুই প্রকার। প্রথমে সংস্কারাসক্তির বিষয় আলোচনা করি। প্রাক্তন-আধুনিক-ভেদে সংস্কার দুই প্রকার। জীব মায়াবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং যে-সকল জ্ঞান-চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সমুদয় কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফলে জীবের লিঙ্গশরীরগত যে সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাই প্রাক্তন সংস্কার। সেই সংস্কারকে 'স্বভাব' বলা যায়। যথা শ্রীগীতায়,—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

অনাদিপ্রবৃত্তা প্রধানবাসনা অত্র স্বভাবশব্দেনোক্তা। প্রাধানিক দেহাদিমান্ জীবঃ কারয়তি কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বমিতি ভাষ্যকারঃ (শ্রীবলদেবঃ)॥ পুনশ্চ,—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

জ্ঞানসংস্কার-বন্ধন-সম্বন্ধে শ্রীগীতা বলিয়াছেন,—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥

তত্র ভাষ্যকারঃ—জ্ঞানহং সুখহমিতি অভিমানস্তেন পুরুষং নিবধ্নাতি।

এই প্রকার স্বভাবজনিত কর্ম্ম-জ্ঞানোদ্ভূত সংস্কার-প্রসূত আসক্তি হইতে মানবদিগের কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ উদয় হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মায়াবাদী-দিগের পক্ষে যে জ্ঞান-বন্ধন, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মসঙ্গীদিগের কথা এইরূপে উক্ত আছে,—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন

১। গৃহী-বৈষ্ণবদিগের বিবাহক্রিয়া কিভাবে ও কি-প্রণালীতে সম্পন্ন হওয়া উচিত? আমাদের দেশপ্রচলিত বিবাহ গৃহী-বৈষ্ণবগণের পক্ষে শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা কিনা?

২। গৃহী-বৈষ্ণবদিগের শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া কি ভাবে ও কি-প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হইবে? বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করণীয় কিনা? মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবগণের পক্ষে করণীয় কিনা?

৩। মহাগুরু নিপাতে মালা তিলক রাখা এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি করা যায় কিনা?

৪। শ্রীশ্রীএকাদশী-ব্রতদিনে আদ্য একোদিষ্ট শ্রাদ্ধ ও বৎসরান্তে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে কর্ত্তব্য কি?

৫। অন্য দেবদেবীর পূজা কি-প্রণালীতে গৃহী-বৈষ্ণবগণের করণীয়?

উত্তর

১। বিবাহাদি কার্য্য দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত কার্য্য বৈষ্ণবস্মৃতি-অনুসারেই করিয়া থাকেন। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী তদীয় সৎক্রিয়াসার-দীপিকায় বলিয়াছেন,—"তত্রাপি শালগ্রামস্থ শ্রীমন্নারায়ণপূজনে বিবাহাদি সর্ব্বকর্ম্মণি নামাপরাধ-সেবাপরাধ-ভয়াৎ গণেশাদি পঞ্চদেবান্ আদিত্যাদি নবগ্রহান্ ইন্দ্রাদি-লোকপালান গৌর্য্যাদি-মাতৃগণাদীনি চ ন পূজয়েৎ কিন্তু বৈষ্ণবাদীন্ পূজয়েৎ॥" অর্থাৎ শালগ্রামস্থ নারায়ণপূজা দ্বারাই বিবাহাদি সকল কর্ম্মে অপর দেবতার পূজা সিদ্ধ হয়; যেহেতু, নামাপরাধ ও সেবাপরাধ-ভয়ে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি-নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি-লোকপালসমূহ, গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবেন না, কিন্তু বৈষ্ণবদিগকে পূজা করিবেন। বিবাহাদিতে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধাদি করা উচিত নহে।

২। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কার্য্যেও একমাত্র বিষ্ণু ও বৈষ্ণবপূজাই বিহিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে অধিক জানিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯ম বিলাস ও সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ২৫শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবকে পারমার্থিক-ব্রাহ্মণেতর তেলি, মালি প্রভৃতি বুদ্ধি করিলে বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিজনিত প্রবল বৈষ্ণবাপরাধে অনন্ত কালের জন্য নরক গমন করিতে হয়। যথা পদ্মপুরাণে—

অর্চ্চে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ।

মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি ব্যবস্থা সর্ব্বগৃহস্থবৈষ্ণবের জন্যই সাত্বত-শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে। বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডীয় মহারম্ভে চিত্ত আসক্ত হইলে ভক্তিবৃত্তি রুদ্ধ হইয়া পড়ে; অতএব ঐ সকল কার্য্য ভক্তির প্রতিকূল জ্ঞানে পরিত্যাগ করা উচিত। এতৎপ্রসঙ্গে ভাঃ ৫।১৪ অধ্যায় আলোচ্য।

৩। গুরু, পরমগুরু, পরাৎপরগুরু এই সকল কথার প্রয়োগই বৈষ্ণব-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। "মহাগুরু নিপাত" প্রভৃতি বাক্য গুরুদেবে মর্ত্ত্যজীববুদ্ধিবিশিষ্ট অদৈব-সমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ ঐরূপ বাক্য কখনও ব্যবহার করেন না।

প্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ বাহ্যশুদ্ধাশুদ্ধিবিচার অপ্রাকৃত বস্তুর উপরও আনিতে গিয়া মহা-অপরাধে পতিত হন। শ্রীতুলসী প্রভৃতি প্রাকৃত বস্তু নহেন। মালাতিলক গুরুদাস-বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুতে সমর্পিত অঙ্গে সর্ব্বদা বিচার করিয়া কাষ্ঠবুদ্ধি করেন, অথবা শ্রীহরির মন্দিরস্বরূপ দ্বাদশ তিলককে যাঁহারা অন্যবুদ্ধি করেন, তাঁহারা বৈষ্ণব-সদ্‌গুরুর নিকট উপনীত হন নাই, জানিতে হইবে।

কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মবিশেষ, কিন্তু শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রাকৃত কর্ম্মের অন্তর্গত নহে—উহা বৈধী ভক্তি। সুতরাং উহাতে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের ন্যায় অশৌচাদি কালাকালের অপেক্ষা নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের অশৌচ অর্থাৎ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিজনিত শোক নাই।

৪। একাদশীর দিন শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে বৈষ্ণবগণ তৎপর দিবস বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-পূজা করিয়া তদীয় নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃলোকের সন্তর্পণ করিয়া থাকেন।

৫। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুর পরমপদেরই নিত্য আরাধনা করিয়া থাকেন। "ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব—ইহাই নিখিল বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং বিষ্ণুর পূজাদ্বারাই নিখিল দেবদেবী, পিতৃপিতামহের, মনুষ্যের, স্থাবর জঙ্গমের তৃপ্তি হয়। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে যেরূপ উহার সমস্ত অঙ্গেরই তৃপ্তি সাধন হয়, পৃথক্‌ভাবে আর পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায় জল দিতে হয় না, প্রাণে আহার প্রদান করিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় সতেজ থাকে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাতে পৃথক্‌ভাবে আহার প্রদান করিতে হয় না, সেইরূপ অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই সকলের তৃপ্তি হয়।

তবে যাঁহারা অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা দেবদেবীগণকে বিষ্ণুর দাসদাসীজ্ঞানে, বিষ্ণুর মহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্য দ্বারা পূজা করিতে পারেন। কিন্তু যদি ঐ সকল দেবদেবীতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি হয়, তবে নামাপরাধ হেতু শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। পঞ্চো-

পাসক, কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বা চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণ যে অন্যান্য দেবদেবীর কল্পিত উপাসনা করেন, তাহা মায়াবাদ-হলাহল ও শ্রীগীতার "যেঽপ্যন্য-দেবতাভক্তাঃ"—এই বাক্যানুসারে 'অবৈধ'। তাঁহারা ঐরূপ উপাসনাফলে কখনও ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে পারেন না। অন্য দেবদেবীর নিকট বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণভক্তি-বর ব্যতীত অন্য কোন কামনা করিবেন না।

যথা—সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ৩২শ সংখ্যায়—অন্যদেবার্চ্চনে মহান্ দোষঃ। তথাহি শ্রীনারদীয়পুরাণে যথা—

ব্রাহ্মণোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠ দেবমন্ত্রং ন পূজয়েৎ।
মোহেন কুরুতে যস্তু সদ্যশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯ম বিলাস, ৮৮ সংখ্যাধৃত পাদ্মবচনে—

"বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

অরুণোদয়বিদ্ধা

[সাময়িকী]

আগামী ১৩৮৭ বাং ২১শে শ্রাবণ, একাদশী তিথিতে কোন পঞ্জিকায় অরুণোদয়বিদ্ধাত্বাৎ কোথাও বা শুধু গোস্বামী-মতে পরাহে এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। বিচারে দেখা যায় ৫।১১ মিঃ সূর্য্যোদয় হইলে তাহা হইতে ৪ দণ্ড বা ১।৩৬ মিঃ পূর্ব্বেই অরুণোদয়ের সময়। সেমতে রাঃ ৩।৩৫ মিঃ সময়ে অরুণোদয় হয় এবং দশমী রাঃ ৩।২৪ মিঃ পর্য্যন্ত আছে প্রায় অর্দ্ধ দণ্ড বা ১১॥০ মিঃ পূর্ব্বেই ছেড়ে যাচ্ছে। দৃক্‌সিদ্ধ মতে রাঃ ১।২৮ মিঃ কালেই ছেড়ে যাচ্ছে। তাহা হইলে বাস্তবিক পক্ষে উহা অর্দ্ধরাত্র-বিদ্ধাই বলা যায়—অরুণোদয়বিদ্ধা নয়। ঐ সনেরই ২২শে ভাদ্র ৫।২৩ মিঃ সূর্য্যোদয় ধরেই রাঃ ৩।৪৭ মিঃ সময়েই অরুণোদয় ধরা আছে। ২৭শে মাঘও সেরূপ রাঃ ৪।৪০ মিঃ অরুণোদয় বলা আছে। পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকায় আছে পঞ্জিকোক্ত সময়ের সঙ্গে কলিকাতার জন্য কোনও যোগ-বিয়োগ সংস্কার করিতে হইবে না। পি, এম, বাক্‌চীতেও কলিকাতা অঞ্চলেরই সূর্য্যোদয় ও তিথিমান মাত্র দেওয়া হইয়াছে—উল্লেখ আছে। এমতাবস্থায় উহাকে অর্দ্ধরাত্র-বিদ্ধা ছাড়া অরুণোদয়বিদ্ধা বলার কোন যুক্তি খুঁজিয়া

পাইতেছি না। (কেহ কেহ কলিকাতার স্থানীয় সময় জানিতে হইলে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে ২৪ মিঃ যোগ করিতে হইবে ভ্রমে বিদ্ধাকে সমর্থন করেন, যেহেতু ২৪ মিঃ পূর্ব্বেই সূর্য্যোদয় হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের তিথিমানও স্থানীয় ঘড়ির-মতে অনুরূপ হইতে বাধ্য। আরও বক্তব্য তাহা হইলেও শুধুমাত্র একটীর জন্যই এব্যবস্থা হইতে পারে না। পারণ, ত্র্যহস্পর্শ, সূর্য্যোদয়বিদ্ধা, বারবেলা, বিবাহাদিস্থলেও সেরূপই করিতে হয়। তাহা হইলে সমস্ত ব্রত-ব্যবস্থাই ওলট্-পালট্ করিতে হয়। অথচ সব পঞ্জিকায়ই বলা আছে, সমস্ত ব্যবস্থাই পঞ্জিকোক্ত সময়ে বর্ত্তমানে কলিকাতায় প্রচলিত-ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের ঘড়ির যথাসময়েই হইবে। এসব কথা সুধীগণ স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখুন)।

অর্দ্ধরাত্র-বিদ্ধা সম্বন্ধে—"কপালবেধ ইত্যাহুরাচার্য্যা যে হরিপ্রিয়াঃ। নতন্মমমতং যস্মাৎ ত্রিযামা রাত্রিরুচ্যতে।" এই হরিভক্তি-বিলাসের বচনানুসারে তাহা ব্যাসের সম্মত না হওয়ায় আমাদের ত্যাজ্যই। ইহার টীকায়ও "এবং ত্রিযামায়া রাত্রের্মধ্যে একাদশ্যাঃ প্রবেশ এব নাস্তি। যতো দশম্যা এব সারাত্রি.....অতোঽরুণোদয়ে একাদশী সদ্ভাবেন তৎসম্পূর্ণতা প্রতিপাদনাৎ তত্রৈব দশম্যনুবৃত্তৌ বেধঃ কল্প্যতে ইত্যর্থ.....অন্যথা রাত্রি প্রথমভাগেঽপি নিয়মাভাবাৎ বেধঃ স্যাৎ"—এরূপ কথাই বলা আছে।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে যে ছায়াদি নববেধ ধরা হইয়াছে তন্মধ্যে পঞ্চ পঞ্চাশে অধিক বেধ, ষড়ধিকে মঘাবেধ ইত্যাদি সম্বন্ধে টীকায়—"ইত্যাদীনিচ বচনানিস্থত এব নিরস্তানি। অর্দ্ধরাত্র পক্ষস্যাপি নিরসনাৎ বিশেষতশ্চ প্রাচীনৈর্মহদ্ভিরভিজ্ঞৈরসং গৃহীতত্বাত্তান্যমূলান্যেব জ্ঞেয়ানি।" অর্থাৎ এসব বেধ অর্দ্ধরাত্রবেধ নিরসনেই নিরস্ত হইল—এসব বচন অভিজ্ঞ প্রাচীন মহৎগণ ধরেন নাই, সুতরাং তাহা অমূলকই।

"উদয়াৎ প্রাক্ চতস্রঘটিকা অরুণোদয়"—আবার "ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্র্যক্ষাণ্ডচতুষ্টয়ং" এই বিচারেও ৪দণ্ড বা ১।৩৬ মিঃ অধিককাল অরুণোদয় বলা যায় না। তার পূর্ব্বের বেধ অর্দ্ধরাত্র বেধভিন্ন হইতে পারে না। "অরুণোদয়বেধঃ স্যাৎ সার্দ্ধণ্ড ঘটিকাত্রয়ং"—ইহার ব্যাখ্যায় "তত্র প্রাচীনেঘটিকার্দ্ধে দশমী সদ্ভাবে বেধঃ" অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ৩৷৷০ দণ্ড পর্য্যন্ত একাদশী থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তি অর্দ্ধদণ্ডে দশমী আছে সুতরাং বেধ হইল। তার পূর্ব্বেও বেধ ধরিলে অর্দ্ধরাত্র বেধও ধরিতে হয়। "দ্বয়ো-

বিদতো: শ্রুত্বাদ্বাদশীং সমূপ স্বয়েৎ" "বহ্বাক্য বিরোধেন সন্দেহোজায়তে যদা" এসব বিচারস্থলেও "দ্বাদশী দশমীযুক্তা যত্রশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা" শ্লোকে যুক্তা অর্থাৎ সংযুক্তা তার লক্ষণও "উদয়াৎ প্রাঙ্ মুহূর্ত্তেন ব্যাপিন্যেকাদশী যদা" তাহাই বর্জ্জন করিতে হইবে। অরুণোদয় বেধ মানিলে তার পূর্ব্বেই সন্দিগ্ধা বর্জ্জন বিহিত আছে। কাজেই এখানে বেধবাক্য বিরোধ কিছুই দেখা যায় না অথচ পরাহে বিধি এসব পঞ্জিকায় কি করে দেওয়া হইল জানিলে আমাদের ভ্রম দূর হইবে। পঞ্জিকা অফিসে পত্র দেওয়াতেও উত্তর পাই নাই। শ্রীযুক্ত রণজিৎ কুণ্ডু মহাশয়ের মাধ্যমে পূর্ণচন্দ্র পঞ্জিকার পক্ষ হইতে যে পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা আমারই সমর্থনে পাইয়াছি। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এতৎসহ সন্নিবিষ্ট করা হইল।

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি. এ. (অনার্স)
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়,
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

[পত্রোত্তর]

পূর্ণচন্দ্র ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা

শ্রীরণজিৎকৃষ্ণ কুণ্ডু মহাশয় সমীপেষু—

শ্রদ্ধেয় রণজিৎবাবু!

আপনার পত্র পেয়ে খুবই আনন্দ পেলাম। কারণ আপনার অনুসন্ধিৎসু বক্তব্য পড়িলাম। উহা ঠিকই ধরিয়াছেন। পঞ্জিকার বৃহৎ কার্য্যে ২।১টী ত্রুটী থাকিতে পারে, মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ এরূপ হইয়াছে। ২০শে শ্রাবণ দশমী রাত্রি ৩।২৪ পর্য্যন্ত, সামান্য ১১ মিনিটের জন্য অরুণোদয়-বিদ্ধা হয় নাই তবে কপালবেধ হইয়াছে, নিম্বার্ক-মতে পরাহে হইবে। আপনার হিসাব ঠিকই আছে। অরুণোদয়বিদ্ধা হইলে গোস্বামী-মতে পরাহে এবং কপালবেধ হইলে নিম্বার্ক-মতে পরাহে, ইহা ব্যতীত কোন কারণ নাই। ২১শে শ্রাবণ নিম্বার্ক-মতে পরাহে হইবে। অর্থাৎ ২২শে শ্রাবণ নিম্বার্ক-মতে একাদশীর উপবাস হইবে। আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে এবিষয়ে কড়া দৃষ্টি রাখিব। নমস্কার জানিবেন। ইতি—ইং ২৪।৩।৮০

শ্রীনারায়ণচন্দ্র স্মৃতিজ্যোতির্বিশারদ,
এফ. আর. এ-এস্ লণ্ডন; গণক।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও
শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** পুনঃ প্রবর্ত্তিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের অধ্যক্ষতায় এই বৎসরও নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়-মঠে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রসসিদ্ধান্ত-সংরক্ষক আচার্য্যকুল-তিলক শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ যেরূপে পরম কারুণিক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে তাঁহার অনুগামী হইয়া শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই ধারা স্মরণপূর্ব্বক শ্রীল জীব গোস্বামিপাদের পদাঙ্কানুসরণে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ভুবন-মঙ্গলময়ী শুভাবির্ভাব-তিথিকে উপলক্ষ্য করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দ সপ্তাহাধিক-কালব্যাপী নবধাভক্তির পীঠস্থান শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও ভক্তি-যাজনোদ্দেশে এই মহতী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

উক্ত মহোৎসব বিগত ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৮০) সোমবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৮০) রবিবার পর্য্যন্ত বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সমাপ্তি হইয়াছে। এই বৎসরও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় যাত্রী-সংখ্যা অধিকমাত্রায় সমবেত হইয়াছেন।

সমাগত ভক্তবৃন্দকে স্বাগত জানাইবার জন্য ও শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ-উদ্দেশ্যে মঠস্থ অবিদ্যাহরণ কীর্ত্তন-সদনে ১১ই ফাল্গুন সন্ধ্যারাত্রি-কালে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। এই সভায় পৌরহিত্য করেন সমিতির আচার্য্যপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ। সমিতির সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা ও মানব-জীবনে ইহার অবদান-বৈশিষ্ট্য দার্শনিক-দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ব্যাখ্যা করেন। সমিতির সহঃ সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ গৌড়ীয়-ধারায় ভজন-রহস্য সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব সনাতন হিন্দু-সমাজে বর্ত্তমানে যে আবিলতার তীব্রতা দেখা দিয়াছে—তাহা অপনোদনের জন্য প্রচুর ধর্ম্মীয় সমাবেশ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সমাজ-জীবনকে নিরুদ্বেগ ও শান্তির আবাসস্থল গড়িতে হইলে যথার্থ ধর্ম্মীয়-ধারাকে

রূপায়ণ করিতে না পারিলে ইহ ও পরকাল—কোন স্থানেই সুখদায়ক বা আনন্দস্থল হইবে না। আত্যন্তিক মঙ্গলার্থিগণ অভিন্ন ব্রজজ্ঞানে শ্রীগৌর-ভূমি পরিক্রমণপূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া যাহাতে ব্রজভাবের উদ্দীপনা হয় তজ্জন্যই গুরুবৈষ্ণবগণ শ্রীধাম-পরিক্রমার প্রবর্ত্তন ও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাই এই পরিক্রমার জন্য আমাদের হার্দ্দি প্রচেষ্টা।

তৎপর দিবস হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির ভক্তবৃন্দের বিপুল উদ্দীপনায় ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৫।২।৮০) সোমবার হইতে ১৬ই ফাল্গুন (ইং ২৯।২।৮০) শুক্রবার পর্য্যন্ত যথাক্রমে **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য), **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য), **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদ-সেবনাখ্য), **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য), **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য), **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য), **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য), **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য) ও **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য) প্রভৃতি নবদ্বীপাত্মক শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত হয়। উক্ত পরিক্রমাগুলি পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ প্রভৃতি সন্ন্যাসিবৃন্দ ভাষণ-প্রদানাদি দ্বারা বিভিন্ন স্থান-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। একটি বিশেষ বেদনার্হ যে, শ্রীল আচার্য্য মহারাজ এই পরিক্রমা-কালীন শারিরীক অসুস্থতার জন্য বিভিন্ন দ্বীপে ভ্রমণাদি করিতে পারেন নাই। তবে মঠে মাঝে মাঝে ভাষণ প্রদান করিতেন।

১৭ই ফাল্গুন (ইং ১।৩।৮০) শনিবার দিন শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। সম্পূর্ণ দিবসই শ্রীগৌরলীলা পাঠ ও সন্ধ্যায় তদীয় আবির্ভাব উপলক্ষে বিশেষ অর্চ্চনাদি অন্তে অন্নকল্পের ব্যবস্থা হয়।

উক্ত দিবসে সন্ধ্যার মহতী সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষার বিষয় বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীরায় রামানন্দ-সংবাদ-প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্ব্বক এক মনোজ্ঞ ও দার্শনিক দিগ্‌দর্শন প্রদর্শন করান।

১৮ই ফাল্গুন (ইং ২।৩।৮০) রবিবার সকাল ৬।০টা হইতে রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত আগত সকলকেই সমিতি হইতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত কয়েক দিবসে প্রায় ১॥ লক্ষাধিক ভক্ত তথা জনসাধারকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই মহতী অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে শুধু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় নাই—পরন্তু শ্রুৎকর্ণরসায়ণ পরিতৃপ্ত করণে শ্রীহরিকথামৃত প্রচুর পরিমাণে বিতরিত হইয়াছে—যাহা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল করিতে সমর্থ।

—শ্রীসচ্চিদানন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবে কৃপাবঞ্চিত অধমের নিবেদন

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান-কেশব ইতি-নামিনে॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

আজ শুভ মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া তিথিতে পরমারাধ্যতম অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** আবির্ভাব-তিথিবাসরে শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করা হইয়াছে। এই শুভাবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে ভক্তগণ নানাবিধ পূজোপচার সঙ্গে করিয়া মনের আনন্দে নানাদেশ ও নানাপ্রান্ত হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। আর কৃপাবঞ্চিত, পতিত, পামর, নরাধম, ঘৃণ্য কাঙ্গাল আমিও এই সুমেধা তিথিবরাতে করুণাময়, পতিতপাবন পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মে কৃপাভিক্ষার-ঝুলি লইয়া প্রণত হইয়াছি।

হে করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম! দীক্ষাকালে ভক্তগণ আত্মসমর্পণ করিয়া আপনার অহৈতুকী কৃপালাভ করত ধন্যাতিধন্য হইয়াছিলেন। আর স্বসুখকামী, অন্যাভিলাষী আমি আত্মনিবেদন করিতে পারি নাই বলিয়াই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী-যোগীর পথকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়াছি।

হে অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীগুরুপাদপদ্ম! আমি লোক-দেখান শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদ-পদ্ম ভজিবার জন্য তিলক-মালা ধারণ করিয়া স্বকার্য্য সাধনের ছলে আপনার নিকট শ্রীহরিনাম-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতিমূলা সেবা করিবার অভিলাষ মঠ-মন্দিরে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনায় গুরু-বৈষ্ণবের আদেশ-নির্দ্দেশ কপটতার সহিত পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সাধুকে বঞ্চনা করিতে যাইয়া আমি ক্রমশঃ নিজেই বঞ্চিত হইয়াছি। হে গুরু-পাদপদ্ম! আমি এমন পামর ও নরাধম যে আমার ভক্তির যে-সমস্ত বেশ ছিল ও বর্ত্তমানে আছে, তাহা শুধু লোকবঞ্চনা ও প্রতিষ্ঠাশা লাভের ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি ইহকাল ও পরকাল দুইকালই নষ্ট করিয়া বসিয়া আছি।

হে কৃষ্ণাকর্ষিণী গুরুপাদপদ্ম! কৃষ্ণপাদ-পদ্ম সেবাকর্ষণের পরিবর্ত্তে জড় দেবদেবীর মায়াকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া লঘুর কৃপাভিক্ষারী লঘুর আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। সেইহেতু, আমি আপনার বিশ্রম্ভ সেবকবৃন্দের এবং অন্যান্য আশ্রিতজনের ঘৃণার্হ হইয়া সর্ব্বপ্রকার সেবালাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া অতি দুস্তর সংসার-সিন্ধুতে পড়িয়া নানাবিধ দুঃখজ্বালায় নিমগ্ন হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি।

হে পতিতপাবন গুরুপাদপদ্ম! আপনি পতিতকে উদ্ধার করিবার জন্যই জগতে শুভাবির্ভাব-তিথি প্রকট করিয়াছেন। আপনি কৃপাপূর্ব্বক এজগতে আগমন করিয়া হরি-বিমুখ-পতিত দুর্গত-জীবগণকে কৃষ্ণসেবা লাভের পরম সুযোগ প্রদান করিয়াছেন।

হে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন শিক্ষাদাতা গুরুপাদপদ্ম! শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান আর আপনি কৃষ্ণের আকর্ষিণী-শক্তি। আপনি আকর্ষণ করিয়া সকলকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন।

"শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শক্তিমান ভগবান্ হইতে শক্তি শ্রীগুরুদেবকে বাদ দিলে নিঃশক্তিক হইয়া পড়েন। সর্ব্বশক্তিমান কৃষ্ণকে নিঃশক্তিক করিলে তাঁহার সেবায় জীবের কি মঙ্গল হইবে? হে গুরুপাদপদ্ম! আপনি কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী কৃষ্ণ আপনার প্রেম-বশ্যা। আপনি কৃষ্ণময়। আপনার সর্ব্বত্র কৃষ্ণ দর্শন। মহাজন গাহিয়াছেন,—

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি,
ধাই তব পাছে পাছে॥

হে ব্যাসাভিন্ন গুরুপাদ-পদ্ম! আমি আত্মনিবেদনে অসমর্থ বলিয়াই আপনার আবির্ভাব-দিবসই পূজার দিন বা ব্যাসপূজা মনে করিয়াছি। বৎসরান্তে একদিন আপনার পাদপদ্মে পূজার অবসর পাওয়া যায়। সেইহেতু আপনারই প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দ মায়াবদ্ধজীব আমাদিগকে কৃপা করিয়া "মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথিতে আপনার শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আয়োজন করিয়া আমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইয়াছেন। কিন্তু ইহাই কি সত্য? শুধু কি আজই ব্যাসপূজার দিন? প্রকৃততে তাহা নহে। গুরুপূজা নিত্য। তাঁহার সেবকও নিত্য। গুরুপূজা নিত্যকাল—অবিরাম গতিতে চলিবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি, ইহা বৎসরে মাত্র একদিন। অথচ এই পূজা নিত্য। গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ নিত্য। গুরুর মনোভীষ্ট পূরণ শিষ্যের নিত্য ও সর্ব্বক্ষণ কর্ত্তব্য। সুতরাং বিশ্রম্ভ সেবক এক মুহূর্ত্ত সেবা বাদ দিয়া কি করিয়া থাকিবেন? সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত আর অন্য কোনও কৃত্য নাই। হরিভক্তির মূলেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুকে বাদ দিয়া হরিভজন হয় না।

তজ্জন্য বলিতেছি, যখন আমার এইরূপ সৎপিপাসা জাগে নাই, তখন আমি বঞ্চিত হতভাগা নহিত আর কি? আমার শ্রীশ্রীগুরুপূজা বা শ্রীশ্রীব্যাসপূজা একটা লোক দেখান আড়ম্বর ছাড়া আর কি?

তাই বঞ্চিত আমি আজ এই শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজার দিনে কৃপার কাঙাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুপূজার পূজারী কৃপাময় বৈষ্ণবগণের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা আমাকে শোধন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের স্বরূপটি আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত করুন—যাহাতে আমি আমার কীটদষ্ট জীবন-পুষ্পটি অর্পণ করিতে পারি।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীআচার্য্য-পদাম্ভোজধূলিঃ স্যাৎ জন্ম-জন্মনি।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবপদরেণুকাঙ্ক্ষী—
শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩২শ বর্ষ | ১৪ ত্রিবিক্রম, অনিরুদ্ধ, ৪৯৪ গৌরাব্দ
৩১ বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮৭; ইং ১৪।৫।১৯৮০ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্ররত্নম্

শ্রীরাধিকারূপগুণোন্মিচৌরঃ প্রতপ্তকার্ত্তস্বরকান্তগৌরঃ।
বেদান্তবেদাঙ্গ-পুরাণসারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥১॥

যিনি শ্রীরাধিকার রূপ ও গুণসমূহকে চুরি করিয়াছেন, প্রতপ্ত স্বর্ণের ন্যায় যাঁহার উজ্জ্বল কান্তি, বেদবেদাঙ্গ-পুরাণসার করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন॥১॥

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রস্তুতপাদপদ্মঃ ঔদার্য্য-মাধুর্য্যগুণাব্ধিসদ্মঃ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রুপ্রমোদভারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥২॥

যাঁহার পাদপদ্ম ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও শিব কর্ত্তৃক স্তুত, যিনি ঔদার্য্য ও মাধুর্য্যসাগরের আধার, রোমাঞ্চকম্পাশ্রুপুলকান্বিত করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন॥২॥

স্বরূপরূপাদিক-প্রাণনাথঃ গোপাল-গোবিন্দমুকুন্দনাথঃ।
দরিদ্রদুর্জ্জাত্যদুঃখদারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ॥৩॥

যিনি স্বরূপ-রূপ-গোপালভট্ট-গোবিন্দ ও মুকুন্দাদি ভক্তগণের প্রাণনাথ, দরিদ্র ও দুর্জ্জাতিগণের দুঃখদূরকারী করুণাবতার সেই শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৩॥

মায়ামতধ্বান্তনিকারহারী বারাণসী-ন্যাসিসমূহতারী।
বিশুদ্ধসদ্ভক্তিপ্রসারকারী জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী ॥৪॥

মায়াবাদস্বরূপ অন্ধকারবিনাশকারী কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের ত্রাণকর্ত্তা, বিশুদ্ধ ও নিত্যভক্তির প্রসারকারী করুণাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৪॥

শ্রীদিগ্বিজেতৃদ্বিজদর্পহারী শ্রীসার্ব্বভৌমাতিপ্রসাদকারী।
অষ্টাদশাব্দেশপুরীবিহারী জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারী ॥৫॥

দিগ্বিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর দর্পচূর্ণকারী, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের প্রতি সাতিশয় কৃপালু, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-পুরীতে অষ্টাদশবর্ষবিহারকারী করুণাবতার শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥৫॥

মহোজ্জ্বলপ্রেমরসপ্রদাতা শ্রীনামসর্ব্বোত্তমভক্তিধাতা।
গোলোকবৃন্দাবন-সদ্বিহারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৬॥

উন্নতোজ্জ্বল প্রেমপ্রদাতা, সর্ব্বোত্তম ভক্তি শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিধাতা, গোলোক ও বৃন্দাবনে নিত্যবিহারী করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৬॥

সদা হরেকৃষ্ণসুগানমত্তঃ যোগীন্দ্রমুনীন্দ্রসমাধিবিত্তঃ।
দত্তব্রজপ্রেমসুধাসুসারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৭॥

যিনি 'হরে কৃষ্ণ' এই নাম-গানে নিরন্তর প্রমত্ত, যিনি যোগী ও মুনি-শ্রেষ্ঠগণের সমাধিমাত্রলভ্য সম্পত্তি, অমৃতের সার ব্রজপ্রেম যিনি বিতরণ করিয়াছেন, সেই করুণাবতার শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৭॥

কবাটবক্ষোনবপদ্মনেত্রঃ শ্রীসচ্চিদানন্দঘনাসুগাত্রঃ।
স্বাঙ্গপ্রভানিন্দিতকোটিসারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতারঃ ॥৮॥

যাঁহার বক্ষ কপাটসদৃশ প্রশস্ত, নেত্র নবারবিন্দতুল্য, যাঁহার চিত্ত ও শ্রীঅঙ্গ সচ্চিদানন্দঘন, যিনি স্বীয় অঙ্গপ্রভাদ্বারা কোটী কন্দর্পকে হেয় করিতেছেন, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৮॥

নীলাদ্রি-শুভ্রাংশু-সুধাচকোরঃ রথাগ্রসঙ্গীতসুধাবিধূরঃ।
শ্রীবৈষ্ণবব্রাতলসচ্ছরীরঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতরঃ ॥৯॥

যিনি নীলাচলচন্দ্রের জ্যোৎস্নার চকোরস্বরূপ, যিনি রথাগ্রে সঙ্কীর্ত্তনামৃত লোলুপ, যাঁহার শ্রীঅঙ্গ বৈষ্ণবচিহ্নদ্বারা পরিশোভিত, করুণাবতার সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥৯॥

ভক্তাবলীমানসরাজহংসঃ সন্ন্যাসিভূদেবকুলাবতংসঃ।
শ্রীমজ্জগন্নাথশচীকুমারঃ জীয়াৎ স গৌরঃ করুণাবতরঃ ॥১০॥

যিনি ভক্তগণের চিত্তরূপ সরোবরের রাজহংস সদৃশ, যিনি সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণকুলের শিরোভূষণস্বরূপ, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নন্দন সেই শ্রীগৌরহরি জয়যুক্ত হউন ॥১০॥

গৌরস্তুতিং গায়তি ভক্তিপূর্ব্বং প্রাপ্নোতি সুপ্রেমসুধাং সঃ সর্ব্বম্।
ত্রিতাপদাবানল-দুঃখমুক্তঃ প্রমোদতে কৃষ্ণপদাব্জভক্তঃ ॥১১॥

যিনি ভক্তিসহকারে শ্রীগৌরস্তুতি গান করেন, তিনি সমগ্র প্রেমামৃত লাভ করেন, ত্রিতাপ-দাবানলদুঃখ হইতে মুক্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥১১॥

বর্ষ-প্রবেশ

বিশ্বপ্রেমিক শ্রীগৌড়ীয় ভেদবুদ্ধিহীন, সুতরাং সর্ব্বত্র সমাদৃত

শ্রীরাধা-ব্রজবনবিহারীর অভিন্নতনু গৌড়ীয়ের প্রাণের ঠাকুর শ্রীগৌর-সুন্দরের কৃপায় শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের মুখপাত্র 'শ্রীগৌড়ীয়' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলেন। আর্য্যাবর্ত্তে প্রাকট্যলাভ করিয়া বিন্ধ্যের দক্ষিণদেশবাসিগণ হইতে পার্থক্য স্থাপন করিলেও দ্রাবিড়ীয় ভগদ্ভক্তগণের সহিত আর্য্যাবর্ত্ত-বাসী গৌড়ীয় অকৃত্রিম সৌহার্দ্দে বদ্ধ। কেবল ভারতবাসী কেন, জম্বু-দ্বীপের সকল মানবগণের একমাত্র উপাস্য ভগবানের সেবকসূত্রে গৌড়ীয়ের সহিত জম্বুদ্বীপের অধিবাসিমাত্রের কোন বৈষম্য নাই। জম্বুদ্বীপবাসী কেন শক, প্লক্ষ, শাল্মলী প্রভৃতি সপ্তদ্বীপবাসিগণের সহিত গৌড়ীয়ের কোন

ভেদবুদ্ধি নাই। বিশ্বজনীন প্রেম, যাঁহাদের ভিতরে বাহিরে দেদীপ্যমান, তাঁহারা যে দ্বীপেরই অধিবাসী হউন না কেন, তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয় সমসূত্রে গ্রথিত। শ্রীগৌরসুন্দরের উদার প্রেমধর্ম্ম সকল জগতে চতুর্দ্দশ ভুবনে বিরজা ও ব্রহ্মলোকে সর্ব্বত্রই একবাক্যে সমাদৃত।

প্রেমধর্ম্মের বিরোধহেতু ভেদ ও অশান্তির সৃষ্টি

যেখানে সকল সদ্‌গুণনিলয় প্রেমধর্ম্মের সহিত বিরোধ বাসনা, সেখানেই অশান্তি, অপ্রসন্নতা ও ভেদনীতি প্রবল। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেম-সেবা-তাৎপর্য্যপর হইয়া নিখিল জীবকুলকে শ্রীগৌড়ীয়ের উপাস্য ভগবান্ গৌরসুন্দর একত্র মিলিত হইয়া ভগবৎ-প্রীতির সাহচর্য্য করিতে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়াছেন। যেখানে প্রেমময়তনু শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত মতভেদ করিয়া তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে বিরোধ কল্পিত হইয়াছে, সেইখানেই প্রেমের অভাব।

অভক্তেরই গৌড়ীয় পত্রিকার সহিত মতভেদ

বদ্ধজীবকুল গৌড়ীয়ের সহিত প্রীতিরহিত হইয়াই নানাপ্রকার মত-বাদের অন্তরালে প্রেমকে ভোগ বলিয়া গ্রহণ করায় প্রীতির স্বরূপ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের উৎসাহসূচক বাক্য যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনিই জানেন যে, নরমাত্রেরই ভগবানের সেবা-ধর্ম্মে যোগ্যতা আছে। যাঁহাদের ভক্তিধর্ম্মে যোগ্যতা, তাঁহারাই গৌড়ীয়ের অনুসরণ করিতে পারেন, আর যাঁহারা ভগবৎ-প্রীতিরহিত তাঁহারা গৌড়ীয়ের সহিত মতভেদ করিয়া আপনাদিগের গৌড়ীয়ের আচরণ প্রচার করিয়া হরিপ্রেম হইতে বঞ্চিত হন ও প্রেমকে পশুপক্ষীর বা নশ্বর মানবদম্পতির কামের সহিত এক করিয়া ফেলেন।

গৌড়ীয়ের সঙ্গপ্রভাবেই প্রেম নবনবায়মান

নিত্যপ্রেমা নশ্বর বস্তুসমূহের মধ্যে কখনই আবদ্ধ নহে। এই লোকাতীত নিত্যপ্রেমা নরমাত্রের হৃদয়ে অব্যক্ত অবস্থায় লুক্কায়িত থাকিলেও প্রেমিক গৌড়ীয়ের সঙ্গপ্রভাবে কেবলমাত্র উন্মেষিত হয় না, অধিকন্তু অনুক্ষণ নব-নবায়মান হইয়া সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত রাজ্যে প্রেমের অস্ফুট প্রকাশ লক্ষিত হইলেও তাহা আবৃত হইয়া নশ্বর ধর্ম্মান্তর্গত ধারণায় পর্য্যবসিত হয়।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রত্যেক প্রবন্ধই সেবা-ধর্ম্মের প্রকাশক

বিগত বর্ষে গৌড়ীয়ের নবাভ্যুদিত প্রকাশের মধ্যে অপ্রাকৃত বস্তুর উদ্দেশ্যে সেবা-ধর্ম্মই প্রত্যেক প্রবন্ধে ও প্রস্তাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদিও কেহ কেহ নিজ নিজ যোগ্যতার অভাবে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তথাপি তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক বিজ্ঞান-রহস্য তাঁহাদিগকে ন্যূনাধিক প্রেমরাজ্যে অগ্রসর করাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীপত্রিকার অধোক্ষজ-সেবা অক্ষজ জ্ঞান-বহির্ভূত

অক্ষজজ্ঞানের তাড়নায় অনেকে অধোক্ষজ-সেবার স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন এবং অধোক্ষজ-সেবাকে অক্ষজজ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তুরূপে ভ্রম করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের ভবসাগরের প্রবল তরঙ্গ, শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য নিমগ্ন হইবার পরিবর্ত্তে ঊর্দ্ধদেশেই উত্তোলন করিয়াছে। যাহারা অক্ষজজ্ঞানের বিড়ম্বনায় প্রতারিত, তাহাদিগকে আমরা সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, অধোক্ষজ বস্তু কিছু ভোগের বস্তু নহে। অধোক্ষজ-বস্তু-বিজ্ঞান কিছু ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা নহে যে, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাহায্যে অপর বিষয় মীমাংসার ন্যায় নিজ নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া সত্য বস্তুকে বিকৃত করা যায়। গৌড়ীয়ে প্রকাশিত বিষয়সমূহ আম্নায় পারম্পর্য্যাগত, সুতরাং প্রাকৃত বস্তুবিষয়ক জ্ঞান ভ্রমে তাহাকে পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্জ্জিত করিবার প্রয়াস তাহাদিগের পক্ষে শোভনীয় নহে।

শ্রীগৌড়ীয় পাঠের অনুরোধ

বিগত বর্ষে গৌড়ীয়ে প্রধানতঃ শুদ্ধ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্বন্ধে অধোক্ষজসেবা সম্বন্ধে, অক্ষজ ভোগি-সম্প্রদায়ের কার্য্যপ্রণালীর অকর্ম্মণ্যতা দর্শিত হইয়াছে। যেহেতু বিষয়টী অভিনব, তজ্জন্য আমরা ধীর পাঠকগণকে সর্ব্বতোভাবে গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হরিকথা শ্রবণ করিতে অনুরোধ করি। অবহিত চিত্তে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিলেই তাঁহারা জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

নির্ম্মৎসর হরিকথাই হৃদয়ের অন্ধকার-নাশিকা

প্রবর্ত্তমান বর্ষে আমরা বিগত বর্ষের আলোচিত বিষয়গুলি নানাপ্রকারে সুধী পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করি। সকলের সহিত

যথাযোগ্য প্রারম্ভিক সম্ভাষণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত হিতকর উপদেশাবলী প্রচার কার্য্যই যেন আমাদের সম্বল হয়। নির্ম্মৎসর সাধুদিগের কথা আমাদিগের অসাধুচিত্তে আপাতবিষময় বোধ হইলেও উহাই পরিণামে হিতকর হইবে জানিয়া আমরা অসাধুসঙ্গ-বর্জ্জন এবং সাধুসঙ্গে আসক্তি-প্রভাবে হৃদয়ের অন্তঃস্থলস্থিত অন্ধকাররাশি বিদূরিত করিতে যেন প্রবৃত্ত হই। শাস্ত্র এবং গুরুবর্গই এই কার্য্যে আমাদিগের একমাত্র অবলম্বন।

আরোহবাদীর মতবাদ কল্পিত ও ভ্রমপূর্ণ

আরোহপথের পথিকের চেষ্টাসমূহ আমরা গ্রহণ করিতে না পারায় কেহ যেন আমাদিগের কার্য্যে বাধা না দেন। আরোহবাদী যে চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তাহাতে সত্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সত্যের অবতরণ বাদ স্বীকার করিলে আরোহবাদীর ন্যায় ভ্রমে পতিত হইতে হয় না। আমাদিগের কোন কথাই নিজের কল্পিত নহে, কিন্তু ঐগুলি নিরন্ত-কুহক নিত্যসত্য মাত্র, তাহাই বৈষ্ণব জগতে ভগবানের অভিব্যক্তি।

—শ্রীল প্রভুপাদ

পঞ্চ-সংস্কার

পঞ্চ-সংস্কারের মহিমা ও তাহা কি কি?

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, পঞ্চ সংস্কার-প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বিবিধ ভক্তি লাভ করত শ্রীহরির নিত্যধামে নিত্যানন্দ লাভ করেন। যথা;—

অবাপ্তপঞ্চসংস্কারো লব্ধদ্বিবিধভক্তিকঃ।
সাক্ষাৎকৃত্য হরিং তস্য ধাম্নি নিত্যং প্রমোদতে॥ (সংস্কার দীপিকা)

এই শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণমাত্র শ্রদ্ধাবান্ জীবগণ পঞ্চসংস্কার শব্দের অর্থ অন্বেষণ করেন। তাঁহাদের সাহায্যার্থে আমরা পঞ্চসংস্কারের বাক্যার্থ ও নিগূঢ় তাৎপর্য্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

পঞ্চসংস্কার কাহাকে বলে, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

১। তাপ, ২। পুণ্ড্র, ৩। নাম, ৪। মন্ত্র, ৫। যাগ—এই পাঁচটীকে পঞ্চসংস্কার বলে। ইহারাই পরম ঐকান্তিকী ভক্তির হেতুস্বরূপ।

তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও সংস্কার—এই পাঁচটীর কোন্‌টী কি প্রকার ?

পঞ্চসংস্কারের বাক্যার্থ শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধাবান্ জীব কোন সাম্প্রদায়িক গুরুর নিকট গমন করত দীক্ষাদান প্রার্থনা করিয়া থাকেন। গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক শিষ্যের আশয় বুঝিয়া তাঁহার অঙ্গ-সংস্কারের জন্য 'তাপ' ও 'পুণ্ড্র' বিধান করেন। কোন কোন সম্প্রদায়ে তপ্ত-চক্রাদি দ্বারা **তাপের** বিধান হয়। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন তপ্ত লৌহ দ্বারা শিষ্যের শরীরে যথাস্থানে অঙ্কিত করা হয়। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকেই **পুণ্ড্র** বলিয়া সকলে স্বীকার করেন। হরিমন্দিরে, হরিপদাকৃতি প্রভৃতি নানাবিধ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে যে-সম্প্রদায়ে যে-প্রকার পুণ্ড্রের নিয়ম আছে, তাহাই সেই সম্প্রদায়ের স্বীকার্য্য।

নামই তৃতীয় সংস্কার। গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ শিষ্যের কর্ণে হরিনাম অর্পণ করেন। সেই নাম শিষ্যের অহরহঃ জপ্য হয়। **মন্ত্রই** চতুর্থ সংস্কার। গুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক প্রিয় শিষ্যকে অষ্টাদশ বর্ণাদি মন্ত্রের মধ্যে কোন মন্ত্র অর্পণ করেন। **যাগই** পঞ্চম সংস্কার। **প্রাপ্ত মন্ত্র-দ্বারা শালগ্রাম-শিলা বা শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন বিধানের নাম যাগ।** এবম্বিধ পঞ্চসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাবান্ জীব ভজনক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন। ভজন দ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমরূপ পরম ফলের লাভ হয়।

ভজনের ক্রম ও পঞ্চ-সংস্কারের মূলত্ব

প্রেমলাভের ক্রম বিচার করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, যে-পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা হয় নাই, সে-পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে জীবের কোন যোগ্যতা হয় নাই। শ্রদ্ধা উদিত হইলেই সাধুসঙ্গ হয়। অকৃত্রিম সাধুসঙ্গই গুরু-চরণাশ্রয়। গুরু-চরণাশ্রয় হইলেই পঞ্চসংস্কার ও তজ্জনিত ভজন-ক্রিয়া হয়। ভজন হইতে হইতেই জীবের সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হয়। অনর্থ যত নিবৃত্তি হইতে থাকে, পূর্ব্বলব্ধ শ্রদ্ধা ততই নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। নিষ্ঠা হইতে রুচি, রুচি হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে ভাব ও ভাব হইতে প্রেম হয়। অতএব গুরু-পদাশ্রয়পূর্ব্বক পঞ্চসংস্কার লাভ করা সমস্ত জীবের কর্ত্তব্য। **পঞ্চসংস্কারই সমস্ত ভজন-ক্রিয়ার মূল। সংস্কার ব্যতীত যে ভজন, তাহা স্বাভাবিক হয় না। বরং সময়ে-সময়ে উৎপাত-জনক হইয়া পড়ে।**

পঞ্চ-সংস্কার বৈষ্ণবমাত্রেরই অবশ্য গ্রহণীয়

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, যাঁহাদের প্রেমলাভ হইয়াছে তাঁহাদের সংস্কারের প্রয়োজন নাই। এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। বদ্ধজীব ভগবদ্বৈমুখ্য ক্রমে এতদূর বৈমুখ্য লাভ করিয়াছে যে, তাহার পূর্ণ সংস্কার না হইলে সে স্বরূপ লাভ করিতে পারে না। স্বরূপ লাভ হইবার আর কি উপায় আছে? একমাত্র সংস্কারই তাহার মুখ্য উপায়। সংস্কার ব্যতীত বিকৃতি কিসের দ্বারা বিগত হইবে? যদি কাহারও বিকৃতি দেখা না যায়, তবে মনে করিতে হইবে যে, পূর্ব্বজন্মে গুরুকৃপাক্রমে তাহার সংস্কার হইয়া গিয়াছে। সেই সংস্কারবশতঃ স্বরূপ লাভ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রেমোদয় হইয়াছে। অথবা ইহাও মনে করা যাইতে পারে যে, সে ব্যক্তি ভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তিক্রমে ভগবৎ কৃপা দ্বারা অলক্ষিতরূপে সংস্কৃত হইয়াছে। যে-কোন বিচারই করা যাউক, সংস্কার কখনই অস্বীকৃত হইবে না। তবে মুক্ত জীবদিগের প্রপঞ্চ-যাত্রা-স্থানে তাঁহাদের সম্বন্ধে সংস্কার নাই; যেহেতু তাঁহারা কখনই বিকৃত হন নাই। বদ্ধ জীবদিগের বিকারই তাহাদের বদ্ধতার হেতু ও স্বরূপ; এতন্নিবন্ধন সংস্কার ব্যতীত বদ্ধ জীবের মঙ্গল সম্ভব হয় না। যদি কোন পুরুষ পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বশতঃ ইহজন্মে প্রেমলাভ করিয়া থাকেন, তিনিই সংস্কারের আবশ্যকতা অস্বীকার করেন না; বরং সাধারণের মঙ্গল জন্য সংস্কার-পদ্ধতি স্বয়ং স্বীকারপূর্ব্বক জগতের আদর্শ হইয়া পড়েন।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংস্কার-পদ্ধতি অন্যান্য ধর্ম্মের সংস্কার হইতে নির্ম্মল ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সর্ব্বদেশে সর্ব্বধর্ম্মে সংস্কার-পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। যে-ধর্ম্ম যতদূর নির্ম্মল, তাহার সংস্কার-পদ্ধতিও ততদূর নির্ম্মল ও সম্পূর্ণ। সমস্ত ধর্ম্মের সংস্কার-পদ্ধতির বিচার করিবার অবকাশ অভাবে, আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, আর্য্য-ধর্ম্মে যে সংস্কার-পদ্ধতি লক্ষিত হয়, তাহা অন্যান্য ধর্ম্মের সংস্কার-পদ্ধতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ আর্য্য-ধর্ম্মের সারভূত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংস্কার-পদ্ধতি অপেক্ষা নির্ম্মল ও সম্পূর্ণ পদ্ধতি আর নাই।

সংস্কারের ফল-বৈষম্যের কারণ

এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের সংস্কার-পদ্ধতি যদি এত উৎকৃষ্ট, তবে তদ্ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যেও বদ্ধ-বিকার এতদূর কেন দেখা

যায়? উত্তর এই যে, সংস্কার-পদ্ধতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু সেই পদ্ধতি আজকাল কেবল নামমাত্র পালিত হইতেছে। পদ্ধতির যে বাক্যার্থ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েরই উন্নতি-দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। পদ্ধতির যে তাৎপর্য্য, তাহার কোন আলোচনা দেখা যায় না। শিষ্য গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেই গুরু তাহাকে পঞ্চ-সংস্কার করিয়া ছাড়িয়া দেন। এরূপ পঞ্চ-সংস্কারের দ্বারা কি ফল হইতে পারে?

শিষ্যটীকে দেখিতে সুন্দর দেখায়, কিন্তু তাহার ভিতরে কিছুই হয় না। দিব্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, হরিনাম অঙ্গে অঙ্কিত আছে। মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইতেছে। কোন সময়ে শালগ্রাম-শিলা বা শ্রীমূর্ত্তিতে মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক অর্চ্চনা হইতেছে। সেই শিষ্য নানাবিধ পাপে আসক্ত। রাত্রে মাদক-দ্রব্যের বশীভূত হইয়া লাম্পট্য আচরণ করিতেছে! আহা! গুরুদেব তাহার কি উপকার করিলেন? দীক্ষার পূর্ব্বেই তাহার কি ছিল না, এবং দীক্ষার পরেই বা তাহার কি হইল; পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না, বরং অপকৃষ্টতা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। পূর্ব্বে সে পাপ করিয়া আপনাকে ধিক্কার করিত, কিসে এ পাপ দূর হইবে, তাহার কিছুমাত্র চিন্তা করিত। সম্প্রতি গুরুদেবকে আশ্রয় করিয়া তাহার সে-চিন্তা দূর হইয়াছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়া পাপাচারণ করিতেছে! কি দুর্ভাগ্য!!

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ

এ-প্রকার দুর্গতির হেতু কি? গুরু-শিষ্যের অবৈধ সম্বন্ধই ইহার হেতু. গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে এই প্রকার বিধি আছে,—শিষ্য যে-কালে সংসারানলে সন্তপ্ত হইয়া বিচার করিতে করিতে সিদ্ধান্ত করিবে যে, এই সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ অনিত্য আমি ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত হইবার জন্য গুরুদেবের চরণাশ্রয় করিব। তখন শিষ্যের শ্রদ্ধা উদয় হইয়াছে বলিতে হইবে। সে গুরুপদাশ্রয়ের যোগ্য বটে। গুরু তাহাকে বৎসরাধিক পরীক্ষা করিবেন।

'তাপ'-রূপ প্রথম সংস্কারের গূঢ় তাৎপর্য্য

এস্থলে দৃষ্টি করুন—জীবের অনুতাপকেই তাপ বলে। লব্ধতাপ জীব গুরুদেবের পরীক্ষাসময়ে অধিকতর তাপ প্রাপ্ত হয়। তাপ পূর্ণ হইলে গুরুদেব তাহাকে বিষ্ণুচক্রাদির তাপ-দ্বারা অঙ্কিত করেন এবং সেই

অঙ্কন, শরীর থাকা পর্য্যন্ত ধারণ করিবার বিধান করেন। তাৎপর্য্য—এই সংসার-ক্লেশ-পঙ্কিল হইতে সত্ত্বকে মরণ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ রাখিবে। ইহার নাম—তাপ। ইহাই শ্রদ্ধালু জীবের প্রথম সংস্কার। এই তাপ শব্দের নাম ইংরাজী ভাষায়—Repentance, atonement, and permanent impression of the higher sentiment on the soul [অর্থাৎ অনুতাপ, প্রায়শ্চিত্ত এবং আত্মার উপর উচ্চতর ভাবের স্থায়ী ছাপ পড়ার নাম তাপ] **তাপ কেবল শারীরিক নয়, কিন্তু শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক।** কেবল শরীর আশ্রয় করিয়া তাপের অবস্থিতি হয় না। **যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরাশ্রয় লক্ষণ, সে-স্থলে ভণ্ডতাই ধর্ম্ম। আজকাল ভণ্ডতাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে পদচ্যুত করিয়াছে।** তাপশূন্য জীবন কখনই বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে না। তাপশূন্য সদা-সর্ব্বদাই জড়ীভূত। তাপশূন্য মন সর্ব্বদাই অমঙ্গলপূর্ণ। অতএব, হে সুধীবর্গ! যত শীঘ্র পার তপ্ত হও! বিলম্বে কার্য্য নাই।

পুণ্ড্র-রূপ দ্বিতীয় সংস্কারের গূঢ় তাৎপর্য্য

যখন শ্রদ্ধাবান শিষ্যকে গুরুদেব সম্যক্, তপ্ত হইতে দেখিবেন তখনই তিনি বিপুল কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাকে **'পুণ্ড্র দান'** করিবেন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র কি শোভাজনক। **ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অন্য নাম—ঊর্দ্ধগতি। তপ্ত হইয়া জীব সংসার হইতে উচিত বৈরাগ্য স্বীকার করেন,** কিন্তু যে-পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র না গ্রহণ করেন, সে-পর্য্যন্ত তাপের ফল হয় না। এত ক্লেশ! এত বৈরাগ্য! এত স্বসুখ-ত্যাগ! এত রিপু নির্য্যাতন! এ সমুদয় কেবল পণ্ডশ্রম হয়, যদি তাহার পর কোন উচ্চগতি না স্বীকার করা যায়। হরি-মন্দির অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বা হরিপাদপদ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার নাম—জীবের ঊর্দ্ধগতি। তাহা আত্মায়, মনে ও দেহে প্রকাশিত হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হয়। **সংসারে বিরক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অনুরক্ত হওয়ার নাম—তাপ ও পুণ্ড্র।** এই অলঙ্কার দুইটী বদ্ধ-জীবের অত্যন্ত আবশ্যক। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য শরীর শবতুল্য। দৃষ্টি করিলে অনুতাপ-দ্বারা স্নাত হওয়া কর্ত্তব্য। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য মন কেবল ক্ষুদ্রবিষয়ে বিচরণ করে, ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্তি করে, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের সমালোচনা করে। হে তপ্ত জীব! বিলম্ব না করিয়া শরীরে, মনে ও আত্মাতে ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র ধারণ কর ও পরম বৈষ্ণব-ধামের অভিমুখী হও। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য আত্মার স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ কর।

তৃতীয় সংস্কার—নাম প্রদানের তাৎপর্য্য

প্রিয় শিষ্যকে তপ্ত ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-শোভিত দেখিয়া গুরুদেব পরমানন্দ-সহকারে **'নাম-প্রদান'** করেন। নাম অর্থাৎ হরিনাম প্রদান করেন। হরিনাম প্রদান করিয়া জীবের নিজ স্বভাবকে জাগরিত করেন। জীবের নিত্য স্বভাব হরির নিত্য দাস্য, নাম-রসামৃতে সিক্ত করিয়া জীবকে পরমপদে নীত করেন। জীব তখন বলেন,—**'আমি হরিদাস'**, আমি মায়া-ভোক্তা নই। কৃষ্ণদাস্যে বৃত হইয়া মায়াতেও নিত্য-কৃষ্ণসম্বন্ধে অবস্থিত। আমি কৃষ্ণদাস, আমি সমস্ত মায়াকে কৃষ্ণদাসী মানিয়া সমস্ত প্রপঞ্চকে কৃষ্ণসম্বন্ধী করিয়া ব্যবহার করিব। অনবরত জীব তখন হরি-নাম-গানে মুগ্ধ থাকেন। নামরূপ ভগবদ্রস-বিগ্রহকে আশ্রয় করত চিদানন্দ-তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিতে থাকেন। হে সুধীরবৃন্দ! বদনে সর্ব্বদা হরিনাম গান কর, মনে সর্ব্বদা হরিনাম স্মরণ কর, আত্মায় সর্ব্বদা হরিনাম অঙ্কিত কর।

চতুর্থ সংস্কার—মন্ত্রোপদেশের তাৎপর্য্য

শিষ্যের প্রতি প্রীত হইয়া গুরুদেব জড়গত জীবের পক্ষে হরিনাম-রসপান সুলভ করিবার জন্য **মন্ত্রোপদেশ** করেন। হরিনামে বিভক্তি-সংযোগপূর্ব্বক 'সম্বন্ধ'-যোজনা দ্বারা নাম-রসের আলোচনা-ভূমিকে বিস্তৃত করেন। 'হরয়ে নমঃ' বলিলে নাম-রসেরই আস্বাদন জন্য চতুর্থী-বিভক্তি-দ্বারা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। এইরূপ সম্বন্ধদ্বারা উপাসক, উপাস্য ও উপাসনা-রূপ তত্ত্বত্রয়ের পরস্পর ক্রিয়া সুসিদ্ধ হয়। তাহাতে রসের আস্বাদন সুলভ হইয়া পড়ে। মন্ত্রপ্রাপ্ত জীব আর আস্বাদন-সুখের ইয়ত্তা দেখেন না। যে-সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি অষ্টাদশ অক্ষর মন্ত্রের অর্থ বিচার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, মন্ত্রই ভগবদ্রসের একমাত্র সংক্ষিপ্ত নিদর্শন। গায়ত্র্যাদি বিচার করিলেও এরূপ সিদ্ধান্ত হইবে। যাঁহারা মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া ভগবদ্রসের অন্য প্রকার আলোচনা করেন, তাঁহাদের আলোচনা অনেক শিথিল ও অসংযুক্ত। যে-অংশ সংযুক্ত হইয়া ঈপ্সিত ফলদান করে, সে-অংশ মন্ত্র-বিশেষ। অতএব **মন্ত্র-গ্রহণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য**। মন্ত্র-গ্রহণ জীবের পক্ষে একটী প্রধান সংস্কার। সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াও অনেকে উপাসনা-তত্ত্বে স্থির-ভূমি লাভ করেন না। তাহার হেতু এই যে, তাঁহারা উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে তপ্ত, পুণ্ড্রিত, নামাঙ্কিত ও মন্ত্রোপদিষ্ট হয় নাই। সকল বিষয়েই ক্রম ও

পদ্ধতি আছে। ক্রম ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা কখন কখন উৎপাতের হেতু হইয়া পড়ে; যথা,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ (ব্রহ্মযামল)

অতএব, হে সুধীর ব্যক্তিগণ! তর্কাদি দ্বারা বুদ্ধিকে দূষিত না করিয়া পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র গ্রহণ করুন। তাহাতে কেবল আপনাদের মঙ্গল হইবে এমত নয়, কিন্তু পরম পবিত্রসেতু রক্ষার দ্বারা আপনারা জগজ্জীবের মঙ্গলসাধন করিবেন।

পঞ্চম সংস্কার—'যোগে'র তাৎপর্য্য

শিষ্যের প্রতি অধিকতর স্নেহ প্রকাশপূর্ব্বক গুরুদেব তাঁহাকে যাগ-পদ্ধতি শিক্ষা দেন। **যাগ-পদ্ধতি** ব্যতীত বদ্ধজীবের সম্যক্ মঙ্গল কোন-ক্রমেই সাধিত হইতে পারে না। তাপ, পুণ্ড্র, নাম ও মন্ত্র লাভ করিয়াও জীবের সহসা জড় সম্বন্ধ দূর হয় না। উপাসনা দ্বারা হরিতোষণ সাধিত হইলে, মরণান্তে জীব প্রপঞ্চ মুক্তি লাভ করে। অতএব মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেও মরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা অবশ্যই থাকে। সেই কালের মধ্যে জড়াসক্তি না থাকিলেও জড়কার্য্য অনবরত সম্ভব। অতএব জড়ের সহিত সম্যক্ ব্যবহার করিবার উপায়-স্বরূপ যে পদ্ধতি প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে 'যাগ' বলি। **দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন, বিবেচন ও ক্রিয়া—এই সমুদয় কার্য্যদ্বারা পরমার্থ অনুশীলন করিবার জন্য যে দেবপূজা-পদ্ধতি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই নাম—যাগ। শালগ্রাম পূজাতে ঐ সমস্ত ব্যাপার পরমার্থকার্য্যে যোজিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহ সেবা-পদ্ধতিই বৈষ্ণব-যাগ।** সংসারে বর্ত্তমান থাকিতে হইবে। সমস্ত কার্য্য না করিলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না। অতএব ভক্তিপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য অর্চ্চনবিধি দ্বারা ভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত জীবন যাপন করা মন্ত্রোপাদিষ্ট-জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই যাগবিধি উপদেশ করিয়া করুণাময় গুরুদেব শিষ্যকে সংসার-সমূহ হইতে সম্যক্ উদ্ধার করেন। যাগই পঞ্চম সংস্কার। যাগশূন্য পুরুষ হয় জীবনশূন্য হইবেন, নতুবা বহির্ম্মুখ কর্ম্মদ্বারা সংসার ফলকে লাভ করিবেন। অতএব বৈষ্ণব যাগযুক্ত হইয়া সংসারে বর্ত্তমান থাকিবেন। এই যাগ-তত্ত্বের বিশেষ-বিবৃতি বৈধীভক্তি বিচারে 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' গ্রন্থে [তৃতীয় বৃষ্টি, দ্বিতীয় ধারায়] লক্ষিত হইবে।

কুল-গুরুগণের কুশিক্ষার প্রভাব

পঞ্চ সংস্কারের বাক্যার্থ ও মূল-তাৎপর্য্য নির্দ্দেশ করিলাম। এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, আপন শিষ্যদিগের প্রতি গুরুদিগের এপ্রকার উপদেশ কেন দেখা যায় না। উত্তর এই যে, কালদোষে গুরুসম্বন্ধে মানবগণের বিচার অত্যন্ত দূষিত হইয়াছে। অনুমান হয়—কুলগুরুর নিকট অথবা যে যে ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে পরমারাধ্য গুরুদেবের আশ্রয় হইতে পারে না।

সদ্‌গুরুর লক্ষণ ও তাঁহার আশ্রয় একান্ত কর্ত্তব্য

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ঠা ও আশ্রয়প্রাপ্ত গুরুদেবের নিকট আত্মার শ্রেয়-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি গমন করত প্রপত্তি স্বীকার করিবে। যথা,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপসমাশ্রয়ম্॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

যে-স্থলে এরূপ প্রপত্তি হয়, সে-স্থলে ভবসিন্ধু গোষ্পদ-তুল্য হইয়া পড়ে। যে-স্থলে নাম-মাত্র গুর্ব্বাশ্রয় অবলম্বিত হয়, সে-স্থলে সমস্তই নিষ্ফল। আজ-কাল সাধারণের পক্ষে সদ্‌গুরুর আশ্রয় ঘটে না। কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-গণ সংসারানল-তপ্ত হইয়া অনেক যত্নপূর্ব্বক সাধু অন্বেষণ করিতে করিতে সদ্‌-গুরু লাভ করেন। অতএব জীবের পক্ষে সদ্‌গুরু অন্বেষণই কর্ত্তব্য। যদি সদ্‌গুরু অপ্রাপ্ত হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই; যেহেতু ভগবান্ স্বয়ং সদ্‌গুরু অন্বেষকের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাকে উদ্ধার করেন। সদ্‌গুরু-লালসা যত প্রবল হয়, ততই মঙ্গল। **লালসা-নিবৃত্তির জন্য যে-কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া বরণ করা উচিত নয়।** অন্বেষণ করিতে করিতে **যাঁহাকে সদ্‌গুরু বলিয়া বোধ হইবে, তাঁহাকে একবৎসর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করত শ্রীগুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিবেন। পরীক্ষা ব্যতীত যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ কেবল অনর্থের হেতু।**

পঞ্চ-সংস্কার সম্বন্ধে ঠাকুরের মন্তব্য

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারপূর্ব্বক ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, বদ্ধজীবের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চ-সংস্কার না হইলে ঐকান্তিকী ভক্তি কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। অতএব পঞ্চ-সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

রিক্সাওয়ালা

বারবিশা হ'তে জড়াই যাই রিক্সায়।
রিক্সায়ালা—বড় দুঃখে বলিল আমায়॥
"দাদু! আমি অনেক লোকেরে করি পার।
পরপারের গতি কি হইবে আমার??
ভবপারে যা'ব—কা'রে করিয়া আশ্রয়।
তাঁকে, কেমন করে হইবে পরিচয়॥
নাহিক সম্বল মোর বিদ্যা-ধন-জন।
রিক্সা চালাইয়া করি জীবন-যাপন॥"
তাহার দুঃখ-শ্রবণে করিনু জিজ্ঞাসা।
কিবা নাম তব? কোন্ গ্রামে হয় বাস?
তখন বলিল নাম,—'নিহার বিশ্বাস'।
'রামপুর' গ্রামে মোর জীর্ণগৃহে বাস॥
জানিলাম তোমার সমস্ত বিবরণ।
শুন এবে—ভবপারে যেমতে গমন॥
রিক্সায় পার কর পথ ক্রোশ দু'-চার।
ভবপারে 'দেহ-তরি' উপায় তোমার॥
এ-তরির কাণ্ডারী হন 'শ্রীগুরুদেব'।
যাঁহার কৃপায় লভে 'দেব-আদিদেব'॥
সেই কৃষ্ণে করে যেবা আত্মসমর্পণ।
সাধু-গুরু-সান্নিধ্য লাভ হয়ত তখন॥
শ্রদ্ধা করি কৃষ্ণ-কথা—শ্রবণক্রমে।
শরণাপন্ন যবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে॥
সৎসম্প্রদায়ী-বিচারে আচারবান।
মায়ামুগ্ধ জীবের সেই করেন ত্রাণ॥

এ হেন 'গুরুদেবের' করিয়া আশ্রয়।
নিরপরাধে কর নাম ত্যাজি সংশয়॥
দেব-দেবীপূজা আর বিষয়-বাসনা।
জীব-হিংসা কুটি-নাটি মনের কল্পনা॥
অনাচার যত ভজনের প্রতিকূল।
অনুকূল অনুশীলন ভক্তির মূল॥
শাস্ত্র-বিচারে 'ভক্তি' হয় দুই প্রকার।
'সাধনভক্তি'-রাগানুগা নাম যাহার॥
এবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কর সদা কৃষ্ণোন্মুখ।
সাধনভক্তি-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণে-রাগোন্মুখ॥
সাধকের হয় যবে রাগের উদয়।
সেইকালে সিদ্ধিলাভ হইবে নিশ্চয়॥
স্বরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়াছে যাহার।
সেই ভাগ্যবান্ হইবেন ভবপার॥
অবশেষে শুন,—বলি নিকটে তোমার।
ভক্তিপথাশ্রয়ে জীব হয় ভবপার॥
নর-জন্মশ্রেষ্ঠ জান জগত-ভিতর।
কৃষ্ণ-ভজনের যোগ্য নরকলেবর॥
সুখ-দুঃখ দুই, দেহের প্রাকৃত ভাব।
শরণাগত জনের ঘুচিবে ত্রিতাপ॥
হয় কি না হয়—আর দুর্লভ জনম।
আজ বা কাল হউক শতান্তে মরণ॥
হে ভাই! কালক্ষয় করোনা অকারণ।
যত শীঘ্র পার ভজ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

—শ্রীরমাপতি ভক্তসুহৃৎ

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে অবতরণের মুখ্য কারণ

"বৈকুণ্ঠাদিতে যে-যে লীলার প্রচার নাই, তত্তৎ লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব, অধিক কি, এই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপশক্তি অবিচিন্ত্য প্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় সচ্চিদানন্দতনু, আমার নিত্যপ্রিয়া, সচ্চিদানন্দস্বরূপা গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতির ভাব সঞ্চার করিবেন। আমিও তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমার সর্ব্বজ্ঞতাকে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুত রস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তি-স্বরূপ হইয়াও গোপীগণ তাহা জানিতে পারিবেন না। আমি ও আমার গোপীগণের অদ্ভুত রূপ-গুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ রাগমার্গে আমাদের পরস্পরের মিলন-সুখ উদিত হইবে; কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ দৈব ঘটনার ন্যায় উদিত হইবে। আমি এই সমস্ত রসের নির্য্যাস আস্বাদন করিব এবং ভক্তগণকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব্ব ভক্তকে এই রস-দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নির্ম্মল রাগ প্রকট করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ যাবতীয় আর্য্য-অনার্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবেন।" এইরূপ ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোলোকের নরাকৃতি পরব্রহ্মস্বরূপ প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছিলেন। এই নিরুপাধিক প্রেম আস্বাদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ।

বিষয়াশ্রয়-বিচার ও আশ্রয় আবলম্বন-বর্ণন

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, আর সমস্তই তাঁহার আশ্রিত তত্ত্ব। অলঙ্কার শাস্ত্রে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর বিষয় উল্লিখিত আছে। ভরত মুনি কাব্য প্রকাশকার বা সাহিত্যদর্পণকার প্রভৃতি যে-সকল ব্যক্তি বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা জানেন না, তাহা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর দ্বারা প্রচার করাইয়াছেন। আলম্বন দুই প্রকার,—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। বিষয়ালম্বন—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসভেদে প্রধানতঃ পঞ্চ প্রকার। ব্রজলীলারূপ চিদ্রস-বর্ণনে অনেক সময় শান্তরস

পরিলক্ষিত হয় না বলিয়া অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপে যে মমতা—যাহা শুদ্ধারতিকে প্রেমরূপে পুষ্ট করাইয়া থাকে, সেই মমতা-গন্ধহীনতা বা নিরপেক্ষতা শান্তভাবে অবস্থিত থাকায় শান্তভাবকে অনেকে রসের অন্তর্গত করিতে চাহেন না। তথাপি ব্রজের গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-শৃঙ্গ-যামুনতট-কদম্ববৃক্ষ—ইঁহারা শান্তরসের আশ্রয়ালম্বনরূপে বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। দাস্যরসের আশ্রয়ালম্বন ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দাসগণ কৃষ্ণ-কৃপায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া 'অধিকৃত দাস'। শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ তিন প্রকার আশ্রিত দাসরূপ আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ নৃপসকল 'শরণ্য আশ্রিত দাস।' শৌনকাদি ঋষি মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া 'জ্ঞানিচর আশ্রিত দাস' হইয়াছিলেন। চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি প্রথমাবধিই ভজনাসক্ত থাকায় 'সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাস'। উদ্ধব, দারুক, নন্দ, উপানন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি 'পার্ষদ দাস'। সুচন্দ্র, মণ্ডল, স্তম্ভ, সুতন্ত্র প্রভৃতি পুরস্থ 'অনুগত দাস'। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মকরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পায়োদ, বকুল প্রভৃতি ব্রজস্থ 'অনুগদাস'। সখ্যরসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে পুরবাসী ও ব্রজবাসী দুই প্রকার কৃষ্ণ-সখা। অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী, শ্রীদাম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি 'পুরসম্বন্ধি সখা'। ইঁহাদের মধ্যে অর্জ্জুন শ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসী সখাগণ কৃষ্ণের সকল বয়স্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন না, তাঁহারা ক্ষণকাল কৃষ্ণের সেবা-বিরহ সহ্য করিতে পারেন না। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, গোভট, ইন্দ্রভট, বিজয় ও বলভদ্রাদি কৃষ্ণের 'সুহৃদ্-সখা'। দেবপ্রস্থ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি কৃষ্ণের 'কেবল-সখা'। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের 'প্রিয়সখা'। সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত প্রভৃতি 'প্রিয়নর্ম্মসখা'। বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বনে কৃষ্ণের গুরুবর্গ প্রসিদ্ধ। ব্রজরাজেশ্বরী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী; ব্রহ্মা যে পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জননীগণ; দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি বৎসল রসের আশ্রয়ালম্বন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রজেশ্বরী ও নন্দমহারাজ সর্ব্বপ্রধান। মধুর রসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে স্বকীয় ও পরকীয় বিচার লক্ষিত হয়। কৃষ্ণের পুরবনিতাগণ—স্বকীয়া এবং ব্রজবনিতাগণ—প্রায়ই সোঢ়া অনূঢ়াভেদেও পারকীয়া। এই জগৎ অপ্রাকৃত পরমোপাদের চিদ্ধামের হেয় প্রতিফলন। অনর্থময়

ইহ জগতে যে রস যৎপরোনাস্তি হেয়, অর্থময় অবিকৃত বিম্বস্বরূপ চিদ্ধামে অর্থাৎ যথায় অনুপাদেয়তার অবকাশ দৃষ্ট হয় না, তথায় সেই রসের অবিকৃত আদর্শ যৎপরোনাস্তি উপাদেয়।

তটস্থ বিচারে অপ্রাকৃত পঞ্চরসের তারতম্য

ইহ জগতে যে রস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচারিত, অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতে সেই রসের আদর্শ সর্ব্ব নিম্নে অবস্থিত। এই প্রতিফলিত জগৎ—জড়বিশেষবহুল ; সুতরাং এখানে যাবতীয় জড়বিশেষভাব হইতে নিরপেক্ষতা-বিরতি-স্বরূপ শান্তভাবই শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে স্বভাবতঃই নিত্য জড়বিশেষতার হেয়তা না থাকায় সবিশেষভাবের পূর্ণতার অবিধি-স্বরূপ পারকীয় মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শান্তরসে নিরপেক্ষতা আছে, মমতা উৎপত্তি হয় নাই। মমতাই কৃষ্ণপ্রীতির প্রথম অঙ্কুর ; মমতাহীন শান্তরস এইজন্য সর্ব্ব নিম্নে। মমতাযুক্ত দাস্যরস তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে শান্তরসের সমস্ত সম্পদই আছে, অথচ তাহা মমতা-সংযুক্ত। এখান হইতেই সম্বন্ধ-জ্ঞানের ভূমিকা আরম্ভ হইয়াছে ; কৃষ্ণের সহিত প্রভু ও দাস-সম্বন্ধ। মমতা-সম্বন্ধ না থাকিলে কোন বস্তুর জন্য বিশেষ ব্যস্ততা থাকে না। আবার দাস্য-রসের মমতা ও সকল সম্পদের সহিত যখন বিশ্রম্ভভাবরূপ প্রধান অলঙ্কারটী সংযুক্ত হইয়াছে, তখন সখ্যরস দাস্যরস হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভূত। সখ্যরসে দাস্যরসের সম্ভ্রমকণ্টক নাই। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির মাত্রা ও অত্যন্ত বিশ্বস্তভাব প্রকাশিত হওয়ায় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে আরোহণ ও শ্রীকৃষ্ণকে উচ্ছিষ্টাদি দ্রব্য প্রদানাদির দ্বারা প্রীতিসেবা করিতে পারেন। সখ্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন লাল্য-লালক-ভাবটী সংযুক্ত হইয়াছে তখন রস আরও অধিকতর সম্পৎশালী হইয়া বাৎসল্য-রসরূপে প্রকাশিত। নিখিল জগতের পালনকর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির পালনকারী শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজরাজ নন্দ ও ব্রজেশ্বরী যশোমতী নিজ অলিন্দে বন্ধন করিয়া স্ব-স্ব লাল্য-পালাবোধ করিতেছেন। প্রীতির কিরূপ প্রগাঢ় পরিচয়!

অপ্রাকৃত মধুর রসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা

আবার শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যরসের সকল সম্পদের সহিত যখন সর্ব্বাঙ্গদ্বারা সেবাসক্তি সম্মিলিত হইয়াছে, তখন সেখানে মধুর রস

প্রকাশিত। পিতা-পুত্রে অনেক বিষয়ে গোপন থাকে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষে তাহা থাকে না, প্রীতিবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের নিকট আপনাদিগকে পরিমুক্তস্বরূপে ও স্বভাবে প্রকাশিত করিয়া থাকেন।

পারকীয় অপ্রাকৃত রসই—প্রকৃত মধুর রস; স্বকীয় মধুর রস—ন্যূন্যাধিক দাস্যরসের প্রকারভেদ

এই জন্য মধুর রস সকল রসের শিরোমণি। প্রকৃত বিচারে একমাত্র পারকীয় রসই মধুর রস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। স্বকীয় মধুর রস দাস্যরসেরই উন্নত প্রকার-ভেদ-মাত্র। পুরমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী; তাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদিতে ব্যগ্রচিত্তা হইয়াই গৌরবের সহিত পতিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। আর গোপীগণ ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রকার সাধ্য ও সাধনে অপেক্ষারহিত হইয়া এবং অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন-পূর্ব্বক বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদি অনির্ব্বচনীয় বিলাস-সমূহের দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি যে-ভাবে ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই ভজনা অর্থাৎ তাঁহাদের ভজনানুরূপ ফল প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট হন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—"আমি ব্রজবাসিগণের প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের সেবা-প্রবৃত্তির নিকট আমার সমগ্র স্বরূপকে বিক্রয় করিয়াও আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণী।" শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—রুক্মিণীকে দর্শন করিয়া তাঁহার রুক্মিণীর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হইবার পরিবর্ত্তে গোপীগণেরই স্মৃতি আরও উদ্দীপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন,—"মৎপ্রাপ্তি-কামনাময়ী কাত্যায়নীব্রতপরা অষ্টোত্তরশতাধিক ষোড়শসহস্র গোপললনার সহিত পুরবনিতাগণের সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়াই তদ্দ্বারা স্বীয় চিত্তকে কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবার জন্য আমি পুরবনিতাগণকে বিবাহ করিয়াছি।"

আত্মারামতা ও লীলারামতা

আত্ম ও পর দুইটী তত্ত্ব। আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে আত্মারামতা; তাহাতে রসের পৃথক্ সত্তায় না থাকায় রস নাই। কৃষ্ণের আত্মারামতাধর্ম্ম যেরূপ নিত্য, লীলারামতাধর্ম্মও তদ্রূপ নিত্য। বিরুদ্ধধর্ম্ম-সামঞ্জস্যময় পরমপুরুষের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—

অপ্রাকৃত বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমন্বয়

কৃত্বাতাবন্তমাত্মানং যাবতী ব্রজযোষিতঃ।
রমাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥

কৃষ্ণতত্ত্বের এক কেন্দ্রে আত্মারামতা, আর তদ্বিপরীত কেন্দ্রে লীলারামতার পরাকাষ্ঠারূপ পারকীয়তা। আত্মারামতার দিকে যতটা আকর্ষণ করা যায়, ক্রমশঃই রসের তত শুষ্কতা আসিয়া পড়ে। আর রসকে যত লীলারামতার দিকে আকর্ষণ করা যায়, রস ততই প্রফুল্ল হয়। সর্ব্বকারণ-কারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অদ্বিতীয় পুরুষ, নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়, স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যেখানে একমাত্র নায়ক, সে-স্থলে পারকীয়তা কখনই ণাস্পদ হইতে পারে না। কোন জীব বা প্রতিফলিত জগতের কোন পুরুষাভিমানী যেখানে নায়ক পদবী গ্রহণ করেন, সেখানেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আসিয়া পড়ে; সুতরাং পারকীয় ভাব সেখানে নিতান্ত হেয়।

শ্রীমতী রাধারাণী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; তিনি আশ্রয়-শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ংরূপা

মধুর রসের আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে আশ্রয়শিরোমণি শ্রীরাধাই রূপে-গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তিনি যূথেশ্বরী প্রধানা। তিনি আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ-স্বয়ংরূপা। শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপে অষ্ট সখীর বিপ্রলব্ধাদি অষ্ট ভাব পৃথক্ পৃথক্ লক্ষিত হয়; কিন্তু শ্রীরাধার যুগপৎ অষ্টভাব-সমষ্টি দেদীপ্যমান।

সর্ব্ব অংশিনী

শ্রীমতী রাধারাণী যাবতীয় কৃষ্ণকান্তার অংশিনী এবং কৃষ্ণেচ্ছা-পরিপূর্ত্তিময়ী। কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং সমগ্র ভক্ত ও ভক্তির পোষিকা ও মূল আকর। বিষয়-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বয়ংরূপ অবতারী হইতে যেরূপ নিখিল ভগবদবতার বিস্তৃত হইয়াছেন, তদ্রূপ আশ্রয়-কৃষ্ণবিগ্রহ স্বয়ংরূপা অংশিনী হইতে ব্রজাঙ্গনাগণ, দ্বারকার মহিষীগণ ও নারায়ণ-বাসুদেবাদির লক্ষ্মীগণ বিস্তৃত হইয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

বৈদিক ভারতীয় চিন্তাধারা ও তথাকথিত আধুনিক সভ্যতা

আজ সারা বিশ্বে 'সভ্যজগৎ, বলিয়া অযথা একপ্রকার উচ্ছ্বসিত কোলাহল উঠিয়াছে। অনেকের ধারণা—'মানব আজ-কাল সভ্যতার চরম শিখরে উঠিয়া তাহার গৌরবের জয় নিশানা উড্ডীয়মান করিতেছে, আর কাল্প নক লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিয়াছে এবং উন্মাদের ন্যায় কল্পনা দ্বারা অঙ্কিত করিয়াছে যে, অতীতের সমাজ ছিল মূঢ়, অসভ্য, বর্ব্বর। তাহারা সভ্যতার সন্ধান জানিত না এবং গরিষ্ঠ সংখ্যকের বদ্ধ ধারণা যে,—বর্ত্তমান মানুষ যতটুকু সভ্যতায় আপ্লুত, বিগতের জনসমাজ সে-চিন্তাধারায় পৌঁছিতে পারেন নাই।

আধুনিক যুগের চাকচিক্যময় ব্যক্তিগণ আত্মাভিমানে অনুপ্রাণীত হইয়া ভোগের আহ্বানে নিজেকে লেলিয়ে দিয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করিতে প্রয়াসী। জড়-বিদ্যায় মত্ত হইয়া আত্মগরিমায় গৌরবান্বিত হ'তে বদ্ধপরিকর। নিয়ত ভোগ-বিলাস-ব্যসনে পরিপ্লুত হইতে বিশেষ ব্যগ্রতা দেখা যায়; কিন্তু সভ্যতা বলিলে কি বুঝায়? অথবা উহার সার্থকতা কোথায়? সে' দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চায় না।

'সভ্য' শব্দে 'ত্বাচ্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন হইয়া 'সভ্যতা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ সভায় বসিবার যোগ্যতা—তাহা সরল ভদ্রতা। সরলতা ও ভদ্রতার পরিপূরকই সভ্যতার উৎস্। এই বিচারে সভ্যজগৎ বলিতে বিশিষ্ট গুণ-সম্পন্ন সমাজকে বুঝায়। বর্ত্তমান সমাজ কোন্ চিন্তাধারায় অভিনিবেশিত হইয়াছে ও তাহার লক্ষ্যস্থল কি? সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বোঝা যেতে পারে যে, সমাজ সভ্যতায় আপ্লুত, না শঠতার ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া নীচতার গ্লানিকে আহ্বান করে। ক্ষণভঙ্গুর বাসনা-কামনায় বিজড়িত হইতে নিয়ত আগ্রহী। মানুষের প্রকৃত মর্য্যাদা কি ও মানব নামের সার্থকতা কোথায় সেদিকে দৃক্‌পাৎ করিবার অবকাশ রাখিতে বর্ত্তমান সমাজ কতটুকু আগ্রহান্বিত তাহা সহজেই অনুমেয়। শুধু সুন্দর পরিচ্ছদে বিভূষিত, নানা খাদ্য-খাদকতায় ব্যাপৃত থাকাকে যদি সভ্যতা বলে অভিহিত করা হয়, তাহা হইলে বারাঙ্গনা-সমাজও কি সভ্যতার পরাকাষ্ঠ-

বেদী? কারণ তাহারা সুন্দর পোষাক, অলঙ্কার আদিতে বিভূষিতা। তাহারাও নিতানব চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় আদিতে বিভাবিত। তাহাদিগকে যদি সভ্য বলা হয় তবে নামধারী সভ্য-সমাজের চিন্তাধারাও যে তদনুরূপ ইহাতে আর সন্দেহ কি? আর তাহা যদি ঠিক নয় তবে ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, **শুধু পরিচ্ছদ ও ভোগলালসাকেই কেন্দ্র করিয়া সভ্যতা থাকিতে পারে না।**

আধুনিক সমাজের বহু ব্যক্তির অন্ধবিশ্বাস যে মানুষ শিক্ষা-দীক্ষায় সুদূর অতীত অপেক্ষা বর্ত্তমান যুগে অনেক উন্নত। 'উন্নত' কি করে ধরা হয় অথবা উন্নত কাহাকে বলে, তাহা তাহাদের সীমাবদ্ধ অনুজ্ঞান অন্বেষণকারীগণ ভাবিবার সুযোগ পায় না বল্লেও অত্যুক্তি করা হয় না। তাহাদের ধারণা যে, সে'চিন্তাধারার ঊর্দ্ধে আর কিছু থাকিতে পারে না। ইহা মূঢ় ব্যক্তির প্রলাপ ব্যতীত আর কি বলা যেতে পারে?

জগৎ অনন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক-জ্ঞান ও জড়জ্ঞান দুই প্রকার প্রতীয়মান হয়। জড়জ্ঞানের চিন্তাধারা কর্ম্মের তৎপরতা সীমাবদ্ধ এবং তাহা ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক-জ্ঞান মায়ীক চিন্তার অতীত। তাহাকে কল্পনার মধ্যে সীমায়িত করা যায় না। এক প্রকার অশুদ্ধ আধ্যাত্মিকতা আছে তাহা মানসিক কসরৎ বিশেষ। এখানে সে-রূপ কথা বলা হইতেছে না। যে-আধ্যাত্মিক-জ্ঞান নিত্য শাশ্বতঃ তৎসম্বন্ধেই আলোচ্য। কাল উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মায়ার অমোঘ বানেও জর্জ্জরীত করিতে সক্ষম নহে। তাই মায়াধীন জীব যখন সেই চিন্তালোকে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় তখন তাহা অলীক বা কল্পনাপ্রসূ-ভেবে মূঢ়তার পরিচয় দেয়। ভারতীয় বৈদিক চিন্তাধারার সেই যে সুমহান্ অনুভূতি তাহার ফল-স্বরূপেই সুদূর অতীত ভারতীয়-সমাজ সভ্যতার চরম শিখরে বিরাজমান হইতে পারিয়াছেন। তদানিন্তন যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এমনই সুদূরদর্শী ছিলেন যে,—ভূৎ, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিনটি কালই তাঁহাদের সম্যক্রূপে নখদর্পণে প্রতীতি ছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেদীপ্যমান জগতের বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহস্র সহস্র বৎসরের পূর্ব্বেকার ভবিষ্যদ্বাণী-গুলো আজও প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইতেছে।

বিশেষরূপে যে জ্ঞান তাহাই 'বিজ্ঞান'। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলী পার্থিব বিচিত্র বস্তুর জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে অভিহিত করিতেছেন। তাই

ভগবত্তত্ত্বদর্শীগণ অন্ধকার 'বিজ্ঞান' শব্দ প্রয়োগ করিতে গিয়া আগে একটি 'জড়' শব্দ ব্যবহার করেন। তাহা যাহাই হউক, এক্ষণে আলোচ্য বিষয় যে, বিজ্ঞানের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি অতীত ভারতীয় চিন্তা-কক্ষে উচ্চ-শিখায় সঞ্জিবীত ছিল কি না? নব্য ভারতীয় (বিংশ শতাব্দীতে) তথাকথিত চিন্তাশীলগণ আজ নিজেদেরকে ভুলে পাশ্চাত্যের অনুগামী হচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে রোল তুলিতেছেন যে অতীত ভারতীয়রা ছিল অসভ্য। হায়! কি আশ্চর্য্য; যারা না জেনেই নিজের পিতৃপুরুষগণকে অজ্ঞ, মূর্খ, বলিতে কুণ্ঠাবোধ করে না তারা 'সভ্য' বলে পরিচয় দিতে চায়—ইহা অপেক্ষা আর কি মূর্খামী হ'তে পারে?

ইতিহাসের দিক্ থেকে আসলেও দেখা যায়, যখন সারাবিশ্ব অজ্ঞান-অন্ধকার-কুহকিনীর তিমির গহ্বরে নিপতিত ছিল; অর্ব্বাচীনের তীক্ষ্ণ কৃপাণে ক্ষতবিক্ষত, নিষ্প্রভ জনতা যখন অত্যুগ্র আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া জিঘাংসায় পরিপ্লুত হইয়া বর্ব্বরতার মদীরায় নিবিষ্ট, তখনও 'ভারত সভ্যতার বিজয়-ভেরি নিনাদিত করে বিশ্ববাসীকে মানব সুলভ সাধনার চরম সীমায় নিঘোষিত করিতেছিলেন। ভারত তখনও এমন এক গভীর অনুভূতিতে পৌঁছিয়াছিলেন যাহার তুলনা আজও অপরিসীম।

প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা জড়-বিজ্ঞানকে বড় একটা উচ্চস্থান দিত না। যদ্যপি আধুনিক যুগে এর মূল্য অভূত পরিমাণে দিতে চায়। কিন্তু তাই বলে সেই যুগে জড়-বিজ্ঞানে যে অজ্ঞ ছিল, ইহা নহে। বরং আধুনিক কালের বিজ্ঞানকে তাঁহারা বিজ্ঞানের প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। তদানিন্তন কালের কাব্য, দর্শন, সাহিত্যাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুপ্রকার বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ আছে। সেগুলি চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় তাঁহারা আধুনিকযুগীয় মানুষ অপেক্ষা বহুগুণে গুণী, মহীয়ান, সুচতুর, বিদ্বান, বৈজ্ঞানিক, সুদূরদর্শী ছিলেন। তাঁহারা এমন পর্য্যায় পৌঁছিতে পেরেছিলেন যাঁহার তুলনায় পাশ্চাত্যদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ আজও কিছুই করিতে পারেন নাই। ভারতীয়েরা তখনও আকাশ-মার্গে যথেচ্ছা ভাবে পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। মূহুর্ত্তের মধ্যেই সুদীর্ঘ পথকে অতিক্রম করিতে তাঁহাদের কোন অসুবিধাই হইত না। বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের যাবতীয় সংবাদ এমনকি দর্শন পাওয়াতেও

কোন অসুবিধা হয় নাই। চন্দ্রলোকে যাওয়াটা তখনকার যুগে একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে তথায় যাওয়ার কতই না অশেষ চেষ্টা চলিতেছে? পরিভ্রমণ, দর্শন ও অন্যান্য কার্য্য-কলাপ আদির বিষয় যে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বর্ণনা করে গিয়েছেন সে'গুলিকে আজ আজব ঘটনা বলে মনে করেন। কারণ সেই সু-উচ্চ চিন্তাকর্ম্মকের চিন্তাধারা এতই গভীর যাহাকে অদ্যকার মানব কল্পনাই করিতে পারেন না। তাই কাল্পনিক বা আজব ঘটনা বলিতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু যদি সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করা যায় তাহার সত্যতা প্রমাণের কোনই অসুবিধা নাই।

প্রত্যেকেই স্বীকার করেন—"**সাহিত্যই জাতির দর্পণ**" সাহিত্যের মাধ্যমেই জাতির ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, কৃষ্টি, কলা ইত্যাদি সবকিছুই জানা যায়। যে-জাতির সাহিত্য নাই তাহারা জীবন্তেও মৃতপ্রায়। বর্ত্তমান ইতিহাস যাহার সন্ধান দিতে অক্ষম, সেই অজানা কালের গৌরবময় দিনের প্রতিচ্ছবি আজও ভারতীয় দর্শনে সঞ্জীবিত হইয়া আছে—যেগুলির পূর্ণ তথ্য আজও চিন্তার মধ্যে আনিতে পারিতেছে না। দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গ্রন্থাদিতে যেগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়াছেন সেগুলি প্রতি অক্ষরে অক্ষরে আজকাল প্রতিফলিত হইতেছে। তাঁহারা যে গভীর চিন্তাশীল ও সুদূরদর্শী ছিলেন সে-বিষয় সন্দেহের অবকাশ নাই। দেখা যায় কতগুলি কার্য্যের সমাবেশ ও সমাজের পারিপার্শ্বিকতাকে লক্ষ্য করে বা গণনা (হিসাব) আদির দ্বারা পরবর্ত্তী অবস্থা কিরূপ আকার ধারণ করিতে পারে তাহা অনুমান করত প্রতিরোধ উপযোগী ব্যবস্থার জন্য প্রায় প্রত্যেক দেশেই তার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। এখনকার পণ্ডিতেরা পরবর্ত্তী ২০।৩০ বৎসরের মধ্যে কি অবস্থা দাড়াতে পারে তার একটু অনুভূতি সমাজের সম্মুখে ধরিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই যাঁহারা অদ্যকারের পরিস্থিতি জানিতেন তাঁহারা ইদানিন্তন চিন্তাশীলগণ অপেক্ষা যে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ও গভীর ভাবগ্রাহী তাহা সহজেই অনুমেয়।

কৃষ্টি, কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, অঙ্ক যে-কোন বিষয়েরই চিন্তাধারায় ভারত অদ্বিতীয় গগণ-চুম্বী। গণিত-শাস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যায় তাঁহারা সংখ্যা-গণনায় পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ

নাই যাহারা ভারতের সমকক্ষ গগনায় পৌঁছিয়াছেন। ভাষার দিক্ থেকেও দেখিতে গেলে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষার মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রাচীন ভাষা আর দ্বিতীয় নাই। ইহা ব্যতীতও দর্শন, কলা, শিল্প প্রভৃতির সমকক্ষই বা কোন্ দেশ ছিল? মহাভারতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা, দুর্য্যোধনের জতু-গৃহ নির্ম্মাণ; সঞ্জয়ের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রকে ভারত মহাসমরের ঘটমান অবস্থা ব্যাখ্যা ও রামায়ণে রামচন্দ্রের লঙ্কা প্রবেশের জন্য সাগর-বন্ধন ইত্যাদি জড়-বিজ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

সমাজের মাঝে এমন একটি অশ্লিলতার মাদকতা দেখা দিয়াছে যাহা চিন্তা করিলে মানুষ ও পশুদের মধ্যে বড় একটা তফাৎ গোচরিভূত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পশু অপেক্ষাও মানুষ বহুখানি নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছেন। মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিবর্ত্তে খল, শঠতায় পরিব্যাপ্ত। যাহা পশুদের মধ্যেও অতখানি নীচতা দেখা যায় না। যুগান্তকারী গ্লানীর বিভীষিকা যেন লেলিহান শিখায় দোদুল্যমান। চাক্ষুষ জড়বিশ্ব আজ মায়া-বিপনির তটে জড়সড়। ছলনাময়ী কামিনী-মরিচিকার-পানে জিগীষু হইয়া ভবাটবীর তমোঘ্ন বেড়াজালের কুহকে আরূঢ়।

ভারতে প্রাচীন কালেও বিজ্ঞানের দিগন্তব্যাপী শিখা অত্যুজ্জ্বীধারায় সমারূঢ় হওয়াতেও তদানিন্তন কালে মানুষ শুধু তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন নাই; পরন্তু এমন এক অশ্রান্ত অনুভূতির অতলতলে অচিন্ত্য অধোক্ষজ তত্ত্বের রসপান করিয়া মানব-জীবনের সর্ব্বোত্তম চিরন্তন অভিলষিত সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন—যাহা আজ পর্য্যন্তও কোন দেশের মনীষিবৃন্দ তাহা দিতে সক্ষম হন নাই। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা এমন এক অমোঘ নিত্য আনন্দের সন্ধান দিয়াছেন যাহা মানব মাত্রেরই অনুসন্ধান করা সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। তাঁহারা যে বস্তুর সন্ধান দিয়াছেন তাহা কোন দেশ-বিদেশের উপকার বা অন্য দেশের অপকার নহে, এ উপকার সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপকার; সুতরাং সঙ্কীর্ণতাবাদীর নশ্বর উপকারের প্রস্তাব নহে, ইহা গল্পের কথা নয়, নিছক বাস্তব সত্য।

সেই যে অব্যক্ত (জড় ভাষায় বাক্যাতীত) অচিন্ত্যের সন্ধান যাহার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না, তাহাই বা কি? কি তাহারা পাইয়াছেন? মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য কি ও তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? জীব-

জগতের পরিণামের অন্তরালেই বা কি নিহিত রহিয়াছে, তারই সন্ধান দিয়াছেন মহর্ষি শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বেদব্যাস—তাঁহার রচিত অসংখ্য গ্রন্থসমূহে। বহু অভিজ্ঞতার পুঞ্জীভূত জ্ঞানের বিকাশ-সাধন করিয়াছেন—জ্ঞান-নির্ঝরিণী মন্দাকিনী-সলিলা সদৃশ অসংখ্য লেখনির আলেখ্যে; তাহার মধ্যে তিনি চূড়ান্তে গিয়ে "শ্রীমদ্ভাগবত" মাধ্যমে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই নিত্য মঙ্গলকামী প্রত্যেকেরই একান্ত অনুশরণীয় —যাহার মাধ্যমেই মানব-জন্মের সার্থকতা আনয়ন করে। বর্ত্তমান জগতের পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতা কেন, লক্ষ লক্ষ যুগ-যুগান্তরের সভ্যতার চরম সীমায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুসভ্য মানবজাতি যাহা কল্পনায়ও ধারণা করিতে পারেন না, তাহা অপেক্ষাও অনন্তকোটি গুণে অসমোর্দ্ধ ভগবজ্জ্ঞানের কথা বৈষ্ণবদর্শন বা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে। সেই সন্ধানে নিয়োজিত হইলে জগতে প্রবাহিত হইতে পারে প্রকৃত শান্তির সুশীতল চিন্তাধারার সর্ব্বোত্তম সর্ব্বোচ্চ স্ফূর্ত্ত উৎস। কারণ ভাগবৎ ধর্ম্মই নিত্যধর্ম্ম বা শাশ্বত ধর্ম্ম—উহাই জৈবধর্ম্ম বা জীবমাত্রেরই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সময়ান্তরে আরও বিষদভাবে আলোচনা করার আশা রাখিলাম।

—শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪১৮ পৃষ্ঠার পর)

দক্ষিণভারতে শুভ বিজয়পূর্ব্বক তদ্দেশবাসীদের উদ্ধার করিতে ক্রমে উৎকল সাম্রাজ্যভুক্ত পশ্চিম গোদাবরী-দেশের রাজ্যপাল শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনান্তে রসরাজ মহাভাব স্বরূপ প্রদর্শন

তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিত উড়িষ্যার বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করার পর মহাপ্রভু ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে ভক্ত নিত্যানন্দপ্রভু, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কাহাকেও সঙ্গে

না লইয়া কেবলমাত্র কালাকৃষ্ণদাস নামে এক সরল কুলীন ব্রাহ্মণকে লইয়া আলালনাথের পথ দিয়া দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারতে শুভ বিজয়কালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর চরণে জানাইলেন,—'প্রভু, গোদাবরী তীরে বিদ্যানগর নামক স্থানে উৎকল সাম্রাজ্যের অধীন পশ্চিম গোদাবরী প্রদেশের রাজ্যপাল শূদ্রকুলে আবির্ভূত শ্রীরামানন্দ রায়কে বিষয়ীজ্ঞানে উপেক্ষা না করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন; তাঁহার সমান রসিকভক্ত পৃথিবীতে নাই। তিনি আপনার সঙ্গেরই যোগ্য। তাঁহার সহিত আলাপে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রস উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আমি পূর্ব্বে তাঁহার অলৌকিক বাক্য চেষ্টা বুঝিতে পারিয়া পরিহাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার প্রসাদে তাঁহার মহত্ত্ব ও রসতত্ত্বের অলৌকিকত্ব জানিয়া আপনার নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি।' সার্ব্বভৌমের উক্ত নিবেদন মহাপ্রভু অঙ্গীকার করিয়া সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কৃষ্ণদাস বিপ্র সহ দক্ষিণদেশ উদ্ধারার্থে চলিলেন।

মহাপ্রভুর অচিন্ত্যশক্তিতে দক্ষিণদেশের মায়াবাদী, বৌদ্ধ, জৈন, পাষণ্ড, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত ও নানা মতবাদীগণ সকলেই কৃষ্ণনামে উদ্বুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। প্রভু প্রেমাবেশে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে মত্ত সিংহের ন্যায় যে দেশ-গ্রামের উপর দিয়া যাত্রা করেন, সেই দেশ-গ্রামের সকল লোকেই তাঁহার দর্শন-কৃপায় কৃষ্ণনামে মাতিয়া উঠিল। আর যাঁহারা প্রভুর আলিঙ্গন পাইল, তাঁহারা তো ধন্যাতিধন্য হইয়া দিব্য কৃষ্ণপ্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্রদের উপদেশ ও সঙ্গ পাইয়া অন্য গ্রামবাসীও বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। এইরূপে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সকল গ্রাম-নগরাদি মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইল।

"নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে।
সে শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥"—(চৈঃ চঃ)

প্রভু গৌরহরি দক্ষিণদেশের নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে কূর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া বাসুদেব বিপ্র নামে এক কুষ্ঠ রোগীকে স্পর্শ করিয়া কুষ্ঠ-ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিলেন ও তথায় কূর্ম্ম নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণকে দর্শন দিয়া কৃপা করিলেন।

মহাপ্রভু জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে যাইয়া প্রেমাবেশে নৃসিংহদেবকে দর্শন-পূর্ব্বক গোদাবরী নদীর তীরে উপনীত হইলেন। সেই সময় বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ সহ পশ্চিম গোদাবরী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া গোদাবরীতে স্নান করিতে আসিলেন। পুরীধাম হইতে কিছুদূরে আলালনাথের নিকটবর্ত্তী বেণ্টপুর নামক পল্লীতে করণ কুলে ভবানন্দ রায়ের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে অন্যতম পুত্ররূপে রামানন্দ রায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা গ্রন্থের মতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রিয়নর্ম্ম সখা অর্জ্জুন মিলিত হইয়া মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে রামানন্দ রায় উদিত হইয়াছিলেন। রামানন্দ শুদ্ধ সখ্যভাবে মহাপ্রভুর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। ভবানন্দ রায়ের পঞ্চপুত্রই তথা রামানন্দ, বাণীনাথ, গোপীনাথ, কলানিধি ও সুধানিধি সকলেই মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেহ কেহ রামানন্দকে 'বিশাখাসখী' রূপে অভিহিত করেন। ভগবান্ মহাপ্রভু গোদাবরী-ঘাটে গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থিত ভক্ত-রামানন্দকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। এদিকে রামানন্দও স্নানান্তে মহাপ্রভুর শত সূর্য্যসম কান্তি-বিশিষ্ট অরুণ-বসন পরিহিত সুবলিত কমনীয় কলেবর ও কমললোচন দর্শন করিয়া চমৎকৃত ও অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাইলেন। প্রভু সানন্দে রামানন্দের পরিচয় জানিবার আশায় কহিলেন,—"ওঠ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল। তুমিই কি রায় রামানন্দ?" তদুত্তরে রামানন্দ বিনীতভাবে কহিলেন,—'প্রভু, আমি শূদ্রাধম আপনার দাস।' প্রভু এইবার প্রেমাশ্রুপূরিত নয়নে রামানন্দকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর আলিঙ্গনে রামানন্দ অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে ভূমিতে সংজ্ঞা-হারা হইয়া পড়িলেন। তখন দুইজনের মুখে গদ্‌গদ-স্বরে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' উচ্চারিত হইতে লাগিল। উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন। এস্থলে রামানন্দ রায় বর্ণাশ্রমগত সর্ব্ব-নিম্ন বর্ণ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি মহাভাগবত হওয়ায় তাঁহাকে সামান্য জাতিবুদ্ধি না করিবার শিক্ষাপ্রদান ছলে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর প্রভু হাসিতে হাসিতে সার্ব্বভৌমের কথায় যে তিনি রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছেন তাহা জানাইলেন। রামানন্দও তাহা শুনিয়া সার্ব্বভৌমের ও মহাপ্রভুর কৃপার প্রশংসা করিলেন।

এই সময় এক বৈদিক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে মহাপ্রভু আতিথ্য গ্রহণ করিলে রামানন্দ তথায় মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে রামানন্দ সাধ্যের নির্ণয় শ্লোক পাঠ করিতে গিয়া স্বধর্ম্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সম্বন্ধে বর্ণনাকালে মহাপ্রভু তাহা "এহো বাহ্য" বলিয়া নির্ণয়পূর্ব্বক পুনরায় উন্নতধারা কহিতে নির্দ্দেশ দিলেন। রামানন্দ এইবার জ্ঞানশূন্য-ভক্তিকে সাধ্যসার বলিয়া বর্ণনা করিলে প্রভু তাহা সাধ্যবস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াও উচ্চাধিকার বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। তখন রায় রামানন্দ প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম সম্পর্কে ব্যক্ত করিয়া অবশেষে কান্তা-প্রেমকে সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া নির্ণয় করিলেন। প্রভু এক্ষণে কান্তাপ্রেমকে সুনিশ্চয় সাধ্যাবধি বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তার পরেও কি আছে জানিতে চাহিলেন। রায় রামানন্দ অতঃপর রাধিকার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া জানাইলে রাধা-প্রেমই সাধ্যশিরোমণি! এইভাবে সেব্য সাধ্যের নির্ণয় হইলে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও আদেশে রামানন্দ কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধিকার স্বরূপ, কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব একে একে বর্ণনা করিলেন। রামানন্দের মুখে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু উল্লসিত হইয়া রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলে উভয়ে গলাগলি করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। অনন্তর উভয়ে নিভৃতস্থানে বসিয়া আনন্দিত মনে ইষ্টগোষ্ঠি কৃষ্ণ-কথায় সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

"প্রভু কহে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর॥

প্রভু কহে, কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?
রায় কহে, কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি বলি যার হয় খ্যাতি॥

সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
রাধা-কৃষ্ণ প্রেম যার, সেই বড় ধনী॥

দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণ-ভক্ত-বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর॥

মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি ?
কৃষ্ণ-প্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম ?
রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেলি—যে গীতের মর্ম্ম ॥
শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?
কৃষ্ণ-ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥
কাঁহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?
কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?
রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান সবার প্রধান ॥
সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি যাঁহা নিত্যলীলা-রাস ॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ।
রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-লীলা কর্ণ-রসায়ন ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম ॥
মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দোঁহার গতি ?
স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ, যৈছে অবস্থিতি ॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্ব ফলে ।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান ।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥
এইমত দুইজন কৃষ্ণকথা-রসে ।
নৃত্য-গীত রোদনে হইল রাত্রি-শেষে ॥"—(চৈঃ চঃ)

এইভাবে রামানন্দ-মুখে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় ও কৃপায় শুদ্ধ ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিবৃত হইল। রামানন্দের গাঢ় প্রেম দেখিয়া মহাপ্রভু অতীব কৃপা-পরবশে হাসিতে হাসিতে রামানন্দকে নিজ স্বরূপ দেখাইলেন ;—

"তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ ॥
'রসরাজ' 'মহাভাব'—দুই একরূপ ॥"—(চৈঃ চঃ)

রসরাজরূপে সাক্ষাৎ রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব স্বরূপা কৃষ্ণ-কান্তাশিরোমণি শ্রীরাধাঠাকুরাণী—এই দুই রূপের এক-তত্ত্ব সমন্বিত স্ব-স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। রামানন্দ তাহা দেখিয়া প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলে প্রভুর হস্ত স্পর্শে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব-লীলারস ভক্ত রামানন্দের গোচরীভূত হইল।

পরদিন রামানন্দের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় প্রভু ভক্ত রামানন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—'তুমি বিষয় ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইবে। আমি তীর্থ-পরিক্রমা করিয়া অল্পকাল পরেই নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেথায় দুইজনে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে কাল অতিবাহিত করিব।'

প্রভু চলিয়া গেলে রামানন্দ নিজ প্রভুর বিরহে বিহ্বল হইয়া তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। কিছুদিন পরে উড়িষ্যা-সম্রাট্ প্রতাপরুদ্রের অনুমতি লইয়া রামানন্দ রায় নীলাচলে প্রভুর নিকট আগমন করেন। মহাপ্রভু তাঁহার প্রকট-লীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর অন্তরঙ্গপার্ষদ রামানন্দ রায়ের সহিত কৃষ্ণ-কথা-সংলাপে সর্ব্বদাই তন্ময় হইয়া থাকিতেন। শ্রীল রামানন্দ রায় অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের আচার্য্যরূপে অভিহিত।

"সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণের সহায়।
গৌর-সুখ দান হেতু তৈছে রাম রায়॥"—(চৈঃ চঃ)

সাক্ষাৎ দর্শন-প্রভাবে দক্ষিণদেশবাসীদিগকে কৃষ্ণ-নামে মাতোয়ারা করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আনয়ন

মহাপ্রভু ক্রমশঃ দক্ষিণে বহুতীর্থ অতিক্রম করিয়া সিদ্ধবট-নামক স্থানে এক রাম-উপাসক বিপ্রকে দর্শন দানে কৃতার্থ করেন। প্রভুর দর্শন পাইবা-মাত্র সেই বিপ্র রাম-নাম ভুলিয়া কৃষ্ণনাম লইতে থাকেন। প্রভু স্কন্দক্ষেত্র তীর্থাদি দর্শনপূর্ব্বক পুনরায় সিদ্ধবটে আসিয়া সেই বিপ্রকে কৃষ্ণনাম লইতে দেখিয়া রাম-নাম ছাড়িবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্র জানাইলেন যে, কৃষ্ণ-নামের মধ্যেই রাম-নাম অবস্থান করায় এবং সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপ প্রভুর দর্শন পাওয়ায় বিপ্রের জিহ্বায় আজন্ম স্বভাব রাম-নামের স্ফুরণ না হইয়া নিয়ত কৃষ্ণ-নাম ধ্বনিত হইতেছে। এইভাবে মহাপ্রভু তাঁহার দর্শনের প্রভাবে বিভিন্ন উপাসককে কৃষ্ণ-নামে উদ্বুদ্ধ করিয়া উদ্ধার করেন। শাস্ত্রে

রাম-নাম ও বিষ্ণুনাম অপেক্ষা কৃষ্ণনামের অধিক মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে। যথা 'পদ্মপুরাণ' কহেন,—

"রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম-নাম বরাননে॥"

অর্থাৎ, "রাম রাম রাম এই মনোহর রাম নামে আমি রমণ করি। হে বরাননে! একটিমাত্র রাম-নাম সহস্র বিষ্ণু-নামের সদৃশ॥"

'শ্রীহরিভক্তি বিলাস' বলেন,—

"সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥"

অর্থাৎ "পবিত্র বিষ্ণু-সহস্র নামের ত্রিরাবৃত্তি-দ্বারা যে-ফল হয়, একবার মাত্র উচ্চারিত কৃষ্ণ-নাম সেই ফল প্রদান করেন।"

উল্লিখিত শাস্ত্র-বচন অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, এক সহস্র বিষ্ণু-নামের তুল্য এক রাম-নাম এবং তিন সহস্র বিষ্ণু-নামের তুল্য এক কৃষ্ণ-নাম অর্থাৎ তিনবার রাম-নাম বলিলে যাহা ফল হয়, একবার কৃষ্ণনাম কহিলে সেই ফল পাওয়া যায়।

শাস্ত্রে আরও জানা যায় যে, যাঁহার দর্শনমাত্রে মনে ও জিহ্বায় কৃষ্ণ-নাম উদিত হয় তিনিই উত্তম বৈষ্ণব। এস্থলে নামী স্বয়ং নিজ-নাম বিলাইতে অবতীর্ণ। সুতরাং নামী তথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দর্শনে স্বভাবতঃই লোকের মনে কৃষ্ণ-নাম উদিত হওয়ায় সকলেই বৈষ্ণব হইয়া পড়িলেন।

"দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ড অপার॥

সেই সব লোক প্রভুর দর্শন-প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি হইলা বৈষ্ণবে॥

বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী কেহো শ্রী-বৈষ্ণব॥

সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হঞা লয় কৃষ্ণ নামে॥"—(চৈঃ চঃ)

শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হইয়া জনৈক গীতাপাঠক ভক্ত বিপ্রের অশুদ্ধ উচ্চারণকারীর প্রশংসা করিয়া অভক্তিপর পণ্ডিতম্মন্য গীতাপাঠকের লঘুত্ব প্রদর্শন

ক্রমশঃ মহাপ্রভু বৃদ্ধকাশী প্রভৃতি স্থানে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে থাকিলে মহাপণ্ডিত বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত ভীষণ তর্কযুদ্ধ বাধিয়া যায় এবং পরে মহাপ্রভু কৃপা করত সশিষ্য বৌদ্ধাচার্য্যকে কৃষ্ণ-নামে উদ্বুদ্ধ করিয়া উদ্ধার করেন। তৎপরে শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, পক্ষী-তীর্থ প্রভৃতি স্থান হইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় চাতুর্ম্মাস্য উদ্‌যাপন করেন। এই সময় একদিন তিনি শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এক বিপ্রকে দেবালয়ে বসিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণ হইলেও গীতা পাঠকালে সজল নয়নে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখেন। সংস্কৃত জ্ঞানহীন সেই গীতাপাঠক ব্রাহ্মণের অশুদ্ধ উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া সে-স্থানে উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী ব্রাহ্মণকে নিন্দা ও উপহাসপূর্ব্বক হাস্য করিতে থাকেন। কিন্তু তাহাতেও সেই ব্রাহ্মণ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ভাবাবেশে পুলকিত হইয়া গীতাপাঠ করিতে থাকেন। তদ্দর্শনে মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া বিপ্রের হৃষ্টচিত্তের কারণ জিজ্ঞাসা করেন,— "বিপ্র কহে,—মুর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।

শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে—যেন শ্যামল-সুন্দর॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ্ তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন॥"—(চৈঃ চঃ)

তখন মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন,—'গীতাপাঠে তোমারই অধিকার আছে। কারণ তুমি পাণ্ডিত্য ছাড়া কেবলমাত্র শুদ্ধভক্তি-যোগেই গীতার সার অর্থ বুঝিয়াছ। মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে বিপ্রের হৃদয়ে বিমল প্রেমভক্তির বিকাশ হইল এবং তিনি প্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-জ্ঞানে পাদ-পদ্ম বন্দনা করিলেন। এই প্রসঙ্গে শুদ্ধভক্তিযুক্ত চিত্তে গীতা অধ্যয়ন না করিলে গীতার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি না হওয়ার শিক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরব আমি প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে॥

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-বিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।"

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগ-সুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থদর্শনের যথাযথ ফল লাভ হয় না।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

১। মঠবাসী সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক তীর্থদর্শন-পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ।

২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৩। প্রত্যহ মহাপ্রসাদ সেবা।

৪। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

৫। রিজার্ভড্ গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ।

৬। সর্ব্বোপরি এই পরিক্রমায় সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

কৃপাপূর্ব্বক সঙ্গে থাকিয়া ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ তীর্থ-পরিক্রমণ প্রভৃতি পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিবেন।

সংরক্ষিত আসনসংখ্যা সীমিত, সুতরাং পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন।

দর্শনীয়-স্থানসমূহ ঃ—

১। **মথুরা**—বিশ্রামঘাটে স্নান ও সঙ্কল্প গ্রহণান্তে ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মভূমি, গোকর্ণেশ্বর, দীর্ঘবিষ্ণু, ধ্রুবঘাট, বিশ্রামাদি ২৪ ঘাট, অম্বরীষটীলা, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কংসবধ-স্থলী, দ্বারকাধীশ, শ্বেতবরাহ প্রভৃতি।

২। **মধুবন**—তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন।

৩। **গোবর্দ্ধন**—শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, মানসগঙ্গা, হরিদেব, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কুসুম-সরোবরাদি।

৪। **কাম্যবন**—বিমলাকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, ব্যোমাসুর-গুহা, ভোজন-থালী, পিছল-পাহাড়ী, ডীগ প্রভৃতি।

৫। **নন্দগাঁও**—পাবন-সরোবর, কদম্বখণ্ডী, উদ্ধব-কেয়ারী, টের-কদম্ব; বর্ষাণা, খদীর বন, সঙ্কেত, কোকিলাবন, যাবটাদি।

৬। **কোশী**—চরণপাহাড়ী, ছোট-বড় বৈঠান, শেরগড়, খেলনবন, রামঘাট, বিহারবন, ছত্রবন।

৭। **ভদ্রবন**—ভাণ্ডীরবন, বংশীবট, মাঠবন, দাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, মহাবন গোকুল, রাভেল ও লৌহবন।

৮। **শ্রীবৃন্দাবন**—পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন, শ্রীরাধাদামোদর, শ্যামসুন্দর শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, বংশীবট, গোপেশ্বর মহাদেব, কেশীঘাট, কালীয়দহ প্রভৃতি।

৯। **বেলবন**—প্রেম-সরোবর।

১০। **মহাবন গোকুল**—ব্রহ্মাণ্ডঘাট, চৌরাশীখাম্বা, উদুখলে বন্ধনস্থলী, দাউজী ইত্যাদি।

—ঃঃ নিয়মাবলী ঃঃ—

আগামী ৮ই কার্ত্তিক (ইং ২৫।১০।৮০) শনিবার দিবা ৮ ঘটীকায় হাওড়া ষ্টেশনের ৭নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐদিন সকাল ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক একমাস সময় লাগিবে। রেলভাড়া, সুদূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া ও দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ৪৫৫'০০ (চারশত পঞ্চান্ন) টাকা ভিক্ষারূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৩৫৫'০০ (তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ১৩ই ভাদ্র (ইং ৩০।৮।৮০) মধ্যে অগ্রিম ২০৫'০০ টাকা জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২০শে আশ্বিন (ইং ৭।১০।৮০) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটি হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১২ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক লইবেন না। সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। পাণ্ডা-বিদায়ের খরচ যাত্রিগণ বহন করিবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নিকট শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জিলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) —ঠিকানায় অর্থাদি জমা দিয়া রসিদ সংগ্রহ অথবা পত্রালাপ করিবেন।

ইতি— ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৯৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিঃ দ্রঃ— (১) অনিবার্য্য কারণে ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমা-পঞ্জী পরিবর্ত্তিত ও বিঘ্নিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। স্বল্প-দূরস্থিত দর্শনীয়-স্থানে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন করিবেন।

(২) জয়পুর দর্শনে ইচ্ছুক ব্যক্তি অতিরিক্ত ৫১৲ (একান্ন) টাকা এবং প্রয়াগ, কাশী ও গয়া দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিকেও পৃথক্ ৫১ (একান্ন) টাকা জমা দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩২শ বর্ষ | ১৬ ত্রিবিক্রম, ক্ষীরোদশায়ী, ৪৯৪ গৌরাব্দ
৩১ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, ১৩৮৭; ইং ১৪।৬।১৯৮০ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

(শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গতম্)

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে॥১॥

যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বন-মধ্যে সঙ্গীত করিতে করিতে ভ্রমরের ন্যায় আনন্দে ব্রজগোপীদিগের মুখারবিন্দের মধুপান করেন এবং লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীগণ যাঁহার চরণযুগল অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন॥১॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি-লীলা-পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥২॥

যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-প্রান্তে সহচরগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও লীলা করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥২॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেন বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ-সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৩॥

যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল নীলাচল-শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেব-সহ সুভদ্রাকে মধ্যে রাখিয়া অবস্থান করত, সমস্ত দেবগণকে স্বীয় সেবা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৩॥

কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণি-রুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্য শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৪॥

যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত বিহার করিতেছেন, যাঁহার বদন-মণ্ডল অমল কমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ ও পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁহার চরিত্র গান করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথ-দেব আমার নয়নপথের পথিক হউন ॥৪॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।

দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল জগতাং সিন্ধু-সদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৫॥

রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁহার স্তব করিতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করিয়া যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হইয়া তদুপকূলে বিরাজ করিতেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৫॥

পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি।
রসানন্দো রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ গামী ভবতু মে ॥৬॥

যিনি পরমার্চ্চনীয় পরব্রহ্ম, যাঁহার নেত্র-যুগল নীল-কমল-দলের ন্যায় উৎফুল্ল যিনি নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময়-দেহালিঙ্গন-সুখে সুখী, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৬॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৭॥

আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি বিভব চাহি না, সর্ব্বজনের স্পৃহণীয় সুন্দরী নারীও চাহি না, কেবল এই চাহি যে, প্রমথনাথ মহাদেব সর্ব্বক্ষণ যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৭॥

হর ত্বং সংসার দ্রুততরমসাং সুরপতে !
হর ত্বং পাপানাং বিতত্তিমপরাং যাদবপতে !
অহো দীনেঽনাথে নিহিত-চরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথ-গামী ভবতু মে ॥৮॥

হে সুরপতে! শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার হইতে উদ্ধার কর; হে যদুপতে! আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকেই যিনি স্বীয় শ্রীচরণ সমর্পণ করিয়া থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হউন ॥৮॥

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপং-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৯॥

যিনি সংযত ও শুদ্ধ-চিত্ত এই পরম পবিত্র জগন্নাথাষ্টক পাঠ করেন, তাঁহার আত্মা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে এবং তিনি বিষ্ণুলোকে অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন ॥৯॥

সদাচার

ভক্ত ও অভক্তের আচার-ভেদ

মানবের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানকে সাধারণতঃ আচার বলা হয়। মানব যথেচ্ছাচারী হইলে তাঁহার আচার, সৎকর্ম্ম-বিশিষ্ট হইলে তাঁহার আচার; জ্ঞানী হইলে তাঁহার আচার পরস্পর যেরূপ ভিন্ন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের আচার ও অভক্ত-দলের আচারে ভেদ আছে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর আচরণ ভক্তের আচারের সহিত এক নহে, যেহেতু ভক্তের আচার নিত্য এবং অভক্তের আচার অনিত্য। ভক্তের আচারে তাঁহার এবং জগতের সকলের শ্রেয়োলাভ হয়, অভক্তের আচারে নিজের ও অপরের সর্ব্বনাশ হয়।

অসদাচার

অভক্তগণের আচরণ অনিত্য বলিয়া তাঁহাদের আচার কখনও সদাচার বলিয়া সংজ্ঞিত হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে বলিয়াছেন;—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রী-সঙ্গী' এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।৮৪)

অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে প্রাকৃত জগতের প্রসূতি মূর্ত্তিমতী যোষা কৃষ্ণদাসকে স্বভোগ-বুদ্ধিতে নিযুক্ত করান। জীব যোষিৎ-সঙ্গক্রমে কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া যোষিৎ-সেবায় ব্যস্ত থাকেন। ইহাই জীবের প্রাক্তন দুষ্কৃতি-ক্রমে অসদাচার। আবার যোষিৎ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়াও অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে ত্যক্ত-যোষিৎ-সঙ্গ জীবও অসদাচারী হইয়া পড়েন।

কৃষ্ণাভক্ত ও মিছাভক্ত

অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী—এই তিন প্রকার কৃষ্ণাভক্ত। যিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণভজন-ভাবমাত্র প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে শুদ্ধ-ভক্তগণ 'মিছা-ভক্ত' বলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—"কর্ম্মী, জ্ঞানী মিছা-ভক্ত, না হবে তাতে অনুরক্ত"। যিনি অন্তরে বুভুক্ষু, বাহিরে কৃষ্ণভজন-ভাব-প্রদর্শনকারী, তিনি মিছা-ভক্ত। আবার যিনি অন্তরে মুমুক্ষু বাহিরে ভজন-ভাব-মাত্র প্রদর্শন করিতে ব্যস্ত, তিনিও মিছা-ভক্ত। মিছাভক্তগণের আচার, বৈষ্ণবের সদাচারের সহিত বহির্দ্দর্শনে এক হইলেও ভক্ত—আসল, ও মিছাভক্ত মেকী।

মিছাভক্তের তালিকা

নকল বা মিছাভক্ত কৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত, কেবল লোক-বঞ্চনার জন্য কপটতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বৈষ্ণব সদাচার প্রকাশ করিতে ব্যগ্র। মুমুক্ষুর উদাহরণ-স্বরূপ রামদাস বিশ্বাস, বুভুক্ষু হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার, অন্যাভিলাষী কালাকৃষ্ণদাস ও বল্লভভট্টকে মহাপ্রভুর লীলায় সত্যভজন-পথাশ্রিত বলিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এতদ্ব্যতীত কমলাকান্ত বিশ্বাস, শ্রীদ্বৈত প্রভুপাদের সেবা করিতে গিয়া দুর্ভাগা সেবকপ্রায় ব্যক্তি-গণ কিরূপ বিপদসঙ্কুল, তাহার আদর্শ জগৎকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

মিছাভক্ত ও অপসম্প্রদায়ের গুরুব্রুবগণের অসদাচারের প্রতিবাদ করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তিপথ

শঙ্কর, মাধব, মায়াবাদী, নাগর প্রভৃতি শ্রীঅদ্বৈতপূর্ব্বানুচরগণ, রূপ, কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুগ-চরগণ, অতিবাড়ী জগন্নাথদাস প্রভৃতি গৌর-পূর্ব্বদাসগণ, মুকুন্দদাস প্রভৃতি কবিরাজ গোস্বামীর অনুগাভি-মানিগণ শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া তদিতর কোনও বস্তু স্বীকার করিয়াছেন। এই-সকল দলের আশ্রিত সেবকগণ যদি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং কবিরাজ গোস্বামীকে শুদ্ধাভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধি-জ্ঞানে তাঁহাদিগের নিজ নিজ অসমীচীন গুরুর প্রতি অপরাধের সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া মহাজন পথানুগমন-বৃত্তি ত্যাগ করেন, তাহা হইলে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিবাস, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর

প্রকৃত আশ্রিত ভক্তগণের শুদ্ধা ভক্তির প্রতিই দিন দিন শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইবে, খর্ব্ব হইবে না। যদি তাঁহারা প্রাকৃত জড়-রসাশ্রিত সহজিয়া, বাউলিয়া প্রভৃতি উপসম্প্রদায়ের যাজক গুরুগণের তীব্র সমালোচনায় ভীত হইয়া, শ্রীমহাপ্রভু-প্রদর্শিত শুদ্ধভক্তি-পথ হইতে বিচ্যুত হওয়াকে শুদ্ধাভক্তি বলিয়া ধারণা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তাদৃশ **গুরুভক্ত পদাসীন অভক্তগণের দলপুষ্টি কখনই শুদ্ধ-ভক্তগণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।** শুদ্ধভক্তগণ কোন দিন প্রাকৃত ক্ষোভে ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিয়া সদাচার ত্যাগ করিবেন না। মঠ গুর্ব্বাদেশে যদি কেহ ব্রণ চিকিৎসককে অস্ত্র ঘাতকারী বলিয়া অভিযুক্ত করেন, গঙ্গায় মৃত-সৎকার-কারীকে নরহত্যাপরাধে আক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিরপেক্ষ সত্যপ্রিয় ব্যক্তি তাঁহার তাদৃশ অসদাচরণকে কখনই সমর্থন করেন না। আমরা শুনিয়াছি ভাগবত বলেন,—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ, পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ, ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥
(ভাঃ ৫।৫।১৮)

সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণব-সদাচারের আদর্শ

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস॥" (চৈঃ চঃ আঃ ৬।৮৩-৮৪)

এই অদ্বৈত প্রভুর বাণী শুদ্ধভক্তগণের কর্ণে সর্ব্বদা সংকীর্ত্তিত হইতেছে। যখন জগদানন্দ ও মাধবানন্দ নিজ নিজ দম্ভাহঙ্কারে স্ফীত হইয়া নিজ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে করিতে আস্ফালন করিয়াছিলেন এবং পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দয়াল প্রভুদ্বয় মদোন্মত্ত অভিমানী দাম্ভিকদ্বয়কে ক্ষমা করিয়াছিলেন; যখন শ্রীগৌরসুন্দরকে পড়ুয়াগণ আক্রমণ করেন, তখন তিনি নবদ্বীপ নগর ত্যাগ করিয়া অভক্তকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এমনকি পাশ্চাত্য প্রদেশেও পারমার্থিক সত্য প্রচার করিতে গিয়া সাধু-হৃদয় যিশুখৃষ্ট যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। সহিষ্ণুতাই বৈষ্ণবের ভূষণ। যখন শ্রীরামানুজকে চোলরাজ নির্য্যাতনকল্পে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎসাদনে যত্ন করেন, তখন বৈষ্ণবাচার্য্য কিরূপ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য পূর্ণাচার্য্য এবং কুরেশাচার্য্য কিরূপ বৈষ্ণব-সহিষ্ণুতার আদর্শ। বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিদ্বেষী, বৈষ্ণব-দ্বেষী নিজে নিজে স্বকর্ম্ম-ফল ভোগ করিয়া থাকেন। তাদৃশ আদর্শ দেখিয়া প্রকৃতি-সম্পন্ন জীব সাবধান হউন।

এক বৈষ্ণবের পক্ষে অন্য বৈষ্ণবের নিন্দা—অসদাচার

"যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।১৬০)

এই সকল উপদেশ বিস্মৃত হইয়া আমরা যেন কোনও দিন পরম দয়াল নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম ছাড়িয়া না যাই। শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উপদেশ যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে;—

"সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ"

—শ্রীল প্রভুপাদ

মৎস্য-মাংস ভোজন

মৎস্য-মাংস-ভোজন-প্রবৃত্তিরূপ কুসংস্কারের কারণ

আজকাল কতকগুলি লোকের এমত একটী বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নরশরীরে বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংস-ভোজী-দিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটী জন্মলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগ-লালসা-প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস-ভোজনে-প্রবৃত্তি উত্তেজন করেন।

আমিষ ভোজনের কুফল ও নিরামিষ-ভোজনের প্রয়োজনীয়তার আলোচনা আরম্ভ

তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য-সন্তানগণ পৈত্রিক খাদ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্যসকল আহার করত ক্রমশঃ হীনবল ও বিগতবীর্য্য হইতেছেন। শীত-প্রধান দেশের ব্যবস্থার সম্বন্ধে আমরা আপাততঃ কিছু বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে নিরামিষ ভোজনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা সমস্ত ঐতিহাসিক

ও বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা সহজে প্রতিপন্ন করা যায়। আমরা ক্রমশঃ এবিষয়ের অনেক আলোচনা করিব। সম্প্রতি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইব।

প্রাচীন ভারতীয় ভোজনের ত্রিবিধ ব্যবস্থা

আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে পক্কাহারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে তিন প্রকার ভোজনের ব্যবস্থা আছে। (১) **হবিষ্যান্ন** ভোজন, (২) **নিরামিষান্ন** ভোজন ও (৩) **সামিষান্ন** ভোজন।

(১) যাঁহারা **হবিষ্যান্ন** ভোজন করেন, তাঁহারা একবারমাত্র পাকে আতপ তণ্ডুল; কয়েকপ্রকার মুদ্গাদি ব্রীহি, কয়েকপ্রকার ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ ও গুড়বর্জ্জিত ঐক্ষব পক্ক করত ষষ্ঠি দণ্ডের মধ্যে এক সময়ে আহার করিতে পারেন।

(২) যাঁহারা **নিরামিষান্ন** ভোজন করেন, তাঁহারা আতপ বা সিদ্ধ তণ্ডুল এবং মৎস্য-মাংসবিহীন নানাপ্রকার ব্যঞ্জন, ঘৃত, দুগ্ধ ও বহুবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করিতে পারেন।

(৩) যাঁহারা **সামিষান্ন** ভোজন করেন, তাঁহারা দেব-পিতৃ-ক্রিয়াতে অর্পিত মাংস ও দেশভেদে মৎস্য ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত ভোজন করিতে পারেন।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহার এবং তত্তৎ অধিকারী

এই প্রকার ত্রিবিধ পক্কাহার সত্ত্ব, রজঃ ও তমগুণ দ্বারা বিভক্ত। সাত্ত্বিক লোকগণ হবিষ্যান্ন, রাজসিক লোকগণ নিরামিষার এবং তামসিক লোকগণ সামিষার ভোজন করিয়া থাকেন। সমস্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, **সাত্ত্বিক লোকদিগের অতি অল্প পীড়া হয়,** এবং যোগাদি ক্রিয়া-সাধনে তাঁহাদের প্রভূত সামর্থ্য আছে। রাজসিক লোকদিগের তামসিক লোকাপেক্ষা স্বল্প পীড়া হয়। রাজসিক লোকেরা অতিশীঘ্র সাত্ত্বিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক উচ্চ উচ্চ আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার উপযোগী হন। তামসিক লোকদিগের আহারাদি বিধান—কেবল তাহাদের তত্তৎ প্রবৃত্তি অনুসারে আহারাদি দিয়া ক্রমশঃ তাহাদের প্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

হরিবাসরাদি-ব্রত ও পর্ব্বদিনে আমিষ-ত্যাগ-বিধি-লিখিবার কারণ

সংক্রান্তি, রবিবার, পর্ব্বদিন, হরিবাসরাদি ব্রতদিনে যে মৎস্য-মাংসাদি নিষেধ করা হয়, তাহা কেবল তামসিক ব্যক্তিগণের পক্ষে। সাত্ত্বিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের পক্ষে সে-সকল বিধান তত প্রয়োজন নাই। সাত্ত্বিক ও রাজসিক ব্যক্তিগণের প্রভেদ এই যে, সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ রাজসিক ও তামসিক খাদ্যাদি কোনকালেই স্বীকার করেন না। রাজসিক ব্যক্তিগণ নিমিত্তযোগে তামসিক দ্রব্যাদি কখন কখন স্বীকার করেন।

মানব-প্রকৃতির উন্নতির ত্রিবিধ কারণ নির্দ্দেশ

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কেবল সাত্ত্বিক আহার করিলেই যদি সমস্ত লাভ হয়, তবে কিছু দিবস সাত্ত্বিক আহার মাত্র করিয়াও আমরা কোন রোগশূন্যতা, যোগ-যোগ্যতা, আধ্যাত্মিক সামর্থ্য লাভ করি না? এই কথার উত্তর এই যে, মানব-প্রকৃতি কেবল আহারের উপর নির্ভর করে না। **আহার, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক চেষ্টা—এই তিন** প্রকার কার্য্যের দ্বারা মানব-প্রকৃতির উন্নতি হয়।

সাত্ত্বিক আহার, ব্যবহার ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন

আদৌ সাত্ত্বিক **'আহার'** দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধ হয়। 'সত্ত্ব' শব্দে শরীর ও মনকে বুঝিতে হইবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলেও যদি ব্যবহার সকল সাত্ত্বিক না হয়, তবে শুদ্ধসত্ত্বও ক্রমশঃ অপদস্থ হয়। **'ব্যবহার'** শব্দ দ্বারা আহার ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আচারকে বুঝিতে হইবে। স্ত্রী-সঙ্গ পরিত্যাগ, সত্য, সরলতা, অহিংসা প্রভৃতি যম ও নিয়মগত সমুদায়ই ব্যবহার শব্দের অন্তর্গত। আহার ও ব্যবহার সাত্ত্বিক হইলেও, মানব যে-পর্য্যন্ত নিয়মিত **আধ্যাত্মিক অনুশীলন** না করে, সে-পর্য্যন্ত মানব-প্রকৃতির সম্যক্ উন্নতি কিরূপে হয়? যদি কেহ সাত্ত্বিক উন্নতির ফল দেখিতে চান, তবে জন্মাবধি সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার ও সাত্ত্বিক অনুশীলন করিয়া দেখুন। অবশ্যই ফল লাভ করিবেন। কোন অংশে ত্রুটী হইলে অবশ্যই ফলের ব্যাঘাত হইবে। ব্যবহার ও অনুশীলন করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমেই সাত্ত্বিক আহারের প্রয়োজন।

সাত্ত্বিক আহারাদির সুফলতা—সর্ব্ববাদী সম্মত

সাত্ত্বিক আহার, ব্যবহার ও অনুশীলন-দ্বারা যে মানব-উন্নতি সাধিত হয়, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। যুবকবৃন্দ বৈদেশিক দর্শন বিদ্যার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা করেন বলিয়া আমরা তাহাদিগকে থিয়সফিষ্ট ও মুসলমান-দিগের ফকিরদিগের চরিত্র দেখাইয়া দিতেছি। মুসলমান, বৌদ্ধ ও থিয়সফিষ্টগণ মানব-উন্নতির বিধি কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইয়া অনেকস্থলে কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছেন। সেস্থলে সকল আর্য্য ও বৈদিক সাত্ত্বিকতা যে আর অধিকতর কার্য্যকর ও ফলপ্রসূ ইহাতে আর সন্দেহ কি?

নিরামিষ আহারের সুফলতার উদাহরণ

আমাদের নব্য যুবকবৃন্দের উপকারার্থ আমরা অনেকগুলি উদাহরণ দিব। তন্মধ্যে অদ্য একটী উদাহরণ দিতেছি, তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন।

উত্তরপাড়ানিবাসী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এখন বাহান্ন বৎসর বয়স। তিনি দশ বৎসর বয়স হইতেই হবিষ্যান্ন-ভোজী। তাহার শরীরে ও সমস্ত ইন্দ্রিয়েতে যথেষ্ট বল আছে। তাঁহার চক্ষের যথেষ্ট তেজ আছে। তাঁহার খুল্লতাত প্রেমনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৭০ বৎসরেও নিরামিষ ভোজনবলে তাঁহার ন্যায় স্বাস্থ্য ভোগ করিয়াছেন।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস
শ্রীরাধার ভাবকান্তি-মণ্ডিত হইয়া
শ্রীকৃষ্ণের গৌরাবতার

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিতই মূল বিলাস, অন্য যাবতীয় বস্তু সেই মূল বিলাসের উপকরণ। সেই শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কিরূপ

সুখের উদয় হয়—এই তিনটা বিষয় আস্বাদনে লোভপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র শচীগর্ভ-সমুদ্রে আবির্ভূত হন।

গৌরব-পথে বা প্রাকৃত-সাহজিক-পথে কৃষ্ণপ্রেম অসম্ভব ও স্পর্শাতীত

জগৎ বৈধীভক্তি-দ্বারা চালিত, কাজেই কৃষ্ণপ্রেমে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গৌরবভাবে শুদ্ধরাগ-লভ্য কৃষ্ণপ্রেম, কিম্বা প্রাকৃত সাহজিক আনুকরণিক পথে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম একান্ত সুদুর্লভ ও স্পর্শাতীত। গৌরবভাবময়ী বৈধী ভক্তির ফলে জীবের চতুর্ব্বিধা মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠে নারায়ণ-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত শেষ সীমা।

নিজ-ভজনমুদ্রা-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যাবতার

নিজ-ভজনমুদ্রা প্রদানার্থ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন। যুগধর্ম্ম প্রচারাদি বিষ্ণুর কার্য্য; কিন্তু কৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশবিষ্ণুতত্ত্বের কৃষ্ণপ্রেম-দান অসম্ভব। বিধিভক্তি প্রচারের জন্য বিষ্ণুর অবতার, আর রাগভক্তি প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার। শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিজ-বাঞ্ছা-ত্রয় পরিপূরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত ব্যক্তি-গণই শ্রীকৃষ্ণসেবামাধুরী-পরাকাষ্ঠা আস্বাদন করিতে সমর্থ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

মাধুর্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যবিগ্রহাবতারই—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে—মাধুর্য্যক্রোড়ীভূত ঔদার্য্য, আর শ্রীকৃষ্ণে—ঔদার্য্যক্রোড়ী-ভূত মাধুর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সেবা আবশ্যক

অনর্থযুক্ত জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনে যোগ্যতা নাই, অনর্থযুক্ত জীবের কৃষ্ণ-ভজনের অভিনয় বা চেষ্টা—শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার বা বিষ্ণুর অর্চ্চন-মাত্র। অনর্থযুক্ত জীবের যোগ্যতায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উদিত হইয়া জীবকে অনর্থ-নির্ম্মুক্ত করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় ভজন-সম্পদ্ অর্থাৎ নিজ ভজনমুদ্রা প্রদান করেন।

মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব

এজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় 'মহাবদান্য' ও 'কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা' বলিয়া বন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ—সর্ব্ববিভু, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সর্ব্বভোক্তা

শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈত বা নিমিত্ত ও উপাদানকারণ-দ্বয়েরও কারণ শ্রীগৌরকৃষ্ণ সমস্ত উপাদেয়তাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সর্ব্ববিভু, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সর্ব্বভোক্তৃস্বরূপে নিত্য বিরাজমান।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কাষ্ণ-বিগ্রহগণের বিচিত্রবিলাস-প্রদর্শনই ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য এবং সেই পঞ্চতত্ত্বরূপী কৃষ্ণ-কাষ্ণ-বিগ্রহগণের বিচিত্র বিলাস-সেবাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদাশ্রয়লাভ ও শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-সীমার উপলব্ধি হয়। যিনি কৃষ্ণ জানাইয়া অচৈতন্য জগতের চৈতন্য-সম্পাদন ও জগৎকে ধন্যাতিধন্য করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপঙ্কজভৃঙ্গগণের পাদাশ্রয় ব্যতীত 'শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু', তাহা কাহারও গোচরীভূত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দাসানুদাসগণের সেবা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম লাভ অসম্ভব

আচর্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদসেবাং বেদাদি-দুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি॥

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পরিপালন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, শত শত তীর্থপরিভ্রমণ, নিখিল বেদশাস্ত্র বিচার প্রভৃতি করিয়াও গৌরপ্রিয়জনের পাদপদ্মসেবা-ব্যতীত কেহই বেদাদির দুর্লভ পদ (শ্রীরাধাগোবিন্দের চিদ্বিলাসক্ষেত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনের সন্ধান) জানিতে পারেন না।

নৈয়ায়িক হেতুবাদী, কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও বৈদান্তিক-ব্রুবগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বাবধারণে অযোগ্য

নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণ, কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণ, বৈদান্তিক-ব্রুব প্রচ্ছন্ন হেতু-বাদিগণ শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা কখনও উপলব্ধি করিতে পারেন না।

কারণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদাশ্রিত নহেন। নৈয়ায়িক হেতুবাদিগণের সচ্চিদানন্দত্বের বিরোধ-বিচার নির্ম্মূলিত করিয়া অকৃত্রিম বৈদান্তিক নৈয়ায়িকগণ অর্থাৎ ভাগবত-সেবকগণ শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণই নিখিলবেদের একমাত্র বিষয়-তত্ত্ব,—

শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বেদপ্রতিপাদ্য বস্তু

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ (গীঃ ১৫।১৫)

আমিই সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ ও জীবের নিত্যমঙ্গল বিধাতৃ-স্বরূপ জীবের উপদেষ্টা।

বেদে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ইঙ্গিত

তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ।
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি ॥ (১।৫৪ সূক্ত ঋক্)

(ঋঙ্‌মন্ত্রে ভগবানের নিত্যলীলা এইরূপে কথিত হইয়াছে)—তোমাদের (রাধা ও কৃষ্ণের) সেই গৃহসকল প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করি—যেখানে শুভাবহ বিধিরূপ অর্থাৎ বাঞ্ছিতার্থ-প্রদানে সমর্থ কামধেনুসকল প্রশস্ত শৃঙ্গবিশিষ্ট। ভক্তেচ্ছাপূর্ণকারী শ্রীকৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

অপশ্যং গোপামনিপদ্যমানমা চ পরা চ পথিভিশ্চরন্তম্।
স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্ব্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ ॥
(ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ২২ অনুবাক, ১৬৪ সূক্ত, ৩১ ঋক্)

দেখিলাম, এক গোপাল তাঁহার কখনও পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে নানা-পথে ভ্রমণ করিতেছেন; তিনি কখনও বহুবিধ বস্ত্রাবৃত, কখনও বা পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র-দ্বারা আচ্ছাদিত। এইরূপে তিনি বিশ্ব-সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রকটাপ্রকটলীলা বিস্তার করিতেছেন।

নিত্য ও নৈমিত্তিকভেদে দ্বিবিধ কৃষ্ণ-চরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। গোলোকে সর্ব্বকালে নিত্যচরিত্র ও অষ্টকালীয় লীলা বর্ত্তমান। ভৌমরূপে সেই অষ্টকালীয় লীলায় নৈমিত্তিক লীলা সংযুক্ত আছে। ব্রজ হইতে গতায়াত ও অসুর-মারণাদি—নৈমিত্তিক-লীলা। নৈমিত্তিক-লীলা ব্যতিরেক-ভাবরূপে গোলোকে আছে; কেবল প্রপঞ্চে সেই লীলা বস্তুতঃ প্রকাশিত।

প্রতিকূল ও অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন

সাধকগণের পক্ষে নিত্যলীলার প্রতিকূল হইয়া ঐ নৈমিত্তিক লীলা প্রতিভাত হইতেছে। অঘ-বকাদির প্রতিকূলানুশীলন—কৃষ্ণপ্রেমের পরিপন্থী; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব একমাত্র অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকেই উত্তমা ভক্তি বলিয়াছেন,—

উত্তমা ভক্তি

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯)

মূল আশ্রয়াভিমানে অহংগ্রহোপাসনাও ভীষণ অপরাধ

জীবস্বরূপ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ দেখাইতে গিয়াও কখনই আপনাকে মূল আশ্রয় অর্থাৎ শ্রীমতী, নন্দ-যশোদা, সুদাম-শ্রীদাম, রক্তক-পত্রকাদিরূপে বিচার করিবেন না। তাহা হইলে অহংগ্রহোপাসনার আবাহনরূপ অনর্থ বা প্রচ্ছন্ন প্রতিকূলানুশীলন জীবস্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণভজন হইতে চিরতরে পাতিত করিবে। জীবস্বরূপের আশ্রয়-ভেদাংশ-বিচার অর্থাৎ নিত্য-সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণের অনুগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়েই কৃষ্ণানুশীলন সম্ভব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের পাদাশ্রয় অর্থাৎ একমাত্র রূপানুগ-গণের পাদপদ্মাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণানুশীলন হইতে পারে। অনর্থনির্ম্মুক্তাবস্থায় জীবের উদ্বুদ্ধ নির্ম্মল সহজ স্বরূপে স্ব-স্ব সহজ সেবা-ভাব শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ-বর গুরুদেবের কৃপায় উদিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই

শ্রীকৃষ্ণের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, গুণ-গুণীতে ভেদ নাই, রূপ-রূপীতে ভেদ নাই, নাম-নামীতে ভেদ নাই, লীলা ও লীলাপুরুষোত্তমে কোন ভেদ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের যে কোন একটি ইন্দ্রিয়—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণের যে-কোন একটী অঙ্গ—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদনখাঞ্চল—পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কর্ণের ন্যায়ই শ্রবণ করিতে পারেন, কর্ণও পাদের ন্যায়ই গমন করিতে পারেন, হস্ত দর্শন করিতে পারেন, চক্ষু স্পর্শ করিতে পারেন, কোন ইন্দ্রিয়ে কোনপ্রকার অভাব নাই। শ্রীকৃষ্ণের গুণ abstract মাত্র নহে, ইহা পূর্ণ Concrete absolute.

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-মাধুরী, লীলা-মাধুরী, অতুল্য সেবকমণ্ডল-মাধুরী—অসমোর্দ্ধ, নিত্য-প্রগতিশীল, নবনবায়মান সৌন্দর্য্যময়। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী তাঁহার নিজেরও চমৎকারিতা আনয়ন করে এবং নিজেকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাঁহার সেই শ্রীবিগ্রহমাধুর্য্য অবলোকন করিয়া গো, পক্ষী, দ্রুম, লতা ও তরুসকল পুলকাশ্রু এবং অষ্টসাত্ত্বিকভাবে পরিপ্লুত হয়। কোন পুরুষই পরম কুলস্ত্রীস্বরূপ গোপীবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহেন; এমন কি, তাঁহারা সৌন্দর্য্য, স্বভাব, ধৈর্য্য, লজ্জাদিরূপ গুণ, বিচার-ব্যবসায়, বৈদগ্ধাদি কর্ম্ম—এইসকল দ্বারা মহালক্ষ্মীকেও অতিক্রম করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া তাঁহারা সেই রূপ-দর্শনের প্রতিবন্ধক পক্ষ্মসকলের রচনাকারী বিধাতার নিন্দা করিয়াছিলেন এবং বিবিধ অপরাধকারী ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত 'সহস্রাক্ষ' বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহারা খেদ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়গুলি কেন কেবল নয়নরূপে পরিণত হয় নাই? শ্রীকৃষ্ণ গোপ-ললনাগণের রূপ দর্শন করিয়া প্রীত হন, সেই রূপ-প্রদর্শনের পরস্পর প্রতিযোগিতায় অপ্রাকৃত রূপ-প্রদর্শনীর নবনবায়মান রূপ-মাধুর্য্য-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতি হয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুরী গোপীকা-গণের আকর্ষণের বিষয়। গোপীকা-শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনীর সৎপ্রেম-দর্পণে নিরন্তর প্রবৃদ্ধমান রূপ-মাধুরী দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্যের আস্বাদনের নিমিত্ত তদাস্বাদনকারিণী বৃষভানুনন্দিনীর রূপ-গ্রহণে অত্যন্ত লোভ, তাহা হইতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাস-গণের বা শ্রীরূপানুগ-গণের শ্রীচরণাশ্রয়েই শ্রীকৃষ্ণবস্তু-তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়—শ্রীকৃষ্ণে সুদুর্ল্লভ প্রেম সঞ্জাত হয়। (ক্রমশঃ)

পরমারাধ্যম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের

৮১তম বর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব-তিথি-পূজায়

ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলি

গোবিন্দ-কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি আজ আসিয়াছে নবরূপে,
দেবানন্দ মঠে মিলেছি আমরা গুরু-পূজা উৎসবে।
মলয় বাতাসে গোলাপাদি ফুল ফুটে মঠ-প্রাঙ্গণে,
তৃণ-তরুলতা দোলে আনন্দে, শুক-সারী মাতে গানে।
জয় গুরু জয় বলি' আজি সবে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠি',
খোল-করতাল-শঙ্খ-বাদ্যে শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তনে মাতি।
আদিগুরু 'ব্রহ্মার' শিষ্য 'নারদ', তদনুকম্পিত 'ব্যাস',
তৎপরম্পরায় 'শ্রীসরস্বতী', তদনুগ 'শ্রীকেশব'।
ব্রহ্মা হইতে শ্রী-ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের হইয়াছে উদ্ভব,
শ্রীগৌরাঙ্গের সেবকবৃন্দ সেই সম্প্রদায়-অনুগত।
জগদ্‌গুরু শ্রীকেশব গোস্বামী একদা উদি' এ'দিনে,
আচারে-প্রচারে শ্রীগৌর-সিদ্ধান্ত জানাইলা ধরাধামে।
শ্রীগুরু-সমীপে শ্রৌত-বাণীর ক্রমশঃ শ্রবণ-ফলে,
ইন্দ্রিয়-তর্পণাশা টুটে সত্বর শ্রীগুরু-করুণা-বলে।
চিদ্ধাম-নিবাসী শ্রীল গুরুদেব সেথাকার পথ চিনে,
গুরুই মোদেরে লয়ে যেতে পারে সেই দুর্জ্ঞেয় স্থানে।
শাস্ত্র-বাণী এবং শ্রীগুরু-বচন কভুও ভিন্ন নয়,
শ্রীগুরুদেবের কৃপায় হৃদয়ে প্রেমের স্ফুরণ হয়!
আমাদের গুরু 'বেদান্ত সমিতি' স্থাপি' নানা দেশে দেশে,
পতিতে তাপিতে ভক্তি প্রদানি' কোল দিলা স্নেহবশে।
তাঁহার গুরৈকনিষ্ঠা নেহারি' বিস্মিত জগল্লোকে,
তিনি নিজপ্রাণ তুচ্ছ করি' একদা রক্ষিলা প্রভুপাদে।

মূঢ় মানুষেরে জ্ঞান দিলা তিনি চৈতন্য-দর্শনালোকে,
ব্রজ-রস-তত্ত্ব কহিত নিভৃতে মরমী ভকত-সাথে।
শ্রীবিগ্রহ-সেবা-প্রকাশ, ভক্তিগ্রন্থ লিখনাদি কার্য্য-দ্বারে,
জগতের মাঝে অক্ষয় সুকীর্ত্তি রেখে গেলা চিরতরে।
আর্য্য ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধি,—
প্রচারিলা তিনি জগৎমাঝারে আমাদের হিত লাগি'।
তাঁর অহৈতুকী করুণার কভু অন্ত খুঁজে না পাই,
তাঁর পদাশ্রয় ব্যতীত মোদের কোনকালে গতি নাই।
প্রার্থনা করি তাঁর আনুগত্যে শ্রীনাম-ভজনে মাতি',
তাঁর গুণ-লীলা গাহিতে গাহিতে এই দেহ যেন ত্যজি'।
ভকতি-কুসুমে অঞ্জলি আজি দিয়া তাঁর পূত পদে.
প্রণমি' জানাই—'জন্মে জন্মে যেন থাকি তাঁর দাস-রূপে'।

শ্রীগুরু-দাসাভাস—
শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

ছয় গোস্বামী

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল-ভট্ট দাস-রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ॥
এই ছয় গোঁসাঞি যাঁ'র মুঞি তাঁ'র দাস।
তা' সবার পদরেণু মোর পঞ্চ-গ্রাস॥
*　　*　　*　　*　　*　　*
এই ছয় গোঁসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"—ঠাকুর নরোত্তম

ছয় গোস্বামীর অনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তিন শ্রেণীর ব্যক্তিকে ষড়্‌গোস্বামী-বিরোধী বা ষড়্‌গোস্বামীর প্রতিকূলাচরণকারী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত, না হ'বে তায় অনুরক্ত,
শুদ্ধভজনেতে কর মন।
ব্রজজনের যেই মত, তা'তে হ'বে অনুরত,
সেই সে পরমতত্ত্ব ধন।—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা

ছয় গোস্বামীর সকলেই ব্রজজন; কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছা ভক্ত—এই সকল ব্রজজনের প্রদর্শিত পথ হইতে ভ্রষ্ট। কর্ম্মীর চিন্তাস্রোত এই বহির্জগতে এতদূর আবদ্ধ যে, তাহার কর্ম্মজড়ীয়-কৃতমতি ব্রজজনের অপ্রাকৃত কথা গ্রহণ করিবার কিছুমাত্র যোগ্যতা সঞ্চয় করে নাই। ইহারা অভ্যুদয়বাদী (Elevationist) হইয়া অনেক সময় ষড়্‌গোস্বামীর চরিত্র ও মতালোচনা করিতে প্রয়াসযুক্ত হইলেও—

"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।"—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

শ্রীমন্মহাপ্রভুকথিত এই বাক্যানুসারে 'ষড়্‌গোস্বামীর অপ্রাকৃত অধোক্ষজচরিত্র তাঁহাদের প্রাকৃত বুদ্ধির গোচরীভূত হয় না। মায়াদেবী ষড়্‌গোস্বামীর প্রকৃত স্বরূপের পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিকট উহার বিকৃত প্রতিফলন স্বরূপ ছায়াময় অবাস্তব বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল প্রাকৃত ব্যক্তি উহাকেই অপ্রাকৃত হরিজনের স্বরূপ বলিয়া ভ্রমে পতিত হন ও সমশীল অন্যান্য ব্যক্তিগণকে ভ্রমে পাতিত করেন। বর্ত্তমানে অনেক সাহিত্যিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ঐতিহাসিক প্রভৃতি কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ "ছয় গোস্বামী"-কে কবিকঙ্কন, কীর্ত্তিবাস প্রভৃতির অন্যতম মনে করিয়া তাঁহাদের প্রাকৃত চেষ্টামূলা গবেষণার দ্বারা "ছয় গোস্বামী" সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতেছেন। ঐরূপ আরোহ-চেষ্টা নাস্তিক-সমাজের নিকট আদরণীয় হইলেও, বৈকুণ্ঠবস্তু 'ছয় গোস্বামী' ঐ সকল সাহিত্যিকগণের দ্বারা পরিচ্ছন্ন হইবার যোগ্য নহেন। জীব ভগবদ্বিস্মৃতিক্রমে স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া কুণ্ঠাধর্ম্মরহিত বস্তুকে 'মাপিয়া লওয়ার' বা ভোগ করিবার প্রয়াস দেখাইতে পারেন। রাবণ ভগবচ্ছক্তি সীতা দেবীকে 'মাপিয়া লওয়ার' প্রয়াস দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল।—চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম

কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের যে অধোক্ষজ কৃষ্ণশক্তি ও গৌরশক্তিগণকে মাপিয়া লইবার প্রয়াস তাহাও এইরূপই। তাহারা বহিরঙ্গা শক্তির স্বরূপ বলিয়া ভ্রান্ত হন। এইরূপ বিবর্ত্তজ্ঞান তাহাদের দুষ্কৃতিফলেই উদিত হইয়া থাকে—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥"—গীতা ৭।১৫

অসুরভাবাশ্রিত অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য চিদ্বিলাস ও তাঁহাদের নিত্য স্বরূপকে অসুর প্রবৃত্তি যুক্ত হইয়া আক্রমণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন (শ্রীবলদেব টীকা), তাহারা ব্রজজন 'ষড়্‌গোস্বামীর' স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। যাহাদের নিকট স্ব-স্ব গুরুগণেরই নিত্য সত্ত্বা নাই, তাহারা কি করিয়া জগদ্গুরুবর্গের অধোক্ষজচরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন? সুতরাং 'ছয় গোস্বামী'র মত তাহাদিগের ধারণার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। তাহারা 'ছয় গোস্বামীর' পদাঙ্কিত পথকে সাম্প্রদায়িকতা; 'ছয় গোস্বামীর' নামোচ্চারণকে কোন সম্প্রদায়বিশেষের অন্ধবিশ্বাসজনিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, ছয় গোস্বামীর' মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বা অর্থবাদ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আর এক শ্রেণীর লোক "মিছাভক্ত" নামে খ্যাত। তাঁহারা ভক্তের 'মুখোস' পরিধান করেন, যাত্রার দলের রামা বাগ্দীর ন্যায় নারদ ঋষির অভিনয় করেন, পরমহংসবৈষ্ণবের বেশ লইয়া নানা প্রকার পাষণ্ডতা করেন, লোকদেখান মালাতিলক, ঝোলা ধারণ, দণ্ডবতের-ছড়াছড়ি, তৃণাদপি ভাবের ছল করিয়া কপট আকুলাকুলভাব প্রদর্শন, ঠাকুর মহাশয়ের কীর্ত্তিত 'ছয় গোস্বামীর ভজনগান' প্রভৃতিকে ভোগোন্মুখ-ইন্দ্রিয়-দ্বারা অনুকরণ, কার্য্যতঃ 'ছয় গোস্বামীর' বিরোধ করিয়া, মিছা রূপানুগত্ব প্রচার করিয়া গোপনে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানের জন্য 'ছয় গোস্বামীর' নাম বলিতে বলিতে সহস্র দণ্ডবন্নতি (?) প্রদর্শন, কপটাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। কখনও বা 'ছয় গোস্বামীর' বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠাতে ভোগবুদ্ধি পরবশ হইয়া রাবণের ন্যায় 'জড়-প্রতিষ্ঠার' লোভে বেষোপজীবি হইয়া থাকেন, রূপানুগ-ধর্ম্মকে লোকের নিকট বিপন্ন করিবার জন্য ঐরূপ জড়-লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও "লোক-দেখান-গোরাভজা" এবং প্রাকৃত বুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় থাকা সত্ত্বেও অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দভজনের ছল প্রদর্শন করাকেই 'ষড়্‌ গোস্বামী'র মতানুসরণ বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা রূপানুগ

আচার্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির আচার ও প্রচার প্রদর্শন করিয়া বলেন,—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর"॥
* * * *
না করিও অসৎ চেষ্টা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত গোবিন্দ-চরণ।
* * * *
কর্ম্মী জ্ঞানী মিছাভক্ত না হবে তায় অনুরক্ত
শুদ্ধভজনেতে কর মন॥"

তাঁহাদিগকে ঐ সকল মিছাভক্তসম্প্রদায় 'ষড়্ গোস্বামীর' আনুগত্য-রহিত বলিবার ধৃষ্টতা পর্য্যন্ত দেখাইয়া তাঁহাদের কপট নাট্য করিতে করিতে অপরাধসাগরে পতিত হন।

মিছাভক্তসম্প্রদায় বেষোপজীবিকা, কপট অশ্রুমোচন, নিসর্গপিচ্ছিল ভাবপ্রবণতা, ব্যভিচার, লাম্পট্য প্রভৃতিকে রূপানুগত্ব; গৃহব্রত ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শোণিতশুক্রজাত দেহকেই 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' (?) এবং ভক্তির সহিত বিরোধ করিয়া কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের পদাবলেহনকে "ছয় গোস্বামীর" প্রদর্শিত পথ বলিয়া মনে করেন! ইহাই কি রূপানুগত্ব বা 'ষড়্ গোস্বামীর' মতানুবর্ত্তন? শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতের—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগং উদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

এই শ্লোকে ষড়্বেগ বা ইন্দ্রিয়ের দাসত্বকেই কি গোস্বামিত্ব বলিয়াছেন? শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে—

"নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥"

এই শ্লোকে কপট লোকের জলকেই কি তদীয় আনুগত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? রূপানুগ শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধের "যদশ্মসারম্" শ্লোকে শ্রীরূপপাদের ঐ শ্লোক উদ্ধার করিয়া ঐরূপ কপটতাকেই কি 'রূপানুগত্ব' বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন? শ্রীল রূপপাদ—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

এই শ্লোকে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাকে কি প্রাকৃত ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়াছেন এবং নামাপরাধের প্রশ্রয় প্রদানকেই কি রূপানুগত্ব বলিয়াছেন? অথবা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু—

'যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠুনিষ্ঠীবনঞ্চ॥
(ভঃ রঃ দক্ষিণ ৫।৩৯)

—এই শ্লোকে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাসক্তিকেই কি ভজনানুরক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন? শ্রীরূপসনাতন কি শুক্রশোণিতজাত দেহকেই গোস্বামিত্ব বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? ষড়্ গোস্বামীর মধ্যে একজনও কি চ্যুতবংশ-পরম্পরায় গোস্বামিত্ব স্বীকার করিয়াছেন? ছয় 'গোস্বামীর' একজনও কি গৃহব্রতধর্ম্ম, মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, গৃহব্রত ধর্ম্মযাজন করিয়া, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিয়াছেন? স্ত্রীপুত্রে, সংসারে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া পরমহংস-বেষধারী ব্যক্তিগণের দ্বারা পাচকের কার্য্য, তামাক, গাঁজা সাজাইবার ভৃত্যের কার্য্য, পাদসংবাহন প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া পরমহংস-বেষ বা গোস্বামী-বেষের অবমাননা করিয়াছেন? ছয় গোস্বামীর একজনও কি কর্ম্মজড়স্মার্ত্তানুগত্য প্রভৃতি ভক্তিপরিপন্থী আচার বা প্রচার করিয়াছেন?

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু দিগ্‌দর্শিনী টীকায় পঞ্চরাত্রোক্ত—
"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥" (১।৭১)

—অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা পুরুষ নিশ্চয়ই নরকগামী হয়, অতএব পুনরায় তাঁহাকে যথাবিধি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর নিকট সম্যক্‌প্রকারে দীক্ষা গ্রহণ করাইবে।"

"বিষয়সুখাসক্তানাং তাদৃশ জ্ঞানং দুর্ঘটমেবেতি * * দুঃখসাগর তরণেচ্ছয়াপি ভক্তিং বাঞ্ছন্ সদ্‌গুরুমপেক্ষেত।" (১।২৪)

অর্থাৎ "বিষয়াসুখসক্ত ব্যক্তিগণের দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মে যে একমাত্র ভগবদ্ভক্তি অর্জ্জন ব্যতীত অপর কোনও কর্ত্তব্য নাই এইরূপ জ্ঞান অতীব দুর্ঘট। সুতরাং তাহাদের দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা ভক্তিস্পৃহা থাকিলে সদ্‌গুরু ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই সুবিধা হইতে পারে না।" (ক্রমশঃ)

সঙ্গত্যাগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রাক্তন সংস্কার হইতে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ হয়। এই সংস্কারসঙ্গ অত্যন্ত অপরিহার্য্য। বহুচেষ্টা, এমন কি, আত্মঘাত পর্য্যন্ত করিয়াও সংস্কার ত্যাগ করিতে পারা যায় না। এই জন্মে সঙ্গক্রমে যে সংস্কার বা গুণাসক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে আধুনিক সংস্কার বলি। এই দুই প্রকার সংস্কারে জগজ্জীব বশীভূত। জীব মায়াতে যখন বদ্ধ থাকেন না, তখন তাঁহার যে স্বভাব, তাহা নির্ম্মল কৃষ্ণ-দাস্য। মায়াতে বদ্ধ হইয়া প্রাক্তন ও আধুনিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করিতে পারেন না, তখন প্রাক্তন-জনিত কুসংস্কার তাঁহার দ্বিতীয়-স্বভাব বা নিসর্গ হইয়া উঠে। সাধুসঙ্গই এই সংস্কারাসক্তিকে শোধন করিতে পারেন। সাধুসঙ্গই এই রোগের একমাত্র ঔষধি। সংস্কারসঙ্গ শোধন করিতে না পারিলে কোনক্রমেই ভক্তিসিদ্ধি হইতে পারে না। যথা তৃতীয় স্কন্ধে,—

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

অসদ্ব্যক্তিতে যে সঙ্গ করা হয়, তাহাতেই জীবের সংসৃতি ঘটে। অসৎকে অজ্ঞানে সঙ্গ করিলেও সেই ফল অবশ্য হইবে। সেই সঙ্গ যদি প্রকৃত সাধুতে অজ্ঞানেও করা হয়, তদ্দ্বারা নিঃসঙ্গত্বের উদয় হয়। পুনশ্চ একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তি,—

ন রোধয়তি মাং যোগো সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞচ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাঽবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥

সংস্কারসঙ্গ অতিশয় দুষ্ট। অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যবিদ্যা, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, সন্ন্যাস, ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, তীর্থপর্য্যটন, যম, নিয়ম—এই সকল সৎকর্ম্ম বহুকাল অনুষ্ঠিত হইলেও সঙ্গ-দোষশূন্য হইয়া জীব আমাকে পায় না। কিন্তু কেবল সৎসঙ্গক্রমে ঐ দোষ দূর হইলে আমি ভক্ত-হৃদয়ে শীঘ্র আবদ্ধ হই। শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তদিগকে আদর করিয়া তাহাদের সঙ্গ করিলে কর্ম্মসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গরূপ সংস্কার-

সঙ্গদোষ দূর হয়। এই সংস্কার-সঙ্গদোষেই রাজস ও তামস-প্রবৃত্তি জীবে প্রবলা হয়। শয়ন, ভোজন, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের যে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে-সমস্তই সংস্কারসঙ্গ। এই সংস্কার-আসক্তি হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের বৈষ্ণবাবজ্ঞার উদয় হয়। যতদিন এই সংস্কারাসক্তি দূর না হয়, ততদিন দশটী নামাপরাধ নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মাভিমান ও জ্ঞানাভিমান হইতেই সাধুদিগের চরণে অপরাধ হয়। সুতরাং সাধুনিন্দারূপ নামাপরাধ আসিয়া অভক্তের হৃদয়ে বাসা করে। কৃষ্ণে একেশ্বর-বুদ্ধির বিরোধী হইয়া সংস্কারাসক্তিই দুর্ভাগা জীবকে অনন্যশরণ হইতে দেয় না। গুর্ব্ববজ্ঞা, শ্রুতিনিন্দা, নামে অর্থবাদ, ভগবন্নামের সহিত অন্য শুভকর্ম্মের সাম্য-বুদ্ধি, নামবলে পাপাচরণ, অহংতা-মমতাজনিত বৈমুখ্য, নাম অপাত্রে বিক্রয়—এই সকল নামাপরাধ হইতে থাকে। সেই স্থলে আর জীবের মঙ্গল কিরূপে হইতে পারে? অতএব বলিয়াছেন,—

অসদ্ভিঃ সহ সঙ্গস্তু ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
যস্মাৎ সর্ব্বার্থহানিঃ স্যাদধঃপাতশ্চ জায়তে॥

কিছুদিন বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে করিতে সংস্কারাসক্তি দূর হয়, তাহা অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে। নারদ-সঙ্গে ব্যাধ ও রত্নাকরের মঙ্গল হইয়াছিল, ইহা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরম উপদেশ এই,—'যদি তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় শুদ্ধ করিতে পার না, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকটে গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার সকল মঙ্গল হইবে।' বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্তচরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্প-দিনের মধ্যেই মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদয় হয়; এমন কি, আহার-বিহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বৈষ্ণব-রুচি হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবসঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর, মৎস্য-মাংস-মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুলসেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থ-সকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে সংস্কার, আসক্তি প্রভৃতি সকল

সঙ্গই দূর হয়, ইহাও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসায় আসক্ত, রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি লাভ হইয়াছে। এমন কি, বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয়ী হইব, এরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাসক্তি শোধনের উপায়ান্তর দেখি না।

দ্রব্যাসক্তিগুলি পরিত্যাগ করিবার বিশেষ যত্ন করা উচিত। গৃহদ্বারে, ব্যবহার্য্য দ্রব্যে, অলঙ্কার-বস্ত্রে, অর্থে, স্ত্রী-পুত্রাদির শরীরে, নিজ শরীরে, ভোজ্যবস্তুতে, বৃক্ষ, পশু প্রভৃতিতে গৃহী লোকের নিসর্গ-সিদ্ধ আসক্তি আছে। কোন কোন লোকের ধূম্রপানে, তাম্বূল ভোজনে, মৎস্য মাংসাদিতে এবং মাদক-বস্তুতে এতদূর আসক্তি হয় যে, পরমার্থ-সাধনে তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। অনেক লোক মৎস্যাদির লোভে ভগবৎপ্রসাদাদিতে আদর করেন না। ধূম্রপানে মুহুর্মুহু স্পৃহা দ্বারা অনেকের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি আস্বাদন, দেবমন্দিরে বহুক্ষণ-অবস্থিতি নিবারিত হয়। নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি বড়ই বিরোধী। বহু যত্নপূর্ব্বক সে-সকল সাধুসঙ্গে ঐ সকল দ্রব্যাসক্তি অনায়াসে দূর হয়। তথাপি ভক্তিপূর্ণ-চেষ্টা দ্বারা ঐ সকল ক্ষুদ্রাসক্তিকে দূর করিতে চেষ্টা করা চাই। ভগবদ্ভক্তি-সম্মত ব্রতাচরণ দ্বারা ঐ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে।

হরিবাসরব্রত ও জন্মাষ্টমীব্রত সুন্দররূপে পালন করিলে ঐ সকল আসক্তি যায়। ব্রত-নিয়ম-পালনেই আসক্তিক্ষয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ সকল ব্রতদিবসে সর্ব্বভোগ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভজন করিবার বিধি আছে। ভক্ষ্য-দ্রব্য দুই প্রকার অর্থাৎ প্রাণরক্ষক ও ইন্দ্রিয়তোষক। অন্ন-পানাদি দ্রব্য—প্রাণরক্ষক। মৎস্য, মাংস, তাম্বূল, মাদকদ্রব্য, তাম্রকূটাদি ধূম্রপান—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়তোষক। ব্রতদিনে ইন্দ্রিয়তোষক দ্রব্য একেবারে পরিত্যাগ না করিলে ব্রত হয় না। যতদূর সাধ্য, প্রাণরক্ষক দ্রব্যসমূহও পরিত্যাগ করা উচিত। শরীরের অবস্থানুসারে যে অনুকল্পের বিধান, তাহাতে প্রাণরক্ষক দ্রব্যসকলের ব্যবহারে যতদূর সঙ্কোচ হইতে পারে, তাহা করা চাই। ইন্দ্রিয়তোষক দ্রব্যের অনুকল্পাদি নাই, পরিত্যাগই বিধি। ভক্ত-জীবের ভোগপ্রবৃত্তি-খর্ব্বাভ্যাসই ব্রতের একাঙ্গ। যদি এইরূপ মনে হয় যে, কষ্টেসৃষ্টে অদ্য ত্যাগ করি, আবার কল্য সেই দ্রব্য যথেষ্ট ভোগ

করিব, তবে ব্রতের তাৎপর্য্য সিদ্ধি হইবে না। কেননা, ক্রম-অভ্যাসের দ্বারা ঐ সকল দ্রব্যসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য ব্রতসকল নির্ণীত হইয়াছে। ব্রতগুলি প্রায় দিবসত্রয়ব্যাপী। এইরূপ দিবসত্রয় সঙ্গরোধ করিতে করিতে একমাসব্যাপী ও চাতুর্ম্মাস্যব্যাপী ব্রতের দ্বারা ক্রমশঃ সঙ্গকে নির্ম্মূল করিয়া সেই সেই দ্রব্য বা ব্যবহার হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে। ব্রতপালনে যাঁহারা "ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা"—এই গীতা-বচনের তাৎপর্য্য মনে থাকে না, তাঁহাদের বৈরাগ্য কেবল কুঞ্জর-স্নানবৎ ক্ষণস্থায়ী।

যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারে বর্জ্জনীয়। তাঁহাদের পক্ষে সংস্কার-আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য সাধুসঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন। দ্রব্যাসক্তি দূরীকরণের জন্য তাঁহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ব্রতসমুদয় পালন করা আবশ্যক। এই সকল কার্য্য হেলা-ফেলা করিয়া করা কর্ত্তব্য নয়। বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত আদরপূর্ব্বক করা আবশ্যক। আদরপূর্বক না করিলে কুটিনাটিরূপ কপটতা আসিয়া কার্য্যসমুদয় নিষ্ফল করিয়া দেয়। এই বিষয়ে যাঁহাদের আদর নাই, তাঁহাদের পক্ষে অনেক জন্ম শ্রবণ করিয়াও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভা হইয়া পড়েন।

কি করিলে সঙ্গত্যাগ ও সঙ্গ হয়, এই বিষয়ে অনেকের সংশয় হয়। সংশয় হইতে পারে; কেননা, কেবল অসদ্ব্যক্তির বা বস্তুর নিকটস্থ হইলেই যদি সঙ্গ হয়, তবে সঙ্গত্যাগের উপায় থাকে না। যে পর্য্যন্ত জড়শরীর আছে, ততদিন অসান্নিকট্য কিরূপে ত্যাগ হইতে পারে? পারিবারিক ব্যক্তিগণকে গৃহস্থবৈষ্ণব কিরূপে ত্যাগ করিবেন? কপটবেশধারী ব্যক্তিকে গৃহত্যাগী হইলেও ত্যাগ করা যায় না। গৃহে থাকুন বা বনে থাকুন, জীবন-নির্ব্বাহের জন্য অবশ্যই অসদ্ব্যক্তির নিকট আসিতে হইবে। অতএব অসদ্ব্যক্তির সঙ্গত্যাগের সীমা-সম্বন্ধে উপদেশামৃতে এইরূপ বিধি হইয়াছে,—

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি।
ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণম্॥

হে সাধকগণ! দেহযাত্রা-নির্ব্বাহে সৎ ও অসদ্ব্যক্তি উভয়ের নৈকট্য অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে গৃহী ও গৃহত্যাগী উভয়েরই সমানতা। নৈকট্য অবশ্যই ঘটিবে, তথাপি অসতের সঙ্গ করা হইবে না। দান,

প্রতিগ্রহ, পরস্পর গুঢ় জল্পনা ও পরস্পর ভোজনাদি-স্বীকার-কার্য্যে যদি প্রীতি করা হয়, তবে সঙ্গ হয়। ক্ষুধিতাতুর ব্যক্তিকে যাহা দেওয়া যায় এবং ধার্ম্মিক দাতার নিকট হইতে যাহা কিছু লওয়া যায়, সে-সকল কর্ত্তব্য-বোধে করা মাত্র, প্রীতির সহিত করা যায় না। তাহারা অসৎ হইলেও তৎকার্য্যে তাহাদের সঙ্গ হয় না। তাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে সেই কার্য্যে প্রীতি হয়, প্রীতি করিলে সঙ্গ হয়; সুতরাং শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি দান ও তাঁহাদের নিকট হইতে দ্রব্য বা অর্থগ্রহণে সৎসঙ্গ হয়; অসতের প্রতি দান ও অসতের নিকট হইতে গ্রহণ যদি প্রীতিসহকারে হয়, তবে অসৎসঙ্গ হইয়া পড়ে। অসদ্‌ব্যক্তি নিকটে আসিয়াছে, তাহার সহিত যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম আবশ্যক হয়, তাহা কেবল কর্ত্তব্য-বোধে করিবে। পরস্পরের গুঢ় কথার জল্পনা করিবে না। গুঢ় জল্পনায় প্রায়ই প্রীতি থাকে। তাহাতে সঙ্গ হয়। নিতান্ত সংসারী বান্ধবাদির মিলনে আবশ্যক বার্ত্তামাত্র করিবে, হৃদয়ের প্রীতি তখন না করাই ভাল। তবে যদি সেই বান্ধব সাধু-বৈষ্ণব হন, তবে সেই বার্ত্তা প্রীতিসহকারে করিয়া তাঁহার সঙ্গ স্বীকার করিবে। কুটুম্ব-বান্ধবের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলে কোন বিরোধ হইবে না। ব্যবহারিক বার্ত্তায় সঙ্গ হয়। বাজারে দ্রব্য ক্রয়-সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি-প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গ করিবে। ক্ষুধিত, আতুর, বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে। বিশেষ প্রীতি করিবার প্রয়োজন নাই। যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতি-সহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন গ্রহণ করিবে। স্ত্রী, পুত্র, দাস, দাসী, আগন্তুক ব্যক্তি এবং যাহার নিকট যাইতে হয়, সকলের সহিত দান, গ্রহণ, জল্পন ও ভোজনাদি এইরূপ ব্যবহার বিচার করিতে পারিলে অসৎ-সঙ্গ হইবে না, বরং সৎসঙ্গ হইবে। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ না করিলে কৃষ্ণভক্তিলাভের কোন আশা নাই। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সদ্‌গৃহস্থের গৃহে মাধুকরী যাহা পান, এই বিচারের সহিত তাহাই গ্রহণ করিবেন। মাধুকরী ও স্থূলভিক্ষায় যে ভেদ আছে, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। গৃহস্থবৈষ্ণব সচ্চরিত্র গৃহস্থের বাটীতে প্রসাদ-অন্ন-পান গ্রহণ করিবেন। অভক্ত ও

অসচ্চরিত্র ব্যক্তির বাটীতে সর্ব্বদা সাবধানে প্রসাদ পাইবেন। এই বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের সুকৃতি অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণকৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎপরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে পারেন। সুতরাং স্বল্পাক্ষরে তাঁহাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোনপ্রকারে বুঝিবেন না। অতএব শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু স্বল্পাক্ষরে ভজনের উপদেশ দিয়াছেন।

প্রাপ্ত-পত্র

শ্রীল গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—অশেষ-দণ্ডবন্নতি পুরঃসরনিবেদনম্—

*　　*　　*　　*　　*　　*

নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নের নানাপ্রকার কাল্পনিক মীমাংসা করিয়া কেবল মনোধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছি, সুসিদ্ধান্তের অভাবে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র শান্তি অনুভব করিতে পারিতেছি না। ইহার নির্ম্মৎসর কৈতবশূন্য উত্তরের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীগৌড়ীয় মঠের বৈষ্ণববৃন্দের চরণে শরণাপন্ন হইলাম। আশা করি তাঁহাদের কৃপাকণালাভে বঞ্চিত হইব না।

১। চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দার্শনিক মত কি? 'দ্বৈত'-'অদ্বৈত'-বিশিষ্টাদ্বৈত' প্রভৃতি দার্শনিক পরিভাষার সম্যক্ অর্থ কি? পরস্পরের মধ্যে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের সহিত কোন্ অংশে পার্থক্য ও কোন্ অংশে ঐক্য?

২। দীক্ষাগ্রহণের পর হইতে কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবদুচ্ছিষ্ট ব্যতীত জড়রসে উদরভরণের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই—গৃহস্থের পক্ষে যে সমস্ত অশৌচ প্রতিপালনের ব্যবস্থা আছে, ঐ সমস্ত অশৌচ উপস্থিত হইলে দীক্ষিত-গৃহস্থগণ বিষ্ণু-নৈবেদ্যপাকের কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন? বৈষ্ণব অবশ্য অমেধ্যতুল্য অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। অশৌচ-কালে দীক্ষিত স্ত্রীলোকগণই বা কি করিবেন?

৩। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নিম্নলিখিত বাক্যের অর্থ কি ?

"ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগল-কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর ॥"

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীফণিভূষণ বসু

উত্তর

১। চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দার্শনিক মত একটী ক্ষুদ্র-প্রবন্ধে ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। প্রবন্ধান্তরে চারি বৈষ্ণবাচার্য্যের দার্শনিক মত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্বের সহিত তুলনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"বেদ ও বেদান্ত আলোচনা-পূর্ব্বক আচার্য্যগণ দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের অনুগত সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কেবলাদ্বৈত মত প্রচার করেন। তাহাই এক প্রকার সিদ্ধান্ত। নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, মনু প্রভৃতি মহাত্মাদিগের অনুগত সিদ্ধান্ত অনুসারে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব প্রচার করেন। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। ভক্তিসিদ্ধান্ত চারিপ্রকার, তাহার বিবরণ এই ,— (১) শ্রীরামানুজাচার্য্য **বিশিষ্টাদ্বৈত**-মতে ভক্তি প্রচার করেন (২) শ্রীমধ্বাচার্য্য **শুদ্ধদ্বৈত**-মতে ভক্তি প্রচার করেন। (৩) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য্য **দ্বৈতাদ্বৈত**-মতে ভক্তি প্রচার করেন। (৪) শ্রীবিষ্ণুস্বামী **শুদ্ধাদ্বৈত**-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারিজনেই শুদ্ধভক্তির প্রচারক।

(১) শ্রীরামানুজ-মতে 'চিৎ' ও 'অচিৎ' এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। (২) শ্রীমধ্ব-মতে 'জীব' 'ঈশ্বর' হইতে পৃথক্ তত্ত্ব কিন্তু ঈশ-ভক্তিই তাহার স্বভাব। (৩) শ্রীনিম্বাদিত্য-মতে 'জীব' 'ঈশ্বর' হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। (৪) শ্রীবিষ্ণুস্বামী-মতে বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য-পৃথক্। এরূপ

পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, জীবের নিত্য-দাস্য ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সকলের মূলতত্ত্বে 'বৈষ্ণব'। মূলতত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক-অসম্পূর্ণতা দূর করত বিজ্ঞান-শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব জগতে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীজীবগোস্বামী সর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে এই মতকে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মক' বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্বার্কমতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত মত—তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণব-জগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্বমতে যে সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহ স্বীকার আছে, তাহাই এই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদে'র মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্বসম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব-বৈষ্ণবাচার্যগণের সিদ্ধান্তিত মতসকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক-ভেদে সম্প্রদায় ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎপরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-বলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করিয়া শ্রীমধ্বের সচ্চিদানন্দের-নিত্য বিগ্রহ, শ্রীরামানুজের শক্তিসিদ্ধান্ত, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধা-দ্বৈত-সিদ্ধান্ত—তদীয়সর্ব্বস্বত্ব এবং নিম্বার্কের নিত্য-দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তকে নির্দ্দোষ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক অতি বিশুদ্ধমত জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।

কেবল 'ভেদ' বা 'অভেদ'-বাদ তথা 'শুদ্ধাদ্বৈত' বা 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'—এ সকলই শ্রুতি-শাস্ত্রের একদেশসম্মত কিন্তু অন্য দেশবিরুদ্ধ। অথচ "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ"-তত্ত্ব বেদের সর্ব্বদেশ-সম্মত-সিদ্ধান্ত, জীবের স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধার আস্পদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত।"

—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ৯ম পরিচ্ছেদ।

শ্রীল প্রভুপাদ "বৈষ্ণবদর্শন" শীর্ষকপ্রবন্ধ লিখিয়াছেন—"বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শনে, ঈশ্বর 'চিৎ' ও 'অচিৎ' ত্রিবিধ বিভাগে স্বীয় শক্তিদ্বারা নিত্যপ্রকাশ-মান বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। বস্তুর অদ্বয়তার ব্যাঘাত না করিয়া বস্তুশক্তির বৈচিত্র্যে ভগবান্ তিন প্রকারে লীলাবিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ উভয়ের ঈশ্বর ভগবান্। তিনি অনন্ত নিত্যশক্তিমান্ সবিশেষ-বস্তু। স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয়, বিশেষত্রয়ে নিত্য বিরাজমান।

শুদ্ধদ্বৈত-দর্শনে সর্ব্বশক্তিমান্ রসময় ভগবান্ ও আশ্রয়রূপ ভক্তে নিত্য-সেব্য-সেবক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আশ্রয়রূপ জড়বস্তু সেব্যসেবক-সম্বন্ধ-রহিত হইয়া তৃতীয়। বিষয় এক হইলেও আশ্রয়ের বহুত্ব নিবন্ধন ভক্ত অসংখ্য এবং জড়বস্তুও অসংখ্য। এইরূপে পাঁচ প্রকার নিত্যভেদসত্তা সর্ব্বদা ভগবানে নিত্যবৈচিত্র্য প্রদর্শন করে।

দ্বৈতাদ্বৈত-দর্শনে চিন্ময়রসবিগ্রহ ভগবান্ বিষয় ও আশ্রয়গত সামগ্রী-রূপে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। যেখানে নির্ম্মল আশ্রয়গত চিৎসত্তা, সেখানে নিত্য-সত্তায় ঘনানন্দের সম্বেত্তৃরূপে ভগবান্ লীলাময়। যেখানে নশ্বর সমল আশ্রয়রূপ জড়সত্তা, সেখানে ভগবানের লীলা কুণ্ঠদর্শনে সঙ্কুচিত। বৈকুণ্ঠ হইলেও প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে মায়িক অনিত্য মাত্র দৃষ্ট হয়।

শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনে ভগবত্তায় জড়ের হেয়তা ও ভেদ আরোপিত হয় না। ভগবদুন্মুখ হইলেই চিদ্দর্শনে জড়ের ভেদগত-সত্তা দর্শনের সত্যাদর্শনে বাধা দেয় না। আবার চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য অস্তিত্বের হন্তারকও হয় না। বিভু-চৈতন্যের সহ অণুচৈতন্যের সেব্য-সেবকভাবে লীলা অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত-কারক নহে। ভগবদ্বস্তুর অংশ—'জীব', বস্তুর শক্তি—'মায়া', তজ্জন্য জীব, মায়া ও মায়িক জগৎ সকলই "বস্তু" শব্দবাচ্য, উহারা বস্তু হইতে স্বতন্ত্র নহে।—এই বিশ্বাস "শুদ্ধাদ্বৈত" নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে—শ্রীজীব গোস্বামীও তদীয় ভগবৎসন্দর্ভ ১৭শ সংখ্যায় ভগবত্তত্ত্ব-বিচারে বলিয়াছেন যে,—

"একমেব পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব-স্বরূপ-তদ্রূপ-বৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে সূর্য্যান্তর-মণ্ডলস্থিত তেজ ইব মণ্ডলতদ্বহি-র্গত-তদ্রশ্মি-তৎ-প্রতিচ্ছবি-রূপেণ।

পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি (১) স্বরূপ, (২) তদ্রূপবৈভব, (৩) জীব ও (৪) প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডলস্থ তেজঃ, মণ্ডল, তাহার বাহিরে স্থিত সূর্য্যরশ্মি ও তাহার প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ দূরগত প্রতিফলন এই অবস্থায় কথঞ্চিৎ উদাহরণস্থল। সচ্চিদানন্দ-মাত্র বিগ্রহ-ই তাঁহার স্বরূপ। চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য উপকরণই স্বরূপ-বৈভব। 'নিত্যমুক্ত', 'নিত্যবদ্ধ' অনন্ত জীবগণও শক্তিবিশেষ। 'মায়া' 'প্রধান' ও তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই 'প্রধান' শব্দ-বাচ্য। এই চতুর্দ্ধা প্রকাশ যেরূপ

নিত্য পরম তত্ত্বের একত্বও সেইরূপ নিত্য। বিরুদ্ধ ব্যাপার কিরূপে যুগপৎ থাকিতে পারে? উত্তর এই যে, জীব-বুদ্ধিতে ইহা অসম্ভব। কেন না, জীব-বুদ্ধি সীমাবিশিষ্ট। পরমেশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তিতে ইহা অসম্ভব নয়।

বস্তু-শক্তি-বিচারে ভেদ ও অভেদ ধারণা। বস্তু-শক্তির বিবিধত্ব ও শক্তিমদ্ বস্তুর একত্ব। একবস্তু-জ্ঞান বস্তুন্তরাভাবে সিদ্ধ নহে। শক্তির বৈচিত্র্য দ্বারাই ঈশ্বর ও জীবের ভেদাভেদ ধারণা। জীব ও ঈশ্বর পরস্পর Co-relative terms. বস্তুর বিচিত্রতার পরিচয়ে বিষয় ও আশ্রয়-বিচারে ভেদ আবার আলম্বন বিচারে অভেদ। কিন্তু নির্ব্বিশিষ্ট বস্তুর "ভেদ" ও "অভেদ" সম্ভবপর নহে। যেহেতু জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অভাবে ভেদাভেদ বিশেষ লক্ষিতব্য নহে। 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'—শব্দে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। তাহা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। মনোধর্ম্মে এককালে বিপরীত ধর্ম্মের ধারণা সম্ভবপর নহে। অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তুই 'সৎ' ও 'অসৎ' হইতে পৃথক্। উহা সংখ্যা ও কালাতীত। অণুচিৎ সহ বিভুচিৎ চিদ্-বিচারে অভেদ, বিভু ও অণুত্বের পরিমিতিতে ভেদ-ধর্ম্মবিশিষ্ট। অচিৎ পরমাণুগুলি পরস্পর সীমাবিশিষ্ট, চিৎসমান-ধর্ম্ম-হেতু খণ্ডিত হইবার অযোগ্য। অচিৎ-এর ধারণা লইয়া চিদ্বস্তু মাপিয়া লইবার প্রয়াসে সংখ্যা-ভেদ, কালভেদ প্রভৃতি গৌণভাবে সমধর্ম্ম বিপন্ন করাই চিদ্বস্তু হইতে বিদায় গ্রহণ।

নির্ব্বিশেষবাদী 'অচিন্ত্য'-শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না। তাঁহার মনোধর্ম্মের ধারণায় যাহা 'অচিন্ত্য' বা চিন্ত্য' বলিয়া মনে হয়, তাহাও তাঁহার মনোধর্ম্মের 'চিন্ত্য' বলিয়া 'অচিন্ত্য' শব্দবাচ্য নহে।

কেবলাদ্বৈতী নির্ব্বিশেষবাদীর সহিত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতের পার্থক্য কি?

কেবলাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শুদ্ধবিচারের সহিত ভিন্ন। কেবলাদ্বৈতবাদী 'মায়া'কে 'অবস্তু', 'বস্তু'কে 'নির্ব্বিশেষ', 'জীব' ও 'ব্রহ্মে' ত্রিবিধ ভেদহীন 'অভেদ', জগৎ 'অসত্য-জৈবজ্ঞানের বিবর্ত্ত জন্য তাৎকালিক অনুভূতিময়, জ্ঞানপ্রাকট্যে অনুভবকারী, অনুভবনীয়, অনুভবাভাব প্রভৃতি শুদ্ধাদ্বৈতবিরোধি-বিচারবিশিষ্ট। কেবলাদ্বৈতবাদী—বিশিষ্টাদ্বৈতদর্শন-রহিত, তিনি শুদ্ধাদ্বৈত-দর্শনরহিত, তিনি শুদ্ধভেদদর্শন-রহিত, তিনি দ্বৈতা-দ্বৈত-দর্শন-রহিত। বিশিষ্টাদ্বৈতী 'শক্তিপরিণামবাদ'-কেই তত্ত্ব বলিয়া

গ্রহণ করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বিবর্ত্তবাদী নহেন। বিশিষ্টাদ্বৈতীর সহিত শুদ্ধাদ্বৈতীর পার্থক্য বস্তুশক্তির পরিণাম বিচার মধ্যে আবদ্ধ। কেবলাদ্বৈতীর অংশাংশি-বিচারাভাব, বস্তু ও মায়াবিচার, চিন্মাত্রবিচার, জগন্মিথ্যাত্ব প্রভৃতির অকর্ম্মণ্যতা, শুদ্ধাদ্বৈতী ও বিশিষ্টাদ্বৈতী বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থদীপিকা (ভাঃ ১।১।১, ১০।৮৭।২ প্রভৃতি) এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য, বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্ততত্ত্বসার ও লোকাচার্য্যের তত্ত্বত্রয়, অর্থপঞ্চক প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের "তত্ত্ববিবেক", "তত্ত্বদ্যোত", "তত্ত্বসংখ্যা" প্রপঞ্চমিথ্যাত্বনুমানখণ্ডন, মায়াবাদ-খণ্ডন, তত্ত্বমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ এবং নিম্বার্কীয় বেদান্তকামধেনু, দশশ্লোকী পারিজাতভাষ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২। শুদ্ধবৈষ্ণব সদ্‌গুরুর নিকট যথাবিধি দীক্ষিত বৈষ্ণব—"গৃহস্থই", হউন্ বা "ত্যাগীই" হউন, তাঁহার "অশৌচ" নাই। তথাপি গৃহস্থ-বৈষ্ণব লোকব্যবহার-রক্ষার্থে যে কোনও দিবস বিষ্ণু-প্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদির দ্বারা শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিতে পারেন। শুদ্ধ-বৈষ্ণব সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র 'গৃহস্থবৈষ্ণবের'ও কর্ম্মজড়াভিনিবেশ বা কর্ম্মজড়গণের অদৈববিধি অপালনজনিত-প্রত্যবায় বুদ্ধিও নাই। সুতরাং তিনি ভক্তির অনুকূল বিচারেই যাবতীয় বিধি গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন।

৩। এই কয়েকটী পদ ও তৎপরবর্ত্তী কয়েকটী পদে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নিজ নৈষ্ঠিক ভজনের কথা বলিয়াছেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ এবং শ্রীগৌর-লীলার পঞ্চতত্ত্বের সহিত নিজের অবিক্ষেপসাততা (নৈরন্তর্য্য) বলিতে গিয়া নিত্যানন্দকে তাঁহার 'ভজন-বল-সম্পত্তি', শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বীয় 'প্রভু', শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার 'সম্বল', গদাধরকে স্বীয় 'বংশ' এবং শ্রীগদাধরানুগত নরহরিকে 'বিলাস-সম্ভার' ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বর্ণন করিয়াছেন। প্রভু গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ ব্রজরাজনন্দন ও বার্ষভানবীর লীলা-বিলাসপর জীবনধন।

শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধ ব্যতীত অর্থাৎ শ্রীজগদ্‌গুরুর পাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধ-জীবের অন্য কোনও সম্পত্তি নাই। তাঁহার পদাশ্রয় করিলেই সকল সম্পত্তি লব্ধ হয়। 'অধন' বা অনর্থের নিবৃত্তিই শ্রীনিত্যানন্দকৃপা। বদ্ধ-জীবগণ অনর্থরূপ অধনকে বহুমানন করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ-দাস্যে নিযুক্ত হন।

তাঁহারা প্রাকৃত বস্তুর প্রভুত্বের ছল-দাম্ভিকতা পরিহার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে 'নিত্যপ্রভু' জানিলেই তাঁহাদের স্বরূপগত সম্বন্ধ প্রকাশমান হয়।

শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্ন-যুগল-কিশোর। তদ্ব্যতীত প্রাণহীন দেহ-ধারণ। শ্রীরাধাগোবিন্দই প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ। সেই যুগল-সেবাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেবাহীন অভক্ত প্রাণহীন-চেষ্টা-বিশিষ্ট।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আচরণই জীবের হরিভজনের বল। ভগবৎ-সেবাই আচার্য্যের শক্তিমত্তা। দুর্ব্বল জড়াভিমানী বদ্ধজীব শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-কলেবর কারণার্ণবশায়ীর উপাদান-কারণ শ্রীঅদ্বৈতই শ্রীগৌরসেবা করিবার জীবগণের আদর্শ। তাঁহার জলতুলসী-হুঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দর জীবগণকে স্বীয় দাস্যের সুযোগ প্রদান করেন।

শ্রীগদাধরাদি শক্তি অন্তরঙ্গ-সেবার অধিকারী। শ্রীরূপানুগগণ মধুররসে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। মধুররসের সেবকগণের প্রধান শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নয়নাভিরাম হইয়া শ্রীনীলাচলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস প্রদর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার অনুগত নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় ব্রজরসের আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাস-বিগ্রহরূপে গৌড়মণ্ডলে সাহচর্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর সেইকালে নবদ্বীপ নগরে ব্রজলীলার মধুররসের ঈ গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞের হৃদ্‌গতভাবের পোষণ করেন। চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য অন্তরঙ্গ-মধুর-রসের ভক্তসমাজে নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীনরহরি ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমের ভজনাদর্শ। তিনি ব্রজের মধুমতিসখী। শ্রীগদাধরের কুলেই ব্রজের মাধুর্য্য-গত সেবাধিকার সহ শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা বিহিত হয়। বিপ্রলম্ভ-রসাভিব্যক্তিকে ব্রজলীলার সম্ভোগরসের আদর্শ ভ্রম জীবের অনর্থোপাদনের হেতু। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের পরস্পর যোগ্যতা-বিচারে সম্ভোগের পুষ্টিই বিয়োগ রস। প্রাকৃত-সহজিয়া ও ভজনরহিত কল্পিত রস-স্রষ্টাদিগের রসবোধের অভাবে যে অবৈধ-সম্মিলন-প্রয়াস বাচাল দলে দেখিতে পাওয়া যায়, উহা অজ্ঞতাবিজ্ঞাপী। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এরূপ অবৈধ উৎকট প্রয়াস গর্হণ করিয়া বদ্ধজীবকুলকে সতর্ক করিয়াছেন।

'নদীয়া নাগরী'-বাদ বা 'গৌরনাগরী'-বাদ-গর্হণ-মূলে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের এই সকল বাক্য নিদর্শন-রূপে কার্য্য করে। শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বা শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-প্রমুখ কেহই শ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-লীলাকে রসাভাস-দোষে দুষ্ট করিবার প্রয়াস-এর প্রশংসা করেন নাই। পঞ্চতত্ত্বে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশিত। সেই ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্য প্রকটিত। ঔদার্য্যলীলায় মাধুর্য্যের বিকৃত প্রতিফলন রস-বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করে ও জীবকে মুক্তভূমি হইতে প্রাকৃত ভোগময় রাজ্যে পাতিত করে। শ্রীগদাধর ও নরহরির অন্তরঙ্গ ভক্তোচিত ব্রজলীলার আনুগত্য শ্রীরূপগোস্বামী কথিত—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ।"

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ সাধনভক্তি লঃ ১১৮ শ্লোক)

—শ্লোকের সমপর্য্যায়ে অবস্থিত। যাঁহারা বৈষম্য দর্শন করেন, *তাঁহাদিগকেই মায়াদেবী তাঁর বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়-*দ্বারা আচ্ছন্ন করেন।

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির
প্রতিষ্ঠা-দিবসে মহোৎসব

বৈশাখের অক্ষয়-তৃতীয়ায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রতি বৎসরই উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই স্মৃতি স্মরণ করিয়া এই বৎসরেও উক্ত উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতেই সত্যযুগের উৎপত্তি। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ পূর্ণরূপে বিরাজিত ছিল। পরে ত্রেতা, দ্বাপরে ক্রমশঃ উক্ত ধর্ম্মের এক-এক পাদ নষ্ট হইয়া বর্ত্তমান কলিতে মাত্র একপাদ অবশিষ্ট আছে। আসুরিক চিন্তাস্রোত বা অধর্ম্ম যখন অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন ভগবান্ স্বয়ং-ই আবির্ভাব হন বা নিজজনকে প্রেরণ করিয়া অসুরগণের বিনাশ-সাধন এবং ভক্ত সজ্জনগণকে রক্ষা করেন।

আমরা শ্রীগীতায় পাই,—"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।....." অর্থাৎ এই জগতে দুই প্রকার ভূত (মানুষ) সৃষ্টি হইয়াছে

—যথা দৈব ও আসুর-স্বভাবযুক্ত। যাহারা ঈশ্বরের সেবা করে তাহাদিকেই এস্থলে দৈব সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে এবং যাহারা ঈশ্বরের সেবা করে না বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নহে তাহাদিগকেই আসুর বলা হয়। অর্থাৎ অসুর মানে শুধু ইহাই নহে যে তাহাকে কিম্ভূতাকার দেখাইতে হইবেই। সুশ্রী ও সুন্দর সাজ-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেও নাস্তিকগণ অসুর পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে বিভিন্নস্থানে বর্ণিত করিয়াছেন। সত্ত্বগুণান্বিত ঈশ্বর-বিশ্বাসী বা দেব-স্বভাব সম্পন্নগণই দৈব বা দেবতাতুল্য। আসুরিক চিন্তাস্রোতকে প্রতিহত করিয়া সনাতন-তত্ত্বের অনুসন্ধানই মানবগণের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। নশ্বর বস্তুর অনুসন্ধানে মানুষ কখনই নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারে না। নিত্য-শান্তির অনুসন্ধান ও মানব জাতিকে সেই উদ্দেশ্যে ব্রতী করাও ভগবদ্ভক্ত-গণের এক আকাঙ্ক্ষা-বিশেষ তাই মরণের বিথীকায় আত্মজাগরণের বাণী যুগ যুগ ধরিয়া ভক্ত সজ্জনগণ বিশ্বে বিঘোষিত করিয়া থাকেন।

সেই প্রয়াস নিয়াই প্রায় অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বে পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হরিকথার দুর্ভিক্ষ দিনে মানুষ যাহাতে ইতর প্রাণীর ন্যায় আচরণ করিতে আগ্রহী না হন তজ্জন্য দার্শনিক তত্ত্ব-পূর্ণ তথ্য বিতরণ করিয়া প্রেমধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই ইহার সদস্যবর্গ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমময় বাণী বিতরণে ব্রতী আছেন।

এতদ্ব্যতীত সামাজিক জীবনের সঙ্গেও সমিতির সদস্যবর্গ যুক্ত থাকিয়া সমাজের জনসাধারণের ইহ এবং পারলৌকিক কল্যাণের জন্য নিদর্শন স্থাপনা করিয়া চলিতেছেন। এ-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য এই যে, কোন দলমত বা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষ নীতিই সমিতির বৈশিষ্ট্য।

অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে প্রাতঃ হইতেই বিশেষ পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা ছিল। মধ্যাহ্নে আমন্ত্রিত, আহূত, অনাহূত প্রায় সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। স্থানীয় সরকারী হাসপাতালের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট শ্রী এ. ব্যানার্জ্জী মহাশয়ও সস্ত্রীক আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন। তিনি আশ্রমের পরিবেশ দর্শনে বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করেন ও লিখিতভাবে তাঁহার বক্তব্যও রাখেন। উহার অবিকল প্রতিলিপি এতদ্‌সহ লিপিবদ্ধ করা হইল।

—শ্রীগুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

THE GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NABADWIP GENERAL HOSPITAL

I had the pleaser of visiting Shri Devananda Goudiya Math, Nabadwip this morning. This philanthapic organisation is linked with various Social Works in adition to its religious activities. It bas taken up service to humanity as a part & parcel of worship of God.

The proposed constructions of new wing of the Math consists of Educational, Social and Medical Unit giving service to ailing humanities.

Shri Kamales Roychowdhury, Social Education Extn. Officer, Nabadwip was present and Shri Nilmani Mukherjee of Charicharapara, Nabadwip explained me the development works of different wings specialy of Medical wings of Shri Devananda Goudia Math.

Shrimad B. V. Narayan Maharaj, Vice-President & Shri Nabajogendra Brahmachari, Constituted Attorney are taking keen interest in the all round development of the said Math.

I wish their enterprise be crowed with success.

Sd./— A. Banerjee

17. 4. 80

Superintendent,

Nabadwip General Hospital.

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

[পুরীধামের প্রথানুসারে]

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ,
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রানুষ্ঠানের আয়াজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ২৮শে আষাঢ়, '৮৭ (ইং ১২।৭।৮০) শনিবার হইতে ৫ই শ্রাবণ (ইং ২২।৭।৮০) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ; ইং ১।৬।৮০

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **২৮শে আষাঢ়** (ইং ১২।৭।৮০), শনিবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্ত্তন।

২। **২৯শে আষাঢ়** (ইং ১৩।৭।৮০), রবিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**-মুখে গুণ্ডিচাবাড়ী গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, গঙ্গা**-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **৩০শে আষাঢ়** (ইং ১৪।৭।৮০), সোমবার—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা**; অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনমুখে শোভা-যাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যা ৮টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **৩১শে আষাঢ়**, ১৫ জুলাই মঙ্গলবার হইতে **১লা শ্রাবণ**, ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্র ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে **শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীকৃষ্ণলীলা** ও **শ্রীরামলীলা**-সম্বন্ধে বক্তৃতা।

৫। **২রা শ্রাবণ** (ইং ১৮।৭।৮০) শুক্রবার—**হেরাপঞ্চমী**-দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়-উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যারাত্রিক ও **শ্রীমদ্ভাগবত** পাঠ।

৬। **৩রা শ্রাবণ**, ১৯ জুলাই, শনিবার হইতে **৫ই শ্রাবণ**, ২১ জুলাই, সোমবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে **শ্রীকৃষ্ণ-লীলা, শ্রীরাম-লীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা**।

৭। **৬ই শ্রাবণ** (ইং ২২।৭।৮০) মঙ্গলবার—অপরাহ্ণ ৪টা হইতে রাত্র ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীভাগবত পাঠ, আরতি ও সাধারণ-মহোৎসব।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিং বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩২শ বর্ষ | ১৮ বামন, অনিরুদ্ধ, ৪৯৪ গৌরাব্দ
৩২ আষাঢ়, বুধবার, ১৩৮৭ : ইং ১৬।৭।১৯৮০ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

[শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিতম্]

নিজপতিভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপন্ন
প্রতিহতমদধৃষ্টোদ্দণ্ড-দেবেন্দ্রগর্ব্ব।
অতুল-প্রথুল-শৈলশ্রেণিভূপ প্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥১॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি অতুলনীয় অত্যুন্নত শৈলরাজির অধীশ্বর এবং আপনিই নিজপতি শ্রীকৃষ্ণের ভুজরূপ-দণ্ডের উপরে ছত্রভাব ধারণ করিয়া গর্ব্বিত, ধৃষ্ট ও উদ্ধত দেবরাজ ইন্দ্রের অহঙ্কার বিনাশ করিয়াছেন। আপনি আমাকে অভীষ্ট আপনার নিজ-নিকটে (শ্রীরাধাকুণ্ড-তটে) বাসস্থান প্রদান করুন ॥১॥

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে-কন্দরে তে
রচয়তি নবযুনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্দ্বয়োর্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥২॥

হে গোবর্দ্ধন! ব্রজ-নবযুগযুগল আপনার এই প্রতিকন্দরে কন্দর্পোন্মাদ-জনিত ক্রীড়াসমূহ প্রচুরভাবে অনুষ্ঠান করিতেছেন, এইহেতু তাঁহাদের উভয়ের সেই লীলাসমূহ প্রদর্শনের মধ্যস্থ হইয়া আপনি আমাকে আপনার নিজনিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥২॥

অনুপম-মণিবেদীরত্ন-সিংহাসনোর্ব্বী-
রুহঝরদরসানুদ্রোণিসঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ।
সহ বলসখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৩॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি অনুপম মণিবেদিরূপ রত্নসিংহাসন, তরু, ঝর অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরু-সমাচ্ছন্ন নিবিড় বনভাগ, গর্ত্ত, সমদেশ দ্রোণি অর্থাৎ অন্তরাল-প্রদেশসমূহে বলদেব ও সহচরগণের সহিত নিজপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গ-সহকারে ক্রীড়া করাইয়া আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥৩॥

রসনিধি-নবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-
র্দ্যুতিপরিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য।
রসিকবরকুলানাং মোদ্যমাস্ফালয়ন্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৪॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি পরম-রসময় নবযুবযুগলের দান-লীলার প্রকাশিকা। আপনি কান্তি-সৌরভ-সমন্বিতা শ্যামবেদীর প্রকটনপূর্ব্বক নিজ ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥৪॥

হরিদয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মাণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ।

নবযুবযুগখেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৫॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি যে-স্থানে নিজ প্রিয় সখা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পরম বিচিত্র শ্রীরাধাকুণ্ডকে কৌতুকভরে কণ্ঠদেশে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক এস্থলে গুপ্ত হইয়া নবযুব-যুগলের ক্রীড়াসমূহ অবলোকন করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন, সেই নির্জ্জন প্রদেশে আমাকে আপনার নিজ-নিকটে বাসস্থান প্রদান করুন ॥৫॥

স্থল-জল-তল-শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৬॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি সর্ব্বদা নানাস্থানে স্থল, জল, তল, নূতন তৃণ এবং তরুছায়া-দ্বারা গো-সমূহকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ত্রিলোকে নিজ নাম অর্থাৎ 'গোবর্দ্ধন' এই নাম যথাযথরূপে প্রকাশ করিতেছেন; আপনি আমাকে নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥৬॥

সুরপতিকৃতদীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নবগৃহরূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব।
অঘবকরিপুণোচ্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৭॥

হে গোবর্দ্ধন! অঘ-বক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণ নূতন গৃহরূপী আপনার মধ্যভাগেই ইন্দ্রকৃত দীর্ঘকালব্যাপী দ্রোহ অর্থাৎ বজ্র-বারি-বর্ষণরূপ উৎপীড়ন হইতে নিজ গোষ্ঠের রক্ষা করিয়া অধিকরূপে আপনাকে মান দান করিয়াছেন; আপনি আমাকে সত্বর নিজসমীপে-বাস প্রদান করুন ॥৭॥

গিরিনৃপ! হরিদাস-শ্রেণীবর্য্যেতি নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ।
ব্রজনবতিলকত্বে ক্লিপ্তো বেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৮॥

হে গিরিরাজ! গোবর্দ্ধন! শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে আপনার 'হরিদাস-বর্য্য' এই প্রসিদ্ধ নামরূপ অমৃত প্রকাশিত হইয়াছে, আর আপনি বেদগণ-কর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলক-চিহ্নরূপে স্পষ্টরূপেই কল্পিত হইয়াছেন। আপনি আমাকে নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥৮॥

নিজজনযুত-রাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাক্ত-
ব্রজনর-পশু-পক্ষিব্রাত-সৌখ্যৈকদাতঃ।
অগণিতকরুণত্বান্মামুরীকৃত্য তান্তং
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৯॥

হে গোবর্দ্ধন! আপনি নিজগণের সহিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মৈত্রীরসে আপ্লুত ব্রজের মানব, পশু ও বিহঙ্গসমূহের একমাত্র সুখদায়ক; আপনি অপার করুণাবশে আমাকে নিতান্তভাবে অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥৯॥

নিরুপধিকরুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি-শঠেঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্ণন্
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥১০॥

হে গোবর্দ্ধন! আমি কপটী এবং শঠ হইলেও আপনার প্রিয় অহৈতুক কৃপাময় শ্রীশচীনন্দন-কর্ত্তৃক আপনার নিকটে অর্পিত হইয়াছি; কেবল এইহেতুই আমার সেই প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট যোগ্যত্ব বা অযোগ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া আপনি নিজসমীপ-বাস প্রদান করুন ॥১০॥

রসদ-দশকমস্য শ্রীল-গোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধরকুলভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে।
স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা-
চ্ছুভদ-যুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্ ॥১১॥

যিনি পর্ব্বতকুলপতি শ্রীমদ্ গোবর্দ্ধনের রসপ্রদ দশশ্লোক প্রযত্ন-সহকারে পাঠ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সুখপ্রদ গোবর্দ্ধনে বসতি লাভ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে পরমমঙ্গল শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-রত্ন সত্বর প্রাপ্ত হ'ন ॥১১॥

বৈষ্ণব-বংশ

কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব প্রাকৃত

এই প্রাকৃত জগতে আমরা বৈষ্ণবগণকে ত্রি বধ অধিকারে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তুসমূহ সকলেই কৃষ্ণদাস। যাহারা কৃষ্ণোন্মুখতার কোন পরিচয় দেয় না সাধারণ লোক, কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে হরিবিমুখ বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহারা অবৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃত রাজ্যে উচ্চাবচ সকল-বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না।

কনিষ্ঠাধিকারগত বিষ্ণুদাস্যে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈষ্ণব-মহাশয়ের বিষ্ণুবিগ্রহে বিশ্বাসের সহিত সেবা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব আছে। সেজন্যই কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবকে 'অপ্রাকৃত' আখ্যা দিবার পরিবর্ত্তে 'প্রাকৃত' বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কনিষ্ঠাধিকারীর ক্রমোন্নতি

পরম শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমল-শ্রদ্ধ-বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন। অন্যাভিলাষ, সৎকর্ম্মানুশীলন এবং এমন কি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানীর অভিমানকেও তুচ্ছ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ লাভ করেন। তখন তাঁহার **বর্ণমদ**, প্রাকৃত ধনমদ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-চেষ্টা প্রভৃতি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে। তৃণজলৌকার ন্যায় প্রাকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বীয় অধিকার পরিবর্ত্তন করেন।

বৈষ্ণবের মধ্যম অধিকার

পরিবর্ত্তিত মধ্যমাধিকারে আমরা দেখিতে পাই যে, অপ্রাকৃত অনুসন্ধান-ফলে কনিষ্ঠ-ভাগবৎ-দর্শনের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত-দর্শনের বিষয় হয়। তিনি সেই কালে শ্রীমূর্ত্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন ।। তাঁহার নিজ অস্তিত্বে সেই কালে অপ্রাকৃতের তরল অবস্থান লক্ষ্য করেন এবং অধিকারভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার চক্ষু

লাভ করেন। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি ভগবদধিষ্ঠানসমূহে প্রেম, কৃষ্ণোন্মুখ-জনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তির (প্রচার) দ্বারা পরোপকার এবং অপ্রাকৃত-বস্তু-বিরোধিবর্গের সঙ্গ-ত্যাগরূপ অনুষ্ঠানসমূহে ব্যস্ত হন। এই কালে তাঁহার নানাপ্রকার বিঘ্ন উদয় হয়। কখনও বা মায়াবাদী অহং-গ্রহোপাসক-কর্ত্তৃক নিন্দিত, কখনও বা সৎকর্ম্মকারী মূর্খ-জন-কর্ত্তৃক নিন্দিত এবং কখনও বা আহার-পানাদি-মত্ত যথেচ্ছাচারী ব্যক্তির আক্রমণের বস্তু হন।

মধ্যমাধিকারীর ক্রমোন্নতি

এই সকল উপদ্রব অম্লানবদনে সহ্য করিতে করিতে তিনি হরিসেবা হইতে কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে বিপথগামী হন না। কোমল-শ্রদ্ধের যে প্রকারে পতন সম্ভাবনা, মধ্যমাধিকারীর স্থান তাহা অপেক্ষা দৃঢ় হওয়ায় তাঁহাকে হরি-বিমুখ-জনগণ বিপন্ন করিতে পারে না। মধ্যমাধিকারীর হৃদ্দেশে ভগবান্ অনেক সময় অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৈত্যগুরু রূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ-জন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যমভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-কৃপাক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় ইহাকেই স্বরূপ-সিদ্ধি বলে।

বৈষ্ণবের উন্নত অধিকার

জ্ঞানিগণ যাহাকে জীবন্মুক্ত-সংজ্ঞা দেন, তাদৃশ শুদ্ধাধিকার বৈষ্ণবের ভাষায় স্বরূপ-সিদ্ধি অর্থাৎ অমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। এইকালে তাঁহার কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা থাকে না। সেবার উপকরণ লইয়া যাহারা বিবাদ করেন, তাহারা উন্নতাধিকারের ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ গৌরকিশোরের মৃদ্ভাণ্ড, অপক্ক বস্তুর গ্রহণ, সুতীব্র বৈরাগ্য, সহজিয়াগণকে উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি হরিসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে, মূল-বস্তু ত্যাগ করিয়া খোশা লইয়া টানাটানি হইয়া যাইবে। যাহারা অপ্রাকৃত ছাড়িয়া প্রাকৃতে মত্ত, তাহারা কোনদিনই মহাভাগবতের চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। সেবার উপকরণগুলিকে নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগ-যোগ্য উপকরণের সহ সমান জ্ঞান করিলে কখনই অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইবে না।

বৈষ্ণবের বংশ ও তাহার বিপর্য্যয়

উপরিউক্ত তিনপ্রকার বৈষ্ণবের বংশ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। বংশ বলিলেই যে কেবল শৌক্র অধস্তনগণকে বুঝায় এরূপ নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদরক্রমে বৈধ-যোষিৎসঙ্গ-প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহাই যে কেবল সেই বস্তুর ধারাবাহিক অবিমিশ্র অধিষ্ঠান তাহা বলা যায় না। পিতামাতা উভয় বস্তুর সম্মেলনে সন্তানের উদ্ভব, প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সহযোগে সেই বস্তু হইতে অপর বস্তুর সমাবেশ লক্ষিত হয়; সুতরাং অবিমিশ্র পিতৃসত্তা পুত্রে বা স্থূল শৌক্র-বংশে আরোপণ সূক্ষ্ম বিচার-পুষ্ট নহে।

শৌক্র-জন্ম ও পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য

পিতামাতা পুত্রের সর্ব্বপ্রধান সেবক। তাঁহারা পুত্রের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা কায়মনোবাক্যে অপত্যের জন্মাবধি স্বতঃ পরতঃ সেবা করিয়া থাকেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতৃ-মাতৃ-সেবা কর্ত্তব্যের প্রধানতম অনুষ্ঠান। পুত্র, জন্মের অব্যবহিত পর হইতে পিতা-মাতার সেবা করিতে যোগ্য হন না। অনেক দিন পরে পুত্রের নিজত্ব উপলব্ধি হইলে সেবাধর্ম্ম প্রকাশমান হয়। তখন তিনি পিতামাতার উত্তরাধিকারী-স্বরূপে পিতৃ-মাতৃ-সেবায় নিজ প্রধান কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করেন। এই প্রকার (শৌক্র) বংশ—ইহাতে পিতৃ-মাতৃ-প্রদর্শিত চিত্তের ধারণাসমূহ প্রবল হয়।

সাবিত্র্য-জন্ম ও আচার্য্যের প্রতি কর্ত্তব্য

আমরা জানি যে, শৌক্র-জন্ম ব্যতীত আচার্য্য-কুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব **"এক জন্ম-অপবাদের"** হস্ত হইতে মুক্ত হন। আচার্য্য ও 'গায়ত্রী' তাহাকে সাবিত্র্য-জন্ম প্রদান করেন। এইকালে আচার্য্য-কুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি অপেক্ষাকৃত সেবাধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। পিতা-মাতা সন্তানের জন্মাবধি তাহার গৃহে বাস-কাল পর্য্যন্ত সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রের জ্ঞান বিকাশের প্রথমেই তিনি আচার্য্য-কুলে প্রেরিত হন। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান আচার্য্য-কুলে অবস্থান কালে তিনি বুঝিতে পারেন। পিতা-মাতার ন্যায় সন্তানের সেবক আচার্য্য হন না। দ্বিজ, আচার্য্যের অনেকটা অধিক

সেবা করিবার সুযোগ পান। আচার্য্যদাস দ্বিজ, আচার্য্যের গৃহকে নিজ গৃহ জানিতে পারেন এবং আচার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের সেবা-ভার গ্রহণ করেন।

বেদের দুই প্রকার উপদেশ

দ্বিজ আচার্য্যের নিকট হইতে বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। বেদশাস্ত্র দুইপ্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ করেন। প্রাকৃত জগতে সুশৃঙ্খলভাবে প্রাকৃত-ধর্ম্মের সহিত অবস্থান **এক প্রকার** ফল। **অপর প্রকার** নিত্য পরমার্থ-বিদ্যায় অধিকার।

আচার্য্য অনিত্য ধর্ম্মের যাজক হইলে অন্তেবাসিকে অনিত্য উপাসনা কর্ম্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন। আবার আচার্য্য স্মার্ত্ত না হইয়া পরমার্থী হইলে বেদ-কথিত পরম গোপনীয় পরমার্থ শিক্ষা দেন। যে অন্তেবাসী প্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট—জড়-ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট, তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক অধিকার-ক্রমে গৃহব্রত ধর্ম্মই মানব-জীবনের ফল মনে করেন। আবার পরমার্থ-ধর্ম্মজ্ঞ বেদের প্রপক্ক ফল ভাগবত সদ্ধর্ম্ম বেদশাস্ত্র হইতে শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর করান। নিত্য জীবন হইতে নৈমিত্তিক জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। অন্তেবাসী ক্ষুদ্রার্থ লোভের বা ভোগের বশবর্ত্তী হইয়া আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যিনি প্রাকৃত-অর্থ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া পরমার্থে আকৃষ্ট হন, তিনি সমাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে বৃহৎ-ব্রত অথবা যতি-ধর্ম্ম বা গৃহ স্বীকার করিয়া পারমার্থিক দীক্ষা লাভ করেন।

দৈক্ষ্য-জন্ম ও শ্রীগুরুর প্রতি কর্ত্তব্য

পারমার্থিক আচার্য্যের নাম গুরু, তিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান প্রদানরূপ দীক্ষানুষ্ঠান দ্বারা **জীবের তৃতীয় জন্ম** প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে তিনি অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, **শৌক্রজন্মের বিস্তৃতি কেবল বংশাখ্যা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের বিস্তারকেও বংশাখ্যা দেওয়া হয়।**

শৌক্র জন্মের সহিত সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের পার্থক্য

আচার্য্যকুলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরু-গৃহে জন্ম, শৌক্র-জন্ম বিস্তৃতির সহিত পার্থক্য থাকিলেও পারম্পর্য্যক্রমে 'বংশ' বলিয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

শৌক্রজন্মে সন্তানের পিতার ভৃত্যত্ব অল্প, কিন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যজন্মে আচার্য্যের ও গুরুর দাস্য উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তিমার্গে সেবনের তারতম্যই উত্তরাধিকারের তারতম্য নির্ণয় করে। যেরূপ চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসা-শাস্ত্রে অধিকার পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে, পরন্তু তদ্বিদ্যাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ, তদ্রূপ বৈষ্ণব-গুরুর (শৌক্র) পুত্রত্বই কেবল আচার্য্যত্ব বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্র-বংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার ন্যস্ত হইবে এরূপ কথা কোন শাস্ত্র বা সদাচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র গৃহস্থ অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থান্ধ লেখকের কপটতার ফল মাত্র।

সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্য্যাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী শিষ্য-পরম্পরায় আবদ্ধ। সৎসম্প্রদায়-ভ্রাত অর্থাৎ সৎসাম্প্রদায়িক গুরুপরম্পরা ব্যতীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা পদ্মপুরাণে লিখিত আছে।

বঞ্চক সম্প্রদায়ের অপচেষ্টা

মূঢ় ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিবার মানসে কতই নূতন মত উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই মতবাদগুলি নিরাস করিয়া প্রাকৃত স্বার্থ-বিজড়িত সাধারণ লোকে প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক-সম্প্রদায় জাল বিস্তার করে। অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের কুহকে পড়িয়া পরম সত্য হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরমার্থ দূরে যাক্ কেবলমাত্র অনর্থ-জালে আবদ্ধ হয়। যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্রসমূহে জ্ঞান লাভ না করিয়াই ট্রেণ চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণ কুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগাধ জলে সাঁতার শিখাইতে লইয়া যায়, তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

উপসংহার

বৈষ্ণবের শৌক্রবংশে জাত বলিয়া আমরা যতই কেননা আস্ফালন করি, আমাদের হরি-সেবায় দৃঢ়-শ্রদ্ধা না থাকিলে নির্জীব ভক্তাঙ্গসমূহ প্রদর্শন করিলে আত্ম-বঞ্চনা এবং সমাজের শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। **অচ্যুতগোত্র কখনই শৌক্র-গোত্র নহে**; সুতরাং

বৈষ্ণব-বংশ বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক্র-বংশ বুঝায় না। অচ্যুত-গোত্র-প্রবিষ্ট পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব-স্ব অধিকারসমূহ তাদৃশ নিতান্ত অনুরক্ত সেবককেই ন্যস্ত করেন। কুল-প্রসূত বলিয়া **অযোগ্য অধস্তনগণ কখনই পূর্ব্ব-পুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারে না**; লাভ করিলে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এই সকল কথা বৈষ্ণব-বংশের ন্যায় বিষ্ণুবংশেরও সমধিক কার্য্যকারী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, আবার তত্তৎবংশে অভক্ত বা অসুরগণের জন্ম লাভ করিবার বাধা নাই। **বিষ্ণুর সন্তান বিষ্ণু নহেন,** কিন্তু বৈষ্ণব, সুতরাং বিষ্ণু-বংশে ও বৈষ্ণব-বংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বাউল-মতের বিচার

বাউলদের সম্বন্ধে পাঁচটী প্রশ্ন

কাকিনীয়া নিবাসী শ্রীযুত রাধিকানাথ রায় মহাশয় আমাদিগকে নিম্নলিখিত পাঁচটী প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য নিম্নে প্রত্যুত্তর সহ লিখিতেছি,—

১) বর্ত্তমান বাউল-ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত কিনা ও ইহার প্রবর্ত্তক কে?

২) স্বকীয়া ও পরকীয়া সাধনপ্রণালী কিরূপ? রসাশ্রয় ও ভাবাশ্রয় কাহাকে বলে?

৩) রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর, শ্রীরূপ গোস্বামী, জয়দেব, বিদ্যাপতি, বিল্বমঙ্গল, মিরাবাই, পদ্মাদেবী, লক্ষ্মীবাই, চিন্তামণি প্রভৃতি মহাজনগণ এইরূপ আশ্রয় অবলম্বন ও লীলানুকরণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন কি না?

৪) শাস্ত্রের কোন কোন অংশ বুঝিবার দোষে যদি এইরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে সেই সেই অংশের প্রকৃত অর্থ কি?

৫) স্বরূপ দামোদর ও মিরা-বাইয়ের এই পন্থা বিষয়ক কড়চার সত্যতা সম্বন্ধে আপনাদের কি মত?

বাউল-মত সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ

বাউল-ধর্ম্ম যে আকারে বর্ত্তমান সময়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে বৈধী ও রাগানুগা দুই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেখা যায়। বাউলের কোন প্রকার বৈধী ভক্তি আচরণ করেন না। রাগানুগা ভক্তির ছলে নানাবিধ অসদাচরণ করিয়া থাকে। বস্তুত রাগানুগা ভক্তি অতিশয় পবিত্র। তাহাতে লেশমাত্র জড়ীয় ব্যাপার নাই। আত্মার অপ্রাকৃত রস ও ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়। এই তত্ত্বের বিবরণ এই পত্রিকায় সময়ে সময়ে প্রদত্ত হইবে। বাউলদিগের অসৎ প্রথা অনেকদিন হইতে প্রচলিত। ঐ প্রথার প্রবর্ত্তক যে কে,—তাহা বলা যায় না। বাউলেরা কখন শ্রীসনাতন গোস্বামী ও কখন শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী প্রভুকে তাহাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করে। বস্তুত তাঁহারা কখনই বাউলদিগের কুপ্রথা শিক্ষা দেন নাই।

বাউলেরা রায় রামানন্দ প্রভৃতির শ্রীচরণে অপরাধী

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আপাতত লিখিত হইল না; কেন না, অতি শীঘ্রই স্বকীয়া পারকীয়া তত্ত্ববিচার অবলম্বনপূর্ব্বক একটী সুবৃহৎ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে,—রায় রামানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণ বিশুদ্ধ রাগমার্গে ভজন করিয়াছেন। কখনই বাউল মতের রসাশ্রয়, ভাবাশ্রয়াদি করেন নাই। বাউলেরা নানা ছলে তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি মিথ্যা আখ্যায়িকা রচনা করত তাঁহাদের নিকট অপরাধী হইয়া থাকে।

বাউলেরা কু-প্রবৃত্তি-শালী ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি যে, বাউল মত শাস্ত্র-সিদ্ধ নয়। কতকগুলি কু-প্রবৃত্তিশালী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ লোক শাস্ত্রের কোন কোন স্থলের কদর্থ করিয়া তাহাদের সুখজনক একটী কল্পিত মত সৃষ্টি করিয়াছে। বাউলেরা শাস্ত্রের কোন বিশেষ বাক্যের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু আবশ্যক হইলে চরিতামৃতের কোন কোন পদ্যাংশ ধরিয়া নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করে। সেই সেই অংশ যদি আমাদের নিকট দেখান হয়, তবে আমরা বিশুদ্ধার্থ প্রচার করিতে পারি।

বাউলের কড়চাদ্বয় ঘৃণিত ও স্ত্রীলোকদিগকে কুপথে আনার জন্য কল্পিত

পঞ্চম প্রশ্নে উত্তর এই যে, যে-দুইটী কড়চা রায় মহাশয় পাঠাইয়াছেন তাহা নিতান্ত ঘৃণিত। বাউলেরা ঐ সকল কড়চা রচনা করিয়া দুর্ব্বল হৃদয় মূর্খ পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে কুপথে লইয়া যায়। আমরা স্বরূপ-দামোদরের কড়চা অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ প্রকার অনেক কৃত্রিম পুস্তক পাইয়াছি। সে সমস্তই হেয়। বস্তুত স্বরূপ দামোদরের কড়চা পাওয়া যায় না।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীকৃষ্ণ কি বস্তু ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৭ পৃষ্ঠার পর)

আধ্যক্ষিকগণের মনঃকল্পিত কৃষ্ণ (?)—শ্রীকৃষ্ণ নহে, উহা মায়াময় পুত্তল

শ্রীরূপানুগ-গণের চরণাশ্রয় না করায় জগতে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অসংখ্য আধ্যক্ষিক মনঃকল্পনা-সমূহ উদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণালোচনার নামে অত্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখতার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন, —"যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়।" শ্রীল রায় রামানন্দ, শ্রীল স্বরূপদামোদর, শ্রীল রূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করিলে আধ্যক্ষিক মতবাদিগণের মনঃ-কল্পনার কারখানায় প্রস্তুত শ্রীকৃষ্ণের নামে শ্রীকৃষ্ণ-গুণমায়ার পুত্তলিকা-সমূহের কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ-মনোহারী চাকচিক্যের মূল্য অঙ্ককপর্দ্দক হইলেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতিভাত হয়।

গ্রাম্য সাহিত্যিক ও কবিগণের কল্পিত শ্রীকৃষ্ণ— বাস্তব শ্রীকৃষ্ণ নহে

কোন কোন গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, কোন কোন গ্রাম্য যদ্বা-তদ্বা কবি শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণ-লীলা প্রভৃতি লিখিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে কোটি যোজন দূরে শ্রীকৃষ্ণ-মহামায়ার রচিত অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন।

ইঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে, যেমন রাবণ চিচ্ছক্তি সীতাকে হরণ করিতে পারে না, মায়াসীতাকে হরণ করিয়াই সীতা হরণ করিয়াছি মনে করে, মক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছ কাচখণ্ডস্থিত মধু স্পর্শ করিতে না পারিয়া কাচভাণ্ডের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়াই মধু পাইয়াছি মনে করে, তদ্রূপ যাঁহারা শ্রীরূপানুগগণের চরণাশ্রয় করেন নাই, একান্তভাবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্ব্বাত্মায় শ্রীরূপানুগ-গণের পাদপঙ্কজ-পরাগ ভজন করেন নাই, সেই সকল গ্রাম্য কবি, গ্রাম্য সাহিত্যিক, গ্রাম্য ঔপন্যাসিক, দেশ-নেতা, সমাজ-নেতা, অনুচানমানী, জাগতিক রূপ-গুণ-কুলে-শীলে-পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠাভিমানী ব্যক্তি দুনিয়ার সকল লোকের নিকটও যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তথাপি তাঁহারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাঁহাদের কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—আংশিক বা অসম্যক্ মাত্র নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ বিকৃত ও বিপরীত।

প্রাকৃত ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নানাপ্রকার মনোধর্ম্মপর মতবাদ

এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও রাজনৈতিক নায়ক, কূট-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ, কখনও জাগতিক লম্পটগণের আদর্শ, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের লাম্পট্য-কালিমার (?) অপনোদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে রূপক তত্ত্ব-বিশেষ, কখনও শ্রীকৃষ্ণকে জাগতিক অভ্যুদয় ও উন্নতির উপদেশক প্রভৃতি-রূপে কত কি বিচার করেন। অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ এইসমস্ত প্রাকৃত বিচারের সম্পূর্ণ অতীত। শ্রীকৃষ্ণ কেন, শ্রীকৃষ্ণের পদনখ হইতে প্রকাশিত অসংখ্য অবতার এবং তাঁহাদের সেবকানুসেবকমণ্ডলীতেও ঐ সকল লৌকিকতা আরোপিত হইতে পারে না।

জীবে কৃষ্ণ-বুদ্ধি বা আরোপ—কৃষ্ণচরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ

আধুনিক কেহ কেহ কোন কোন লৌকিক দেশ-নেতা প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ সাজাইবার চেষ্টা-মূলে জীবে পরমেশ্বর-বুদ্ধি করার দরুণ ভীষণ মায়াবাদ-হলাহল জগতে বিস্তার করিতেছে। এইরূপ অপরাধের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল প্রবুদ্ধ ও দেশ উচ্ছন্নের পথে উপনীত হইয়াছে। জীবে কৃষ্ণ-বুদ্ধির ন্যায় অপরাধ আর নাই। জীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান আছে, কিন্তু

জীব কৃষ্ণ নহে। যাঁহারা বিবিশেষবাদকে চরমে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পূজার সাময়িক ছলনা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা ত' শ্রীকৃষ্ণ-পূজক নহেনই, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ বিমুখ ও অপরাধী। অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের পদরেণুগণের পাদপদ্মাশ্রয় করিলে এইসকল কথার উপলব্ধি হয়।

'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ স্বয়ং পূর্ণ ও নিরপেক্ষ সত্তাক

'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত, চিন্তামণিস্বরূপ। 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দ স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বয়ং পূর্ণ বলিয়া তাঁহাকে পরিপূরণ করিতে অন্য কোন শব্দ বা নামান্তরের প্রয়োজন হয় না। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা', 'অন্তর্য্যামী', 'জগৎস্রষ্টা', 'বিশ্ববিধাতা' প্রভৃতি শব্দকে পূর্ণ করিতে হইলে 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রয়োজন হয়, কারণ, তত্তৎ শব্দে পূর্ণ পরাৎপর বস্তুর সকল ভাব প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু 'কৃষ্ণ' শব্দ কৃষ্ণেরই ন্যায় অখণ্ড স্থান, অখণ্ড কাল, অখণ্ড পাত্র এবং যাবতীয় অখণ্ড ভাবরাশির সমগ্রতা সাধন করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত শম্ভু বলিয়াছেন,—

মহাদেবের উক্তি

তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিস্তু পারকাদিতি। পূর্ব্বযত্র মোচকত্ব-প্রেমদত্বাভ্যাং তারকপারকসংজ্ঞে রামকৃষ্ণনাম্নোহি বিহিতে। তত্র চ রাম-নাম্নি মোচকত্বশক্তিরেবাধিকা শ্রীকৃষ্ণনাম্নি তু মোক্ষসুখতিরস্কারিপ্রেমানন্দ-দাতৃত্বশক্তিঃ সমধিবেতি ভাবঃ। ইত্থমেবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—যচ্ছক্তি নাম যৎ তস্য তস্মিন্নেব চ বস্তুনি সাধকং পুরুষব্যাঘ্র সৌম্যক্রূরেষু বস্তুষিতি। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণেনাম্নো মাহাত্ম্যং নিগদেনৈব শ্রূয়তে প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবদুক্তৌ—নাম্নাং মুখ্যতমং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি। তদেবং গতিসামান্যেন নামমহিমদ্বারা তন্মহিমাতিশয়ঃ সাধিতঃ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ)।

'রাম'নাম—তারক, 'কৃষ্ণ'নাম—পারক

মুক্তিদাতৃত্ব-হেতু রাম-নামের 'তারক' সংজ্ঞা এবং প্রেমদাতৃত্ব-হেতু কৃষ্ণ-নামের 'পারক' সংজ্ঞা। 'তারক' হইতে মুক্তি এবং 'পারক' হইতে প্রেমভক্তি-লাভ হয়। রাম-নামে মোচকতা-শক্তি অধিক, আর কৃষ্ণনামে মোক্ষসুখ-তিরস্কারি-প্রেমানন্দ-দাতৃত্ব-শক্তি সমধিক। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—যে পুরুষব্যাঘ্র, কেহ শান্ত হউন, আর খলই হউন,

শ্রীভগবানের নামের শক্তি নিজশক্ত্যনুরূপ ফলদান করিয়া থাকেন। যে নামে প্রেমদানশক্তি প্রচুর, সেই নাম আশ্রিত ব্যক্তির অপরাধ বিদূরিত করিয়া প্রেম দান করিয়া থাকেন, আর যে নামে মোচকতা-শক্তি প্রচুর, সেই নাম মুক্তিমাত্র প্রদান করেন। কিন্তু মোক্ষ-প্রেমের ন্যায় সাধ্য ফল নহে, আরোগ্য বা রোগরূপ দুঃখের অভাব-মাত্রই সুখ নহে। রোগ-নির্ম্মুক্তির পর স্বাস্থ্যবানের ন্যায় আহার-বিহারাদি ক্রিয়াই সুখ-সাধক। আর শ্রীকৃষ্ণের নামাভাসেই অনায়াসে মুক্তি হয়। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যের কথা সুস্পষ্ট উক্তিতে শুনা যায়। প্রভাসপুরাণে শ্রীনারদ-কুশধ্বজ-সংবাদে শ্রীভগবানের উক্তি,—'হে পরন্তপ, নামসকলের মধ্যে 'কৃষ্ণ' নামটী আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম।'

গতিসামান্যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যাধিক্য হইতে গতিসামান্যে অর্থাৎ নামের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপত্তির ন্যায় স্বরূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপত্তি—এই সমানগতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা সাধিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রভৃতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত ভজন-পথ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন গ্রহণ করাই জীবমাত্রের কর্ত্তব্য।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

[শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তন-দ্বারা মানুষের অনর্থরূপ ময়লাযুক্ত চিত্তরূপ আয়নাখানির মলিনতা পরিস্কৃত হয়; নামকীর্ত্তন সংসারের আগুনের জ্বালা নিভিয়ে দেন; শ্রীনাম-প্রভু ভাবরূপী জ্যোৎস্না বিতরণ ক'রে যাবতীয় কল্যাণ-রূপ কুমুদসকলকে প্রস্ফুটিত করেন; বিদ্যাবধূরূপ ভক্তিদেবীর প্রাণই—**শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন**; শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তনে আনন্দরূপসাগর বৃদ্ধি পেতে থাকে; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রতি পদে পদে প্রেমের আস্বাদ পাওয়া যায়; শ্রীকৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তন সমস্ত জীবের নির্ম্মলতা ও স্নিগ্ধতা দান ক'রে সেবামৃতসাগরে জীবকে ডুবিয়ে রাখেন, এই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।]

আশা

মিথ্যা আশায় গেল কাল ফুরাইয়া !
মায়া-অন্ধ অবিরাম অলিক স্বপন-সম,
হিসাবের দিন গেল লুকাইয়া ॥
বাল্যের ক্রীড়া-কৌতুক উঠে নবীন আলোক,
মুছে যায় আশার প্রভাবে।
কত যে যতন করি এড়াইল কত অরি,
মায়া-পিশাচীর দুর্দ্দান্ত স্বভাবে ॥
কৌমার যৌবন এল, কত আশা মনে হল,
কিন্তু ক্রমে পত্রবৎ ঝরি যায়।
জড়বিদ্যা অর্থ আসে মহা দুঃখ মাঝে ভাসে,
তবু রতি নাহি গোবিন্দ-সেবায় ॥
মিথ্যা মোহে আশা করি, অস্তাচলে গেল রবি,
জীবন-প্রদীপ হ'ল অবসান।
মানুষ অনিত্য-আশে, নিত্যধন সদা নাশে,
না হইল শ্রীগোবিন্দ-সেবন ॥
আশা-বশে বীর জোয়ান, হল যুদ্ধে আগুয়ান,
হারায় অকালে অমূল্য প্রাণ।
অনিত্য মোহ-বশে জীব বদ্ধ কর্ম্ম-পাশে,
দৈব-মায়ার অটুট বন্ধন ॥
মৃত্যু-শয্যায় শায়িত জন, ভাবে অলিক স্বপন,
পড়িয়া মায়ার ফাঁপরে।
কাতর হইয়া তায়, করে কত ধন ব্যয়,
বাঁচিতে এ অবনী মাঝারে ॥
আশার যে শেষ নাই, সদা দুঃখ দেয় তাই,
জীবের কর্ম্মবদ্ধ জীবনে।
আশার সম্পূর্ণ শান্তি— কর কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি,
হইবে লভ্য নিত্য পরম সুখ ॥

—শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীবেঙ্কট ভট্টকে কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ পরতমত্ব সম্পর্কে শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত জানাইয়া স্বমতে আনয়ন।

মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্র দর্শনে আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ-জীউর উপাসক রামানুজীয় বৈষ্ণব শ্রীবেঙ্কটভট্টের অনুরোধ-ক্রমে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপন করেন। এই সময় বেঙ্কটভট্টের পুত্র তথা ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামিপাদ বাল্য বয়সে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। বেঙ্কট-ভট্ট তাঁহার উক্ত বালক পুত্রকে মহাপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু বৈষ্ণব-পিতামাতার আমরণ পর্য্যন্ত সেবা করিতে থাকেন। কালক্রমে গোপাল ভট্টের পিতামাতা পরলোক গমন করিলে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন।

মহাপ্রভু বেঙ্কটভট্টের আলয়ে থাকাকালে কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গে ভট্টের উপাস্যদেব শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউ অপেক্ষা কৃষ্ণের পরতমত্ব স্থাপন করেন। মহাপ্রভু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত উল্লেখপূর্ব্বক ভট্টকে জানাইলেন যে, নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের মধ্যে তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও রসের উৎকর্ষ-নিবন্ধন কৃষ্ণ-রূপেই রসতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যপূর্ণতা বিদ্যমান। শ্রুতিগণ গোপীর আরাধনা করিয়া কৃষ্ণের রাসে সঙ্গী হইয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যে আকৃষ্টা হইয়া রাস-লীলার সঙ্গিনী হইবার ইচ্ছা থাকিলেও গোপীকা-অনুগা হইয়া ভজন না করায় কৃষ্ণের রাসে স্থানলাভে বঞ্চিতা হইয়াছেন। এইভাবে মহাপ্রভু উপদেশছলে রাগমার্গ-ভজনের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করিলেন।

"গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলে নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে।"—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভুর উক্ত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শ্রবণে বেঙ্কটভট্ট আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ভট্ট এতকাল ধরিয়া শ্রীনারায়ণ-ভজন শ্রেষ্ঠ জানিয়া শ্রীনারায়ণকে স্বয়ং ভগবান্ জ্ঞান করিয়া আসিলেও এক্ষণে তদপেক্ষা কৃষ্ণ-ভজনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিলেন। মহাপ্রভু ভট্টের গর্ব্ব খণ্ডন করিবার জন্য আরও কহিলেন,—'ভগবান্ কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ হওয়ায় কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মী-আদিরও মন হরণ করিয়া থাকেন। তদুপরি নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের

অসাধারণ গুণ থাকায় লক্ষ্মীদেবীর কৃষ্ণের প্রতি অনুক্ষণ আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। কিন্তু গোপীগণ কৃষ্ণ-প্রেয়সী বিধায় নারায়ণের চতুর্ভুজরূপ গোপীদের মন হরণ করিতে সমর্থ নহেন।' মহাপ্রভু এবম্বিধ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিবার পর ভট্টের মনে সন্তোষ বিধানার্থ পুনরায় জানাইলেন,—'ভগবান্ অচ্যুত ধ্যান-ভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণ ও নারায়ণ যেরূপ একই স্বরূপ, তদ্রূপ গোপী ও লক্ষ্মীদেবীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। লক্ষ্মীদেবীই গোপীদ্বারে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে অপরাধ হয়।' তখন ভট্ট সানুনয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—

"ভট্ট কহে, কাঁহা মুঞি জীব পামর।
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছু নাহি জানি।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি' মানি॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মীনারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দর্শন॥
কৃপা করি' কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণ-ভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে প্রভু মোরে কৃপা করি'॥"—(চৈঃ চঃ)

অনন্তর ভট্ট অশ্রুপূর্ণ নয়নে মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলে মহাপ্রভু ভট্টকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া দক্ষিণদিকে রওনা হইলেন।

মাদুরায় রামদাসবিপ্র সীতাহরণ-প্রসঙ্গ শুনিয়া ব্যথিত হইলে ভগবানের স্বরূপশক্তি সীতাদেবীর মহিমা বর্ণনাপূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান

মহাপ্রভু ক্রমে ঋষভ পর্ব্বতে আসিয়া পরমানন্দপুরী গোস্বামীর নিকট তিন দিবস কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া পুরী গোস্বামীর সহিত নীলাচলে একত্রে থাকিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। পুরী গোস্বামী নীলাচল অভিমুখে গমন করিলে মহাপ্রভু সেতুবন্ধ হইয়া শ্রীশৈল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় শিব-দুর্গা আসিয়া ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনন্তর কামকোষ্ঠী হইয়া দক্ষিণ মথুরায় বা মাদুরায় পৌঁছিলে রামভক্ত এক ব্রাহ্মণের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণ দুঃখিত অন্তঃকরণে মহাপ্রভুকে জানাইলেন,—'জগন্মাতা

মহালক্ষ্মী সীতাদেবীকে রাক্ষসরাজ রাবণ স্পর্শ করিয়াছে শুনিয়া দুঃখে এই দেহ-প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে, মনে বড় অশান্তি পাইতেছি।' মহাপ্রভু তদুত্তরে সেই বিপ্রকে কহিলেন,—

"ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥"—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভুর উল্লিখিত বচনে সেই বিপ্র আশ্বস্ত হইলেন। মহাপ্রভু তথা হইতে কামেশ্বর আসিয়া এক ব্রাহ্মণ-সভায় কূর্ম্মপুরাণে মায়া-সীতার উক্তরূপ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তাহা সংগ্রহপূর্ব্বক মাদুরার রামদাস বিপ্রকে আনিয়া দেন এবং নিজ পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তের যথার্থ্যতা প্রতিপাদন করেন। কূর্ম্মপুরাণান্তর্গত মায়া-সীতা হরণ সম্পর্কীয় শ্লোকের বর্ণনায় জানা যায়,—

"সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥"

অর্থাৎ, "সীতা কর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া বহ্নি একটি ছায়া-সীতা উৎপাদন করেন। দশস্কন্ধ রাবণ তাঁহাকেই হরণ করিয়াছিল। মূল-সীতা অগ্নিপুরে প্রস্থান করিলেন। পরীক্ষা-সময়ে (রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন) ছায়া-সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, অগ্নিদেব মূল-সীতাকে আনিয়া শ্রীরামের নিকট দিলেন।"

এমতাবস্থায় মায়াবদ্ধ রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ সম্ভব হইতে পারে না। ভগবানের স্বরূপশক্তি সীতাদেবীর ছায়া মায়া-সীতা মাত্র রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিল। ঈশ্বর রামচন্দ্রের প্রেয়সী সীতাদেবী

যদিও রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হন নাই, তথাপি সীতার প্রতি ভোগবুদ্ধি-জনিত মহা-অপরাধ হেতু রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর মহাপ্রভুর কৃপায় রামদাস বিপ্রের হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইল এবং বিপ্র তখন মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ রঘুনন্দন জানিয়া প্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হইলে মহাপ্রভু সেই বিপ্রকে কৃপাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন।

মল্লারদেশে ভট্টথারিদের কবল হইতে পর্য্যটন-লীলায় সঙ্গী বিপ্র কালা কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার

অনন্তর মহাপ্রভু চিড়য়তালা-তীর্থ, তিলকাঞ্চী, গজেন্দ্র-মোক্ষণ-তীর্থ, কন্যা-কুমারী প্রভৃতি স্থান দর্শনপূর্ব্বক ক্রমে মল্লারদেশে উপস্থিত হইলেন। এই মল্লারদেশে 'ভট্টথারি' নামে এক সম্প্রদায় মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে উক্ত স্থানীয় নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের পুরোহিত-রূপে সন্ন্যাসীর বেশে বসবাস করিয়া থাকে। এই ভট্টথারিগণ প্রতারণা ও বশীকরণ প্রভাবে স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া সেই স্ত্রীলোক দ্বারা অপর পুরুষকে আকৃষ্ট করাইয়া নিজেদের দলে আনয়ন করে। নীলাচল হইতে সরল ব্রাহ্মণ কালা কৃষ্ণদাস বরাবর মহাপ্রভুর পরমৌদার্য্যময়ী লীলা-সকল দেখিতে দেখিতে সঙ্গী-সেবকরূপে তাঁহার জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহনপূর্ব্বক এই মল্লারদেশে আসিলেন। ভট্টথারিগণ এই কালা কৃষ্ণদাসকে নবাগত সরল ব্রাহ্মণ দেখিয়া স্ত্রী-ধন দেখাইয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিল। কৃষ্ণদাস দুর্ব্বুদ্ধিবশে স্ত্রীধন প্রাপ্তির লোভে মহাপ্রভুর সেবা ভুলিয়া গিয়া ভট্টথারি-দের গৃহে তথা শিবিরে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকের প্রলোভনে আর্য্য সরল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসের বুদ্ধি নাশ হইল। মহাপ্রভু সত্বর কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারিদের কবল হইতে উদ্ধারের জন্য ভট্টথারিদের গৃহে গমন করিয়া কহিলেন,—'তোমরা আমার ব্রাহ্মণকে কিজন্য আটক রাখিয়াছ ? তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী ; অতএব আমাকে দুঃখ দেওয়া তোমাদের অন্যায় হইতেছে।' মহাপ্রভুর ঐরূপ বাক্য শ্রবণে ভট্টথারিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অস্ত্র লইয়া মহাপ্রভুকে আক্রমণ করিল। কিন্তু প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তিতে ভট্টথারিগণ নিজেদের অস্ত্রে নিজেরাই আঘাত পাইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পলায়ন করিল। মহাপ্রভু তখন নিজ সেবক কৃষ্ণদাস বিপ্রের কেশ ধরিয়া টানিতে টানিতে সে-স্থান হইতে বাহির করিয়া নিজ স্থানে আনয়ন করিলেন।

দুর্দ্দৈববশে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত কৃষ্ণদাসকে ভট্টথারিদের কবল হইতে কেশাকর্ষণ-পূর্ব্বক মহাপ্রভু উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণদাসের ঐরূপ যোষিৎ-দর্শন বা *যোষিৎ-সঙ্গ-স্পৃহা মহাপ্রভু বিন্দুমাত্র অনুমোদন করেন নাই।* পরে মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সার্ব্বভৌমের নিকট কৃষ্ণদাসের স্ত্রী সঙ্গে প্রলোভিত হইবার ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিয়াছিলেন,—

ভট্টথারি-কাছে গেলা আমারে ছাড়িঞা।
ভট্টথারি হৈতে ইঁহার আনিলু উদ্ধারিয়া॥
এবে আমি ইঁহা আনি' করিলাঙ বিদায়।
যাঁহা ইচ্ছা যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায়॥—(চৈঃ চঃ)

প্রভুর মুখে অনুরূপ কথা শ্রবণে কৃষ্ণদাস ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। ইহাতে কৃষ্ণদাসের প্রতি মহাপ্রভুর বর্জ্জন-লীলাই প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশ্য নিত্যানন্দপ্রভুর নিবেদনে মহাপ্রভু উক্ত কৃষ্ণদাসকে সাক্ষাৎ সেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া গৌড়দেশে প্রেরণের অনুমতি দেন। তটস্থাশক্তি জীব স্বরূপগঠনে অচিৎচেতন হইলেও স্বতন্ত্র স্বভাববশতঃ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ক্রমে মায়াবশযোগ্য হওয়ায় এস্থলে কৃষ্ণদাস ভগবৎসেবা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ভট্টথারিদের স্ত্রীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়াছিল। কালা কৃষ্ণদাসের এইরূপ ভগবৎ-সেবার অভিনয় মহাপ্রভু জানিতে পারিয়া কৃষ্ণদাসকে সাক্ষাৎ সেবাধিকার হইতে দূরে রাখিবার লীলা প্রকাশ করিয়া অসদ্ অভিসন্ধি-পরায়ণ বৈষ্ণবদিগকে সাবধান করিয়াছেন।

উড়ুপীতে তত্ত্ববাদিগণের কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারখণ্ডন

ক্রমে মহাপ্রভু পয়স্বিনী-তীরে আদিকেশব মন্দির দর্শনান্তে ব্রহ্মসংহিতা সংগ্রহপূর্ব্বক সিংহারিমঠ, মৎস্যতীর্থ প্রভৃতি স্থান হইয়া উড়ুপীতে মধ্বাচার্য্য-স্থাপিত 'গোপালকৃষ্ণ' দেখিয়া প্রেমোন্মাদে নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। তথাকার তত্ত্ববাদিগণ প্রথমে মহাপ্রভুকে মায়াবাদী-জ্ঞানে সম্ভাষণ না করিলেও পরে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বৈষ্ণব-জ্ঞানে যথোচিত ব্যবহার করিলেন। কিন্তু সেই তত্ত্ববাদিগণের মনে মনে বৈষ্ণবতার গর্ব্ব ছিল। সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া তত্ত্ববাদিগণের গর্ব্ব খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে তত্ত্ববাদী-আচার্য্যের সহিত শাস্ত্র-সংলাপ আরম্ভ করিলেন। সাধ্য-সাধন সম্পর্কে তত্ত্ববাদী-আচার্য্য মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, 'কৃষ্ণে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সমর্পণই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চবিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমনই সাধ্য শ্রেষ্ঠ।' মহাপ্রভু তদুত্তরে কহিলেন,—

"প্রভু কহে,—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-প্রেম-সেবা ফলের পরম সাধন॥
শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের-সীমা॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম॥
মুক্তি কর্ম্ম—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন'॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন।
না কহিলা তেঞি সাধ্য-সাধন-লক্ষণ॥"—(চৈঃ চঃ)

তখন তত্ত্ববাদী-আচার্য্য অন্তরে লজ্জিত হইলেন এবং মহাপ্রভুর বৈষ্ণবতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—'প্রভু, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে স্বীকৃত ও সত্য। তথাপি আমরা মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় সম্বন্ধে আচরণ করি।' প্রভু পুনরায় জানাইলেন,—"কর্ম্মী ও জ্ঞানী—দুই ভক্তিহীন। তথাপি আপনার সম্প্রদায়ে সেই দুই ভক্তিহীনের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছে। তবে একমাত্র ঈশ্বরে সত্য বিগ্রহ করিয়া নিশ্চয়রূপে আপনার সম্প্রদায় মান্য করিয়া থাকে।"

প্রভুর উপরোক্ত বাণী শ্রবণে সেই তত্ত্ববাদী আচার্য্য বুঝিলেন যে, 'তত্ত্ববাদীগণের বিচার ভক্তজন-গ্রাহ্য নহে। কৃষ্ণভক্তগণের নিকট নির্ব্বাণ মুক্তিও তুচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবলক্ষণাভক্তিই অভিধেয় বা পরম সাধন, এবং কৃষ্ণ-প্রেমই প্রয়োজন বা পরমসাধ্য।' এইভাবে তত্ত্ববাদী-আচার্য্যের গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

এই প্রসঙ্গে জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের উক্তি স্মরণীয়;—"তত্ত্ববাদী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র ভক্তসম্প্রদায় মনে করেন, বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ মূলবস্তু; কৃষ্ণ সেই বস্তুর অবতার, নিমিত্ত উপলক্ষ্য করিয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করেন; প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। বৈকুণ্ঠনাথ অপেক্ষা কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্যের উৎকর্ষ আছে; তাহা তত্ত্ববাদিগণেরও ধারণাতীত রাজ্যে অবস্থিত। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

ছয় গোস্বামী

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭ পৃষ্ঠার পর)

"তত্ত্বজ্ঞম্ অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগাত্বাৎ, অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্ অন্যথা বোধ-সঞ্চারাযোগাৎ, পরমশান্তম্, ভক্তিযোগাশ্রয়ম্, সদা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিপরম্ শ্রীবৈষ্ণববরং,—(১।২৭) অর্থাৎ "সদ্‌গুরু তত্ত্ববিৎ হইবেন, নতুবা তিনি শিষ্যের নিরসন করিতে সমর্থ হইতে পারেন না; সদ্‌গুরু অধোক্ষজ ভগবত্তত্ত্বোপলব্ধিতে নিষ্ণাত হইবেন, নতুবা তিনি শিষ্যের হৃদয়ে ভগবদ্ভাব সঞ্চার করিতে অনুপযুক্ত; সদ্‌গুরু নিষ্কাম, শান্ত অর্থাৎ মোক্ষাতীত ভক্তিযোগ-আশ্রয়কারী এবং নিরন্তর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিপর মহাভাগবত হইবেন;" "শিষ্যতঃ সকাশাৎ পরিচর্য্যাদিলিপ্সুর্যঃ স গুরুর্ন ভবতি, তর্হি কিমর্থং গুরুঃ? পরমদয়ালুতয়া লোকহিতার্থমেব (১।৩৫)"—অর্থাৎ "যিনি শিষ্যের নিকট হইতে কোনও প্রকার সেবা বা অর্থাদি ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও 'গুরু'-পদবাচ্য নহেন; তবে প্রশ্ন হইতে পারে, গুরুর আবশ্যকতা কি? শ্রীগুরুদেব পরমদয়ালু, কৃপাসিন্ধু, তিনি পরদুঃখ-দুঃখী, তাই, জীবের আত্মার মঙ্গলের জন্যই 'গুরু'পদ স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য নহে;" "(দীক্ষাবিধানেন) নৃণাং সর্ব্বেষামেব বিপ্রতা (জায়তে)—(২।৭)" অর্থাৎ "সদ্‌গুরুর নিকট বৈষ্ণবী-দীক্ষাপ্রভাবে মনুষ্যমাত্রেরই বিপ্রত্ব সাধিত হয়"—এই সকল বাক্যদ্বারা ব্যবসায়ী, কৌলিক, লৌকিক, বিষয়াসক্ত, অর্থলোলুপ, নিরন্তর ভগবৎ-সেবা-ব্যতীত ইতর কার্য্যে ব্যস্ত গুরুব্রুবগণকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ করাই কি গোস্বামি-মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু—"শূদ্রেষ্বন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে, শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি॥ * * ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥—* * বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতিজাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠম্। (৫।২২৫)" —অর্থাৎ "শূদ্র এমন কি অন্ত্যজকুলেও যদি কোনও বৈষ্ণব আবির্ভূত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কখনই শূদ্রাদি বা তত্তজ্জাতিত্বে আরোপিত করা হইবে না; শূদ্র, ব্যাধ অথবা কুক্কুরভোজী চণ্ডালকুলেও যদি ভগবদ্ভক্ত হন, তাঁহাদিগকে যে ব্যক্তি তত্তজ্জাতিসামান্যে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে শূদ্র, নিষাদ

অথবা চণ্ডাল বলিয়া মনে করেন, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে গমন করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভগবানের দাস—ভাগবত, আর যাঁহারা ভগবানের ভক্তিহীন, তাঁহারা যে কোন কুলে জন্ম-গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহারাই শূদ্র। বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ এই উভয়ের মধ্যে নীচ জাত্যুৎপন্ন হইলেও বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ"—এই সকল বাক্য দ্বারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের পদাবলেহনপূর্ব্বক বৈষ্ণবের অবমাননাকেই কি গোস্বামি-মত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন? কোন কোন কপট ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, "আমরা হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, কিন্তু যাঁহারা সবে মাত্র (?) ভগবদ্ভজনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই সকল কনিষ্ঠাধিকারি-ব্যক্তিগণের প্রতি জাতিবুদ্ধি করিতে কোন আপত্তি নাই"! শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কি এই স্থানে মহাভাগবতের বিচার-প্রসঙ্গে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, অথবা কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চন-মার্গীয় ব্যক্তিগণের কথা বলিতে গিয়া এই সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন? কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-দাস মিছা ভক্ত-সম্প্রদায় আচার্য্য শ্রীসনাতন গোস্বামীর সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বিচার করুন।

শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু কি সমগ্র হরিভক্তি-বিলাসের কোনও স্থলে বা অন্য কোনও স্থানে মন্ত্রব্যবসায়, শিষ্যব্যবসায়, অযোগ্য কৌলিক ও মৌলিক অসদ্গুরু গ্রহণ, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মহাপ্রসাদে ভাতডালবুদ্ধি, প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতিকে গোস্বামি-মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তত্তক্ষণে দ্বিজাঃ॥" (৯।১৩৪)

—অর্থাৎ, "হে বিপ্রগণ, শ্রীহরির নৈবেদ্য অন্নপানাদি যে কোন বস্তুই হউক্ না কেন, তাহা গ্রহণ করিতে কোনওরূপ স্পর্শদোষগত বিচার করিবে না। শ্রীহরির নৈবেদ্য বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, তাহা নির্ব্বিকার বস্তু, যাঁহারা তাহাতে স্পর্শগত দোষবিচার আরোপ করেন, তাঁহারা অনন্ত-কালের জন্য নরকপথের পথিক হন।"—এই বাক্যদ্বারা বহির্ম্মুখ-সমাজের ভয়ে বিষ্ণু, বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদে প্রাকৃত বুদ্ধি করাকেই কি 'গোস্বামি-মত' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন? স্মৃতিপ্রবন্ধ-লিখিত এই সকল প্রয়োগ-বিধি কি কেবল গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার জন্যই গোস্বামিপাদগণ

লিখিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের কি প্রচার ও আচারের মধ্যে কিছু ব্যবধান ছিল? শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রভু কি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরোধিমত প্রচার করিয়াছেন? শ্রীল গোপাল ভট্ট প্রভু যে হরিভক্তিবিলাসের নবমবিলাসে বৈষ্ণবশ্রাদ্ধবিধি এবং কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতাবলম্বীর প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতি পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন, সেই মতের বিরুদ্ধাচরণ করাই কি 'ছয়-গোস্বামীর' মত?

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু সন্দর্ভে—'পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ'—অর্থাৎ ব্যবহারিক, কৌলিক গুরু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে'; "প্রথমং নামঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং, শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি" অর্থাৎ "প্রথমে নামতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর নিকট শুদ্ধনাম শ্রবণ করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ অনর্থনির্ম্মুক্ত হইলে, সেই নির্ম্মল অন্তঃকরণেই রূপশ্রবণদ্বারা শ্রীভগবানের অপ্রাকৃতরূপ প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়;—"নাম্নোপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ" (ক্রঃ সঃ ৭।৫।১৮)—অর্থাৎ "শ্রীনাম সর্ব্বপ্রকারে জীবের সুহৃদ হইলেও শ্রীনামের চরণে অপরাধ থাকিলে নিশ্চয় জীব অধঃপতিত হয়, নামাপরাধযুক্ত নাম শ্রীনাম নহেন, "অথ কীর্ত্তনাদিভিঃ শুদ্ধান্তঃকরণশ্চেদেতন্নির্ব্বিঘ্নমানামিত্যাহ্যুক্ত ত্বন্নাম-কীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ (ঐ)—অর্থাৎ কীর্ত্তনাদির দ্বারা যদি তোমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই পক্ষে হরিনাম কর্ত্তব্য—এই ভাগবতীয় বাক্যানুসারে নাম গ্রহণ পরিত্যাগ না করিয়া শুদ্ধহৃদয়ে অর্থাৎ আত্মার যে নিত্য ভগবল্লীলা স্ফূর্ত্তি হইবে, তাহাই স্মরণীয়; শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণ-সম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়াং অর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়েতৈব, পরদ্বারা অর্চ্চনসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ঠত্বস্যালসত্বস্য বা প্রতিপাদকম্, * * দীক্ষিতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং তদকরণে নরকপাতঃ শ্রূয়তে।"—(ঐ) শ্রীগুরুদেব দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ স্থাপন করিয়া দেন; পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষালব্ধব্যক্তিগণের দীক্ষায় অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য; তন্মধ্যে গৃহস্থের অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক; কিন্তু যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের অনুকরণে অর্চ্চনাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্মরণাদি করেন, অথবা দেবল ব্রাহ্মণাদি দ্বারা অর্চ্চন করাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অলসতা ও কর্ত্তব্য-বিমুখতারূপ প্রত্যবায় হইয়া থাকে। যে কোন কুলোদ্ভূত ব্যক্তিই হউন্

না কেন, দীক্ষিত হইয়া তিনি যদি অর্চ্চন না করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রে তাঁহার নরকপাতের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; "অর্চ্চনাধিকার নির্ণয়—এতদ্বৈ সর্ব্ববর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সম্মতম্। শ্রেয়সামুত্তমং মন্যে স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ মানদ॥ কিঞ্চ তত্ত্বসাগরে—যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৮ সংখ্যা)—অর্থাৎ "অর্চ্চনাধিকারনির্ণয়ে সর্ব্ববর্ণ ও আশ্রমস্থ স্ত্রী বা শূদ্রকুলোদ্ভূত যে কেহই হউন্ না কেন, সদ্‌গুরুর নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির ভগবদর্চ্চন কর্ত্তব্য; কেন না যেরূপ কোনও বিশেষ রসসংযোগে কাঁসাও স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানদ্বারা, মনুষ্যমাত্রেরই বিপ্রত্ব লাভ ঘটে।"—এই সকল বাক্যদ্বারা কি বর্ত্তমান মিছাভক্ত সম্প্রদায়ের প্রচলিত মূর্খলোক ঠকান ব্যাপারকেই গোস্বামী-মত বলিয়া প্রচলন করিয়াছেন? ভক্তিসন্দর্ভ ২৮৫ সংখ্যায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমহাপ্রসাদদ্বারা পিত্রাদির আত্মার তর্পণ-ক্রিয়া এবং পঞ্চোপাসনা ত্যাগপূর্ব্বক পিতাবৈকুণ্ঠসেবক দেবতাবৃন্দকে বিষ্ণুর অবশেষ মহাপ্রসাদাদি দ্বারা অর্চ্চনবিধির যে-সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত বিরোধ করিয়া পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও নির্ব্বিশেষবাদীর মতানুসরণপূর্ব্বক সমাজের আভিজাত্যশালী (?) বা ধনবান্ ব্যক্তিগণের সহিত কুটুম্বিতা করা ও অর্থপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির সুগম করিয়া লওয়াই কি 'ছয়-গোস্বামীর' মত? শিষ্যগণকে পতিতগণকে, চিরকাল পতিত রাখিয়া নিজেরা পতিতপাবনের মুখস পরিয়া মৃগচর্ম্মাবৃত হিংস্রজন্তুর ন্যায় পরবঞ্চনা করাই কি ছয়গোস্বামীর মত?

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছিলেন—

'বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।'—(চৈঃ চঃ অন্ত্য, ১৩শ) রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালন করিলেন। তিনি বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত অধ্যয়ন করিয়া যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট আগমন করিলেন, তখন মহাপ্রভু পুনরায় ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে বলিলেন—

"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে।
তাহাঁ যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্॥"

শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট—

"প্রভুর ঠাঁই আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিল আসি' রূপ সনাতনে॥
রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তা'র মন॥

*　　*　　*

গোবিন্দ চরণে কৈল আত্ম-সমর্পণ।
গোবিন্দ চরণারবিন্দ যা'র প্রাণধন॥

*　　*　　*

গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর আচরণ দ্বারা কি ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহব্রতধর্ম্ম স্বচ্ছন্দে চালাইবার জন্য ভাগবত ব্যবসায় করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করাই 'ছয় গোস্বামী'র মত? যিনি ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য ভগবত পাঠ করেন, যিনি ভাগবতের আচার্য্য ও উপদেষ্টা, তিনি নিশ্চয়ই শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর ন্যায় গোবিন্দচরণে শরণাগত হইবেন। শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দই তাঁহার একমাত্র প্রাণধন। ষড়্‌বিধা শরণাগতির স্বরূপলক্ষণ "রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ" —অর্থাৎ ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন। যাঁহার গোবিন্দ-চরণে শরণাগতি উদিত হইয়াছে, তাঁহার গোবিন্দচরণারবিন্দই একমাত্র যথাসর্ব্বস্ব; সুতরাং তিনি আর গৃহব্রত-ধর্ম্ম-যাজনের জন্য অথবা দেবসেবার ছল করিয়া ভাগবতজীবি হইতে পারেন না। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু ভাগবতে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ত' ভাগবতজীবী হইয়া দেব-সেবার ছলনাপূর্ব্বক অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারিতেন? কিন্তু তিনি ঐরূপ নামবিক্রয়কার্য্য না করিয়া—

"নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইল।
বংশী-মকর-কুণ্ডলাদি ভূষণ করি' দিল॥"

তিনি নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ভাগবতজীবী হইয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট হইতে বা শিষ্যবর্গের নিকট হইতে 'কর' আদায় করিলেন না। তাঁহার নিজ শিষ্যকে গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করাইলেন, শিষ্যের "কনকের

দ্বারে মাধবের সেবা" করাইলেন। শ্রীল ভট্টগোস্বামীর এই আচরণ দেখিয়া কোনও সুধীপুরুষ কি বর্ত্তমানে ভাগবত-ব্যবসায়ী জাতিগোস্বামিগণের আচরণকে 'ষড়্‌গোস্বামী' বা রূপানুগ-মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন ?

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ ও ব্রজ-পরিকর হইয়াও আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে অভিনয় করিয়া শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীমুখ হইতে জগজ্জীবের জন্য—

"বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্য-সিদ্ধি নহে কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥"

* * *

জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি যায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

* * *

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥

* * *

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
বিষয়ীর অন্ন হয় রাজস নিমন্ত্রণ।
দাস ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন॥

* * *

সিংহ-দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ।

এই সকল উপদেশ জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়াও কি কেহ মর্কট-বৈরাগীকুল ও বিষয়ীর অন্ন-পরিপুষ্ট ধর্ম্মব্যবসায়ীকুলের দম্ভোদর বা স্ত্রীপুত্র ভরণ-পোষণের জন্য হরিনাম, (?) ভাগবত-ব্যবসায় প্রভৃতির ছলনা, অর্থের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া "বেশ্যার আচার" গ্রহণ করাকেই 'ছয় গোস্বামী'র মত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন ?

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর উপদিষ্ট—

"অসদ্বার্ত্তাবেশ্যা বিসৃজমতিসর্ব্বস্বহরণীঃ"

হে মন, তুমি অসজ্জনের সহিত স্থিতিরূপ বেশ্যাকে পরিত্যাগ কর, উহা বুদ্ধিরূপ সর্ব্বস্বধনকে হরণ করিয়া থাকে।"

"অরে চেতঃ প্রোচ্যৎ কপটকুটিনাটীভরখর
ক্ষরন্মূত্রে স্নাত্বা দহসি কথমাত্মানমপি মাম্।"

—কৃষ্ণপাদপদ্মে অভিনিবেশ ব্যতীত যে নিবেশাতিশয্য—তাহা গর্দ্দভের স্রাবিত মূত্রস্বরূপ, কপটতা ও কুটিনাটী আশ্রয়পূর্ব্বক তুমি কেন সেই গর্দ্দভ-মূত্রে নিজকে স্নান করাইয়া দগ্ধীভূত হইতেছ?

"প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাশ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নমু মনঃ।"

—প্রতিষ্ঠাশা কুলটা-চণ্ডালরমণীসদৃশ, যাহার হৃদয়ে জড়প্রতিষ্ঠা নৃত্য করিতেছে, কিরূপে নির্ম্মল প্রেম তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিবে? শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর এই সকল প্রচারিত বাক্য শ্রবণ করিয়াও কি লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার আশায় কপটতাকুটিনাটীর আশ্রয়পূর্ব্বক বেষোপজীবী মর্কটবৈরাগী হওয়াকেই মিছাভক্তসম্প্রদায় ষড়্গোস্বামীর মত বলিয়া স্থির করিয়াছেন? কলিসহচর ভাগবতোক্ত (১।১৭।৩৮-৪১) দ্যূত (তাস, পাশা, দাবা, মন্ত্র-ব্যবসায়, ভাগবতপাঠ ব্যবসায়), পান (তামাক, গাঁজা, অহিফেন, ভাঙ, চরস, মদ্যপান প্রভৃতি), স্ত্রী (অবৈধ স্ত্রী যথা:—সেবাদাসী গ্রহণ প্রভৃতির ছল করিয়া পরস্ত্রীলাম্পট্য, বৈধ স্ত্রীতে অত্যাসক্তি), সূনা (পশু-বধ, কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিদিগকে বিপথ প্রদর্শন, লোকবঞ্চনা, আত্মবঞ্চনা), জাতরূপ (ভাগবত-ব্যবসায় ও মন্ত্রব্যবসায় প্রভৃতি দ্বারা কিম্বা দেবতা-সেবার ছল করিয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে অর্থগ্রহণ)—এই কলির স্থান-পঞ্চককে বিস্তার করিবার জন্য গৃহব্রত ধর্ম্মযাজন বা কপট পরমহংস বৈষ্ণব-বেষ ও কৌপীনাদি গ্রহণই কি ষড়্গোস্বামীর মত?

'ষড়্গোস্বামীর' সকলেই ব্রজপরিকর। তাঁহারা রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের মনোভীষ্ট প্রচারের জন্য এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত এই প্রপঞ্চে উদিত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ-পাদপদ্মে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের চরণারবিন্দে যাঁহাদের মানস-ভৃঙ্গ নিত্যকাল সংযুক্ত রহিয়াছে, সেই সকল নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধরূপানুগ-সাধুজন ব্যতীত 'ষড়্গোস্বামীর' মহত্ত্ব বা প্রচারিত মত প্রাকৃত-অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি-গণ কখনই বুঝিতে পারিবেন না। অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনও প্রাকৃতচিন্তার ভোগ্যবস্তু হয় না। 'ষড়্গোস্বামীর' এক একজন "সর্ব্বগুণখনি" শ্রীমতী-বৃষভানুনন্দিনীর এক একটী মূর্ত্তিমান অপ্রাকৃত গুণ-স্বরূপ। বৃষভানুরাজ-

কুমারীই তাঁহাদের ঈশ্বরী, তাই, তাঁহারা মদনমোহন হইতেও নিজঈশ্বরী মদনমোহনমোহিনীর প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাযুক্ত। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুই এই ষড়্‌গোস্বামীর অগ্রণী; তিনি ব্রজলীলায় "শ্রীরূপমঞ্জরী"। এই শ্রীরূপই সর্ব্বশোভার আকরস্বরূপা "পরমা সুন্দরী" শ্রীমতী রাধিকার মূর্ত্তিমতী শোভারূপিণী। রূপই চিদ্বিলাসের মূল, রসোৎপাদনের মূল। সর্ব্ববিধ গুণের মধ্যে প্রথমে আত্মা অপ্রাকৃত-রূপের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। চিদ্বিলাস-রাজ্যের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলনস্বরূপ এই জগতেও আমরা তাহার সাক্ষ্য পাইয়া থাকি। চিদ্বিলাসধামে আত্মাকে সর্ব্বপ্রথমে রূপই সেবায় আকর্ষণ করেন। তাই, সেবারাজ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের শ্রীরূপের আনুগত্য আবশ্যক। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ব্রজলীলায় "লবঙ্গ-মঞ্জরী"। 'লবঙ্গ' দেবকুসুমবিশেষ; শ্রীল সনাতনপ্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সৌরভ ও হৃদয়ের কোমলতাস্বরূপ। তিনি সম্বন্ধজ্ঞানের কথা প্রচার করিয়া সর্ব্বজীবকে শ্রীমতীর পাদপদ্ম-সৌরভে আকৃষ্ট করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে 'পরদুঃখদুঃখী' বলিয়াছেন। জীবাত্মাকে রাধা-গোবিন্দের-পাদপদ্মে আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় বড়ই দয়ার্দ্র। শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান 'গুণ'স্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান 'অনুরাগ'-স্বরূপ। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমতী 'রতি'-স্বরূপ আর শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মূর্ত্তিমান 'বিলাস'স্বরূপ। শ্রীজীবই জগতে চিন্মাত্র-বাদের সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করিয়া চিদ্বিলাসের সৌন্দর্য্য জগতে প্রচার করিয়াছেন। জীব, শ্রীজীবের অনুগত হইলেই চিদ্বিলাস রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু এই 'ষড়্‌গোস্বামী'র অনুগত। তিনি ব্রজ-লীলায় 'কস্তুরী-মঞ্জরী'। তিনি রাধাগোবিন্দের সেবাসৌগন্ধে মুগ্ধ হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিয়াছেন। এই কবিরাজ গোস্বামীর অনুগত ঠাকুর নরোত্তম। শ্রীনরোত্তমের অনুগত রসিক-চূড়ামণি শ্রীল বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের অনুগত শ্রীবলদেব ও শ্রীজগন্নাথ। জগন্নাথের অনুগত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও মহাভাগবতবর পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর। গৌর-কিশোরের অনুগত শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গুরুগোস্বামী। শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস বা শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত আচার্য্যসিংহকুলতিলক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

গোস্বামী মহারাজ। —এইরূপ ভাবে রূপানুগ বা 'ষড়্‌গোস্বামীর' মত নির্ম্মল সেবাপর আত্মায় সঞ্চারিত হইয়া শ্রৌত-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেস্থানে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ ভগবদ্ভক্তি-স্রোতকে আত্মার নির্ম্মলবৃত্তির মধ্য দিয়া সঞ্চারিত করিবার পরিবর্ত্তে শুক্রশোণিতের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, সেই স্থানে ষড়্‌গোস্বামী মতের ব্যভিচার হইবেই হইবে। কারণ অপ্রাকৃত বস্তু কখনও প্রাকৃত রক্তমাংস-শোণিতের ভিতরে সঞ্চারিত হইতে পারে না। একটী সেবাপর নির্ম্মলাত্মা, যখন অপর একটী সেবোন্মুখী নির্ম্মলাত্মায় সেই অপ্রতিহতা অহৈতুকী সহজনির্ম্মল সেবাবৃত্তিটী সঞ্চারিত করিয়া দেন, তখনই শ্রৌত-ধারায় বাস্তবসত্যটী জগতে প্রকাশিত হইতে পারে। আর যখন কোনও শৌক্রবংশ-ধারায় কোনও শুদ্ধমত প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা শুদ্ধ মত নহে। তাহা মনোধর্ম্ম। কারণ আত্মার চেতনের বৃত্তি অর্থাৎ শুদ্ধসেবাপ্রবৃত্তি অন্যাভিলাষ জ্ঞানকর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত আত্মব্যতীত অন্য জড় বস্তুতে বা চিদাভাসে সঞ্চারিত হইতে পারে না। চিদাভাসে যাহা আত্মার বৃত্তি বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা বিবর্ত্ত মাত্র, অসত্য বস্তুতে সত্য ভ্রম। উহা মনোধর্ম্ম। সুতরাং এইরূপ শ্রৌতপারম্পর্য্যে আত্মবৃত্তির মধ্য দিয়াই জগতে রূপানুগধারা প্রবাহিত হইয়াছে।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

পরম পূজ্যপাদ শ্রীল 'শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা'-সম্পাদক মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটীর শাস্ত্র-সম্মত উত্তর-দানে উপকৃত করিতে প্রার্থনা।　　*　　*　　*

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র সোম

প্রশ্ন

১। অনেক বৈষ্ণব-নামধারী ব্যক্তি, এমন কি, তথাকথিত গোস্বামি-সন্তানগণও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মতিথিতে উপবাস করেন না, অথচ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীতে উপবাসাদি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ-জন্ম-তিথি ফাল্গুনীপূর্ণিমায় উপবাসের বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গোস্বামি-গ্রন্থে বিহিত নহে। প্রকৃত বিষয়টী কৃপাপূর্ব্বক লিখিয়া জানাইবেন।

২। বৈষ্ণবগণ শিবপূজা করিবেন কি না? মহাদেব যদি বৈষ্ণব হন, আর বৈষ্ণব-পূজা যদি বিষ্ণু-পূজা অপেক্ষাও বড় হয়, তবে কেবল শিবোপাসকগণের অধিক মাহাত্ম্য স্বীকৃত হইবেন না কেন? কারণ,—

কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্র কৈল দঢ়॥
সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়োক্ত তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

উত্তর

১। এতৎ সম্বন্ধে মহানুভবগণের প্রাচীন উক্তি এইরূপ,—

ছন্নাবতারস্য তস্যৈব জন্মদিনে হ্যুপবাসাদিকানাং তত্রৈব ছন্নতয়া বিহিতত্বাৎ। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীভগবদ্জন্মদিনমাত্রে হ্যুপবাসাদিকং বিহিতং তত্রৈবোপবাসদিননির্ণয়-প্রকরণে তু—"একাদশী তথা ষষ্ঠী পৌর্ণমাসী তথাষ্টমী। তৃতীয়া চ চতুর্থী চ অমাবস্যা চতুর্দ্দশী। উপোষ্যা পরসংযুক্তা নোপোষ্যা পূর্ব্বসংযুতা॥" ইতিশারদাতিলকবচনেন তদ্দিনে উপবাসো নির্ণীতঃ। সদাচারসিদ্ধত্বাদস্য ব্রতস্য প্রামাণ্যে ন সন্দেহঃ। অত্র যে কেচিৎ প্রতিকূলতামাচরন্তি তেষাং প্রকারান্তরতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নত্বারোপাদ্-বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারেণাসুরত্বমলমিতি।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে স্পষ্টভাবে আদেশ রহিয়াছে যে, শ্রীভগবদ্জন্মদিনে বা জয়ন্তীমাত্রেই অবশ্য উপবাস করিবে। শ্রীগোস্বামিগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে স্বয়ংরূপ ভগবান্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীতে যেরূপ উপবাসাদি ব্রত পালন করিতে হইবে, শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমায়ও সেইরূপই উপবাসাদি নিয়ম পরিপালিত হইবে। তবে শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার যে স্পষ্টভাবে তাহা উল্লেখ করেন নাই, তাহার কারণ, শ্রীগৌরাবতার—'ছন্নঃ কলৌ'। কিন্তু শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন,—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনীপূর্ণিমা।
ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা॥ (চৈঃ ভাঃ)

ব্রহ্মাদি দেবতাগণও শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথি-উপবাসাদি ব্রত-বিধির দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। যাহারা ইহার প্রতিকূলাচরণ করে, তাহারা বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে অদৈবগণে গণিত হয়।

শ্রীগৌরাবতার 'ছন্ন' বলিয়া তাঁহার জন্মতিথি-পালনাদিব্রত যে ছন্ন-ভাবে গোপনে করিতে হইবে, তাহা নহে।

স্বয়ং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু একদিন নীলাচলে সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ)

শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি' গাই আজি শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজ আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্য গোসাঞি॥
যে প্রভু করিল সর্ব্ব জগত উদ্ধার।
আমা সবা লাগি' যে গৌরাঙ্গ অবতার॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁ'র প্রসাদে পূজিত।
সঙ্কীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত॥
নাচি আমি তোমরা চৈতন্য-যশ গাও।
সিংহ হই' গাহি, পাছে মনে ভয় পাও॥
প্রভু সে আপনা লুকায়েন নিরন্তর।
ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন সবার এই ভয়॥
তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
নাচেন অদ্বৈত-সিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্যমঙ্গল॥
নব অবতারের শুনিয়া নাম-যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি'।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি॥
শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণাসাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥

অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥

যখন লোকশিক্ষক মহাপ্রভু প্রেম-তিরস্কার-পূর্ব্বক বলিলেন,—

ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে তা' বুঝাহ এখন॥

তখন মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলিতে লাগিলেন,—

হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে?
সেই মত অসম্ভব তোমা লুকাইতে॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তবু তুমি লুকাইতে নার কদাচিত॥
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে।
লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি তাঁরে?
হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মল যশে পূরিল দিগন্ত॥
আ-ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে॥

এমন সময়,—

সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি' আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চট্টগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন॥

* * *

লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে।
যা'রে অনুগ্রহ কর, জানে সেই জনে॥

* * *

নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সবে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বলয়ে কৃষ্ণ সে অভাগিয়া॥

শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
কৌস্তুভভূষণ আর গরুড়বাহন॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময়॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে।
এই কহে বেদে, শাস্ত্রে, সকল বৈষ্ণবে॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥

কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন,—শ্রীকৃষ্ণই যখন শ্রীচৈতন্য, তখন শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী পালন করিলেই ত' শ্রীচৈতন্য-জন্মতিথি পালিত হয়, পৃথক্‌ভাবে শ্রীচৈতন্য-জন্মদিবসে উপবাসাদির আবশ্যকতা কি? এরূপ বিচার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দরের ভেদবাদী দুষ্টবুদ্ধিগণের দুষ্ট হৃদয়ের অভিব্যক্তি। ইহারা কপটতা-পূর্ব্বক 'শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর'—এইরূপ উক্তি করিলেও ইহাদের কার্য্য ইহাদের হৃদয়ের কপটতার সাক্ষ্য দেয়। শ্রীকৃষ্ণই ঔদার্য্যাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, অথবা শ্রীগৌরসুন্দরই মাধুর্য্যাবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইলেও যাঁহারা লীলাবৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা ও শ্রীগৌর-জন্ম-লীলা-বৈশিষ্ট্যের নিশ্চয়ই আরাধনা করিবেন। কপটতা-পূর্ব্বক এক লীলা-বৈশিষ্ট্য লোক-দেখান-মুখে স্বীকার করিয়া অপর অবতারের লীলাকে কার্য্যক্ষেত্রে অস্বীকার করিলে তাহাতে মায়াবাদ, পাষণ্ডতা প্রভৃতি দোষ উপস্থিত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের মাধুর্য্যময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য স্বীকার করিয়া কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্যস্বরূপ শ্রীগৌর-সুন্দরের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্যের অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরসুন্দর—উভয়ের বিরোধী অদৈব ব্যক্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চার পূজা যেরূপ জগতে প্রচারিত, শ্রীগৌরার্চ্চার আরাধনাও তেমনি জগতে প্রচারিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পূজা ব্যতীত কেহই শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় অনর্থ-নির্ম্মুক্ত-যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-তিথি আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথি আরাধনার প্রকৃত যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীগৌরজন্মতিথিতে ভোগবিলাস বা হোলি খেলায় প্রমত্ত থাকিয়া উপবাসাদি পরিত্যাগে যে বাউল প্রাকৃতসহজিয়া বা স্মার্ত্তগিরির আবাহন করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভক্তিপ্রতিকূলাচরণ বা কৃষ্ণবিদ্বেষ মাত্র।

প্রত্যেকেরই উপবাসাদি ব্রতের দ্বারা শ্রীগৌরজন্ম-তিথির আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য। গোস্বামিগণের পূর্ব্বাচরিত—যাহা সিদ্ধ মহাজন ও আচার্য্যগণের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে, গোস্বামিগণ, আচার্য্যগণ, শুদ্ধভক্তগণ—সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম-তিথিতে উপবাসাদিতে ব্রত পালন করিয়াছেন। ভোগবিলাসী স্মার্ত্তপদা-বলেহী, প্রাকৃতসহজিয়া, উৎপথগামী আচার্য্যসন্তানব্রুব গোস্বামিব্রুব প্রভৃতি কোন কোন ব্যক্তিকে যদি বিরুদ্ধ আচরণ প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে উহা শ্রীগোস্বামিবর্গের মত-বিরোধী ভোগময় আচার বলিয়া পরিত্যাক্ত হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

২। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণপ্রিয়তম-বিচারে কৃষ্ণপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যে শিব-পূজা করিয়া থাকেন এবং শিবের নিকট গোব্রাহ্মণ-যজ্ঞঘাতী অসুর—দৈত্যাদির প্রাপ্য মোক্ষাদি কামনা না করিয়া একমাত্র নিরুপাধিকা কৃষ্ণপ্রীতিই প্রার্থনা করেন। কারণ শ্রীমন্মহাদেব স্বয়ং নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমের অবধূত। শ্রীশিব-প্রসাদে দশ-প্রচেতা প্রভৃতি বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা লাভ করিয়াছেন। দশ প্রচেতা যেরূপভাবে মহাদেবের পূজা করেন, সেরূপ শিব-পূজাই বিধি-সম্মত ও আদর্শ অন্য প্রকার শিব-পূজার ছলনা গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে অবৈধ ও পাষণ্ডতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহাতে ভীষণ নামাপরাধই উপস্থিত হয়; সুতরাং ঐরূপ নামাপরাধীর কোনও কালেই মঙ্গল হয় না।

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোঽপি শৈবঃ স্বয়ম্।
তথা সমতয়াথ বা বিধিহরাদিমূর্ত্তিত্রয়ম্॥
বিলোক্য ভব-বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমম্।
প্রণম্য শিরসা হি তৌ বয়মুপেন্দ্রদাস্যং শ্রিতাঃ॥
প্রহ্লাদ-ধ্রুব-রাবণানুজ-বলি-ব্যাসাম্বরিষাদয়ো-
স্তে বিষ্ণুপরায়ণা বিধিভব-প্রেষ্ঠা জগন্মঙ্গলাঃ।
যেঽন্যে রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্রক-ক্রৌঞ্চ * অহো
যদ্ভক্তা ন চ তৎপ্রিয়াঃ ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥

(ক্রমশঃ)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-প্রসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩২শ বর্ষ | ২১ শ্রীধর, বাসুদেব, ৪৯৪ গৌরাব্দ ৩২ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৮৭ ; ইং ১৭।৮।১৯৮০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাম্বুবাচ

শ্রীশ্রীবলদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীমদ্ভাগবৎসংহিতায়াং বলাগুত্তরখণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ে]

দেবাদিদেব ভগবন্ কামপাল নমোঽস্তু তে।
নমোঽনন্তায় শেষায় সাক্ষাদ্রামায় তে নমঃ ॥১॥

হে দেবাদিদেব! হে ভগবন্ কামপাল! আপনাকে নমস্কার। হে বলরাম! আপনি সাক্ষাৎ শেষ অনন্ত, আপনাকে নমস্কার ॥১॥

ধরাধরায় পূর্ণায় স্বধাম্নে সীরপাণয়ে।
সহস্রশিরসে নিত্যং নমঃ সঙ্কর্ষণায় তে ॥২॥

হে ধরাধর হলধর! আপনি স্বীয় তেজে পূর্ণ; হে সহস্র-শীর্ষ সঙ্কর্ষণ! আপনাকে নিত্য নমস্কার ॥২॥

রেবতীরমণ ত্বং বৈ বলদেবাচ্যুতাগ্রজ।
হলায়ুধ প্রলম্বঘ্ন পাহি মাং পুরুষোত্তম ॥৩॥

হে বলদেব! আপনি অচ্যুতের অগ্রজ, রেবতীর পতি, হলায়ুধ ও প্রলম্বঘ্ন; হে পুরুষোত্তম! আপনাকে নমস্কার ॥৩॥

বলায় বলভদ্রায় তালাঙ্কায় নমো নমঃ।
নীলাম্বরায় গৌরায় রৌহিণেয়ায় তে নমঃ ॥৪॥

হে বল, বলভদ্র ও তালধ্বজ! আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। হে নীলাম্বর গৌরবর্ণ রোহিণী-তনয়! আপনাকে নমস্কার ॥৪॥

ধেনুকারির্মুষ্টিকারিঃ কূটারির্ব্বল্বলান্তকঃ।
রুক্ম্যরিঃ কূপকর্ণারিঃ কুম্ভাণ্ডারিস্ত্বমেব হি ॥৫॥

আপনি ধেনুকারি, মুষ্টিকারি, কূটারি, বল্বলান্তক, রুক্মী, কূপকর্ণ ও কুম্ভাণ্ডেরও অরি আপনিই ॥৫॥

কালিন্দীভেদনোঽসি ত্বং হস্তিনাপুরকর্ষকঃ।
দ্বিবিদারির্যাদবেন্দ্রো ব্রজমণ্ডলমণ্ডনঃ ॥৬॥

আপনি কালিন্দীকে ভেদ ও হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ ও দ্বিবিধ-বানরকে বধ করিয়াছিলেন; আপনি যাদবগণের শ্রেষ্ঠ, ব্রজমণ্ডলের মণ্ডন ॥৬॥

কংসভ্রাতৃপ্রহন্তাসি তীর্থযাত্রাকর প্রভুঃ।
দুর্য্যোধনগুরুঃ সাক্ষাৎ পাহি পাহি প্রভো ত্বতঃ ॥৭॥

আপনি কংস-ভ্রাতাদিগের নিহন্তা, তীর্থযাত্রাকর, প্রভু ও সাক্ষাৎ দুর্য্যোধন-গুরু; অতএব হে প্রভো! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ॥৭॥

জয় জয়াচ্যুত দেব পরাৎপর স্বয়মনন্ত দিগন্তগতশ্রুত।
সুরমুনীন্দ্র-ফণীন্দ্রবরায় তে মুসলিনে বলিনে হলিনে নমঃ ॥৮॥

হে অচ্যুত! আপনার জয় হউক, জয় হউক; হে পরাৎপর দেব! আপনি স্বয়ং অনন্ত ও দিগন্তবিশ্রুত এবং আপনি সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ফণীন্দ্র, হলী, বলী ও মুষলী; আপনাকে নমস্কার ॥৮॥

যঃ পঠেৎ সততং স্তবনং নরঃ স তু হরেঃ পরমং পদমাব্রজেৎ।
জগতি সর্ব্ববলং ত্বরিমর্দ্দনং ভবতি তস্য ধনং স্বজনো ঘনম্ ॥৯॥

যে মানব সতত এই স্তব পাঠ করে, সে হরির পরমপদ প্রাপ্ত হয়; জগতে তাহার সর্ব্ববল-সম্পন্ন শত্রু-সংহারে সমর্থ ধন ও স্বজন লাভ হইয়া থাকে ॥৯॥

আচার্য্য-সন্তান

আচার্য্য ও আচার্য্য-সন্তানের প্রতি সম্মান

যাঁহারা অলৌকিক ভগবচ্ছক্তিসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মের সুষ্ঠু আচরণ করেন, তাঁহারা আচার্য্য আখ্যায় অভিহিত হন। ইঁহাদের আচরণ অনুগমন করিয়া যাঁহারা হরিসেবা করেন, তাঁহারা আচার্য্য-পদাশ্রিত শুদ্ধ ভক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"আমাকে আচার্য্য বলিয়া জানিবে, কোন প্রকারে আচার্য্যের অবমাননা করিবে না।" আচার্য্যকে আশ্রিতজনের যেরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য, আচার্য্যের সন্তান, বন্ধু ও আত্মীয়বর্গকে যথানুরূপ সম্মান করা কর্ত্তব্য। সামাজিক ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে গুরুপুত্রের প্রতি কিরূপ সৌজন্য ও সম্মান করা কর্ত্তব্য, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্তগণ আচার্য্যতনয়কে আচার্য্যের সদৃশ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া সম্মান করিয়া থাকেন। আচার্য্যের বংশে সম্মান প্রদর্শন করাও সকল সদাচার ও শাস্ত্রসম্মত।

আচার্য্যের পরিবার ও সন্তানে পার্থক্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান দাসদ্বয় শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীপ্রভু অদ্বৈত। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভু গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করায় তাঁহাদের শৌক্র অধস্তনগণ আচার্য্যসন্তান। আবার তাঁহাদের সেবক-পরম্পরায় তদাশ্রিত ভক্তগণও তাঁহাদের সন্তান। বঙ্গদেশে সেবক-পরম্পরা **পরিবার** নামে বিদিত এবং শৌক্র অধস্তনগণই **সন্তান** নামে পরিচিত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যবর্গের বংশ বলিতে গেলে শৌক্র সন্তান শিষ্যবর্গকে বুঝাইত।

উদাসীন বিরক্ত শিষ্যের অভাবহেতু শৌক্র-সন্তানগণ অযথা সম্মানিত

বঙ্গদেশে স্মার্ত্তের আগমনে গৃহস্থাশ্রমের প্রচুরতায় উদাসীন বিরক্ত শিষ্যধারার বিশেষ অভাব। তজ্জন্য শৌক্র অধস্তনগণ অশিক্ষিত ও গৃহস্থ-ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের উপর স্ব-স্ব প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া সত্য-ধর্ম্মের প্রভূত হানি করিয়াছেন। এমন কি সাধারণ শিষ্য-শ্রেণীস্থ অভক্ত গৃহস্থগণ আচার্য্যসন্তান বলিয়াই ব্যাকুল এবং তাঁহাদের সামাজিক প্রাকৃত সম্মানাদি প্রদানকেই হরিসেবা জ্ঞান করিয়া অনেক স্থলে হরি-বিমুখ হইয়া পড়িতেছেন। কোন স্থলে আচার্য্য-শৌক্রসন্তানগণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে যোগ্য ভক্ত প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ভক্তি-বিমুখ করাইতেছেন।

আচার্য্য-সন্তানগণের ভক্তিবিরোধিনী ক্রিয়াসমূহ ও ষড়্রিপুর দাসত্ব

আচার্য্য-শৌক্রসন্তানগণ কোথাও মূর্খতা, হরিবিমুখতা, কনক-কামিনী সংগ্রহাতিশয্য অর্থ-লোভে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ-পরায়ণতা, কথকতা, অষ্ট-প্রহরীতে নর্ত্তনভোজনচাতুরী, অর্থ ও বস্ত্রগ্রহণে মন্ত্রদানশীলতা প্রভৃতি ভক্তিবিরোধিনী ক্রিয়াসমূহের আবাহন করিয়াছেন।

শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট কালের পরেই এই সকল দুর্দ্দৈব আসিয়া জীব-জগতে বৈষ্ণব-সংসার উৎসাদিত করিয়া অধঃপাতিত করিয়াছিল। সেই সময় মহাপ্রভুর শক্তি লাভ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ প্রমুখ আচার্য্যগণ, ব্রজবাসী ৮ জন গোস্বামীর চরণানুগত্যে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন করেন।

কালক্রমে তাঁহাদিগের অধস্তনগণের সময়ে—শুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম পুনরায় আচ্ছাদিত হয়। আবার আচার্য্য-সন্তানগণের মধ্যে হরিবৈমুখ্য আসিয়া সত্যধর্ম্ম আচ্ছাদন করে এবং আচার্য্য-সন্তানদিগকে তাহাদের মূল পুরুষ হইতে নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত করে। আচার্য্য-সন্তানগণ যদি শুদ্ধপথে থাকিয়া ভক্তিধর্ম্ম যাজন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণ হইতেই জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। অনেক স্থলে আচার্য্য-সন্তানে রিপুষট্‌ক আসিয়া কি বিষম উৎপাত উপস্থিত করে, তাহা শুদ্ধ ভক্তের অবিদিত নহে।

ব্রহ্মার সন্তানহেতু প্রাণীমাত্রই আচার্য্যসন্তান

আদি গুরু ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম আচার্য্য। তাঁহা হইতেই চাতুর্ব্বর্ণ ও অন্যান্য সকল জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কেবল অধস্তনগণের মধ্যে বৃত্তি-ভেদে নানা প্রকার বর্ণ ও জাতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণীমাত্রই আদি-আচার্য্য ব্রহ্মার সন্তান। এই আচার্য্যসন্তানগণের মধ্যে যাহাতে আচার্য্যের হরিসেবা প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তদ্বিষয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্ষদগণ অশেষ বিশেষে চেষ্টা করিয়াছেন।

কর্ম্মফলে আচার্য্য-সন্তানগণের দুর্গতি

প্রাক্তন কর্ম্মফলে অনেক স্থলে আচার্য্য-সন্তানগণের মধ্যে প্রকৃত আচার্য্য উদয় হয় নাই। কোন কোন স্থলে অজ্ঞানতা, মূর্খতা ও ভক্তিবিরোধী ভাবসমূহ আসিয়া আচার্য্যসন্তানকে ও সন্তানাশ্রিত জনকে হরিবিমুখ

করিয়াছে। আবার কোথাও বা আচার্য্যসন্তানে কপটতা আসিয়া ভক্তির নামে নানা প্রকার **বিশৃঙ্খলতা** ও তদাশ্রিতজনে **উচ্ছৃঙ্খলতা** সাধন করিয়াছে। **কৃত্রিমতা ও কপটতার** ফলে কোন কোন আচার্য্য-সন্তান প্রাকৃত বিষয়-সমূহে মুগ্ধ হইয়া **অর্থাদি সংগ্রহপূর্ব্বক** বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। কোথাও বা **মূর্খতা** ভক্তির ভূষণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, অভক্তগণ অনেকে হরিভজনকে ভণ্ডতার অঙ্গবিশেষ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহাতে শুদ্ধভক্তির প্রচার বন্ধ আছে।

আচার্য্য-সন্তানগণের প্রতি নির্দ্দেশ

ভগবানের সৃষ্ট জীবসমূহ সকলেই আচার্য্য-সন্তান। তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে বিনীত প্রার্থনা এই যে তাঁহারা সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরের একমাত্র শিক্ষা—"তৃণাদপি সুনীচ নিষ্কপট ভাবসম্পন্ন হইয়া তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক সকলকে সম্মান দিয়া এবং আপনাকে সর্ব্বাধম জানিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করুন।" তাহা হইলেই আমাদের ন্যায় মূঢ় আশ্রিতজন জীব-রূপ আচার্য্য-সন্তানের আচার্য্যত্ব উপলব্ধি করিয়া এই দুস্তর সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নিরন্তর হরিসেবায় নিযুক্ত হইবে।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (১)

স্ব-নিষ্ঠিত ও পরনিষ্ঠিত বৈষ্ণবের পার্থক্য

এই বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বলিব। সম্প্রতি কতকগুলি 'সংযোগী বৈষ্ণব' আমাদের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নন। তৎসম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা 'সংযোগী বৈষ্ণব'-রূপ প্রথার বিরোধী নই; কেবল তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম সম্বন্ধে আমাদের যত কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উক্ত আছে যে,—পরমার্থের জন্য ভগবানকে ভজন করিবে; কিন্তু অন্যান্য প্রাকৃত ফলের জন্য অন্যান্য দেবতার উপাসনা পদ্ধতি। যাঁহারা এইরূপ কার্য্য করেন, তাঁহারা স্বনিষ্ঠ বর্ণাশ্রমী এবং বহু দেবতা ও কর্ম্মাশ্রয়ী। যদি সংসারে বর্ত্তমান হইয়া অন্য দেবতা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল একমাত্র অচ্যুতাশ্রিত হইতে পারা যায়, তাহা

হইলে **'পরিনিষ্ঠিত'** নাম লাভ করা যায়। তাহাদের লক্ষণ ভাগবতে ঐস্থলেই কৃত হইয়াছে; যথা :—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

[পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মনুষ্য তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।]

তীব্র ভক্তিযোগ-অভাবে সংযোগী বৈষ্ণব নহেন

সংসারী লোক মাত্রেই সর্ব্বকাম। সর্ব্বকাম সত্ত্বেও যদি সেই সেই কামের জন্য কর্ম্ম-কাণ্ডান্তর্গত বহু দেবতা-ভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র পরম পুরুষকেই যজনা করা যায়, তবে স্বনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ শ্রেণীর পক্ষে একটী কঠিন ব্যবস্থা লক্ষিত হয়। 'তীব্রেণ ভক্তিযোগেন' এই শব্দ দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে যে, তীব্র ভক্তিযোগ অভাবে অচ্যুত-গোত্রত্ব সম্ভব হয় না। অনাদি বেদসম্মত যে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা তাহাতে নিষ্ঠাপূর্ব্বক বর্ত্তমান হইলে মানব-সমাজ নির্দ্দোষী। কিন্তু অচ্যুত-গোত্র লাভ করত তীব্র ভক্তির অভাব হইলে উভয় পদচ্যুত হয়। **'তীব্র-ভক্তিই' একমাত্র অচ্যুতকুলের জীবন।** আমাদের বক্তব্য এই যে, গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলিলে 'বর্ণাশ্রমী' ও 'সংযোগী' উভয় বৈষ্ণবই গৃহীত হইবেন; কিন্তু সংযোগীর পক্ষে কঠিন এই যে, যে সংযোগীর তীব্র ভক্তি দেখা যায় না, তিনি উভয় কুলচ্যুত। **কৃষ্ণ-ভক্তির জন্য বর্ণাশ্রম পরিত্যাগে কিছুমাত্র দোষ নাই।** কিন্তু বর্ণাশ্রম ত্যাগীর যদি কৃষ্ণভক্তি দূর হয়, তবে তাহাকে কি বলা যাইবে? সে অবশ্য বর্ণাশ্রম-ত্যাগের জন্য দোষী এবং অপকৃষ্ট ফলভোগী হইবে। তাহাকে বৈষ্ণব বলিয়া আদর করা যাইবে না।

তিন প্রকার বৈষ্ণব; তন্মধ্যে 'নিরপেক্ষ'—ত্যাগী ও শ্রেষ্ঠ

সমাজ সম্বন্ধে বৈষ্ণব তিন প্রকার—(১) **স্বনিষ্ঠ** অর্থাৎ বর্ণাশ্রমে অবস্থিত অথচ কৃষ্ণভক্ত, (২) **পরিনিষ্ঠিত** অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডত্যাগী অচ্যুতাশ্রিত ব্যক্তি-বিশেষ; ইহারা উভয়েই গৃহস্থ। (৩) **নিরপেক্ষ** অর্থাৎ স্বরূপতঃ কর্ম্ম-ত্যাগী। নিরপেক্ষ ব্যক্তিই অগৃহস্থ। ইঁহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ লক্ষণবিশিষ্ট বৈষ্ণব। কিন্তু কৃষ্ণভক্তি তিনজনেরই জীবন। উত্তরোত্তর কৃষ্ণ-ভক্তির

উন্নতিই প্রয়োজন। যে-স্থলে পরিনিষ্ঠিত বা নিরপেক্ষের কৃষ্ণভক্তি লঘু হয়, সেস্থলে তদনুসারে তাঁহাদের পতন স্বীকার করা যায়।

কৃষ্ণ-ভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ

বর্ণাশ্রম স্বীকার, বর্ণাশ্রমত্যাগ বা ভেকাদি গ্রহণই যে বৈষ্ণবতা, তাহা নয়। একমাত্র **কৃষ্ণভক্তিই বৈষ্ণবতার লক্ষণ**। বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে গেলে যে-পরিমাণ কৃষ্ণভক্তি থাকে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করা চাই।

গৃহস্থ বা স্ত্রীসঙ্গীর কৌপীন-গ্রহণে অধিকার নাই

ইহাতে আর একটী নিগূঢ় কথা এই যে, স্বনিষ্ঠ ও পরিনিষ্ঠিত উভয়ই **গৃহস্থ, অতএব কৌপীন গ্রহণে অনধিকারী**। অধিকার না থাকিলে যাহা করা যায়, তাহা দোষ বই গুণ নয়। স্বনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কৃষ্ণ-মন্ত্র গ্রহণ পর্য্যন্তই বৈষ্ণবতার পরিচয়। পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির পঞ্চ সংস্কারস্থলে বর্ণাশ্রমান্তর্গত নামান্তর গ্রহণ দ্বারা পরিচয় সিদ্ধ হয়। তাঁহাদের কৌপীন গ্রহণ হইতে পারে না। **নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে কৌপীন গ্রহণই বৈষ্ণবতার বাহ্য পরিচয়। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ। পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কৌপীন গ্রহণে অপরাধ হয়। কৌপীন গ্রহীতা আর কখনই স্ত্রীসঙ্গ করিতে পারিবে না**—ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। অতএব সংযোগী বৈষ্ণবদিগের যে ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তাহার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। এ কথা অদ্য আমরা সংক্ষেপে বলিলাম।

ত্যাগী ব্যতীত গৃহস্থের ভিক্ষা নিষিদ্ধ

পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের পরিবার-পোষণের জন্য অর্থ সঞ্চয় আবশ্যক। সেই অর্থ সংঞ্চয় সম্বন্ধেও বিচার আছে। এইস্থলে (ভাগবত) সপ্তম স্কন্ধোক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ-স্বীকার না করিলে তাহাদের ভিক্ষা-দ্বারা সংসার-নির্ব্বাহ করার যত্ন সুতরাং সঙ্কটনীয়। তদ্দ্বারা তাঁহারা পতিত হইবেন। যেহেতু নিরপেক্ষ ব্যতীত কাহারও ভিক্ষাধিকার নাই। অতএব পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের স্বভাবানুসারে একটী একটী বর্ণ নিরূপণপূর্ব্বক তদ্বৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

এই সমস্ত বিষয়ের ক্রমশঃ বিশেষ আলোচনা করিব।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-মহিমা

অনন্ত বৈষ্ণব-গুণ, কহনে না যায়।
বেদ-পুরাণেতিহাস, অন্ত নাহি পায়॥
যে-জন শরণ লয়, বৈষ্ণব-চরণে।
সে-জন জানয়ে কিছু কৃষ্ণকৃপাগুণে॥
কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ।
যেবা করে ভেদ-বুদ্ধি সেই অগেয়ান॥
সেবিলে বৈষ্ণবগণে, কৃষ্ণ-সেবা হয়।
বৈষ্ণব-সেবা বিহনে (কৃষ্ণ)-সেবা কভু নয়॥
(শুদ্ধ) বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা পাই।
বৈষ্ণব-বিনা সেবক ত্রিভুনে নাই॥
কৃষ্ণের যতেক লীলা বৈষ্ণব লইয়া।
বাড়ায় বৈষ্ণব-গুণ নিজে লঘু হঞা॥
এ হেন করুণ প্রভু, সেবক তাঁহার।
ভজিলে মঙ্গল হয় ঘুচয়ে আঁধার॥
তীর্থও মলিন হয় পাপীর পরশে।
বৈষ্ণব-বিজয়ে তীর্থ—সব পাপ নাশে॥
ধরণী সহিতে নারে যে পাপের ভার।
বৈষ্ণব-উদয়ে পাপ নাহি থাকে আর॥
ধরার সম্পৎ শুধু বৈষ্ণব-চরণ।
আর যত সব হয় মায়া-আবরণ॥
না জে'নে বৈষ্ণব-তত্ত্ব মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে।
জাতিবুদ্ধি হয় যার অভিমান-ভরে॥
নিজ কার্য্যাকার্য্য বোধ কভু নাহি যার।
সেই অভাগিয়া করে বৈষ্ণব-বিচার॥
বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বুঝে শক্তি কার।
না বুঝিয়া চর্চ্চা করে সেই দুরাচার॥

কুম্ভীপাকে পড়ি রবে নাহিক সংশয়।
বৈষ্ণব নিন্দিলে ত্রাণ কোনকালে নয়॥
এমন নির্ব্বোধ কেবা জগত ভিতরে।
কুঠার আঘাত করে নিজে নিজ-শিরে॥
সংসারে সকল পাপী হইবে উদ্ধার।
চর্চ্চিলে বৈষ্ণবগণে, নাহিক নিস্তার॥
অতএব নিন্দা ছাড়ি বুদ্ধিমান জন।
আপন-মঙ্গল-লাগি (করে) বৈষ্ণব-ভজন॥
এহি নিবেদন মম বৈষ্ণব-চরণে।
কভু নাহি শুনি যেন ভক্ত-নিন্দা কানে॥
বৈষ্ণব-মহিমা যেবা গাহিবে সতত।
এ অধমদাস তাঁর চরণে প্রণত॥

গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম

(মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত)

ভীষ্ম যুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিলেন,—পুরাকালে ভার্গব মুনি মুচকুন্দ রাজার নিকট যে ব্যাধ-কপোত-সংবাদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই আবৃত্তি করিতেছি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।

কোন মহারণ্যে এক ঘোরদর্শন পক্ষীহন্তা ব্যাধ বিচরণ করিতেছিল। তাহার কাকোল অর্থাৎ কাকবিশেষের মত কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ ও চক্ষু দুইটি রক্তাভ, দীর্ঘ উরুদেশ, ক্ষুদ্র পাদ, মহাহনু ও বৃহৎ মুখ ছিল। জগতে তাহার কোন বন্ধু-বান্ধব ছিল না। নিষ্ঠুর কর্ম্মের জন্য সে মনুষ্যসমাজে পরিত্যক্ত। শাস্ত্র বলেন,—পাপীকে দেখিলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে দূরতঃ পরিত্যাগ করিবেন। যে নিজেকে বিষ বা উদ্বন্ধনে বধ করিতে চায়, সে অন্যের হিতকারী কি করিয়া হইতে পারে? যে নৃশংস, দুরাত্মা প্রাণী-মাত্রেরই প্রাণহরণকারী, সে হিংস্র সর্পের মত ভয়ঙ্কর।

সেই ব্যাধ বনে ঘুরিয়া বেড়াইত ও জালের সাহায্যে বিহঙ্গ ও পতঙ্গাদি শিকার করিত। উহাদের মাংস-বিক্রয়দ্বারা তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

একদা বনমধ্যে অকস্মাৎ ইন্দ্রদেব প্রবেশ করিলেন। তিনি শুধু একা নন, তাঁহার সঙ্গে সংবর্ত্তক-মেঘাদি চেলা-চামুণ্ডাও ছিল। আকাশ মেঘে আচ্ছাদিত হইল, মুষলধারে বারিপাত হইতে লাগিল; মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। প্রবলবেগে ঝড় বহিতে সুরু হইল। বনভূমি জলে জলময় হইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। মৃগ-সিংহ-ব্যাঘ্রাদি দূরে কোন স্থলভূমি আশ্রয় করিয়া রহিল। পক্ষিগণ বহু হতাহত হইল। বনবাসিগণ ক্ষুধায় কাতর ও ভীত হইয়া বনপথে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছিল। সে ব্যাধও শীতার্ত্ত হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় দৈবক্রমে ভূমিতলে এক বর্ষাপীড়িত ও শীতকাতর কপোতীকে সে দেখিতে পাইল। তাহাকে শীতে জর্জ্জরিত দেখিয়াও তাহার কঠিন হৃদয়ে দুঃখের উদ্রেক হইল না। সে বড় শিকার মিলিয়াছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের পিঞ্জরমধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিল। যে পাপী, সে নিজে দুঃখে অভিভূত হইয়াও অপরের দুঃখ উৎপাদন করে। পাপাত্মা পাপকার্য্যের ফলে পাপ করিয়াই চলিতে থাকে।

কিয়ৎকাল ভ্রমণের পর বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ এক বনস্পতিকে দেখিতে পাইল। বহু বিহঙ্গমের নীড়ের চিহ্ন রহিয়াছে।

আহা বিধাতা কি করুণাময়! পরদুঃখ-দুঃখী সাধুদের মতই উহাকে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। পথিকগণকে স্থান, ছায়া ও ফলাদি-দানে উহার জীবন সার্থক করার জন্যই পরমেশ্বরের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল।

অনন্তর ক্ষণকালপরে আকাশ মেঘমুক্ত হইল; সূর্য্যদেব অস্তাচলে লুক্কায়িত হইলেন; অসংখ্য নক্ষত্রের উদয় হইল বটে, কিন্তু সন্ধ্যারাণী শীতবিহ্বলা ধরণীর শীত দমনের জন্য একখানি তিমির বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন। আকাশ নির্ম্মল হইলেও অন্ধকারে ও রাত-বর্ষার শীতে কাতর হইয়া ব্যাধ চিন্তা করিতে লাগিল,—এই গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে আবার বন-পথ দুর্গম ও বাসস্থান বহুদূরে। এইরূপ চিন্তার পর একটি স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছিল। এই যে সম্মুখে বনস্পতি, ইহার আশ্রয়ে আজ রাত্রি যাপন করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া বনস্পতিকে কৃতাঞ্জলি-সহকারে প্রণামপূর্ব্বক শরণ প্রার্থনা করিল। শিলার উপর বৃক্ষপত্র শয্যারূপে স্থাপন করিয়া তাহাতে

শয়ন করিল। সেই পক্ষীহন্তা মহাদুঃখে আবিষ্ট হইয়া নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে শান্তি লাভ করিল।

সেই বনস্পতির শাখাশ্রয় করিয়া এক কপোত বহুকালযাবৎ বাস করিতেছিল। তাহার ভার্য্যা গতকল্য খাদ্যানুসন্ধানে নীড় হইতে বনের মধ্যে চরিতে গিয়াছিল। সে অদ্যাবধি ফিরিল না দেখিয়া বৃক্ষোপরি বিলাপ করিতেছিল—হায়! একদিন গত হইল, অদ্য রাত্রি উপস্থিত, তাহাতে আবার দিবসে ঝড়-জল। আমার প্রিয়ার গৃহে না আসিবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বনের ভিতর দয়িতার কোন অমঙ্গল ঘটিল নাকি? তাহার বিরহে অদ্য আমার গৃহশূন্য বোধ হইতেছে। শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' অর্থাৎ যে গৃহস্থের গৃহিণী (স্ত্রী) নাই, সে গৃহ গৃহই নহে। পুত্র-পৌত্র-ভৃত্যাদিদ্বারা গৃহ পরিবেষ্টিত থাকিলেও ভার্য্যাহীন গৃহস্থের গৃহ শূন্য বলিয়া গণ্য হয়। গৃহিণী-হীন গৃহ অরণ্যসদৃশ। কারণ যাহার গৃহে প্রিয়বাদিনী সাধ্বী স্ত্রী নাই, তাহার বনগমন কর্ত্তব্য।

সেই কপোত আরও অধিক দুঃখের সহিত খেদ করিতে লাগিল—আমার প্রাণাধিকা প্রিয়া যদি না আসে, তবে আমার এ জীবনে কি প্রয়োজন? আমি স্নানাহার না করিলে, সে কোনদিন উহা করে নাই; আমাকে শান্তিতে শয়ন করাইয়া সে বিশ্রাম করিত; আমার দুঃখে সে দুঃখ অনুভব করিত ও আমি হৃষ্ট হইলে, সে তুষ্ট হইত। পতিব্রতা স্ত্রীর পতিই পরম দেবতা ও একমাত্র গতি। স্ত্রী ধর্ম্মার্থকাম—এই ত্রিবর্গের সহায়িনী।

ভীষ্মদেব বলিতে লাগিলেন,—বৃক্ষস্থ কপোতের এই করুণ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাধের পিঞ্জরাবদ্ধ কপোতী উত্তর করিল,—অহো, আমার কি সৌভাগ্য! আমি যে স্বামীর কিরূপ প্রিয় ছিলাম, তাহা আমার গুণ-বর্ণনের মধ্যেই লক্ষীভূত হইয়াছে। যে নারী পতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না, সে তাহার পত্নী বলিয়া পরিগণিত হইবে না। নারীর স্বামী তুষ্ট হইলেই সর্ব্বদেবতা তুষ্ট হন। যেমন দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া লতাপুষ্প-স্তবকসহ ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ পতি অসন্তুষ্ট হইলে পত্নীও ভস্মাকারে বিনষ্ট হয়।

ব্যাধ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেও স্বামীর দুঃখে ব্যথিত হইয়া স্বামীকে এইরূপ উপদেশ করিল,—ওহে স্বামিন্! আমি তোমায় কিছু হিতবাক্য বলিব, তুমি তদনুসারে কার্য্য কর। হে কান্ত! শরণাগতের ত্রাণকর্ত্তা হও। এই পক্ষীহন্তা তোমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে তোমার শরণাগত, সে শীতার্ত্ত ও ক্ষুধার্ত্ত; অতএব তাহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থা কর। যে মাতৃরূপা গাভী ও ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, তাহার মহাপাতক—নরকগতি হয়, তদ্রূপ যে শরণাগতকে হত্যা করে, সে তত্তুল্য পাতকী হয়। ব্যাধ তোমার সমাশ্রিত, উহার জীবন যাহাতে বিনষ্ট না হয়, তাহার যথোচিত সৎকার কর। গৃহস্থের গৃহে অতিথি আগত হইলে তাহার যথাযোগ্য সমাদর করিলে পরকালে অক্ষয় লোক লাভ হয়। হে পতে! তুমি সন্তানবান্, নিজ দেহের দয়া-মায়া পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-রক্ষার্থে আশ্রিতের সেবা কর এবং তাহার প্রীতিবিধান কর। হে বিহঙ্গম! মনে কোন সন্তাপ করিও না। শরীর-যাত্রানির্ব্বাহের জন্য অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করিও। আমি ত যমসদৃশ ব্যাধের কবলে কবলিত। আমার জীবনের আশা করিও না। অতএব ইচ্ছানুসারে শত্রু-শরণাগতের আতিথ্য-বিধান কর। সে অতি দুঃখের সহিত স্বামীকে উপদেশ করিয়া নিঃস্তব্ধ হইল।

সেই কপোত স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মযুক্তিসমন্বিত বচন শ্রবণ করিয়া মহাহর্ষে বাষ্পাকুললোচন হইল এবং মনে বিচার করিতে লাগিল যে, বহুভাগ্যের ফলে অদ্য এই পক্ষীজীবির সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল।

যাহাহউক স্ত্রীর উপদেশানুসারে ব্যাধকে কপোত জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি আমার গৃহে অতিথি, বলুন, আমি আপনার কি সেবা করিতে পারি? আপনি মনে কোন দুঃখ করিবেন না। আপনি নিজের গৃহে বর্ত্তমান আছেন—ইহাই বোধ করিবেন। আপনার কি ইচ্ছা, সত্বরই প্রকাশ করুন। আমি প্রণয়ভরেই বলিতেছি যে, আপনি আমাদের শরণাগত। শত্রুগৃহে উপস্থিত হইলেও আতিথ্যের যোগ্য। বৃক্ষের ছেদনকারী যদি বৃক্ষতলে উপনীত হয়, তবু বনস্পতি তাহাকে ছায়া ও ফলদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পঞ্চসূনা-পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য যে পঞ্চযজ্ঞের বিধি-শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহা যদি গৃহস্থ পালন না করে, তবে তাহার ইহলোক ও পরলোক দুইই বিনষ্ট। অতএব আপনার

মনের ইচ্ছা নির্ভয়ে প্রকাশ করুন। আমি যথাসাধ্য আপনার প্রীতি-বিধানের ব্যবস্থা করিব।

ব্যাধ কপোতের আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাসযুক্ত হইয়া আগ্রহভরে দারুণ শীতের হস্ত হইতে ত্রাণের উপায় প্রার্থনা করিল। তাহার শীতনিবারণের জন্য দ্রুত শুষ্কপত্রসমূহ ও গৃহস্থের ঘর হইতে জ্বলন্ত অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিল এবং তাহার গাত্র অগ্নিতাপে উত্তপ্ত করিবার অনুরোধ জানাইল। উহাতে পক্ষীহন্তার দেহের শীতলতা দূর হইল বটে, কিন্তু উদরের জ্বালা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন সে বিহঙ্গমকে বলিল,—"হে সদাশয় অতিথি-সৎকারক! আমি শীতের কবল হইতে মুক্ত, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা আমাকে বিশেষ পীড়া দিতেছে। শীঘ্র কিঞ্চিৎ আহার দ্বারা আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি কর।" ইহার উত্তরে কপোত বলিল,—"আমরা বনবাসী। বনের উৎপন্ন শস্যাদিদ্বারা জীবন-ধারণ করি। আমাদের কোন বিভব নাই, যাহাদ্বারা আপনার ক্ষুধার জ্বালা শান্ত করিতে পারি। মুনিগণের মত আমাদের গৃহে কোন সঞ্চয় থাকে না। আমরা দৈনন্দিন আহার্য্য সংগ্রহ করি। আচ্ছা দেখি, কোন উপায় করা যায় কিনা।" এই কথা বলিবার পর সে ক্ষণকাল চিন্তা করিল এবং শুষ্কবৃক্ষপত্রের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া বারত্রয় পরিক্রমাপূর্ব্বক তাহাতে স্বীয় দেহ নিক্ষেপ করিল।

পক্ষীজীবি ব্যাধ ক্ষুদ্র পক্ষীর স্বদেহ-মাংসে অতিথি-সৎকারের দৃষ্টান্তে হতবুদ্ধি হইল এবং স্বীয় পাপাত্মক কর্ম্মের জন্য শত শত ধিক্কার-সহকারে বিলাপ করিতে লাগিল,—হায়! আমি কি নৃশংস! সামান্য কপোত আত্ম-ত্যাগদ্বারা অতিথিপূজনই গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম'—এই শিক্ষা দান করিল।

অতঃপর পক্ষীহন্তা লুব্ধক সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মযাজনে কৃত-সঙ্কল্প করিল। যষ্টি, শলাকা, জাল, পিঞ্জর প্রভৃতি পক্ষীশিকারের দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া এবং পিঞ্জরাবদ্ধা কপোতীকে মুক্তিদানের পর মহাপ্রস্থানের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮৬ পৃষ্ঠার পর)

শিব বিষ্ণুর উপাসক-নিবন্ধন বিষ্ণু জগদুপাস্য হউন, কিংবা বিষ্ণু শিবের উপাসক-নিবন্ধন শিবই জগদুপাস্য হউন, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন-জনই সমভাবে জগদুপাস্য হউন, আমরা মহাদেব এবং ব্রহ্মার ভক্তগণের অন্তঃপাত শাস্ত্রে অবলোকন-পূর্ব্বক তাঁহাদের উভয়কে মস্তকের দ্বারা দণ্ডবৎ বিধান করিয়া উপেন্দ্রের অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দাসত্ব অবলম্বন করিয়াছি। কারণ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ, বলি, ব্যাস ও অম্বরীষ প্রভৃতি মহাজনগণ বিষ্ণুপরায়ণ; এজন্য তাঁহার শ্রীশম্ভু ও ব্রহ্মার পরম প্রীতিভাজন ও জগন্মঙ্গল-বিধায়ক। আর রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক প্রভৃতি অসুরগণ ব্রহ্মা এবং মহাদেবের ভক্তাভিমান করিয়াও তাঁহাদের প্রিয় হইতে পারে নাই, এজন্য তাহারা জগতের পরম শত্রু হইয়াছিল।

রাবণ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল; কিন্তু ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিবার জন্য তাহার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল। রাবণ ব্রহ্মার প্রদত্ত মৃত্যুশরেই নিহত হয়, ব্রহ্মা রাবণ-হননের জন্য ঐ মৃত্যুশরের কথা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়া দেন। সুতরাং বিষ্ণু-বিদ্বেষীকে ব্রহ্মা কখনও 'ভক্ত' বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু তাহার বিনাশই আকাঙ্ক্ষা করেন।

বাণ-নৃপতি মহাদেবের পরম ভক্ত বলিয়া আপনাকে অভিমান করিতেন। তিনি মহাদেবের নিকট হইতে সহস্র বাহু প্রাপ্ত হইয়া সেই মহাদেবের সহিতই যুদ্ধ করেন। মহাদেব বাণ-নৃপতিকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে বাণ-নৃপতির সহস্র বাহুর মধ্যে কেবলমাত্র চারিটী বাহু থাকে। বাণ-নৃপতি জগতের ভীষণ শত্রুতা সাধন করিয়া বিনষ্ট হন। মায়াবাদী বা পাষণ্ড শৈবগণের শিব-ভক্তিও এইরূপ। তাঁহারা নিজের আরোহ-চেষ্টায় শিবের নিকট হইতে জোর করিয়া কিছু প্রাকৃত বল-লাভ-পূর্ব্বক সেই বলের দ্বারা শিবকে হনন ও বিষ্ণু-বিদ্বেষ করিবার জন্য ধাবিত হন। অর্থাৎ তাঁহারা নিজেরাই ভবানীভর্ত্তা বা সোঽহংবাদী হইয়া পড়েন! তাঁহারা শিবের প্রিয় নহেন; এইজন্য তাঁহাদের উপর শিবের চির-অভিসম্পাত রহিয়াছে।

পৌণ্ড্রকও আপনাকে একজন শিবভক্ত বলিয়া অভিমান করিত। সে শিবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে বিনষ্ট হয়।

বৃক শিবের ভক্তাভিমানী ছিল। অনেক তপস্যা করিয়া এই বৃক শিবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয় যে, যাহার মস্তকে সে হস্ত স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি তন্মুহূর্ত্তেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। বৃক এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া ঐ বরের ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বর-প্রদাতা শিবকেই নির্ব্বাচন-পূর্ব্বক শিবের মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইল। শৈব মায়াবাদিগণের বিচারও ঐরূপ। শিব উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু ব্রাহ্মণবেশ ধারণ-পূর্ব্বক বৃককে বলিলেন,—"শিবের কথায় বিশ্বাস করিও না। তুমি আপনার মস্তকে হস্ত দিয়া দেখ, কিছুই হইবে না।" বৃক বিষ্ণুর আদেশানুসারে নিজ-মস্তকে হস্ত দেওয়া মাত্রই বিনষ্ট হইল। এইরূপ শিব-ভক্তের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

ক্রৌঞ্চ ব্রহ্মার ভক্ত ছিল। ব্রহ্মার নিকট হইতে ক্রৌঞ্চ মহাবল লাভ করে এবং দেবতাগণকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। দেবতাগণ ব্রহ্মার শরণাগত হইলে ব্রহ্মা কার্ত্তিককে সেনাপতি করিয়া পাঠান। কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেন।

যাঁহারা ব্রহ্মা-রুদ্রাদির নিত্য আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব, সর্ব্ব-কারণ-কারণত্ব অস্বীকার করিয়া ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতার পূজক হন, কিম্বা শিবের পূজা বা ব্রহ্মার পূজা করিলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইবে মনে করেন, তাঁহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজকের বিনাশ নাই, আর সকলেরই বিনাশ আছে। একমাত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজকই বিধি-পূর্ব্বক পূজাকারী, আর সকল পূজকই অবৈধ; এইজন্য তাঁহাদের কর্ম্মমার্গে বিচরণ, তাঁহাদের আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ (গীতা)

কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা কৃষ্ণভক্ত শিবের পূজা বড়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণসেবায় উদাসীন বা কৃষ্ণসেবা-বিদ্বেষী হইয়া শিবের পূজার ছলনা—

পাষণ্ডতা। এইরূপ পাষণ্ডতা কপটতা পূর্ব্বক হৃদয়ে পোষণ করিয়া যাহারা শিব-পূজার ছলনা করে, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে শিব-বিদ্বেষী। কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পূজা-প্রভাবে হৃদয়ে নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রীতিই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে —ভোগ-মোক্ষ-পিপাসা সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইবে। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

প্রথমং কেশবং পূজাং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম্।
পূজনীয়াঃ মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ॥ (স্কন্দপুর)
অতএব সর্ব্বাদ্যে শ্রীকৃষ্ণে পূজি, তবে।
প্রীতে শিব-পূজি, পূজিবেক সর্ব্ব দেবে॥ (চৈঃ ভাঃ অন্ত ৪।৪৮২)

অপিচ—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

– যেখানে শিব-পূজার ফলে কৃষ্ণপ্রীতিতে সিদ্ধি লাভ না হয়, সেখানে সেইরূপ কল্পিত শিবের বৈষ্ণবত্ব নাই, সেইরূপ কাল্পিত শিব-পূজা—বৈষ্ণব-পূজা নহে, তাহা অবৈষ্ণব-পূজা—অবৈধ পূজা—অশাস্ত্রীয় পূজা। কৃষ্ণ-প্রিয়তম বাস্তব শিব-পূজা-ফলে প্রচেতাগণের ন্যায় নিরুপাধিক কৃষ্ণপ্রেমে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭২ পৃষ্ঠার পর)

দণ্ডকারণ্যে সপ্ততাল বৃক্ষকে আলিঙ্গনমাত্রেই উদ্ধার করিয়া ক্রমে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

মহাপ্রভু এইবার উডুপী হইতে পঞ্চাপ্সরা তীর্থ, কোলাপুর হইয়া পাণ্ডুপুরে পৌঁছিলে তথায় মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত আলোচনাক্রমে মহাপ্রভু জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শঙ্করারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই তীর্থে নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী

করিয়া বিদায় লইয়া ক্রমে কৃষ্ণ-বেণ্বা-তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে "কৃষ্ণ-কর্ণামৃত" গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মাহিস্মতীপুর, ধনুতীর্থ হইয়া দণ্ডকারণ্যে আসিলেন। তথায় ত্রেতাযুগ হইতে বালিরাজ কর্ত্তৃক এক সর্প অভিশপ্ত হইয়া সপ্ততাল বৃক্ষরূপে আচ্ছাদিত-চেতন জন্ম পাইয়া অবস্থান করিতেছিল। ভগবান্ মহাপ্রভু সেই সপ্ততাল বৃক্ষকে উদ্ধার করিবার মানসে সেই-স্থানে গিয়া সপ্ততালকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার আলিঙ্গনমাত্রেই সেই সপ্ততালবৃক্ষ সশরীরে অন্তর্দ্ধান হইলেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাহা দেখিয়া বিস্মিত ও চমকৃত হইয়া মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ রাম-অবতার বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

ক্রমে মহাপ্রভু দণ্ডকারণ্য হইতে নাসিকত্র্যম্বক হইয়া বিদ্যানগরে আসিলে তথায় পশ্চিম গোদাবরী প্রদেশের রাজ্যপাল রায় রামানন্দের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল এবং দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া দাক্ষিণাত্যে সংগৃহীত "কর্ণামৃত" ও "ব্রহ্মসংহিতা" রামানন্দকে দিয়া কহিলেন,—

"প্রভু কহে তুমি যেই সিদ্ধান্ত কহিলে।
এই দুই পুঁথি সেই সব সাক্ষী দিলে॥" (চৈঃ চঃ)

গ্রন্থদ্বয় পাইয়া রায় রামানন্দ বড়ই আনন্দিত হইলেন। অনন্তর প্রভু সেথায় রামানন্দের সহিত পাঁচ-সাত দিন অতিবাহিত করিয়া নীলাচলের দিকে অগ্রসর হইলেন। আলালনাথে পৌঁছিয়া মহাপ্রভু সঙ্গী কৃষ্ণদাস মারফৎ নীলাচলে ভক্তবৃন্দের নিকট আগমন-সংবাদ পাঠাইলে তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দাদি ভক্তবৃন্দ প্রেমাবিষ্ট হইয়া নাচিতে নাচিতে মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হইলেন ও হরি-সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে মহাপ্রভু সহ সকলে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নীলাচলে কাশীমিশ্রের আলয়ে অবস্থানপূর্ব্বক কাশীমিশ্রকে চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন; স্বরূপ-দামোদরের সহিত মিলন; ভক্ত গোবিন্দকে নিজ অঙ্গ-সেবার অধিকার প্রদান; উড়িষ্যা-সম্রাট প্রতাপরুদ্রকে উদ্ধার, অমোঘ-বিপ্র উদ্ধার প্রভৃতি বিবিধ লীলার অবতারণা

মহাপ্রভু দুইবৎসর দক্ষিণদেশ তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে পৌঁছিলে সমস্ত ভক্তবৃন্দ আসিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইয়া প্রেমানন্দে বিভোর

হইলেন। এই সময় কলিঙ্গদেশের (উৎকলদেশের) স্বাধীন সম্রাট গঙ্গাবংশীয় গজপতি প্রতাপরুদ্রের গুরু ও পুরোহিত কাশীমিশ্রের গৃহে মহাপ্রভু অবস্থান করিলেন। কাশীমিশ্র মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক শরণ গ্রহণ করিলে মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক মিশ্রকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়া কৃতার্থ করিলেন।

অনন্তর প্রদ্যুম্নমিশ্র, মুরারি মাহিতি, শিখি মাহিতি, পরমানন্দ মহাপাত্র কানাই খুঁটিয়া প্রমুখ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। তৎপরে পাঁচ-সাতদিন গত হইলে রামানন্দ রায় আসিয়া তথায় মিলিত হইলেন। রামানন্দ রায়ের অন্য চারি ভ্রাতা ও পিতৃদেব ভবানন্দ রায়ও এই সময় মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

নবদ্বীপ নিবাসী পুরুষোত্তম আচার্য্য পূর্ব্বে মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গী থাকাকালে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা হেতু মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক দামোদর নাম প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণে পুরুষোত্তম আচার্য্য বিরহোন্মত্ত অবস্থায় কাশীধামে গিয়া শ্রীচৈতন্যানন্দ নামক আচার্য্যের নিকট যোগপট্ট সন্ন্যাস নাম গ্রহণ না করিয়া কেবলমাত্র শিখাসূত্র ত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক দশনামী-দণ্ডীগণের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম স্বীকার হেতু "স্বরূপ" নাম প্রাপ্ত হন এবং গুরু শ্রীচৈতন্যানন্দের আজ্ঞা লইয়া নীলাচলে আসিয়া এই সময় মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে মিলিত হইলেন। স্বরূপ-দামোদরই সূত্রাকারে কড়চা রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলতনু বলিয়া সর্ব্বপ্রথম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ইনিই পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপ কীর্ত্তন করেন। স্বরূপ-দামোদর গোস্বামীকে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলা হয়। ইনি ব্রজলীলায় শ্রীমতী রাধারাণীর দ্বিতীয় স্বরূপিণী ললিতা সখী। ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট কোন লেখনী বা কাব্য মহাপ্রভু শুনিতে না পাবার জন্য স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী কর্ত্তৃক সেই লেখনী পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইলে মহাপ্রভুকে শুনানো হইত। স্বরূপ দামোদরের পাণ্ডিত্য প্রতিভা সম্পর্কে মহাভাগবত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন,— "সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর সম আর নাহি মহামতি।"

কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা ও শ্রীচৈতন্যতত্ত্বের ভাণ্ডারী স্বরূপ দামোদরকে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

এই সময় একদিন সার্ব্বভৌম প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের সাথে মহাপ্রভু কৃষ্ণ-কথারঙ্গে ব্যাপৃত থাকাকালে ঈশ্বরপুরীপাদের প্রিয়ভৃত্য শূদ্রকুলোদ্ভূত আদর্শ সেবানিষ্ঠ গোবিন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর পদতলে প্রণত হইয়া জানাইলেন,—'প্রভু, পুরী গোসাঞি সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে আপনার সেবা করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। তাই আপনার পাদ-পদ্মপার্শ্বে উপস্থিত হইয়াছি।' সার্ব্বভৌম তাহা শুনিয়া পুরী গোসাঞির এইরূপ শূদ্র সেবক রাখার কারণ সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। তখন প্রভু কহিলেন,—

"ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে॥
স্নেহলেশাপেক্ষা-মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে॥"—(চৈঃ চঃ)

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ"—এই শ্রীহরিভক্তিবিলাস-বচনানুসারে ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তি শূদ্রকুলে জন্মিলেও তিনি ভাগবত। মহাপ্রভু অতঃপর গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন ও মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে সম্মান প্রদান ছলে এই বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পর্কে বিচার চাহিয়া জানাইলেন,—'গোবিন্দ আমার গুরুর কিঙ্কর হওয়ায় তাহার দ্বারা আমার সেবা করানো শোভা পায় না; কিন্তু গুরুর সেবক সূত্রে গোবিন্দ আমার মান্য হইলেও তাহাকে সেবকরূপে রাখিবার জন্য গুরুর আদেশ থাকায় এখন কি উপায় করা যাইবে?' সার্ব্বভৌম তখন মহাপ্রভুর ইচ্ছা ও ইঙ্গিত বুঝিয়া কহিলেন,—'গুরু আজ্ঞাই বলবান্। শাস্ত্র প্রমাণানুসারে গুরুদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে' তখন মহাপ্রভু হৃষ্টচিত্তে গোবিন্দকে নিজ অঙ্গ সেবার অধিকার প্রদান করিলেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মহাপ্রভু সেবক কালাকৃষ্ণদাসকে সাক্ষাৎ সেবা হইতে সুদূরে রাখিয়া তৎস্থলে গোবিন্দকে সেবকরূপে নিয়োগ করিলেন।

মহাপ্রভু প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা সমুদ্রে স্নান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেন। এই সময় উড়িষ্যা সম্রাট্ গজপতি প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শনে ব্যগ্র হইলে সার্ব্বভৌম, নিত্যানন্দ, রামানন্দ রায় প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের অনুরোধ সত্ত্বেও মহাপ্রভু রাজাকে প্রথমতঃ দর্শন দেন নাই। পরে একদিন রাজার

পুত্রের কৃষ্ণপ্রেমোদ্দীপক আভরণ ও সজ্জা দেখিয়া মহাপ্রভু প্রেমাবেশে তাহাকে স্পর্শ করায় রাজপুত্র প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়ে। রাজাও নিজ পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাপ্লুত হন। ইহার কিছুদিন পরে মহাপ্রভু বলগণ্ডী উদ্যানে প্রেমাবেশে থাকাকালে রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের পরামর্শানুসারে বৈষ্ণব-বেশ পরিধান করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং·····" শ্লোকটী আবৃত্তি করিলে মহাপ্রভু 'ভূরিদা-ভূরিদা' বলিয়া প্রেমাবেশে রাজাকে আলিঙ্গন দানপূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া কৃপা করিলেন এবং প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা নামে খ্যাত হইলেন।

"তবে মহাপ্রভু তারে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
কাঁহা না কহিও এই নিষেধ করিল॥"—(চৈঃ চঃ)

এই সময় মহাপ্রভু ভক্তগণসহ নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার নূতন দিগ্‌দর্শন প্রকাশ করেন। স্বরূপ দামোদর-মুখে মহাপ্রভু এই রথ-যাত্রার রসতথ্য প্রশ্নোত্তর ছলে জানাইয়াছেন, যথা—

"রস বিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া তবে স্বরূপ পুছিল॥
যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারকা-বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার॥
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার॥
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ।
তাহা দেখি' দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন॥
বাহির হৈতে করে রথযাত্রা ছল।
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল॥
নানা পুষ্পোদ্যানে তাঁহা খেলে রাত্রি-দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে॥
স্বরূপ কহে শুন প্রভু কারণ ইহার।
বৃন্দাবন-ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর নাহি অধিকার॥
বৃন্দাবন-ক্রীড়ার সহায় গোপীগণ।
গোপী বিনা অন্য কৃষ্ণের হরিতে নারে মন॥

প্রভু কহে,—যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুইজন॥
গোপী-সঙ্গে লীলা যত করে উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে॥"—(চৈঃ চঃ)

গৌড়দেশীয় বহু ভক্ত এই সময় রথ-যাত্রা-উৎসবে মহাপ্রভুর চরণতলে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হন।

একদিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে ভোজন-বিলাস ছলে অনিন্দক ভট্টের জামাতা অমোঘ বিপ্রকে সার্ব্বভৌম সম্বন্ধে কৃপাপূর্ব্বক বিসূচিকা ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া কৃষ্ণ-প্রেম সঞ্চার করত একান্ত ভক্তে রূপান্তরিত করেন।

ক্রমে গৌড়দেশ হইতে অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, রামাই, বাসুদেব, মুরারি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ও কুলীন গ্রাম-নিবাসী গুণরাজ, সত্যরাজ প্রভৃতি ভক্তগণ এবং খণ্ডবাসী নরহরিদাস-আদি বৈষ্ণববৃন্দ আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার সময় মহাপ্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু গৌড়-দেশের ভক্তগণের সহিত নীলাচলে রথযাত্রা-উৎসব পালন ও বিবিধ লীলা করিয়া নিত্যানন্দ-অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে গৌড়দেশে পাঠাইলেন এবং নিত্যানন্দকে প্রতিবৎসর নীলাচলে না আসিয়া গৌড়ে থাকিয়া প্রেমভক্তি বিলাইবার নির্দ্দেশ দিলেন। নীলাচল হইতে গৌড়দেশের কুলীনগ্রামী ভক্তবৃন্দকে বিদায় দিবার সময় প্রভু তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক কহিলেন,—

"প্রভু কহে, বৈষ্ণব-সেবা, নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥"—(চৈঃ চঃ)

ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি এই সময় স্বরূপের সহিত কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গে আলোচনাদি-ক্রমে নীলাচলে অবস্থান করেন এবং অন্যান্য বহু গৌড়দেশীয় বৈষ্ণব নীলাচল ত্যাগ করেন। উক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ১৪০৭ শকাব্দের মাঘী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদরূপে পিতা বাণেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা গঙ্গাদেবীকে আশ্রয় করিয়া চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার অন্তর্গত মেঘলা গ্রামে পঞ্চ 'ম'-কারের সাধনে নিরত ঘোর শাক্ত-সমাজে আবির্ভূত হন। বাল্যকাল হইতে পুণ্ডরীক প্রভু কৃষ্ণ-ভজনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া ক্রমে বিদ্যার্জ্জনের ছলে শ্রীধাম মায়াপুরে

আসিয়া নিজ বাসাবাটী স্থাপন করেন এবং শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কোমলশ্রদ্ধ সাধকের মনে ভজনে উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ভগবৎপার্ষদগণ ঐরূপ তামসিক আচার সমৃদ্ধকুলে সময় সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মহাপ্রভু পুণ্ডরীককে 'হে পিতঃ' বলিয়া আহ্বান করিয়া কৃষ্ণ-লীলার বৃষভানুরূপে প্রকাশ করেন এবং পুণ্ডরীকের ভগবৎপ্রেমের নিগূঢ়তা লক্ষ্য করিয়া 'প্রেমনিধি' উপাধি প্রদান করেন। মায়াপুরধামের মাধবমিশ্রের পুত্র শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভু পূর্ব্বে নবদ্বীপে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সমীপে অবস্থানকালে এই সময় দীক্ষা-মন্ত্র বিস্মৃত হইয়া মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলে মহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকটই পুনরায় মন্ত্র লইবার জন্য উপদেশ দিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য আনুগত্য স্বীকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। বিদ্যানিধিও গদাধরকে পুনরায় ইষ্টমন্ত্র প্রদান করেন।

মহাপ্রভু দক্ষিণভারত হইতে ফিরিবার পর এইভাবে নীলাচলে ভক্ত-বৃন্দসহ বিবিধ লীলার মধ্যে দুই বৎসর অতিবাহিত করিলেন এবং তৃতীয় বৎসর বিজয়া-দশমী দিনে গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছায় যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবন গমনচ্ছলে গৌড়দেশে গমনপূর্ব্বক শ্রীরূপ-সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি ভক্তগণের সাথে মিলনান্তে স্বজন-উদ্ধার-কার্য্য করত নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

মহাপ্রভু গৌড়ের পথে রওনা হইবার কালে স্বরূপ দামোদর, মুকুন্দ, জগদানন্দ প্রভৃতি বহু ভক্ত তাঁহার সঙ্গী হইলেন এবং ক্ষেত্রসন্ন্যাস অবলম্বন-কারী গদাধরও মহাপ্রভুর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। মহাপ্রভু তখন গদাধরকে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিলে প্রভুর বিচ্ছেদ-শঙ্কাতুর গদাধর পণ্ডিত কহিলেন,—'আপনি যেখানেই অবস্থান করুন, তাহাই নীলাচল। আমার ক্ষেত্র-সন্ন্যাস রসাতলে যাউক, তথাপি আপনার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। মহাপ্রভু তখন পণ্ডিত গদাধরকে টোটায় গোপীনাথ-সেবা করিবার জন্য অনেক বুঝাইয়াও কিছুতেই ক্ষান্ত করিতে পারিলেন না। গৌরশক্তি গদাধর ভালভাবেই জানেন যে, ভগবানের বা ভগবানের নিজ-জন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎ সেবা ব্যতীত

ক্ষেত্র-সন্ন্যাস দ্বারা মঙ্গল হয় না। তাই তিনি মহাপ্রভুর সাথে সাথে কটক পর্য্যন্ত আসিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু প্রিয়তম গদাধরকে আবার নীলাচলে ফিরিতে নির্দ্দেশ দিলেন এবং মহাপ্রভুর ইঙ্গিত ও আদেশ পাইয়া সার্ব্বভৌম গদাধরকে নীলাচলে ফিরাইয়া আনেন।

প্রভু এইবার নৌকায় চড়িয়া ওড্রদেশ সীমা পার হইয়া পিছলদায় উপস্থিত হইলেন ও পিছলদার যবন-রাজকে উদ্ধার করিলেন। তৎপরে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের আলয়ে কিছুদিন অবস্থান করেন এবং শচী-মাতাও তখন মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন। কিন্তু আদর্শ বৈষ্ণব-গৃহিণী পতি-হিতাকাঙ্ক্ষী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষার কারণে তাঁহার নিকটে গমন করেন নাই। এই সময় ব্রজের রসমঞ্জরী বলিয়া খ্যাত প্রয়োজনতত্ত্বের আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীপ্রভু শান্তিপুরে মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে মিলিত হইয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন। সপ্তগ্রাম তালুকের বিশ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদার গোবর্দ্ধনদাস মজুমদারের পুত্ররূপে শ্রীরঘুনাথ দাস আনুমানিক ১৪১৬ শকাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। শৈশব হইতেই উদাসী রঘুনাথ এইবার মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিলেন।

অতঃপর শান্তিপুরে অন্যান্য ভক্তগণকে কৃপা করিয়া মহাপ্রভু রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বে নীলাচলে থাকাকালে গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী সনাতন ও রাজস্ব-সচিব শ্রীরূপের দৈন্যপূর্ণ পত্র পুনঃ পুনঃ পাইয়া তাঁহাদিগকে এক্ষণে উক্ত গ্রামে দর্শন দান করিলেন। কর্ণাটদেশীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুমারদেবের পুত্ররূপে যশোহরজেলায় ফতেয়াবাদ-নামক স্থানে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ আবির্ভূত হন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ পূর্ব্বে পিতৃ-প্রদত্ত নাম যথাক্রমে অমর ও সন্তোষ নামে পরিচিত ছিলেন। মহাপ্রভুই তাঁহাদের সনাতন ও শ্রীরূপ নাম রাখেন। কুমার-দেবের সন্তানগণের মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম (শ্রীবল্লভ) সাকুর্ম্মা। মহাপ্রভুর আশ্রিত হন। কুমারদেবের পরলোক গমনের পর শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও অনুপম (শ্রীবল্লভ) সাকুর্ম্মা-নামক এক পল্লীতে মাতুলালয়ে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করেন এবং শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ তৎকালে বাদশাহের অধীনে চাকুরী করায় বাদশাহ কর্ত্তৃক যথাক্রমে সাকর মল্লিক ও দবিরখাস উপাধি প্রাপ্ত হন। মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপকে অঙ্গীকার

করিবার সময় বল্লভের একমাত্র পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী শৈশবকালে আড়ালে থাকিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করেন। মহাপ্রভু, শ্রীরূপ ও সনাতনকে রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শীঘ্র তাঁহার প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিয়া ব্রজের ভক্তিসিদ্ধান্ত ও ব্রজপ্রেমলীলা প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। এক্ষণে মহাপ্রভু রামকেলি হইতে বৃন্দাবন না যাইয়া কানাইয়ের নাটশালা পর্য্যন্ত যাইয়া পুনরায় শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

মহাপ্রভু শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ দাসের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। রঘুনাথদাসকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার পিতৃদেব জনৈকা সুন্দরী বালিকার সহিত বিবাহ দিলেও রঘুনাথদাস তাহাতে আদৌ আসক্ত হইলেন না। মহাপ্রভুকে পাইয়া সাতদিবস ধরিয়া রঘুনাথ দাস কৃষ্ণ-কথায় অতিবাহিত করিলেন এবং মহাপ্রভু রঘুনাথের হৃদয়ে তীব্র মর্কট বৈরাগ্যের উদয় দেখিয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্ত-বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া কহিলেন ;—

"স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশে আসিহ কোন ছলে॥
সে-কালে সে-ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে॥"—(চৈঃ চঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত শিক্ষার ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রণীত "শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—'যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর' এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর। আত্মপ্রসাদ ফল দিয়া বিষয় স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত আত্মাকে ছাড়িয়া দিবে। দেহ, গেহ, কৃষ্ণার্চ্চনার উপকরণ সমাজ সকলই যুক্ত-বৈরাগ্যের উপকরণ হইতে পারে। কেবল সাধকের অন্তরনিষ্ঠা হইলে

সব ভাল হয়। বাহ্যনিষ্ঠা কেবল লোক ব্যবহার মাত্র। অন্তরনিষ্ঠা নিষ্কপট-ভাবে হইলে ভববন্ধ ও প্রপঞ্চসম্বন্ধ সত্বরই তিরোহিত হয়। ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধোদয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্যই বাড়িতে থাকিবে।' উক্ত আশ্বাস-বচনের দ্বারা মহাপ্রভু রঘুনাথকে ভগবৎপ্রেম-প্রাপ্তির প্রতিকূল শুষ্ক বৈরাগ্য ত্যাগপূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া শান্ত করিয়া গৃহে পাঠাইলেন।

অতঃপর নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মহাপ্রভু নবদ্বীপ হইয়া আরও নানাবিধ লীলা প্রকাশপূর্ব্বক নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নীলাচলে পৌঁছিতেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম, বাণীনাথ প্রভৃতি ভক্তগণ মহাপ্রভুর পদান্তিকে মিলিত হইলেন। পণ্ডিত গদাধর আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলে মহাপ্রভু জানাইলেন,—

"গদাধরে ছাড়ি' গেনু ইঁহো দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবনে যাইতে নারিল॥"—(চৈঃ চঃ)

গদাধর প্রেমাবিষ্ট হইয়া কহিলেন,—"প্রভো! আপনি যেই স্থানে অবস্থান করেন তাহাই বৃন্দাবন এবং গঙ্গা-যমুনা সহ সর্ব্বতীর্থ সমন্বিত হয়। তথাপি আপনি স্বেচ্ছায় লোক-শিক্ষার জন্য বৃন্দাবন গমনের অভিনয় করেন। আমার প্রার্থনা—আগামী বর্ষাকালে চারিমাস নীলাচলে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে কৃপা করুন।" অন্যান্য ভক্তগণও গদাধরের প্রার্থনানুরূপ মহাপ্রভুকে সেই বৎসর নীলাচলে থাকিতে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু ভক্ত-গণের ইচ্ছাপূরণার্থে সম্মত হইলেন। এইরূপে সেই বৎসর মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে যাওয়া স্থগিত থাকায় পরবৎসর বৃন্দাবনের পথে রওনা হইলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

এ কোন্ রোগের হাঁসপাতাল ?

সম্প্রতি অনেক রোগী আসায় রোগীর চিকিৎসা গৌড়ীয়-হাঁসপাতালে ভালরূপ হইতেছে না বলিয়া বাজারে গুজব। চিকিৎসকগণের সে-বিষয়ে মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে, আশা করা যায়। যে রিপোর্ট প্রথমে আগত হইয়াছে, তাহার বিবরণ কতকটা প্রকাশিত হইতেছে,—

১। একটী রোগীর বর্ণনে পাওয়া যায় যে, কপটতা-সমর্থন-কল্পে তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত। হাঁসপাতাল-সংরক্ষণের জন্য তাঁহার কোন স্পৃহা নাই। হাঁসপাতাল ভাঙ্গিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা-রোগ তাঁহাকে দরিদ্র করাইয়া ইকনমিক্ করাইতেছে। বাভিচার পোষণ করিতে পারিলে তাঁহার ইকনমিক্ প্রব্লেমের মীমাংসা হয়, তিনি এরূপ বিকারগ্রস্থ। সুতরাং তিনি পয়সা খরচ করিয়া বিরোধ করিবার রোগে পীড়িত।

২। অপর একটী রোগী প্রাজাপত্য অপেক্ষা পরদার-পোষণের রোগে পীড়িত। টন্‌টনে জ্ঞান আছে,—ওটা অন্যায়, তবে সামাজিক বিপ্লবকারীর দল ভারি করা দরকার বলিয়া মনে করেন। মায়াবাদ পোষণ করিতে পারিলে তাঁহার ব্যবসাটা ভাল চলে। "সাধারণ স্বাস্থ্য বেশী ভাল আছে" বলিয়া তিনি দুর্ব্বলতা ছাড়িতে পারেন না। এই রোগীর প্রতি ঔষধ প্রয়োগ-ব্যবস্থায় তাঁহার মতভেদের কারণ এই যে, হাঁসপাতালে ভাল চিকিৎসা হয় না, ঔষধাদি ভাল নাই, আর তিনি নিজেই বড় চিকিৎসক, এরূপ অভিমান করেন—এই রোগ।

৩। অন্য একটী রোগীর রোগে জানা গিয়াছে যে, তাহার মতে স্ত্রৈণ হওয়াটাই পরম ধর্ম্ম। 'আমার আমার' করিয়া ব্যস্ত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ ভাবেন,—ভোগে কোন প্রকার বাধা না আসে; মামুলী রোগ পোষণ করাই ভাল। গৌড়ের-মতে চিকিৎসা করাইয়া ব্যাধি ভাল হইয়া গেলে পাছে জড়েন্দ্রিয় তৃপ্তির ব্যাঘাত ঘটে, এই ভয়। হাঁসপাতালে যখনই সেবা-শুশ্রূষা যথেষ্ট পাওয়া যায়, তখনই হাঁসপাতাল ভাল; কিন্তু যখনই চিকিৎসা আরম্ভ হয়, তখনই ভোগের ব্যাঘাত হওয়ায় হাঁসপাতাল আর ভাল নহে,—এই রোগ। যদি হাঁসপাতাল না থাকে, তাহা হইলেই রোগ অধিক বৃদ্ধি করান যাইতে পারে।

৪। চতুর্থ রোগীর অবস্থা এই যে, হাঁসপাতালবাড়ী বড় হওয়ার আবশ্যকতা নাই। দেশে রোগ বৃদ্ধি হউক্, রোগিগণ বেশী ভুগুক,—ইহাই অন্তরের অভিলাষ। যখন গৌড়ীয় হাঁসপাতাল বড় হইয়াছে সেখানে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা ভাল, সুতরাং তাই দেখিয়া গায়ের জ্বালা। হিংসা-রোগ প্রবল হওয়ায়, যাহাতে হাঁসপাতাল ঔষধ পথ্য যোগাড় না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে—এই রোগ।

৫। পঞ্চম রোগীর অবস্থা,—'আমার মনিবের ঘরে আমারই অধিকার; সুতরাং হাঁসপাতালের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইলে, আমরা যে-সব চাকর-বাকর আছি, আমাদের পাওনাটা দিতে হইবে, তাহা না দিয়া ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া কোন প্রকারেই টলারেট করা যাইতে পারে না।' সুতরাং ছিদ্রান্বেষণ বা ছিদ্র না থাকিলেও পাংচার করিয়া ছিদ্রীকরণ-রোগে ইনি প্রপীড়িত, আর এঁর মিছে কথা বলা, জোলাপ খাওয়াও রোগ।

৬। ষষ্ঠ রোগীর অবস্থা—'বেশ খাচ্ছি-দাচ্ছি, সম্মান-প্রতিষ্ঠা পাচ্ছি, আবার ভবরোগ হ'তে মুক্ত হ'বার চেষ্টা কেন? পৃথিবীর সহিত পরিচয়ে কর্ম্মের ফলে কত প্রকারে সৌভাগ্যবান্ হ'বার চুলকুনি ও আমাশা রোগে কষ্ট পাচ্ছি, উহা ছাড়্‌বো কেন? আমরা এখনও সুখ পাচ্ছি, মরণের পরেও সুখ পাবো। গৌড়ীয়মঠের সেবকেরা পরোপকারব্রত নিয়েছেন, আমরা না হয় পরের অপকার-ব্রত নিলাম, তা'তে আর কি?'—এই রোগ।

৭। সপ্তম রোগীর অবস্থা,—'আমি আভিজাত্যে বড়, সুতরাং ভব-রোগের ডাক্তারীতেও বড়। গৌড়ীয়-হাঁসপাতালের চিকিৎসা এক রকম, আমার অন্য রকম চিকিৎসা। মুরুব্বিয়ানা-চালে পীড়িত হ'য়ে কষ্ট পেলেও আমি গৌড়ীয় হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হবো না; আমি নিন্দে কোরে বেড়াবো'—এই রোগ।

৮। অষ্টম রোগীর অবস্থা,—গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল-বাড়ীটা আমাদের ঘরপাগ্‌লা-সম্প্রদায়ের মতই একটা আড্ডা। সুতরাং ঐ স্থানেও আমাদের ঘরপাগ্‌লা-গিরি চালাইতে পারিলে আমাদের রোগ ভাল করার বদলে বাড়াইয়া লইতে পারিব—এই রোগ।

৯। নবম রোগীর অবস্থাও ভাল নয়,—'হাঁসপাতালে গেলে রোগ বেড়ে যাবে, সুতরাং কেউ যেন হাঁসপাতালে না যায়, ওখানে ভাল ডাক্তার নাই। আমরা যে রোগ পোষণ কর্‌তে চাই, সেই রোগ গৌড়ীয় হাঁসপাতালে আরোগ্য ক'রে দিতে চায়,—এই রোগ।

১০। ডাক্তারদেরও ঐ সব রোগ আছে, তাহারা আপনাদেরই ভাল কর্ত্তে পারে নাই। ওদের কাছে চিকিৎসা হ'বে না বলে সোর্‌গোল করা-রোগে পীড়িত আরো সতেরটা লোক আছে।

মন্তব্য—প্রত্যহ বহু রোগী গৌড়ীয় হাঁসপাতালে এড্‌মিশন্ নিচ্ছে সুতরাং রোগীর বিবরণ প'ড়ে তা'দের চিকিৎসার সময় লাগ্‌বে। ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে না।

"অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতম্"

যাহার যে ইন্দ্রিয় বা যোগ্যতা নাই, তাহার পক্ষে সেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় লাভের চেষ্টা বৃথা। অন্ধের সম্মুখে উজ্জ্বল প্রদীপ ধরিলে বা বধিরের নিকট সুমধুর দিব্য সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইলেও আর "দেহাদ্যহংবুদ্ধি"-মূর্খের নিকট সচ্ছাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইলেও তাহাদের যোগ্যতার অভাবে তাহারা তত্তদ্-বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা গোদাস, গৃহব্রত, অন্ধতুল্য, গুরু-ক্রবগণের দ্বারা পরিচালিত,—"অন্ধৈরুপনীয়মানা যথান্ধাঃ (ভাঃ ৭।৫।৩১)—এই ন্যায়ানুসারে যাহারা সুদর্শন-বিরহিত বিপথগামী সত্যান্ধ, আত্যান্তিক শ্রেয়ঃকথায় যাহাদের কর্ণ বধির, যাহারা "দেহাদ্যহংবুদ্ধি মূর্খ (ভাঃ ১১।১৯।৪২) বা "গোখর" (ভাঃ ১০।৮৪।১৩) তাহারা কি করিয়াই বা ভাগবতার্কের নির্ম্মল প্রভা বা দিব্যজ্ঞান-প্রদীপ দর্শন, শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ এবং শাস্ত্রের সুদার্শনিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে পারিবে?

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর রচিত ভক্তি-সুসিদ্ধান্ত-পূর্ণ অকৃত্রিম "প্রেম-বিবর্ত্ত" নামক গ্রন্থখানিতে প্রাকৃত-সহজিয়া-সমাজের অনেকগুলি ব্যভিচারের কথা অতি সরল ভাষায় বিবৃত থাকায় তত্তদ্দোষদুষ্ট ব্যক্তিগণ উক্তগ্রন্থের বহুল প্রচারের পাছে তাঁহাদের ভণ্ডামিগুলি লোকে ধরিয়া ফেলে তজ্জন্য ভীত হইয়াছেন। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার-প্রচার-লীলা স্বচক্ষে দর্শন ও প্রভুর মুখে সুসিদ্ধান্ত-বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া যে একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে গৌরানুগত্যে কৃষ্ণভজন, সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য, 'শ্রীনাম' ও 'নামাপরাধ', 'ফল্গু' ও যুক্তবৈরাগ্যের' পার্থক্য, গুরুক্রবনিন্দা ও সদ্গুরুচরণাশ্রয়-কর্ত্তব্যতা, প্রাকৃত-সহজিয়া-মতখণ্ডন, মর্কট বৈরাগীর নিন্দা, শ্রীএকাদশী-ব্রত-পালনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি অতি হৃদয়গ্রাহিণী ভাষায় গীত আছে। যে-সকল কারণে প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের আঁতে ঘা লাগিয়াছে, নিম্নে শ্রীগ্রন্থ হইতে তাহার কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধার করিতেছি,—

(১) "গোরা ভজা, লোকরক্ষা একত্র নিষ্ফল ॥
হয় গোরা ভজ, নয় লোক ভজ ভাই।
এক পাত্রে দুই কভু না রহে এক ঠাঞি ॥

লোকের মনোরক্ষাকারী বা লোকভজনাকারী ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়ের এই সত্য কথায় বড়ই আঘাত লাগিয়াছে।

(২) "অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু নাম কভু নয়॥"

নামাপরাধীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নিকট এইরূপ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত 'অদ্ভুত' বলিয়া মনে হইয়াছে। না হইবারও কোন কথা নাই, কারণ নামাপরাধ ছাড়িলে, সাধুসঙ্গ বা বৈষ্ণব সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করিলে ত' তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও ধর্ম্মব্যবসায় চলে না।

(৩) "গোরার আমি," "গোরার আমি"
বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার গোরার বিচার
লইলে ফল ফলে॥
লোক-দেখান-গোরা-ভজা তিলক মাত্র ধরি'।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে॥"

এই সকল শুদ্ধভক্তির সনাতনী কথায় ব্যভিচারি-প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ও মর্কট বৈরাগিগণের অসুবিধা হইয়াছে।

(৪) "জড়দেহে চিদারোপ, সঙ্গ তুচ্ছ অতি।
তাহে কৃষ্ণভাব আনা সমূহ দুর্ম্মতি॥
চৈতন্য আজ্ঞায় আমি একথা না মানি।
জড়েতে এরূপ বুদ্ধি 'নরক' বলি মানি॥"

এই সকল কথা "জড়ে ছল-চিদারোপকারী" প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনর্থযুক্তাবস্থায় "অষ্টকালীয়-লীলা-স্মরণ", রাস্তায়, ঘাটে, বেশ্যার মুখে, ভাড়াটিয়া-কীর্ত্তনীয়ার মুখে, ব্যভিচার-ভূতক-পাঠক-কথকের মুখে, রাইকানুর কীর্ত্তন (?) "সখিভেকী", "বাউল", 'সহজিয়া কালাচাঁদী, 'কর্ত্তাভজা' প্রভৃতি জড়ে চিদারোপকারী প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের নানাবিধ অসৎমতের সমূহ ক্ষতি করিয়াছে। তাই কতিপয় প্রাকৃত-সহজিয়া নাকি শ্রীল পণ্ডিত জগদানন্দ গোস্বামী প্রভুর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করিবার ধৃষ্টতা করিতেছেন। আমরা নিম্নে যে-সকল বিচার ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করিব, তাহা যে অন্ধগুরুব্রুবগণের দ্বারা উন্মার্গেনীত সত্যান্ধ ও স্বার্থান্ধ, প্রেয়ঃকথায় উৎকর্ণ ও শ্রেয়ঃকথায় বধির, কুণপাত্মবাদী-মূর্খ ও 'গোখর'

ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিবে না, ইহা বিলক্ষণ জানি; তথাপি সজ্জন ও সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের জন্য নিম্নে বিবৃত হইতেছে—

কুমিল্লার সনিয়ামক-নাথমহাশয়—

"অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণ নাম নাহি হয়।"

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত-গোস্বামি-প্রভুর এই ভক্তিসিদ্ধান্তকে "অদ্ভুত সিদ্ধান্ত" বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং সেই প্রমাণ-বলে 'প্রেমবিবর্ত্তের' অপ্রামাণিকত্ব প্রদর্শন করিতে দুঃসাহসী হইয়াছেন। নাথ মহাশয় বা তন্নিয়ামক যে রাজ্যের লোক, সেই রাজ্যে একথা 'অদ্ভুত' বটে। শ্রীল জগদানন্দ-পণ্ডিত গোস্বামী যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা অক্ষজগণিতশাস্ত্রের কোন সিদ্ধান্ত লিখিতেন, তাহা হইলে শ্রীমান্ নাথ মহাশয়ের নিকট উহা 'অদ্ভুত' বলিয়া মনে হইত না বা অশ্রদ্ধধানে নামোপদেশ, নাম-বলে পাপাচরণ ও অহংমমাদি-বুদ্ধি-যুক্ত হইয়া নামমন্ত্র-বিক্রয় বা ভাগবত-ব্যবসায় দ্বারা অর্থপ্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহরূপ নামাপরাধগুলি যদি "প্রেমবিবর্ত্ত" গ্রন্থে সমর্থিত হইত, তাহা হইলেও সনাথ-নিয়ামক মহাশয়ের নিকট ঐ সকল সিদ্ধান্ত "অদ্ভুত" বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু সাধুসঙ্গে সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে সেবোন্মুখ হইলে-ই সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ-নাম উদিত হন।

বহির্ম্মুখ মন্ত্র-বিগ্রহ-পাঠ-ব্যবসায়ী অসাধুগণের সঙ্গে অনর্থ যুক্ত-বদ্ধ-জীবের চিত্ত কখনই সেবোন্মুখ হইতে পারে না, সুতরাং তাহার ইন্দ্রিয়-দ্বারে শুদ্ধনামও কীর্ত্তিত হন না—এইরূপ গোস্বামি-সিদ্ধান্ত শুনিয়া সনিয়ামক-নাথমহাশয় চমকিত হইয়াছেন। তাঁহারা ইহাতে চমকিত বা ভীত হইলেও নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্র ও গোস্বামিপাদগণ তারস্বরে বলেন যে, অসাধুসঙ্গে কখনই ভজন হইতে পারে না। 'প্রেম' প্রভৃতি পণ্য লইয়া ভূতকপাঠক ফিরিওয়ালার সিদ্ধান্তও ভক্তিসিদ্ধান্ত পৃথক্।

নাম-সঙ্কীর্ত্তন-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলেই কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হন; যথা—

"শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেম'।"

—(চৈঃ চঃ মঃ ৯।৬১)

কিন্তু আবার কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর বাক্যে-ই দেখিতে পাওয়া যায়—

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥" —চৈঃ চঃ আঃ ৮।১৬

"ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে"—অর্থাৎ ফলের দ্বারাই ফলের কারণ বুঝা যায়। যদি "একবার মাত্র কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতেই প্রেমা উদিত হন" বলিয়া একবার স্বীকৃত হইল, আবার "বহুজন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও 'প্রেমা লাভ' হয় না,—এইরূপ দুইবার দুইরকম কথার তাৎপর্য্য কি? ইহা দ্বারা কি বুঝিতে হইবে না যে, বহুজন্ম "শুদ্ধ-কৃষ্ণনাম" শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় নাই; পরন্তু দেখিতে কৃষ্ণনামের মত 'নামাপরাধ' কীর্ত্তন হইয়াছে। যদি 'নাম-ই' কীর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে তৎফলস্বরূপ 'প্রেমা'ও অবশ্যই প্রকাশ পাইত। যথা,—

"এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্ব পাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥"
"অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ-নামের ফলে পাই এত ধন॥" —চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৩।২৮

নামাপরাধ-হেতুই 'প্রেম' হয় নাই। যথা,—

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥"—চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৯।৩০
"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥"—চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৪
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম কৈলে পায় প্রেমধন॥—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।১৭

যদি কোনও নামাপরাধী কপটব্যক্তি প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির জন্য কৃত্রিম-ভাবে প্রেম-বিকারের চিহ্ন স্বেদ, কম্প, পুলক, গদ্‌গদ অশ্রুধার প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, দেখ, আমার জিহ্বায় নিশ্চয়ই 'নাম' উদিত হইয়াছে, নতুবা আমাতে এই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমার লক্ষণসমূহ দেখা যাইতেছে কেন? "প্রত্যক্ষং কেন বাধ্যতে?" প্রতিষ্ঠাকামী ভাক্তদিগের ভক্তি-বিটলামী গর্হণ এবং ঐরূপ কাপট্য প্রতিষেধ-কল্পে শ্রীমদ্‌ভাগবত 'তদশ্মসারং' (ভাঃ ২।৩।২৪) শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন এবং রসিক-কুলচূড়ামণি রূপানুগবর শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর "সারার্থদর্শনীতে উক্ত শ্লোকের সারার্থ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"অশ্রুপুলকাবেব চিত্তদ্রবলিমিত্যাপি ন শক্যতে বক্তুম্; যদুক্তং শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিচরণৈঃ——"নিসর্গপিচ্ছিল-স্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যাঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয় ইতি॥ (ভঃ রঃ সিঃ দঃ লঃ ৫২ শ্লোক) * * ততশ্চবহিরশ্রু পুলকয়োঃ সতোরপি যদ্ধৃদয়ং ন বিক্রিয়েত তদশ্মসার মিতি বাক্যার্থঃ। ততশ্চ হৃদয়বিক্রিয়ালক্ষণান্যসাধরণানি ক্ষান্তিনামগ্রহণাসঙ্গাদীন্যেব জ্ঞেয়ানি। * * কনিষ্ঠাধিকারিণাং সমৎসরাণান্ত সাপরাধচিত্তত্বান্নামগ্রহণ-বাহুল্যেঽপি তন্মাধুর্য্যানুভবাভাবে চিত্তং নৈব বিক্রিয়েত, তদ্ব্যঞ্জকাঃ ক্ষান্ত্যা-দয়োঽপি ন ভবন্তি, তেষামেব অশ্রুপুলকাদিমত্ত্বেঽপ্য শ্মসার হৃদয়তয়া নির্দ্দেষা। কিন্তু তেষামপি **সাধুসঙ্গেনানর্থনিবৃত্তি**-নিষ্ঠারুচ্যাদি ভূমিকা-রূঢ়ানাং কালেন চিত্ত-দ্রবে সতি চিত্তস্যাশ্মসারত্বমপগচ্ছত্যেব। যেষান্তু চিত্ত-দ্রবেঽপি সতি চিত্তশ্মসারতা তিষ্ঠেদেব, তে তু দুশ্চিকিৎস্যা এব জ্ঞেয়াঃ।"

—অর্থাৎ (যদিও হরিনামে চিত্তদ্রবতার বাহ্যলক্ষণ 'অশ্রুপুলকাদি', তথাপি) ঐ 'অশ্রু' ও 'পুলক'-ই (সকল ক্ষেত্রেই) যে চিত্ত ক্ষোভের লক্ষণ, তাহাও বলিতে পারা যায় না। যেহেতু, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলেন যে, যে-সকল লোকের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল অর্থাৎ উপরি শ্লথ, অন্তরে কঠিন (দুর্গমসঙ্গমনী দ্রষ্টব্য) এবং যে সকল ব্যক্তি সাত্ত্বিকভাব উদয়ার্থ ধারণা-বিশেষের দ্বারা অভ্যাসপর—এইরূপ লোকের হৃদয়ে সত্ত্বাভাস ব্যতীতও কোথাও কোথাও অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়। বাহিরে অশ্রু-পুলকাদি সত্ত্বেও যে হৃদয় বিকৃত না হয়, তাহাই 'পাষাণ' সদৃশ কঠিন। হৃদয়বিকারের মুখ্য-লক্ষণ-সমূহ (শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ, ৩য় লহরী, ১১শ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—(১) ক্ষান্তি অর্থাৎ জাগতিক কোন ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও অক্ষুব্ধ-চিত্ততা, (২) **"অব্যর্থ-কালত্ব"** অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত্তে—২৪ ঘণ্টার ভিতরে ২৪ ঘণ্টা ভগবৎ-সেবাযুক্ততা, (৩) **"বিরক্তি"** (অর্থাৎ দুস্ত্যাজ্য স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ এবং তাহাদের বা নিজের দেহ পোষণের জন্য নাম-মন্ত্র-বিক্রয় বা ভাগবত-ব্যবসায়াদির দ্বারা অর্থার্জ্জন—এক কথায় কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী অরোচকতা (ভাঃ ৫।১৪।৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), (৪) **"মানশূন্যতা"** অর্থাৎ 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি পণ্ডিত', 'আমি জাতি-গোস্বামী', 'আমি ছোট-খাট নিত্যানন্দ', 'আমি ইন্‌কমট্যাক্স দিতে পারি', 'আমার শিষ্য-সেবক আছে', 'আমার সামাজিক বিধি ও সম্মানের অপেক্ষায় ভুক্তি-প্রতিকূল

কার্য্য করিতে হয়', 'আমি মহারাজ ভগীরথের আদর্শে ভিক্ষার জন্য শক্র গৃহে যাইতে পারি না বা তাঁহার ন্যায় স্বরূপ দর্শন করিয়া চণ্ডালকেও প্রণাম করিতে পারি না',—এইরূপ বিরূপাভিনিবেশজ অভিমানকে 'মান' বলে, এই সকল বিরূপের মানের হস্ত হইতে নির্মুক্ত হইয়া 'উত্তম' হইয়াও আপনাকে নিষ্কপট 'তৃণাধম-জ্ঞান'-ই মানশূন্যতা, (৫) 'আশাবন্ধ' অর্থাৎ ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে দৃঢ়া সম্ভাবনা, (৬) **"সমুৎকণ্ঠা"** অর্থাৎ নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রীতিলাভের জন্য যে অত্যন্ত লুব্ধতা (কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অভিষ্টসিদ্ধির জন্য লোভ নহে) (৭) **"নামগানে সদারুচি"** (যখন অধিক অর্থ বা প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়, তখনই নামগানে রুচি দেখা যায়, অর্থের প্রাপ্তির হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রুচিরও তারতম্য অথবা অর্থের স্ফুরণ কিছু কম মাত্রায় হইলে তাহাতে অধিক সময় ব্যয় করিতে ইচ্ছা হয় না,—যাহা বর্ত্তমান নামাপরাধী ভাগবত-ব্যবসায়ী-দলে দৃষ্ট হয়, তাহা নামগানে সদারুচির উদাহরণ নহে) (৮) **"ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনে আসক্তি"** অর্থাৎ অর্থ বা প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির লোভে ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগণের মধ্যে যে 'আসক্তি' দেখা যায়, তাহা ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি নহে, পরন্তু ভগবদিতর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা, ভোগ্য স্ত্রী-পুত্র-স্বজনাদির প্রতি আসক্তি মাত্র। (এতৎ প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব ২।১২৮ সংখ্যা ধৃত শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ কৃত কারিকা আলোচ্য,—ধন-শিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরূপপদ্যতে। বিদ্বদ্ভক্তাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥ অর্থাৎ ধন শিষ্যাদির দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, সে ভক্তি কদাচ উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবে না; যেহেতু তথায় শৈথিল্য-নিবন্ধন উত্তমতার হানি হইয়া থাকে), (৯) **"তদ্বসতিস্থলে প্রীতি"** অর্থাৎ সাত্ত্বিক-বনবাস, রাজসিক গ্রামবাস বা স্ত্রী পুত্রাদির সহিত অবস্থান করিয়া ইন্দ্রিয় তর্পণের-পরগৃহব্রত ধর্ম্ম-যাজন, তামসিক-দ্যূতক্রীড়াদি স্থানে বাস কিম্বা ধামাপরাধিগণের ন্যায় 'শ্রীধাম নবদ্বীপাদিতে বাস করিলে অর্থাদি অর্জ্জনের সুবিধা হইবে'—এইরূপ 'দুর্ব্বুদ্ধি' পরিত্যাগ করিয়া হরি-সেবায় নিগুণকৃষ্ণ ও কাষ্ণ-বসতিস্থলে সেবোন্মুখচিত্তে বাস-ই "কৃষ্ণ-বসতি-স্থলে প্রীতি।"

যে ভগবান্ পুরুষের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় শুদ্ধ হরিনাম উদিত হওয়ায় হৃদয়বিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাতে উক্ত নববিধ লক্ষণ নিশ্চয়ই দেখা যাইবে, মৎসরতাযুক্ত বৈষ্ণব-প্রায় প্রাকৃত ব্যক্তিগণের চিত্তে অপরাধ থাকায়

বহুবার 'নাম' (অর্থাৎ নামাপরাধ) গ্রহণেও নামমাধুর্য্যানুভবের অভাবে তাহাদের চিত্ত দ্রব হয় না ; সুতরাং চিত্তবিক্রিয়াপ্রকাশক 'ক্ষান্তি' প্রভৃতি নববিধ লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যায় না। এইরূপ ব্যক্তিগণের অশ্রুপুলকাদি বাহ্যলক্ষণ থাকিলেও ইহাদিগের হৃদয় অপরাধহেতু পাষাণ-তুল্য কঠিন, সুতরাং নিন্দার্হ। কিন্তু **সাধুসঙ্গের দ্বারা** অনর্থ নিবৃত্ত হওয়ার পর ইহাদেরও চিত্ত নিষ্ঠা, রুচি প্রভৃতি ভূমিকায় আরূঢ় হইলে কালে চিত্তদ্রব হইতে পারে এবং তখনই চিত্তের কাঠিন্যরূপ অপরাধ বিদূরিত হয়। কিন্তু যাহাদের চিত্তদ্রব হইলেও (অপরাধ-নিবন্ধন) চিত্তের কাঠিন্যই থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে দুরারোগ্য জানিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

সনাতন ধর্ম্ম

আমরা ভারতবাসী, সাধারণতঃ সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া জগতে পরিচয় দিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের অধিকাংশই সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সনাতন শব্দের প্রকৃত অর্থটীও আমরা অনুধাবন করি না। কেবলমাত্র গতানুগতিকভাবে কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তন করিয়াই আমরা সনাতনী বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করি।

সনাতন শব্দের অভিজ্ঞান লাভ করিলে অসনাতন শব্দেরও অভিজ্ঞান লাভ করা যায়। যাহা সনাতন তাহা কভু অসনাতন নহে এবং অসনাতন যাহা তাহাও কভু সনাতন নহে। যাহা নিত্যস্থিতিশীল, অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনাশী তাহাকে সনাতন বলা হয়। ইহার বিপরীত যাহা তাহাই অসনাতন। সুতরাং কেবলমাত্র সনাতন বস্তুর ধর্ম্ম বা স্বভাবকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়, অসনাতন বস্তুর ধর্ম্ম কখনও সনাতন ধর্ম্ম নহে।

আত্মা এবং আত্মার বাহ্যাবরণ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় এক জাতীয় বস্তু নহে। আত্মা চেতন ও সনাতন। স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় অচেতন ও অসনাতন। শরীর পরিবর্ত্তিত হইলে আত্মা পরিবর্ত্তিত হয় না। শরীর ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলে আত্মা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আত্মাকেই সনাতন বলিয়াছেন। যথা—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্ব ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥" (গীতা ২।২০, ২২৩-২৪)

অর্থাৎ জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান; তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি কি বৃদ্ধি প্রভৃতি নাই। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন; জন্মমরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না। তিনি অস্ত্রশস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ু-দ্বারাও শুষ্ক হন না। এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; ইনি নিত্য, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বযোনিভ্রমী, স্থাণু ও অচল, ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।

স্থূল ও সূক্ষ্মদেহদ্বয়কে গীতা অপরা অর্থাৎ জড়াশক্তিসম্ভূত বলিয়াছেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ (গীঃ ৭।৪-৫)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের যে নিত্য-স্বরূপ তাহাতে তাঁহার শক্তির দুই প্রকার পরিচয় আছে; শক্তির একটী পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি তাঁহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায়। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অপরা শক্তি-জাত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার একটী 'তটস্থা-প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা-প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি —চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে।

সুতরাং স্থূলদেহ পঞ্চভূতনির্ম্মিত এবং সূক্ষ্মদেহ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সম্ভূত হওয়ায় ইহারা পরিবর্ত্তনশীল; নিত্য নহে। এই অনিত্য শরীরকে উদ্দেশ্য করিয়া যে ধর্ম্ম বিহিত হয় তাহা অনিত্য বা অসনাতন। পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য এই শরীরকে উদ্দেশ্য করিয়াই জাত হয়। আমাদের শরীর ইঁহাদের সহায়তায় রক্ষিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা কৃতজ্ঞতাসূত্রে ইঁহাদের প্রীতি বিধান করিয়া থাকি। দেবতাগণ বায়ু, জল, রৌদ্র, বৃষ্টি এবং নানাপ্রকার শরীর

রক্ষণীয় বস্তু প্রদান করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকি। তাঁহারা আমাদিগকে জাগতিক বস্তু প্রদান করত আমাদের শারীরিক ও মানসিক সুখ বিধান করেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের আরাধনা করি। সুতরাং এ সমস্ত দৈহিক অনিত্য ধর্ম্ম। আমরা নানাপ্রকার দেবদেবী প্রভৃতির পূজা করিয়া সনাতন ধর্ম্ম পালন করিতেছি মনে করিয়া থাকি, কিন্তু ইহাদ্বারা অসনাতন দেহেরই অনুশীলন হওয়া হেতু ইহা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম নহে। "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥" (গীঃ ৭-২০)

হৃতজ্ঞান অর্থাৎ যখন আমাদের চিত্তে ভোগবাসনা প্রাবল্য লাভ করে তখন আমরা আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়ি। সুতরাং আত্মধর্ম্ম যে নিষ্কাম বিষ্ণুসেবা তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হই। তখন স্থূল সূক্ষ্মদেহের কামনামূলে সেই সেই কামনা পরিপূরণকারী আধিকারিক দেবতার উপাসনা করি। ইহা স্থূল ও সূক্ষ্মদেহপর আরাধনা হইয়া যাওয়ায় ইহা অসনাতন ধর্ম্ম, প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম নহে।

কিন্তু কামনাশূন্য বিষ্ণুসেবা অর্থাৎ একমাত্র বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুসেবা সনাতন ধর্ম্ম। বিষ্ণু পরিপূর্ণ চেতন বস্তু এবং আত্মা তাঁহারই ক্ষুদ্র অংশ। যথা—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" (গীঃ ১৫।৭)
অর্থাৎ জীবসকল আমারই অংশ (বিভিন্নাংশ) ও নিত্য।

বিষ্ণু শক্তিমান, জীবাত্মা তাঁহারই শক্তি। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্"—এই গীতাবাক্য হইতে তাহা আমরা পাইয়াছি। শক্তি সর্ব্বদাই শক্তিমানের অধীন। শক্তিমান্ যাহা ইচ্ছা করেন শক্তি তাহা সম্পাদন করিয়া শক্তিমান্‌কেই আনন্দ দিয়া থাকেন। এই কার্য্য করিয়া শক্তি শক্তিমানের নিকট হইতে কোনপ্রকার বিনিময় প্রত্যাশা করেন না। সুতরাং এই শক্তিস্থলীয় চেতন জীবাত্মার বা সনাতন জীবাত্মার যে বিষ্ণু-সেবা, তাহাতে বিষ্ণুসেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার কামনা বা অন্যাভিলাষ থাকিতে পারে না। এইরূপ অন্যাভিলাষিতাশূন্য ভগবদ্ভক্তিই সনাতন ধর্ম্ম।

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" (ভাঃ ১।২।১)

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভি-সন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যক্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

—সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩২শ বর্ষ | ২২ হৃষীকেশ, অনিরুদ্ধ, ৪৯৪ গৌরাব্দ
৩১ ভাদ্র, রবিবার, ১৩৮৭; ইং ১৭।৯।১৯৮০ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তোত্রম্

[শ্রীস্কান্দে উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশ-অধ্যায়ে]

[ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং নারায়ণরথন্ততঃ।
প্রণিপত্য জগন্নাথং ত্রিঃ পরীত্য পিতামহঃ॥১৩॥
আনন্দসিন্ধুসম্মগ্নঃ সলোমাঞ্চবপুঃ স্বয়ম্।
স্বমাত্মানং ননামাথ সপ্রত্যক্ষং সগদ্গদম্॥১৪॥]

[কমলযোনি পিতামহ ব্রহ্মা (রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে) এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান্ নারায়ণের রথ-সমীপে গমন করিলেন এবং সেই জগন্নাথ হরিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক আনন্দসাগরে ভাসমান ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষভূত সেই ভগবান্‌কে গদগদ-স্বরে এইরূপে স্তুতিবাদের সহিত প্রণাম করিতে লাগিলেন॥১৩-১৪॥]

বিষয়ানন্দমখিলং সহজানন্দরূপিণঃ।
অংশং তবোপজীবন্তি যেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥১॥

(হে ভগবন্!) সমুদয় জন্তুগণই সহজ আনন্দরূপী আপনার অখিল বিষয়ানন্দ-কণা আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে ॥১॥

গুণাতীত গুণাধার ত্রিগুণাত্মন্নমোঽস্তু তে।
ত্বন্মায়য়া মোহিতোঽহং সৃষ্টিমাত্রপরায়ণঃ ॥২॥

হে ত্রিগুণাত্মন্! আপনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আধার হইয়াও ত্রিগুণাতীত; অতএব আপনাকে নমস্কার ॥২॥

নমো দেবাধিদেবায় দেবদেবায় তে নমঃ।
দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ ॥৩॥

প্রভো! আপনি অখিল দেবগণেরও আরাধ্য দেবতা ও অধিদেবতা, আপনি দিব্যরূপী অথচ দিব্যাদিব্য-স্বরূপ; অতএব আপনাকে বারম্বার নমস্কার ॥৩॥

জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ।
জ্বলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরপি চ মৃত্যবে ॥৪॥

আপনি জরা-মৃত্যুবিহীন ও মৃত্যুরূপী; আপনাকে নমস্কার। মনীষিগণ আপনাকে জ্বলদগ্নি-স্বরূপ তেজোময়, মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥৪॥

প্রপন্ন-মৃত্যু-নাশায় সহজানন্দরূপিণে।
ভক্তপ্রিয়ায় জগতাং মাত্রে পিত্রে নমো নমঃ ॥৫॥

হে দেব! আপনি সহজ আনন্দময়, শরণাগত ব্যক্তিগণের মৃত্যু-বিনাশন, ভক্তগণের প্রিয় এবং নিখিল জগতের পিতা-মাতা; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করি ॥৫॥

নমো নমস্তে জগদেকবন্দ্য, সুরাসুরাভ্যর্চ্চিতপাদপদ্ম।
নমো নমস্তাপহরৈকচন্দ্র, নমো নমঃ সান্দ্রসুধৌঘসান্দ্র ॥৬॥

দেব! আপনি অখিল জগতের একমাত্র আরাধ্য, এজন্য সুরাসুরগণ সতত আপনার পাদপদ্মের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। নাথ! এই বিশ্বসাগরে একমাত্র আপনিই সান্দ্রসুধাধার সন্তাপহর অদ্বিতীয় সুধাংশুস্বরূপ; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ অসীম নমস্কার ॥৬॥

নমো নমঃ কল্পনদূরভূত, দুষ্প্রাপ-কামপ্রদ-কল্পবৃক্ষ।
দীনাশরণ্য প্রণতৈকদুঃখ-সংঘোদ্ধতো নিত্যসুবদ্ধপক্ষ ॥৭॥

হে দীনবন্ধো! আপনি দীনগণের দুর্লভ কামপ্রদ অকল্পন কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ এবং দীন নিরাশ্রয় প্রণত ভক্তগণের অসীম ক্লেশরাশি নিবারণে সতত সমুদ্যত; অতএব আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি ॥৭॥

প্রসীদ জগতাং নাথ মগ্নানাং দুঃখসাগরে।
কটাক্ষলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর ॥৮॥

নাথ! দুঃখসাগরে নিমগ্ন জগদ্বাসী জীবগণের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন। হে করুণাকর! করুণা প্রকাশ করিয়া করুণা-কটাক্ষপাতে জগদ্বাসীকে পরিত্রাণ করুন ॥৮॥

চাতুর্ম্মাস্য

সর্ব্ব-শাস্ত্রেই চাতুর্ম্মাস্যের উল্লেখ

বেদ-শাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যে কর্ম্মাঙ্গত্ব উল্লিখিত আছে। **ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও** সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য-ব্যবস্থার অভাব নাই। **পুরাণের** মধ্যেও নানাস্থলে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান, পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থস্মৃতি **শ্রীহরিভক্তিবিলাস** অথবা রঘুনন্দনের **কৃত্যতত্ত্বেও** আমরা চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মী, জ্ঞানী—একদণ্ডী ভক্ত—ত্রিদণ্ডি সকলের জন্যই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির ফল কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক গৃহ্যসূত্রেও আমরা যতিধর্ম্ম নিরূপণে পাঠ করি যে,—

"একরাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্।
বর্ষাভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ ॥"

একদণ্ডী জ্ঞানীগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়ই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগৌরসুন্দরের চাতুর্ম্মাস্য

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরিতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারিমাস-কাল বাস করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস-কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরেই গমন করিতেন ও তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

চারি আশ্রমের হিন্দুমাত্রেরই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্টসাধ্য বলিয়া ঐসকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামী কর্ম্মিগণে অথবা নিষ্কাম ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান হিন্দুমাত্রেই সকলেই করিয়া থাকেন।

চাতুর্ম্মাস্যে ভোগ-পরিত্যাগের আদর্শ

ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভোগ-ত্যাগ-বিধান—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধাজনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐসকল ব্রতাদিতে শিথিলভাব প্রদর্শন করিয়াছেন।

গৃহস্থের ভোগ—ত্যাগেরই উদ্দেশ্যে

আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার মধ্যে অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ-ত্যাগ-বিধি পালন করিয়া **অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্তভোগ হইয়া বাস করেন।**

অসমর্থ-পক্ষে কার্ত্তিক অর্থাৎ ঊর্জ্জা-বিধি পালন কর্ত্তব্য

যিনি চারিমাস কাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারাও কেবল ঊর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই

বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য-বিধানের আবশ্যকতা নাই। উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধিমাত্র। চারিমাস-কাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল নিরূপণ

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহ-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

"আষাঢ়-শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ॥"

আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ়-পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক-পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস-কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট-সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস কাল উপরি লিখিত তিন প্রকার বিচার অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতে অসমর্থ তাঁহারা নিয়ম-সেবা-পালনপর হইয়া কার্ত্তিক মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদিদ্বারা বিধিপূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। ঊর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই ব্রত পালন করিবেন।

হরি-শয়নে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাস-কাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

সুপ্তে ত্বয় জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিদম্।
বিবুদ্ধ্যে তু বিবুদ্ধ্যেত প্রসীদ মে ভবাচ্যুত॥

ইত্যাশ্বাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্ণীয়ান্নিয়মং ব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণভক্তিবিবৃদ্ধয়ে ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৫৯)

অর্থাৎ, ব্রতী ব্যক্তি "হে জগন্নাথ! আপনি শয়ন করিলে এই জগৎ সুপ্ত হয় এবং আপনার জাগরণে জগৎ জাগরিত হয়। হে অচ্যুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্"—এইরূপ আশ্বাস করিয়া প্রভুর অংশ কৃষ্ণভক্তি-বৃদ্ধির নিমিত্ত চারিমাসে কর্ত্তব্য-কার্য্যের নিয়ম গ্রহণ করিবেন।

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬০ সংখ্যা-ধৃত ভবিষ্যপুরাণ-বচন)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়ম, ব্রত কিম্বা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্যাদি যাপন করে, সে মূর্খ এবং জীবিত অবস্থায়ই মৃততুল্য।

ব্রতে গ্রহণীয় ও বর্জ্জনীয়

ব্রতের **গ্রহণীয়** বিধিতে—ভগবানের নিয়ম, সেবা ও জপ-সঙ্কীর্ত্তনাদি। স্কন্দ পুরাণ ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে,—

জপ-হোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সঙ্কীর্ত্তনন্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীতনিয়মো বুধঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬৫)

অর্থাৎ নিয়মধারী পণ্ডিত ব্যক্তি জপ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং সঙ্কীর্ত্তন স্বীকার করিয়া ভগবানের নিকট "হে দেব! আপনার অগ্রে এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, হে কেশব! আপনার অনুগ্রহে ইহা নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধি-প্রাপ্ত হউক্"—এইরূপ প্রার্থনা করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের **বর্জ্জনীয়** বিচারে লিখিয়াছেন,—

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৬১ সংখ্যা-ধৃত স্কন্দপুরাণ-বচন)

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগত্যাগ করিয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"রুচ্যং তত্তৎকাল-লভ্যং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফলমূল যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃতি ঘটে তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড়বস্তুতে অতিরিক্ত

অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন করিয়া সংযত হইয়া হরি-কীর্ত্তন করিবে।

হরি-শয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা বেগুন বা সাহেব-বেগুন অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। সমর্থ-পক্ষে পটোল, বেগুন প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

অসমর্থ-পক্ষে রুচির অনুকূল বিষয়-সঙ্কোচনই হরিসেবায় উৎসাহ-বর্দ্ধক

নানাপ্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে; তজ্জন্য সমর্থপক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ ভোগ-পর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর, ত্যাগদ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবন-ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবায় উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

সমর্থ-পক্ষে ব্রত-পালনের বিধিসমূহ

চাতুর্ম্মাস্য-কালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়ন-কালে বিলাস-শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগই প্রশস্ত, যেহেতু উহাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ—মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্মযোগ বা হঠযোগ—দেহ ও কিঞ্চিন্মানস বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চারিমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরি-কীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়। ভজনের সুষ্ঠুতায় ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরি-শয়ন কালে নিয়মে অবস্থান করা—বিধিশাস্ত্রের আদেশ।

তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তো যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠমানবঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৭৩)

হে পাণ্ডব! ঐকালে (শ্রীভগবানের চাতুর্মাস কাল শয়ন-সময়ে) আমার যে-ভক্ত বহু বহু ব্রত-নিয়মদ্বারা উক্ত চাতুর্মাস কাল ক্ষেপণ করেন, তাঁহারাই মানবশ্রেষ্ঠ।

এতদ্ব্যতীত নক্তভোজন, পঞ্চগব্যাশন, তীর্থস্নান, অযাচিত ভোজন, হরিমন্দিরে গীতবাদ্য, শাস্ত্রামোদ-দ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈলস্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সমর্থবান্‌পক্ষে ব্রত-পালনের নিষেধসমূহ

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্পোপভোগ ত্যাগ করিবেন। সকল রস—কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় বর্জ্জন করিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থবান্ পক্কদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ-তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালীপাক বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান্ একদিবস অন্তর একদিবস উপবাস করিবেন। নখলোমাদির ক্ষৌর-কার্য্য হরিশয়নে করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণসেবা-তাৎপর্য্যই চাতুর্ম্মাসের ফল

ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের তুষ্ট; জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তি-ফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষবাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (২)

মুক্তজীবের শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধ-জীবে বিকৃত

আমরা বারম্বার বলিতেছি যে,—যাহাকে পবিত্র জৈবধর্ম্ম বলে, তাহারই নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীবের নিত্যধর্ম্মের নাম—জৈবধর্ম্ম। জীব যখন উপাধিশূন্য হয়, তখন তাহার স্বরূপ—শুদ্ধ চিন্ময়। তখন তাহার নিত্যধর্ম্ম কি?—নিরুপাধিক প্রেম। যখন জড়গ্রন্থিরূপ উপাধিযুক্ত হয়, তখন তাহার ধর্ম্ম—বিকৃতপ্রেম বা জড়োপাধি-মিশ্রিত প্রেম। শুদ্ধ জীবের বৈষ্ণবধর্ম্ম বদ্ধজীবে অনেকটা বিকৃতভাবে প্রকাশ পায়।

স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি অপরিহার্য্য

বদ্ধজীব জড়দেহে আবদ্ধ হইয়া জড়বিধির অধীন। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক যতপ্রকার বিধি আছে, সকলই জড়বিধিময়। জড়-সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া স্ব-স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও জড়বিধি সহসা পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এই জড়শরীরে অবস্থিত হইয়াই জীবকে জড়ত্যাগের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জড়-সম্বন্ধ ভাল নয় বলিয়া জড়-দেহ নাশ করিলে কোন লাভ হইবে না। বরং আত্মগত-পাপে অধিকতর বন্ধনের আশঙ্কা আছে। অতএব স্ব-স্বরূপ-লাভেচ্ছু জীবের পক্ষে দেহরক্ষার কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজন। কেবল দেহরক্ষা নয়, দেহের পুষ্টিবর্দ্ধন ও দৈহিক নানাবিধ অভাব নিবৃত্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যক।

নিষ্পাপ দেহ-যাত্রায় আশ্রম ও সমাজের আবশ্যকতা

উত্তমরূপ দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে অর্থোপার্জ্জনের একটী উপায় অবলম্বন করারও নিতান্ত প্রয়োজন। দেহযাত্রা নিষ্পাপরূপে নির্ব্বাহিত হয় তজ্জন্য একটী আশ্রম ও সংসার স্বীকার করা আবশ্যক। বিবাহিত হইয়া গৃহেই থাকুন বা অবিবাহিত অবস্থায় বৃহদ্ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস-গ্রহণই করুন, একটী আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই আশ্রম-উপযোগী একটী সমাজকে অবশ্যই পত্তন করিতে হইবে। অতএব বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্ত সকলেরই একটী একটী সমাজ আছে।

বিষয়ী, মুমুক্ষু ও মুক্তভেদে সমাজ তিন প্রকার

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে বৈষ্ণব বলা যায় না। —এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার অর্থাৎ বিষয়ী-সমাজ, মুমুক্ষু-সমাজ ও মুক্ত-সমাজ। জীব কোন সময়েই সমাজশূন্য হয় না। **জীবের স্বভাব সামাজিক। জড়মুক্ত হইলে জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য।** অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণব-জীব ও ইতর-জীবে ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-জীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতর-জীবের ইতর-সমাজ। এস্থলে একমাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, **বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজের কোন ভেদ নাই।**

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজে ভেদ

বৈষ্ণব-সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-সমাজের উদ্দেশ্য—স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান আলোচনা-দ্বারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকারক বিষয়াবিষ্কার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তি—এইরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক ভোগকে এবং কেহ কেহ জীবের অস্তিত্ব নাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়সুখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতি অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি এক, কিন্তু প্রকৃতি ভিন্ন।

বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই বদ্ধজীবের সামাজিক ব্যবস্থা

যাঁহারা সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, **বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা।** বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ হইতে পারেনা বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ-প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধ-দশায় একমাত্র সমাজ। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কি-প্রকার তাহা '**শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে**' প্রথম ও দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতএব ঐ ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব এস্থলে পুনরালোচিত হইল না। কেবল এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে, **মনুষ্য নিজের স্বভাববশতঃ একটী বর্ণ** এবং **অবস্থা-বশতঃ একটী আশ্রম** স্বীকার করিয়া জীবন নির্ব্বাহপূর্ব্বক ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে। নানা **কর্ম্ম ও 'ঘটনা-দ্বারা' স্বভাব নির্ম্মিত হয়**; তন্মধ্যে জন্মও একটী 'ঘটনা'-বিশেষ।

জন্ম বা বংশক্রমে বর্ণ-নির্ণয়ে বর্ণাশ্রম অপদস্থ

ঘটনাক্রমে, আপাততঃ কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কোন কার্য্যের সাফল্য হয় না। **বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এই প্রকার ব্যতিক্রম দৃষ্টি** করিয়া অনেক সহৃদয় লোক ভারতের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই

কৃৎবিদ্য ভারতবাসীগণ বর্ণ-ধর্ম্মের উৎসন্ন কল্পনায় নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, বর্ণধর্ম্মের বিনাশ দ্বারা জগতের উন্নতি হইতে পারে না। বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে। মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিনাশ করা কোন 'দেশহিতৈষী' ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। **বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই দূর করা কর্ত্তব্য।**

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনের ১০টী উপায় নির্দ্দেশ

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্য-লক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়; যথা :—

১। **কেবল জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না।**

২। বাল্য-সঙ্গ ও জ্ঞান সংগ্রহক্রমে যে-স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই **স্বভাব অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।**

৩। বর্ণ নির্ণয়-কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতামাতার বর্ণ-সম্বন্ধ একটু বিচার করিয়া বর্ণনির্ণয় করিতে হইবে।

৪। পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সের পর কুলপুরোহিত, ভূস্বামী, পিতামাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন।

৫। প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ পিতৃবর্ণ-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে।

৬। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। **যদি দেখা যায়, উচ্চবর্ণ লাভের যোগতা লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের অধম বর্ণের উপোযোগ্যিতা হইয়াছে, তবে বালককে আর দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে।**

৭। **দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নির্ণয় হইবে।**

৮। প্রতিগ্রামে একটী সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে।

৯। এই সমস্ত কার্য্য যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাটই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক।

১০। **যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্‌ব্যতিক্রমকারীর রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।**

বিশুদ্ধ-বর্ণাশ্রম স্থাপনের বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক

এখন দেখা যাউক যে এইপ্রকার সমাজ-সংস্কার আজকাল হইতে পারে কি না; আমাদের বিবেচনায় এরূপ কার্য্য হইবার সুবিধা নাই। **আদৌ** রাজ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। **দ্বিতীয়তঃ** রাজ-সাহায্য পাওয়া গেলেও তাহা সইসা গ্রহণ করা উচিত নয়; যেহেতু রাজা যে-পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ না করেন, সে-পর্য্যন্ত তাঁহার তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ সাহায্য পাওয়া অসম্ভব। নিরপেক্ষ এবং সকল সাহায্য ব্যতীত এরূপ বৃহৎ সংস্কার কোনক্রমেই ঘটিতে পারে না। **ভারতবাসিদিগেরও এ বিষয়ে সম্যক্ সাহায্য পাইবার আশা নাই।** স্বার্থপরতাক্রমে অনেকেই এই প্রার্থনায় পরিবর্ত্তনে মত দিবেন না; বরং সংস্কার-সম্বন্ধে অনেক প্রকার ব্যাঘাত উপস্থিত করিবেন। নিম্ন-বর্ণের লোকেরা মূর্খতা ও অজ্ঞানতাবশতঃ বর্ত্তমান কুসংস্কারকে সহসা পরিত্যাগে অক্ষম হইবে। অতএব কতিপয় সহৃদয় ব্যক্তি মিলিত হইলেও এই বৃহৎ কার্য্য সহসা ঘটনীয় নহে।

যে-স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই অনুসারে প্রতি ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বর্ণাশ্রম-স্থাপনের অসীম আকাঙ্ক্ষা-সত্ত্বেও বিপদাশঙ্কা ও হতাশাজ্ঞাপন

এখন দেখুন, দুই দিকেই বিপদ। **একদিকে**—কুসংস্কার কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে। চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্য-বংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই—

আর্য্য-সন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে। এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এইসকল কথা আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছেন।

অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ দেখা যায়। যদি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে সমাজ স্থাপন করি, তাহা হইলে আর আমাদের আর্য্যত্ব থাকে না; যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। উদাহরণ-স্থল দৃষ্ট হইবে যে, বৌদ্ধ-সমাজ, জৈন-সমাজ, দেশীয় খ্রীষ্টান-সমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রম-রহিত ব্যবস্থাসমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। বৌদ্ধ-সমাজ ও জৈন-সমাজ পর্ব্বতগুহা-মধ্যে লুক্কায়িত হইল। দেশী খ্রীষ্টান-সমাজ কেবল ম্লেচ্ছানুগত্যে বৃত হইল, ব্রাহ্ম-সমাজ কুটীরস্থ হইয়া পড়িল। তন্মধ্যে আর কাহারও সামাজিক স্বাধীন জীবন নাই। কোথায় বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা, কোথায় বা নববিধান? কেহই কাজে লাগিল না! কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ ভারতে কোন কাজে লাগিবে না—যদি আমরা সহসা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করি, তবে আরো 'হুলস্থূল' পড়িয়া যাইবে। সকলদিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে।

নানাবিধ বিপদ ও প্রতিবন্ধক-সত্ত্বে ভগবানের নিকট দৈববর্ণাশ্রম স্থাপনের প্রার্থনা

এখন উপায় কি? মঙ্গলের প্রয়োজন। কিন্তু মঙ্গল কিসে সহজে লভ্য হয়, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে-পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে-পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধান-স্বরূপ ভগবানই সেই মঙ্গল-বিধান করিবেন, সন্দেহ নাই।

সত্য সত্য বর্ণাশ্রম স্থাপনের শাস্ত্রীয় আপত্তি খণ্ডন

পুরাণ অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, কলির অবসানে শ্রীশ্রীকল্কিদেব অবতীর্ণ হইয়া মরু ও দেবাপি রাজাদ্বয়ের সাহায্যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিলে সত্যযুগের উদয় হইবে। কিন্তু আমরা বলি যে, এই কলিযুগ সাধারণ কলিযুগ নয়। ইহাকে পূর্ব্ব মহাত্মাগণ **'ধন্য কলি'** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণ কলিযুগেই কেবল

কলিকালের অবসানে ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয়। **'ধন্য কলিযুগে' আর কল্কি অবতারের অপেক্ষা নাই।** যে কলিযুগে পরিপূর্ণশক্তি, পরম-কারুণিক, পরমপ্রেমমূর্ত্তি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে-কলিযুগের আর কথা কি? সেই করুণাময় **মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই।** অকৃতিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সংস্থাপনই প্রধান ধর্ম্মসংস্কার

এই সংখ্যায় আমরা এই পর্য্যন্ত বলিলাম, সামাজিক মঙ্গল সাধন ও **'বর্ণাশ্রমরূপ প্রধান ধর্ম্মের সংস্কার-বিষয়ে' যে উৎকৃষ্ট উপায় আছে, তাহা আগামী সংখ্যায় আমরা প্রস্তাব করিব।** আশা করি যে, সহৃদয় পাঠকবর্গ বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আগামী সংখ্যায় তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকুন। **যে-বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করিলাম তাহা অত্যন্ত গম্ভীর।** সংযত অন্তঃকরণে এই বিষয়টীর আলোচনা করা আবশ্যক। অনেক নিগূঢ় কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে। সংক্ষেপতঃ আমরা এই বলি যে, বঙ্গীয় সমাজের পক্ষে আর অধিকতর গুরুতর বিষয় ইহা অপেক্ষা নাই।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

জীব

জীব্যতে অনেন ইতি জীবঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক যিনি জীবনধারণ-কারী—তিনিই জীব।

জীবঃ কর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে, আত্মা নির্লিপ্ত এব চ, আত্মনঃ প্রতিবিম্বশ্চ দেহী জীবঃ স এব চ। প্রাণ-দেহাদিভৃদ্দেহী স জীবঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।—(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে) অর্থাৎ জীব কর্ম্মফল ভোগ করে এবং পরমাত্মা নির্লিপ্ত থাকেন; দেহী জীব আত্মার প্রতিবিম্ব। প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ধারণকরত তিনি 'জীব' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। শ্রীগীতায় আমরা দেখিতে পাই,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ (গীঃ ২।২০)

জন্ম, অস্তিত্ব, বর্দ্ধন, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ষড়্‌ভাব-বিকারশূন্য জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্ম হয় না; তিনি অনাদি অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে ভগবানের জীব বা তটস্থাশক্তি হইতে উদ্ভূত। মহাসঙ্কর্ষণই তাঁহার আশ্রয়। ইনি সর্ব্বদা একরূপে অবস্থিত (নিত্য) অর্থাৎ সর্ব্ব-কালেই বর্ত্তমান; তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি-আদি হয় না। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন; জন্ম-মরণশীল দেহের নাশে তিনি বিনষ্ট হন না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার মাধ্যমে আমাদিগকে আরও জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন—জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে আর্দ্র হন না, বায়ুদ্বারা শুষ্ক হন না। ইনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু ও অচল। ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।

জীবদেহের অপর নাম ক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বা দেহী বলা হয়। এই দেহীর তিনটি দেহ, যথা কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল। অস্থি মাংসাদিযুক্ত দেহই স্থূল, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারিটির সমষ্টি লিঙ্গ দেহ এবং কারণ-বারিতে অবস্থানকালে কারণ শরীর প্রাপ্তি হয়। কোন কোন শাস্ত্রে এই তিনটি দেহকে জীবাত্মার পোষাক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—'আমি' একটি জীব। এই 'আমি' দুই প্রকারের যথা—কাঁচা 'আমি' ও পাকা 'আমি'। পাকা 'আমি' বলিতে প্রকৃত 'আমি' (real self) বা জীবাত্মা, এবং কাঁচা 'আমি বলিতে কৃত্রিম 'আমি' (Artificial self) বা দেহ। এই দেহই অনাত্ম বস্তু, ইহাতে আত্মাভিমান করি। যাহার ফলে পঞ্চক্লেশদ্বারা আক্রান্ত হই এবং ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে থাকি।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ চিন্ময়। ভগবান্ বিভুচৈতন্য ও জীব অণুচৈতন্য। শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে দৃষ্ট হয়,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯)

অর্থাৎ সেই জীবকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্য। এই জীবাত্মা অণু, ইহাতে পাপ-পুণ্যাদি আশ্রয় করিতে পারে।

এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিশুদ্ধচিত্তে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। প্রাণবায়ু—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান—এই পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত হইয়া জীব-শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। যে চেতনা-শক্তিদ্বারা জীবগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই আত্মা বিশুদ্ধচিত্তে প্রকাশিত হন। এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মাও সেইরূপ চেতনধর্ম্মদ্বারা সমস্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

শুদ্ধদ্বৈতবাদাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত (তত্ত্বমুক্তাবলী-১০)

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গা স্তথাবয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদদ্ধি ত্বং ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব ॥

অর্থাৎ, হে জীব! যেমন সমুদ্রমধ্যে বহু তরঙ্গ আছে, সেইরূপ আমরাও চিৎসমুদ্রস্বরূপ ব্রহ্মে অসংখ্য জীব অবস্থিত। যখন তরঙ্গ কখনও সমুদ্র হইতে পারে না, তখন তুমি কি করিয়া ব্রহ্ম হইতে পার?

জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নিত্য। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ (গীঃ ১৪।২)

অর্থাৎ এই জ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ নির্গুণতা লাভ করিলে সৃষ্টিকালে মরজগতে জন্মগ্রহণ করে না এবং প্রলয়ে বিনাশ-রূপ ব্যথাও ভোগ করে না।

শুদ্ধাদ্বৈত-বাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত (ভগবৎসন্দর্ভধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য)—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা আবৃত, সুতরাং ক্লেশসমূহের আকর।

ভগবানই একমাত্র বাস্তব বস্তু, সেই বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি—মায়া এবং বস্তুর কার্য্য—এই জড় জগৎ; সুতরাং সমস্তই বস্তু হইতে অভিন্ন বলিয়া এক অদ্বয় বাস্তব বস্তুই সিদ্ধান্তিত হইল।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত—

'চিৎ' ও 'অচিৎ' সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর—

যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং
সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি।
ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ (বৃঃ আঃ ৩।৭।১৫)

যিনি সমস্ত ভূতে অবস্থিত, কিন্তু ভূতসকল যাঁহাকে জানে না, ভূত-সমূহ যাঁহার শরীর, যিনি ভূতসকলের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই জীবাত্মার অন্তর্য্যামী পুরুষ।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত—

জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরধীনং শরীর-যোগ-বিয়োগ-যোগম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহ-ভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ॥
(নিম্বার্ককৃত দশশ্লোকী)

(নিম্বার্ক-মতে) জীব—জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ, সংখ্যায় অনন্ত, অণু (ক্ষুদ্র) ও হরির অধীন। অণুত্বহেতু তাঁহার মায়িক শরীরের সহিত সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়া থাকে। জীব এক নহে, প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্য-দাসরূপ জীবের প্রকাশ। বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বর অহংতত্ত্ব থাকে না; তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংত্বের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগতা তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্ত ও বদ্ধ-দশা; উভয়-দশায়ই জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য; মুক্তদশায় জীব সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য, আর বদ্ধদশায় জীব স্বীয় উপাধিস্বরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে নিজ-তত্ত্বাবোধে বহন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, যথা—

সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত' প্রকার।
এক নিত্যমুক্ত, এক—'নিত্যসংসার'॥
'নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণপারিষদ'-নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ॥
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্ম্মুখ।
নিত্যসংসার ভুঞ্জে, নরকাদি-দুঃখ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০-১২)

অতএব হে কলিহত জীব! তত্ত্বদর্শী গুরুপাদাশ্রয়ে স্বীয় জীবতত্ত্ব অবগত হইয়া আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে থাকুন, তাহা হইলে মায়াপিশাচী-প্রদত্ত ত্রিতাপজ্বালার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব হইবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ**

নিন্দা ?

নিন্দা কা'রে বলে, হাঁগা নিন্দা কা'রে বলে ?
বল'তে বুঝিয়া সত্য জগত মঙ্গলে ॥
লয়ে লড্ডু বিষমিশ্র মিষ্টান্ন বলিয়া।
বেচিছ তুমি যে হাটে বিজ্ঞাপন দিয়া ॥
অবোধ বালক তাই কিনিয়া যতনে।
করিতেছে আত্মনাশ গরল-অশনে ॥
তত্ত্বজ্ঞ তাহাতে কেহ তোমার বঞ্চনা।
দেয় ধরাইয়া যদি করে বিঘোষণা ॥—
"সাবধান ! রে অবোধ বালক সকল।
না কর পরশ উহা বিষয় গরল ॥"—
বাঁচাতে বিমূঢ় জনে, সেই মহাত্মার।
বিশ্বহিত এই বাক্য নিন্দা কি তোমার ?
স্বার্থহানি ইহাতেই হয় যদি তব।
তুলে তব ক্রোধ কাম যদি হা-হা-রব ॥
হ'বে কি নীরব ওই অকৈতব জন।
রাখিতে অবাধ তব ইন্দ্রিয়-তর্পণ ॥
বিষব্রণে সুভিষক যুক্ত অস্ত্রাঘাত।
না করি,' রোগীর বশে বুলা'বে কি হাত ?
কি উৎপাত ! — রে মোহান্ধ মায়াবশ মন।
হিতে বিপরীত একি ভাবো অনুক্ষণ ॥
জীবহিত জগদ্ধিত সজ্জন নিশ্চয়।
না করে কাহারো নিন্দা কোন অপচয় ॥

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১১ পৃষ্ঠার পর)

বৃন্দাবন যাইবার পথে ঝারিখণ্ডের অরণ্যমধ্যে বন্যজন্তুদিগকে কৃষ্ণনাম বলাইয়া প্রেমভক্তি সঞ্চারণ

শরৎকাল আসিলে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন এবং রামানন্দ ও স্বরূপের অনুরোধে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তৎসঙ্গী একজন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া শেষরাত্রে অন্যান্য ভক্তগণকে লুকাইয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর ও রাজপথ ত্যাগ করিয়া উপপথে বনে প্রবেশপূর্ব্বক ঝারিখণ্ডের অরণ্য-পথ দিয়া কৃষ্ণনাম লইতে লইতে চলিলেন। দুর্গম অরণ্যে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল পথে প্রভু কৃষ্ণ-নামে বিভোর হইয়া যতই অগ্রসর হইতেছেন ততই হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, শূকর প্রভৃতি জন্তুগণ প্রভুকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ভীষণ ভীত হইয়া পড়িতেছেন। এই সময় প্রভু হিংস্র জন্তুদিগকে কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত করিলেন।—

"একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তাহাতে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে,—'কৃষ্ণ কহ', ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিন বনে প্রভু করে নদী স্নান।
মত্ত হস্তিযূথ আইল করিতে জল পান॥
প্রভু জলে কৃত্য করেন আগে হস্তী আইলা।
কৃষ্ণ কহ বলি' প্রভু জল ফেলি মারিলা॥
সেই জলবিন্দুকণ লাগে যার গায়।
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে ধায়॥"

* * *

"ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুকে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে কৃষ্ণ বলে নাচে মত্ত হৈয়া॥
হরিবোল্ বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি'॥
ঝারিখণ্ডে স্থাবর জঙ্গম হয় যত।
কৃষ্ণ-নাম দিয়া প্রেমে কৈল উন্মত্ত॥"—(চৈঃ চঃ)

প্রভুর এই সমস্ত রঙ্গ দেখিয়া বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের ভয় বিদূরিত হইল ও মনে মনে চমৎকৃত হইয়া মহাপ্রভুর পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন,—'প্রভু, আপনি কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ অধম জীবকে সঙ্গে আনিয়া আমার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। এইভাবে অধম কাককে গরুড়ের সম্মান প্রদান করিলেন। আপনি ঈশ্বর—স্বয়ং ভগবান্, আমায় ক্ষমা করুন।' মহাপ্রভু বলভদ্রকে আলিঙ্গন দানপূর্ব্বক কৃপা করিলেন।

বারাণসীতে নিজ অনুকম্পিত তপন মিশ্র ও বৈদ্য চন্দ্রশেখরের সহিত মিলন, এবং গৌড়-রাজ্যহারা সুবুদ্ধিরায়কে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের বিধান হইতে রক্ষা

ক্রমে মহাপ্রভু বারাণসীতে উপনীত হইলেন। সেখানে মণিকর্ণিকার ঘাটে প্রভু যখন স্নান করিলেন, সেই সময় তপনমিশ্রও অদূরে ঘাটে স্নানরত থাকায় মিশ্র মহাপ্রভুকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং উল্লসিত হইয়া মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে আসিয়া লুটিয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু কৈশোর-লীলায় নবদ্বীপ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিলে তথায় উক্ত তপনমিশ্র মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া সাধ্য-সাধন তত্ত্ব-শিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে বারাণসীতে আসেন। এক্ষণে মহাপ্রভুকে দেখিয়া মিশ্রের আর আনন্দের সীমা রহিল না। মহাপ্রভু মিশ্রকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শনপূর্ব্বক মিশ্রের অনুরোধে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই সময় তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী বাল্যকালে মহাপ্রভুর পাদ সম্বাহন করিয়া কৃতার্থ হন। উক্ত রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ব্রজমণ্ডলের ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম এবং 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'-মতে তিনি ব্রজের রাগমঞ্জরী নামে অভিহিত। আনুমানিক ১৪২৫ শকাব্দে তাঁহার আবির্ভাব হয় এবং মহাপ্রভুর আদেশে পিতামাতার নিত্যধাম গমনের পর সংসার ত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রভুর পদতলে আত্মসমর্পণ করেন।

মহাপ্রভুর শুভাগমন বার্ত্তা পাইয়া বৈদ্য চন্দ্রশেখর দীর্ঘকাল পরে নিজ পরমাভীষ্ট প্রভুর পাদপদ্ম দর্শনে তথায় আসিলেন এবং মহাপ্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—'প্রভো! আপনি কৃপা-পূর্ব্বক এই ভৃত্যকে দর্শন দিলেন। এই বারাণসীতে কেবল মায়া-ব্রহ্ম শব্দ

ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। মিশ্রের কাছেই শুধু কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাই। আমি ও মিশ্র সর্ব্বদাই আপনার পাদপদ্ম চিন্তা করি।' প্রভু তখন নিজ অনুকম্পিত চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার দুঃখ মোচন করিলেন।

মিশ্র ও চন্দ্রশেখরের অনুরোধে মহাপ্রভু দশ দিবস ধরিয়া বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক তপনমিশ্রের আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। এই সময় মহাপ্রভু বারাণসীর মায়াবাদী ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই এবং অবৈষ্ণব মায়াবাদী সন্ন্যাসীদেরও সঙ্গ বর্জ্জন করেন। ক্রমে মহাপ্রভুর অলৌকিক গুণ-মহিমার কথা বারাণসীর প্রখ্যাত মায়াবাদী পণ্ডিত ষাট হাজার একদণ্ডী সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু প্রকাশানন্দ অহঙ্কার-ভরে মহাপ্রভুকে ভাবকালী, ঐন্দ্রজালিক সন্ন্যাসী বলিয়া উপেক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু জনৈক মহারাষ্ট্রীয়ভক্ত বিপ্রের মুখে প্রকাশানন্দের ভক্তিলেশহীন বহির্ম্মুখ কথা শুনিয়া এই বারাণসীতে গ্রাহক না পাইলে ভারী বোঝা অল্প মূল্যে বিকাইয়া যাইবেন বলিয়া জানাইলেন।

সেই সময় গৌড়-অধিকারী সুবুদ্ধিরায় তৎভৃত্য হোসেন শাহ্ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া এবং জোরপূর্ব্বক করোয়ার পানি ভক্ষণে বাধ্য হইয়া এবম্বিধ পাপ-দোষ স্খালনের নিমিত্ত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের বিধান-মতে তপ্তঘৃত পান দ্বারা প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত শুনিয়া মহাপ্রভুর চরণে কৃপা প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীনাম-ভজনের উপদেশ দিয়া কহিলেন ;—

"প্রভু কহে,—ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণ নাম লৈতে কৃষ্ণ-স্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্ত॥"—(চৈঃ চঃ)

ক্রমে মহাপ্রভু তথা হইতে প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করত তিন দিন অবস্থান করিলেন এবং প্রয়াগে বহুলোককে কৃষ্ণনামপ্রেম বিতরণ করিয়া মথুরার পথে চলিলেন।

বৃন্দাবন ধাম দর্শন ও 'রাধাকুণ্ড'-'শ্যামকুণ্ড' আবিষ্কার

মহাপ্রভু মথুরায় পৌঁছিয়া বিশ্রামঘাটে স্নান সমাপনান্তে শ্রীকেশবের আবির্ভাব-স্থান দেখিয়া প্রেমাবেশে প্রণাম ও হুঙ্কারাদি করিতে থাকিলে এক বিপ্র আসিয়া তাঁহার চরণে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পতিত হইলেন। পরে মহাপ্রভু সেই বিপ্রের পরিচয়ে জানিতে পারিলেন যে, একদা সেই বিপ্রের গৃহে শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরী পাদ অবস্থানপূর্ব্বক সেই বিপ্রের হস্তে পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করেন। শ্রীল পুরীপাদের সম্বন্ধে প্রভু সেই সনৌড়িয়া জাতি-ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিলেন এবং সনৌড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসীর ভোজন নিষিদ্ধ হইলেও প্রভু সেই ভক্তবিপ্রের পাচিত অন্ন অঙ্গীকার করিয়া পুরীপাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া জানাইলেন,—

"প্রভু কহে, শ্রুতি-স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন॥
ধর্ম্ম স্থাপন হেতু সাধু-ব্যবহার।
পুরী গোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম-সার॥—(চৈঃ চঃ)

অনন্তর প্রভু যমুনার চব্বিশঘাটে স্নান করিয়া তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিলেন এবং প্রেমাবেশে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবনের দ্বাদশ-বন বিহার করিলেন। আরিট্ গ্রামে আসিয়া মহাপ্রভু তথায় দুই ধান্য-ক্ষেত্রের অল্প জলে স্নান করিয়া প্রেমাবেশে সেই দুই স্থান 'রাধাকুণ্ড' ও 'শ্যামকুণ্ড' নামে চিহ্নিত করিয়া উভয় কুণ্ডের মহিমা বর্ণনপূর্ব্বক রাধাকুণ্ডের শ্রেষ্ঠত্ব জানাইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন। এই রাধাকুণ্ডই ভজন-স্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ বিরচিত "শ্রীউপদেশামৃতের" ৯ম শ্লোকের বঙ্গানুবাদ-পরিভাষায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ রাধাকুণ্ডের মহিমা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা মথুরা নগরী।
জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি॥
মথুরা হইতে শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন ধাম।
যথা সাধিয়াছে হরি রাসোৎসব কাম॥
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন শৈল।
গিরিধারী গান্ধর্ব্বিকা যথা ক্রীড়া কৈল॥

গোবর্দ্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ রাধাকুণ্ডতট।
প্রেমামৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট॥
গোবর্দ্ধন-গিরিতট রাধাকুণ্ড ছাড়ি।
অন্যত্র যে করে নিজকুঞ্জ পুষ্পবাড়ী॥
নির্ব্বোধ তাহার সম কেহ নাহি আর।
কুণ্ডতীর সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমাধার॥"

ক্রমে প্রভু বৃন্দাবনে কেশিতীর্থে স্নান করিয়া আমলীতলাতে কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুত বৈষ্ণবকে কৃপা করিয়া প্রেমোন্মত্ত করিলেন। অতঃপর সোরাক্ষেত্রের নিকটে এক বৃক্ষতলে পাঠান-ধর্ম্মগুরুসহ কয়েকজন পাঠান সৈন্যকে উদ্ধার করিলেন। প্রভু দক্ষিণদেশে যেরূপ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, পশ্চিমদেশেও সেইরূপ কৃষ্ণ-প্রেম বিতরণ করিলেন। চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল দর্শনপূর্ব্বক ক্রমে মহাপ্রভু প্রয়াগে ফিরিয়া তথায় দশ দিন অবস্থান করিলেন।

প্রয়াগে অবস্থানপূর্ব্বক দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপকে শক্তিসঞ্চারণ

মহাপ্রভু বৃন্দাবন দর্শনপূর্ব্বক প্রয়াগে আসিলে শ্রীরূপ ও অনুপম গৌড়ের বাদশাহের অধীনে রাজকার্য্য ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া তথায় মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। দশাশ্বমেধঘাটে মহাপ্রভু শ্রীরূপকে কৃষ্ণভক্তি রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন।

"শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রধান করিলা॥"—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু শ্রীরূপকে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহসেবা-প্রকাশ, শুদ্ধভক্তি গ্রন্থ রচনা ও ভক্তি-সদাচার সংস্থাপন-বিষয়ে ভার অর্পণ করিয়া বৃন্দাবন দর্শনান্তে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর শ্রীরূপ ও অনুপম বৃন্দাবন দর্শন করিয়া গঙ্গাতীরপথে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে যাইবার কালে অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হয়। শ্রীরূপ বৃন্দাবনে অবস্থানের সময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা সম্পর্কে একটি নাটক লিখিতে ইচ্ছা করিয়া নান্দীশ্লোক রচনা করেন এবং গঙ্গাতীরপথে নীলাচলে আসিবার কালে সত্যভামাপুর গ্রামে সত্যভামাদেবী কর্ত্তৃক স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে পৃথক্‌ভাবে দুইটি নাটক লিখিতে সঙ্কল্প করিয়া নীলাচলে

উপনীত হন। মহাপ্রভু বারাণসী হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীরূপকে দুইটি নাটক লিখিবার জন্য আদেশ দেওয়ায় শ্রীরূপ হরষিত চিত্তে ব্রজলীলা সম্বন্ধীয় বিদগ্ধমাধব ও পুরলীলা সম্বন্ধীয় ললিত মাধব নামে দুইটী নাটক রচনা করেন এবং আরও বহু ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পুনরায় বারাণসী ধামে ফিরিয়া তথায় দুইমাস অবস্থান-পূর্ব্বক সনাতনকে শিক্ষাপ্রদান ও বারাণসীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীগুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার

মহাপ্রভু প্রয়াগ হইতে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলে গৌড়দেশের প্রধান মন্ত্রী সনাতন কৌশলে রাজকার্য্য ও অতুল ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়া দীন অকিঞ্চনের বেশে মহাপ্রভুর চরণতলে শরণ গ্রহণ করিলেন এবং দুইমাস ধরিয়া মহাপ্রভুর নিকট অবস্থানপূর্ব্বক সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব সহ ভাগবত শাস্ত্রের গূঢ়মর্ম্ম শিক্ষা করিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর নিকট জানিতে চাহিলেন,—'প্রভো; আমার স্বরূপ কি এবং কেনই বা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তাপত্রয় দ্বারা আমি কষ্ট পাইতেছি? কেমন করিয়া আমার হিত হইবে? সাধ্য-সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করি।' তখন প্রভু কৃপাপূর্ব্বক সনাতনকে কহিলেন,—

"প্রভু কহে কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সর্ব্বতত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥
কৃষ্ণ-শক্তি ধর তুমি জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥
যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে॥
জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি-জ্বালাময়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ-স্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর, প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদ-শাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সম্বন্ধ ভক্তি-প্রাপ্তির সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন॥"—(চৈঃ চঃ)

অনন্তর সনাতনকে মহাপ্রভু আরও জানাইলেন যে, 'কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না; পরন্তু কৃষ্ণচন্দ্রকে কেবলমাত্র ভক্তি-দ্বারাই পাওয়া যায়।' কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিসম্পন্ন আর্ত্ত, অর্থার্থী ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এবং জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিও ভগবানের বা ভগবানের নিজজনের প্রসাদে উক্ত ভাবসকল ক্ষীণ হইলে শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। প্রসঙ্গতঃ শুদ্ধাকৃষ্ণভক্তির নিরপেক্ষতা ও মহিমা বর্ণনে শ্রীল বিল্বমঙ্গল গোস্বামিপাদ-বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্"-শীর্ষক গ্রন্থের শ্লোক স্মরণ করা যাইতেছে,—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্-
দৈবেন ন ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

অর্থাৎ,—'হে ভগবন্! তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতর থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বভাবতঃ আসিয়া উদিত হন। ধর্ম্ম ও মুক্তির প্রয়াসে কিছুই প্রয়োজন নাই। কেননা ভক্তি থাকিলে মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া মুক্তি স্বভাবতঃ স্বয়ং আমাদিগকে অবান্তর ফল যে অবিদ্যা-মোচন, তদ্রূপে সেবা করিতে থাকে। ধর্ম্মার্থ-কামসকল যেমত যেমত প্রয়োজন, সেইরূপ সময়-প্রতীক্ষা করিতে থাকে। তদর্থে চেষ্টার

প্রয়োজন থাকে না।" এস্থলে মাধুর্য্যময়ী জ্ঞান-কর্ম্মশূন্যা শুদ্ধভক্তি উদ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

সেই সময় তথায় মহাপ্রভু ভক্ত সনাতনকে আরও বহু শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন এবং বৃন্দাবনে সেবাকার্য্যের জন্য পাঠাইলেন। মহাপ্রভুর এই নির্দ্দেশক্রমে সনাতন ব্রজমণ্ডলে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করিলেন ও তৎপরে নীলাচলে ফিরিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। পরে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নীলাচল হইতে মথুরা ও বৃন্দাবনে গিয়া তীব্র বৈরাগ্যের মধ্যে মহাপ্রভুর মনোঽভিষ্ট পূরণে আত্ম-নিয়োগ করেন।

"মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ॥"—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভুর বারাণসীতে অবস্থানকালে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর ভক্তদ্বয় তথায় একদণ্ডী সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক মহাপ্রভুর নিন্দা শ্রবণে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুকে উক্ত সন্ন্যাসীদের উদ্ধারের জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু অতঃপর তথাকার একদণ্ডী সন্ন্যাসীদের গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উদ্ধার মানসে জনৈক বিপ্র কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করিয়া সন্ন্যাসীদের সভায় গমন করিলেন এবং তথায় তিনি সন্ন্যাসী-গুরু প্রকাশানন্দ সহ অপর সন্ন্যাসীদিগকে উচ্চাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সন্ন্যাসীদিগকে নমস্কার-পূর্ব্বক 'তৃণাদপি সুনীচ' স্বভাবে পদধৌত করিয়া পাদ-প্রক্ষালন স্থানে কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কোটি সূর্য্যসম অপূর্ব্ব তেজোরাশি প্রকাশিত দেখিয়া সন্ন্যাসীগণের প্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী বিস্মিত হইলেন এবং প্রভুর হস্ত ধরিয়া সসম্মানে সভামধ্যে বসাইলেন। এইবার প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার প্রভাব দেখিয়া আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হইতেছে, তথাপি শ্রীল কেশবভারতীর শিষ্য হইয়া সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম বেদান্ত পঠন-ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবুকের কর্ম্ম নর্ত্তন-কীর্ত্তন কেন করিতেছেন? তদুত্তরে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—

"প্রভু কহে, শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন॥

মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
কৃষ্ণ-মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন।
কৃষ্ণ-নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্ব-মন্ত্র সার নাম এই শাস্ত্র মর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি এই শ্লোক করিহ বিচারে॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি কান্দি নাচি গাই যৈছে মদমত্ত॥

*　　*　　*

কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব।
যে জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণ-বিষয়ক প্রেমা পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু।
ব্রহ্মানন্দাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥

*　　*　　*

সেই কৃষ্ণ-নাম কভু পাওয়ায় নাচায়।
গাহি নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণ-নামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদকসম॥"—(চৈঃ চঃ)

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

"অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতম্"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২০ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভাগবত ও রূপানুগ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের এইরূপ সুসিদ্ধান্ত দ্বারাও কি স্পষ্টই প্রমাণিত হয় না যে, অসাধুসঙ্গে কখনও 'কৃষ্ণনাম' উদিত হয় না। আবার 'নামাক্ষর' কখনও 'নাম' নহে; যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে, যে 'কৃষ্ণনাম' একবার জিহ্বাস্পর্শ মাত্র কৃষ্ণপ্রেমা প্রকাশ পান, সেইরূপ নাম বহুজন্ম ধরিয়া বহুবার কীর্ত্তিত হইলেও কেন-ই বা প্রেম উদিত হয় না। অতএব ফলের দ্বারা কারণ অনুমান করিয়া জানিতে হইবে যে, বহুজন্ম কীর্ত্তিত 'নামাক্ষর' দেখিতে নামের মত হইলেও নাম নহেন, নামাপরাধমাত্র। শ্যামাঘাস ও ধান্য দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ে এক বস্তু নহে, তাহা উভয় বস্তুর ফল প্রাপ্তি হইতেই উপলব্ধি হয়। জোনাকি পোকা, দেখিতে আগুনের মত হইলেও উহা গৃহদগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু 'দিয়াশলাই' বা সামান্য একটু টীকার স্ফুলিঙ্গ গৃহ দগ্ধ করিয়া দেয়। ফল-প্রাপ্তি হইতেই বুঝা যায় কোন্‌টি সত্য সত্য আগুন।

আবার নিসর্গ-পিচ্ছিল স্বভাববশতঃ বা কৃত্রিম অভ্যাস জনিত অশ্রু-পুলকাদিও প্রেমের লক্ষণ নহে; সুতরাং 'নামাপরাধ' আর 'নাম' একবস্তু নহে। আবার 'নামাভাস' মধ্যে 'ছায়া-নামাভাস' ও প্রতিবিম্ব নামাভাসও একবস্তু নহে, 'নামাভাস' ও নামাপরাধ'ও একবস্তু নহে 'নাম' ও নামাভাসও একবস্তু নহে। অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভজন হইতে অধিক দূরে অবস্থিত বলিয়া এই সকল ভজন-জ্ঞান-লব্ধ ভজন-রাজ্যের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারে না; ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। এই জন্যই দুর্গমসঙ্গমনীতে (দঃ ৩।৫২) শ্রীল জীব গোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন,—"নিঃসত্ত্বানামেষাং সাত্ত্বিকাভাসগণনাতুজ্ঞেষু সাত্ত্বিকবদাভাসন্তে ইত্যপেক্ষয়া" অর্থাৎ অজ্ঞের নিকট সাত্ত্বিকের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া (এই অপেক্ষায়) এই সকল নিঃসত্ত্বদিগকেও সাত্ত্বিকাভাসমধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য এবং স্বয়ং কৃষ্ণেরই অধোক্ষজ-শাব্দিক-অবতার। যথা—"একমেব সচ্চিদানন্দ-রসাদি-রূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূতম্" (দুর্গমসঙ্গমনী ২।১০৮)। অতএব অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম

কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারেন না। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে যখন আমাদের জিহ্বা সেবোন্মুখ হয়, তখনই স্বতঃপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণাবতারস্বরূপ শুদ্ধনাম আমাদের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং অবতীর্ণ হন। আমরা আরোহবাদী হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী বা প্রাকৃত-সহজিয়া, ভূতক্-কীর্ত্তনীয়া, ভাড়াটিয়া পাঠক, কথক প্রভৃতি বহির্ম্মুখ অসাধুগণের সঙ্গে কখনও নিজ চেষ্টায় বলপূর্ব্বক 'নাম' উচ্চারণ করিতে পারি না। ইহাই শ্রীল রূপগোস্বামিচরণ 'শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু' পূর্ব্ব বিভাগ, ২য় লহরী, ১০৯ম সংখ্যাধৃত কারিকায় কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ"—ইত্যাদি।

"অতএব তা'র মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণ-স্বরূপ'—দুইত' সমান'॥
'নাম' 'বিগ্রহ' 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি—'চিদানন্দ-রূপ'॥
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ স্বরূপে 'বিভেদ'॥
অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।১৩১, ১৩২, ১৩৪

অসৎসঙ্গে কেন 'নাম' হয় না, বহির্ম্মুখের জিহ্বায় কেন বহুবার 'নামাক্ষর' উচ্চারিত হইলেও উহা 'শুদ্ধনাম' নহে, তাহা আমরা আচার্য্য-গণের বাক্য হইতে আরও দেখাইতেছি—

"স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি **বহুশো নামগ্রাহিণোঽপি * * ঘোরসংসারমেব প্রাপ্নুবন্তি**" অর্থাৎ স্মার্ত্তাদিব্যক্তি সদাচারী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং বহুবার নামগ্রহণকারী হইলেও ঘোর-সংসারগতি-ই লাভ করিয়া থাকে। এই স্থানে "বহুশো নামগ্রাহিণঃ" শব্দের দ্বারা যদি 'শুদ্ধনাম'-গ্রাহী অনুমান করা হয়, তাহা হইলে ঐরূপনাম-গ্রাহীর 'প্রেম' হওয়ার পরিবর্ত্তে "ঘোর-সংসার-গতিই লাভ হয়"—এইরূপ বলার তাৎপর্য্য কি? সুতরাং ঐরূপ বহুবার **'নামগ্রহণ'** (?) কেবলমাত্র 'নামাক্ষর' বা 'নামাপরাধ' গ্রহণ নহে কি? নামাপরাধের ফল—ঘোর সংসারগতি বা ভুক্তি প্রভৃতি

ফল-লাভ। আর নামের ফল—"কৃষ্ণপ্রেমা", আনুষঙ্গিকভাবে সংসার-ক্ষয়। স্মার্ত্তাদির সাধুসঙ্গের অভাবে সেবোন্মুখতা উদিত হয় নাই, তাই তাঁহাদের বহুবার উচ্চারিত 'নাম' (?) 'নামাক্ষর' মাত্র। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সাধুসঙ্গের অভাবে যে কখনও শুদ্ধনাম উদিত হইতে পারে না, তাহাই আবার দেখাইতেছেন, যথা—

"যে গোগর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষ্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি কো ভগবান্ কা ভক্তিঃ কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি তেষামেব নামাভাসাদিরীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব ভজনং তৎপ্রাপকমেব তদুপদেষ্টা গুরুরেব গুরূপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেকবিশেষবত্ত্বেঽপি—"নোদীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক" ইতি (পদ্যাবলী ১৮ অঙ্কধৃত স্বামিকৃতশ্লোক) —প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদিদৃষ্টান্তেন চ কিং মে গুরুকরণাশ্রয়েণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্য গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণমহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিতএব প্রাপ্নোতীতি"।

"কপটতাশূন্যং শুদ্ধ-স্বরূপজ্ঞান-রহিতং যদ্ ভগবন্নামোচ্চারণং সৈব নামাভাসঃ। কাপট্যেন যন্নামগ্রহণং তন্নামাপরাধঃ" (মরীচিমালা ১৩শ কিরণ) —কপটতাশূন্য শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিত যে ভগবন্নামোচ্চারণ, তাহাই 'নামাভাস'। আর অন্যাভিলাষ, কনককামিনী প্রতিষ্ঠার-লোভে নামগ্রহণের অভিনয়, নাম-দ্বারা পাপক্ষয় বা মোক্ষলাভের অভিলাষাদি সমস্তই নামাপরাধ অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষবাঞ্ছারূপ কৈতব বা কপটতার সহিত 'নামাক্ষর' উচ্চারণই—নামাপরাধ। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় 'নামাপরাধের' গর্হণ ও শুদ্ধনাম-মহিমা স্থাপিত হইয়াছে। 'নাম' ও 'নামাপরাধ' এক নহে—

"সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন॥
অবৈষ্ণব-সঙ্গ-ত্যাগ ইত্যাদি"

—(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১১৩-১৪)

* * * 'নামাপরাধ' দূরে বিসর্জ্জন।

(ঐ মধ্য ২৪।৩৩১)

সম্বন্ধ-জ্ঞান-রহিত অপরাধ-বর্জ্জিত নামোচ্চারণের নাম 'নামাভাস'। তদ্দ্বারা জীব বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করেন। অজামিল নামাপরাধী ছিলেন না। তাঁহার সাঙ্কেত্যরূপ ছায়ানামাভাস তাঁহাকে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত করাইয়া তটস্থভাব প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া লিখিতেছেন, "কেহ যদি বলেন যে, যে-সকল ব্যক্তি গোগর্দ্দভাদিন্যায় বিষয়েই সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান্, ভক্তিই বা কি, কে-ই বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেই সকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদি রীতি অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও সাধুসঙ্গ ব্যতীতই উদ্ধার হইতে পারে; ভজনীয় বস্তু—শ্রীহরি, তৎপ্রাপ্তির উপায়ই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ), গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন,—এইরূপ বিবেকবান্ হইয়াও "কৃষ্ণনামস্বরূপ মহামন্ত্র (সেবোন্মুখ) রসনা-স্পর্শমাত্রই ফলদান করে; দীক্ষা, সৎক্রিয়া বা পুরশ্চর্য্যাদি বিধিকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না',—এই শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, 'আমার গুর্ব্বানুগত্যরূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি, নামকীর্ত্তনাদির দ্বারাই ত' আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে?"—এইরূপ মননশীলব্যক্তিগণ গুর্ব্ববজ্ঞালক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হইবার পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিলেই (অর্থাৎ মহাগুরু বা সাধুসঙ্গানুগত্য হইলেই) তাহাদিগের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তে কি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নামগ্রহণকারীর শ্রীগুর্ব্বানুগত্যের বা সাধুসঙ্গের অত্যাবশ্যকতা প্রদর্শন করিলেন না? সাধুসঙ্গ ব্যতীত কখনই শুদ্ধনাম উদিত হইতে পারে না। শ্রীঅজামিলের দৃষ্টান্তেও আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সম্বন্ধজ্ঞানরহিত, অপরাধবর্জ্জিত, সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসফলে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া তটস্থভাব লাভ করার পর বিষ্ণুকিঙ্কর অর্থাৎ সাধু বা বৈষ্ণবসঙ্গলাভে তাঁহাদের প্রমুখাৎ বিশুদ্ধ-ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইয়া সাতিশয় ভক্তিমান্ এবং ভগবন্নামে পরমশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। বিষ্ণুকিঙ্করগণের দর্শন ও তাঁহাদের মুখে ভাগবত-

ধর্ম্ম শ্রবণ এবং নমস্কারাদি দ্বারা তাঁহাদের সেবা করায় তাঁহাদের নিজ দুষ্কৃতির জন্য অনুতাপ ও নামকীর্ত্তনরূপ শুদ্ধাভাগবতধর্ম্ম অনুশীলনের প্রতি ঐকান্তিকী রতি উদিতা হইয়াছিল। নামাপরাধের মূলই—'দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি'। অহং মমাদি বুদ্ধি হইতেই 'সাধুনিন্দা, অর্থাৎ অসাধুকে 'সাধু' জ্ঞান ও প্রকৃত সাধুকে অসাধুজ্ঞানে গুরুর অবজ্ঞা, নামবলে পাপ-বুদ্ধি প্রভৃতি 'নামাপরাধ' উদিত হইয়া থাকে।

"জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুতং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥"(ভাঃ ১।৮।২৬)

'জগতে আমার কিছু আছে',—এইরূপ অস্মিতাযুক্ত ব্যক্তির মুখে 'হরিনাম' কীর্ত্তিত হন না। অকিঞ্চন ব্যক্তির সেবোন্মুখ জিহ্বায়ই 'নাম' উদিত হন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে অজামিল তটস্থাবস্থায় স্ত্রীসঙ্গাদি অসৎসঙ্গগর্হণ-পূর্ব্বক দেহসম্বন্ধীয় পুত্রাদির স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণু-সম্বন্ধিতীর্থে শুদ্ধনামকীর্ত্তনাদির দ্বারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বরূপ-সিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধি-অবস্থা লাভ করিলেন। যথা—

"মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বা মিথ্যার্থধীর্মতিম্।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ॥
ইতি জাতসুনির্বেদঃ **ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু**।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্ত সর্ব্বানুবন্ধনঃ॥" (ভাঃ ৬।২।৩৮-৩৯)

—শ্রীঅজামিল কহিলেন, "আমার বুদ্ধি এখন সত্যস্বরূপ পরমার্থ-বস্তুতে উদিত হইয়াছে, এখন আমি দেহাদিতে 'আমি ও আমার' এইরূপ মতি পরিত্যাগ করিয়া ভগবন্নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধ (সেবোন্মুখ) মন শ্রীভগবানে নিয়োগ করিব।" হে রাজন্, অজামিলের ক্ষণকালমাত্র সাধুসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার ঐপ্রকার সুন্দর নির্ব্বেদ জন্মিল। তিনি পুত্রাদি স্নেহরূপ সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া হরিভজনার্থ গঙ্গাদ্বারে গমন করিলেন।

ভাগবতীয় এইরূপ স্পষ্ট উদাহরণ থাকিতেও কি নামাপরাধী প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলিবেন না যে,—

"অসাধুসঙ্গে ভাই, 'কৃষ্ণনাম' নাহি হয়,"
"কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ" (**ক্রমশঃ**)

অষ্ট মহাদ্বাদশী

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শ্রীল গোস্বামিগণের বিশিষ্ট অবদান হইল অষ্ট মহাদ্বাদশী-ব্রত ব্যবস্থা। ইহা অন্য কোন সম্প্রদায়ে প্রচলিত নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থই এই সম্প্রদায়ের একমাত্র স্মৃতি-ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণীয়। ইহাকেও বহু বিচারসঙ্কুল করিয়া তাহাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট রাখিয়া ব্রতভঙ্গ-প্রসঙ্গ তাঁহাদের হার্দ্দ নয়। তাই সহজভাবেই তাহা বলিয়াছেন। আরও বিশেষতঃ ব্রতের উদ্দেশ্য ভগবদারাধনাই। তজ্জন্য যদিবা কিছু বৈগুণ্যও হইয়া পড়ে, তাহা অধর্ম্ম বা পাপজনক হইতে পারে না, তাই শাস্ত্রে—স্কান্দে রেবাখণ্ডের "ধর্ম্মোভবত্যধর্ম্মোহপি কৃতো ভক্তৈস্ত্রবাচ্যুত" (১০।৭১ হঃ ভঃ বিঃ) মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোহপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ" (১০।১৯৬ হঃ ভঃ বিঃ) এইরূপই বলা হইয়াছে। শ্রীগীতাতেও ভক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া "নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায় ন বিদ্যতে" উক্ত হইয়াছে। কাজেই কোন কাজের উদ্দেশ্য শ্রীভগবৎপ্রীতি হইলে তাহাতে ভয়ের কিছুই নাই, বিশেষতঃ ভগবদারাধনা মঙ্গলজনকই, তাহা কখনও অমঙ্গল আনয়ন করে না।

যেমন শুদ্ধাএকাদশী বা দ্বাদশীর মর্য্যাদার জন্যই কোনও সম্প্রদায় অর্দ্ধরাত্রেও দশমী-বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করেন, তাহাতে বিষ্ণুতিথিরই সম্মান দেওয়া হয়। সেইরূপ কেহ যদি মহাদ্বাদশীর সম্মানের জন্য একাদশী ত্যাগও করেন, তাহাতে ভক্তিধর্ম্মের কোনও দোষ হইতে পারে না। বিশেষতঃ সাধারণ ভাবেই বলা হইয়াছেন, "একাদশী ঋষীণাঞ্চ দ্বাদশী চক্রপাণিনঃ" দ্বয়োর্ব্বিদতোঃ শ্রুত্বাদ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ"। এখানে মহাদ্বাদশীর অপেক্ষা না করিয়াও দ্বাদশী করিতে বলা হইয়াছে। কাজেই মহাদ্বাদশীর জন্য একাদশী-ত্যাগে প্রত্যবায়-প্রসঙ্গই আসে না। বরং বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া কেহ যদি জোরপূর্ব্বক কাহাকেও মহাদ্বাদশী না করিয়া একাদশীতেই ব্রত করাইতে চান, তবে উহাই হইবে পাপজনক। কারণ "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ন্যায়ে তাহার বিচারও কালে অন্যথা হইতে পারে বা শ্রীসার্ব্বভৌমের ১৮ প্রকার "আত্মারাম..." শ্লোক ব্যাখ্যার ন্যায় একটী ব্যাখ্যাও মূলানুগত ব। গ্রন্থকারের হার্দ্দ নাও হইতে পারে। তাই এ সকল বিচার অনাবশ্যক

তথাপি স্বপক্ষের যুক্তিগুলিই জিজ্ঞাসুদের উৎসাহ নিবৃত্তির জন্য আলোচিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বিচার্য্য যে, এই ব্রতগুলির অঙ্গী এবং অঙ্গ কি কি অর্থাৎ কাহার জন্য ব্রত বা কাহার ব্রতত্ববিধান মুখ্যতঃ করা হইতেছে। পূর্ব্ববচনে বলা আছে "নক্ষত্রযোগাচ্চ অপরাচতস্রঃ" পরবচনেও পুষ্যশ্রবণপুষ্যাদ্যরোহিণী-সংযুতাস্তু তাঃ" এখানে দেখা যাইতেছে যে, বিশেষা বা মুখ্যরূপে দ্বাদশীই বিহিত, তাহার বিশেষণ রূপেই নক্ষত্রগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষ্যে বাধ থাকিলেই বিধি-নিষেধটী বিশেষণে সংক্রান্ত হয়, কিন্তু এখানে বাধ না থাকায় তাহাই মুখ্য বা অঙ্গী হইবে, কারণ পূর্ব্বেও সন্দেহমাত্রও দ্বাদশীতে উপবাস বিহিত হইয়াছে। যদিও তাহা শ্রীজন্মাষ্টমীর রোহিণী-যোগের ন্যায় ত্যাগসহ নয়, তিথি-নক্ষত্র পরস্পর অবিযুজ্য সম্পর্কে জড়িতই তথাপি ১৫শ বিঃ শ্রবণা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে "তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগে যোগশ্চৈব নরাধিপ বিকলো যদি লভ্যতে স জ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ। অত্যল্পোঽপ্যনয়োর্যোগোভবেত্তিথিভয়োর্যদি, উপাদেয়ঃ স এবস্যাদিতাত্রোপবসেদ্বুধঃ॥" এসব স্থলেও দেখা যায় যে, তিথি ও নক্ষত্রেরই সম্বন্ধ প্রবল, উভয়ের মুখ্যত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিচারের বিষয় নয়। দ্বিতীয়তঃ যেখানে জয়াদির লক্ষণ করা হইয়াছে, তথায় শুধুমাত্র যোগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে সমন্যূনাদির লক্ষণে প্রবেশ নাই যথা দ্বাদশ্যান্তসিতেপক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসুঃ, যদাতুশুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ, দ্বাদশ্যাং রোহিণীযোগে জয়ন্তী নামসুব্রতং, যদাতুশুক্ল-দ্বাদশ্যাং পুষ্যাভবতি কর্হিচিৎ" ইত্যাদি। তাহা হইলেই জয়ন্তীযোগের ন্যায় নিত্যত্ব রক্ষার জন্য তাদৃশ সম ন্যূনাদি যোগকেও ফলবিশেষার্থই বলা যায়, অন্যথা তাদৃশ যোগাভাবে ব্রতলোপাপত্তি দুষ্পরিহরই হইয়া পড়ে। তাই সেখানে প্রদর্শিত সিদ্ধান্তানুসারে এখানেও তাদৃশযোগাভাবে ব্রতাভাব প্রযুক্ত হবে না ইহাই বলিতে হয়। এখানেও তাদৃশযোগাভাবে ব্রত হইবে না এরূপ সাক্ষাৎ নিষেধ শ্রুতিতে নাই; ঔচিত্যাদির কথাই বলা আছে মাত্র। মূল লক্ষণেও তাদৃশ সমাদির প্রবেশ নাই। তাই অগত্যা তাহাকে বৈশিষ্ট্যার্থই বলিতে হয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের পক্ষে অষ্ট মহাদ্বাদশীরও একাদশীবৎ নিত্যত্বই গোস্বামিগণ উদ্‌ঘোষিত করিয়াছেন। এখানেও "বাসস্তু" গতায়ামপিনঃ "তদাপ্যেষা" "ব্রতৌচিতী" প্রভৃতি কথার দ্বারা রোহিণ্যাদির তাদৃশ যোগফল বিশেষ সাধকই হইবে অন্যথা নিত্যতাহানি।

অর্কোদয়মারভ্য নক্ষত্র প্রবৃত্তি হয়ত ১০।২০ বৎসরেও মিলিবে না, তাই সেখানে কোন বিচারেরই কাজ নাই বলিলেন, আর পূর্ব্বনিশি প্রবৃত্ত নক্ষত্র প্রায়ই মিলে তজ্জন্য সেখানেও ন্যূনত্বের পরিহার করিলেন, তাহাতে ব্রত লোপের আশঙ্কা থাকিবে না।

যদি ৬০ দণ্ড থাকা অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে ন্যূন উল্লেখ করিতে পারিতেন না বরং পরকল্লেই ন্যূনত্বের আশঙ্কা থাকায় তাহারই নিষেধ করিতেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ (অনার্স)
প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
নবদ্বীপ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

শ্রীশ্রীরথযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উপলক্ষে সমিতির আকরমঠ নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে রথযাত্রা-মহোৎসব বিপুলভাবে উদ্‌যাপিত করা হয়। ফাঁসিতলা ঘাটনিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়ের পূজা-মণ্ডপে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরের স্থানরূপে বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। তাই রথযাত্রার প্রাক্‌দিবসে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন উপলক্ষে ২৯শে আষাঢ় (ইং ১৩।৭।৮০) রবিবার কীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠ হইতে যাত্রা করিয়া উক্ত গুণ্ডিচা বাড়ীতে পৌঁছিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা প্রসঙ্গ উদ্ধৃতপূর্ব্বক পাঠমুখে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর ভক্তগণ শ্রীমন্দির মার্জ্জনাদি করিলে কীর্ত্তনমুখেই প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

৩০শে আষাঢ় (ইং ১৪।৭।৮০) সোমবার ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি সমাপনান্তে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাজীউর প্রকাশের ইতিবৃত্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া ভক্তগণের প্রচুর আনন্দবিধান করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথখানি নবসাজে সুসজ্জিত হইতে থাকে। মধ্যাহ্নে নানাবিধ উপকরণাদি নিবেদিত হইলে সহস্র সহস্র আগন্তুককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরে অপরাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে রথারূঢ় করিয়া মন্থরগতিতে সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সকল শ্রেণীর মানুষই রথাকর্ষণ করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথখানি মন্থর গতিতে নবদ্বীপ সহরের মুখ্য মুখ্য পথ অতিক্রম করাকালে অগণিত ভক্তগণের "জয় জগন্নাথ, বলদেব কি জয়"— ধ্বনিতে জনগণ উদ্বেলিত হইয়া পড়েন। পরে সন্ধ্যালগ্নে গুণ্ডিচা-মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব শুভবিজয় করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথজীউ গুণ্ডিচা-মন্দিরে অষ্টম দিবস অবস্থান করিয়া নবম দিবসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভক্তগণ মানসপটে গুণ্ডিচা-মন্দিরকে সুন্দরাচল ও জগন্নাথ-মন্দিরস্থলীকে নীলাচল-সদৃশ ভাবনা করেন। প্রত্যাবর্ত্তনের দিনই পুনর্যাত্রা। ইহা এবৎসর ৬ই শ্রাবণ (ইং ২২।৭।৮০) মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত কয়েক দিবস গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, কীর্ত্তন ও ছায়াচিত্রে শ্রীগৌর-কৃষ্ণলীলাদিও প্রদর্শিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তাগণ বিভিন্ন দিন ছায়াচিত্রে বক্তৃতা করিয়াছেন। পুনর্যাত্রার পূর্ব্বদিবস শ্রীগুণ্ডিচা-বাড়ীতে আগন্তুকমাত্রকেই প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ সাহা মহাশয়। তাঁহার এইরূপ উদার ব্যবস্থাপনার জন্য সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আরও সংবাদ এই যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র চুঁচুড়াস্থ **শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ** ও শিলিগুড়িস্থ **শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয়মঠেও** যথারীতি রথযাত্রা-মহোৎসব অনুষ্ঠান হইয়াছিল। স্থানাভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় যে, ঐ দুই মঠের পরিচালনায় যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত দুইস্থানের মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানাভাবে উহার বিশদ বিবরণ এস্থলে প্রকাশিত করিতে না পারায় আমরা দুঃখিত।

—শ্রীপূর্ণানন্দদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩২শ বর্ষ | ২৩ পদ্মনাভ, গর্ভোদশায়ী, ৪৯৪ গৌরাব্দ ৩০ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৮৭ ; ইং ১৭।৯।১৯৮০ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশ্রীবলরাম-স্তোত্রম্

[শ্রীস্কান্দে উৎকলখণ্ডে সপ্তবিংশ-অধ্যায়ে]

[স্তুত্বেত্থং তং জগন্নাথং বেদার্থৈঃ সঃ পিতামহঃ।
জগাম সীরিণং দ্রষ্টুমবতীর্ণং ধরাধরম্ ॥৩৯॥
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব বলিনং মুদা ॥৪০॥]

[পিতামহ ব্রহ্মা সেই জগন্নাথ হরিকে এইরূপ স্তব করিয়া অবতীর্ণ ধরাধর বলভদ্রকে দর্শনার্থ গমন করিলেন। অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে বলদেবকে প্রণামপূর্ব্বক এইরূপে সানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৯-৪০॥]

পাদাম্ভোজ-প্রপন্নানাং নমঃ পাপৌঘদারিণে।
অনন্ত-বক্ত্র-নয়ন-শ্রোত্র-পাদাক্ষি-বাহবে ॥১॥

দেব! যাহারা আপনার চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদিগের অখিল পাপরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন। আপনার চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও হস্ত-পদাদি অনন্ত; আপনাকে নমস্কার ॥১॥

নমোঽনাদি-মহামূল-তমস্তোমৈকভানবে।
ত্রয়ীময় ত্রিধাদোষ-নাশায় ত্র্যবতারিণে ॥২॥

প্রভো! আপনার আদি নাই, আপনিই বিশ্বের মহামূলস্বরূপ, তমোরাশি নিবারণের আপনিই অদ্বিতীয় সূর্য্যসম; আপনিই ঋক্, যজুঃ, সাম—এই বেদত্রয়ের স্বরূপ, আপনার কৃপায় আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দোষই প্রশমিত হইয়া থাকে এবং আপনি ত্রিমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ; অতএব আপনাকে পুনর্ব্বার নমস্কার করি ॥২॥

ফণা-মণিকণাকার ক্ষিতিমণ্ডলধারিণে।
নমঃ কালাগ্নিরুদ্রায় মহারুদ্রায় তে নমঃ ॥৩॥

প্রভো! আপনি নিজ মস্তকে বীর কলাধারিত নগর কণাতুল্য বিশাল এই ক্ষিতিমণ্ডলকে অবলীলাক্রমে ধারণ করিতেছেন। আপনি কালাগ্নি রুদ্র ও মহারুদ্র-স্বরূপ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥৩॥

ভোগতল্পফণাচ্ছত্র-মধ্যসুপ্তায় তে নমঃ।
মহার্ণব-জলে বৃদ্ধে একীভূতে জগত্রয়ে ॥৪॥

দেব! প্রলয়কালে মহার্ণব-জল বর্দ্ধিত হইলে, যে সময় তদ্দ্বারা জগত্রয় প্লাবিত হইয়া একীভূত হয়, যে-সময় আপনি স্বীয় কুণ্ডলিত প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যা ও ফণামণ্ডলকে ছত্র করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়া থাকেন; অতএব অনন্ত-মহিম আপনাকে নমস্কার ॥৪॥

ত্বমেব শেষে ভগবন্ সহস্রফণমণ্ডিত।
ফণামণিগণব্যাজ-সম্ভৃতাখিলভৌতিক ॥৫॥

হে ভগবন্! আপনি স্বীয় অনন্ত ফণামণিস্থলে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অখিল সম্পৎ মস্তকে ধারণ করত সহস্র ফণামণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া প্রলয়-পয়োধিজলে সুখে শয়ন করিয়া থাকেন ॥৫॥

ত্বমেব নাথ সর্ব্বেষাং স্রষ্টা পালয়িতা প্রভো।
অত্তা ধারয়িতা নিত্যং সদাদ্যাস্ত্বন্নিমিত্তকাঃ ॥৬॥

নাথ! আপনিই সকলের স্রষ্টা, পালয়িতা ও সংহারকর্ত্তা। একমাত্র আপনিই ধরণীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন; প্রভো! আপনি অস্মাদি সকলেরই মূল কারণ ॥৬॥

এষ নারায়ণো যো বৈ বেদান্তেষূপগীয়তে।
ত্বত্তো ন ভিন্নো ভগবন্ কারণাদ্ভেদভাগসি ॥৭॥

ভগবন্! সমুদয় বেদান্ত-শাস্ত্রে যাঁহারই মহিমা বর্ণিত আছে, সেই ভগবান্ নারায়ণ আপনা হইতে ভিন্ন নহেন, কেবল অনির্ব্বচনীয় কারণ-বশতই তিনি পৃথক্‌রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥৭॥

শয্যা ত্বং শয়িতা হ্যেষ ছাত্রশ্ছ চ্ছাদকো ভবান্।
যো বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ।
যুবয়োরন্তরং নাস্তি প্রসীদ ত্বং জগন্ময় ॥৮॥

আপনি শয্যা, নারায়ণ শয়নকর্ত্তা, আপনি ছাদক, নারায়ণ ছাদ্য। বস্তুতঃ যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই রাম, এবং যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ। আপনাদের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; অতএব, হে জগন্ময়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥৮॥

প্রতিবন্ধক

প্রীতিই জীবমাত্রের প্রাপ্য

জীবমাত্রেরই প্রাপ্য বস্তু প্রীতি। সেই প্রীতি অনিত্য হইলে তাহাকে শুদ্ধ-অখণ্ড-প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির অনুসন্ধান-চেষ্টা, সকল সময়ে সকল জীবেই লক্ষিত হয়। পুত্রশোক-কাতরা মাতা প্রীতিলাভের আশায় শোক করিয়া থাকেন, প্রীতিলাভের আশায় বিলাসপর জীবগণ নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির চেষ্টা করেন, ইন্দ্রিয়তর্পণ-মানসে প্রীতির উদ্দেশ্যে কত অঘটনীয় শুভাশুভ কর্ম্মের প্রবৃত্তি হয়।

প্রীতি-লাভই চেতনের ধর্ম্ম, চেষ্টা, প্রার্থনা

আজও মানবজ্ঞানে প্রীতি-লাভ-উদ্দেশ্য ব্যতীত চেতনের অন্য ধর্ম্ম লক্ষিত হয় নাই। চেতনের চেষ্টামাত্রই প্রীতিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত

হইয়াছে। এমন একটী বস্তু কি-প্রকারে পাওয়া যায়, তাহার অনুসন্ধানে সমগ্র চেতন জগৎ সর্ব্বদাই ব্যস্ত। জীব সর্ব্বদা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, সুতরাং নিত্যপ্রীতিই জীবের প্রার্থনীয়।

নিত্য প্রীতির অভাব ও তৎলাভে বাধা

যেখানে প্রীতির অনুসন্ধানকারী নিজের অস্তিত্বকে অনিত্য অভিমান করেন, সেখানে তাহার লক্ষ্য বস্তুও অনিত্য হইয়া যায়। নিত্য-প্রীতির অভাবে নিত্য প্রীতিলাভ-চেষ্টা জীবে দেখা যায়, কিন্তু সেই প্রীতি কালদ্বারা এবং সীমাদ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় নিত্যত্বের ও স্বভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায়। জীবের প্রীতি যে-কাল পর্য্যন্ত কাল ও সীমার অধীন থাকে, তৎকালাবধি নিত্য-প্রীতি-চেষ্টা থাকিলেও তাহা বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

হরিবিমুখ জগৎ কাল ও সীমার অধীন

জগতে যাবতীয় বস্তু কাল ও সীমার অধীন; কেবলমাত্র ভগবত্তা কাল ও সীমার অধীন নহে; কারণ কাল ও সীমা ভগবান্ হইতে জন্মলাভ করিয়া প্রাকৃত জগতে ভগবৎবিমুখকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের কথা পড়িলেও হরিবিমুখ জনগণ ভগবান্‌কে দেশ-কালের মধ্যে আনিয়া ফেলেন।

হরিবিমুখতা দূর হইলে ভগবৎস্বরূপের অভিব্যক্তি

জীবের হরিবিমুখতা বিগত হইলে তিনিও মায়িক নিজভোগ্য দেশ-কালের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হন। হরির বিমুখ জীব তাহার অনিত্য ও সসীম উপলব্ধি ছাড়িয়া দিলে কাল, সীমা ও মায়াতীত জনক-ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারেন।

প্রীতির অনুসন্ধান স্বভাবগত, এবং তাহা প্রাকৃত-অপ্রাকৃতভেদে দ্বিবিধ

নিত্য ও অসীম প্রীতির অনুসন্ধান জীবমাত্রেরই বৃত্তি। তাহা তিনি সকল সময় লক্ষ্য করিতে পারুন আর নাই পারুন, তাহার ঐ ধর্ম্ম কোন সময় তাহার সঙ্গ ছাড়িয়া যায় না। যাহারা প্রীতি অনুসন্ধান করেন, তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ব্যক্তি **অনিত্য-প্রীতির** অনুসন্ধানকারী অপর জন **নিত্য-প্রীতির** অনুসন্ধানকারী; অর্থাৎ এক শ্রেণীর লোক **প্রাকৃত** ও অপর শ্রেণীর লোক **অপ্রাকৃত**। অনিত্যতা ও সীমা-বিশেষ

ধর্ম্ম প্রাকৃত; নিত্যতা ও বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্ম অপ্রাকৃত। প্রাকৃত হরিবিমুখ জন অনিত্য সুখ-লালসায় প্রমত্ত; অপ্রাকৃত সেবোন্মুখগণ কৃষ্ণসুখ-লালসায় তাৎপর্য্যবান্।

প্রাকৃত হরিবিমুখের স্বভাব—সৎবস্তুতে ভোগ্য জ্ঞান

হরিবিমুখতাক্রমে তাহারা অনিত্যের ও মায়িক বস্তুর আদর করিতে শিখিয়াছেন—এমন কি অপ্রাকৃত-জনগণের সেব্য কৃষ্ণচন্দ্রকে, কৃষ্ণভক্তিকে ও কৃষ্ণভক্তকে তাহারা নিজের ভোগ্য-বস্তু মনে করেন। মুখে অপ্রাকৃত শব্দ বলিয়া নিজ অনিত্য-প্রীতির বিপণি প্রসারণ করেন; ইহার ফলে তাহাদের নিত্য প্রীতিময়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। অনিত্য প্রাকৃত পিণ্ডবিশেষ-জ্ঞানে কৃষ্ণকে, কৃষ্ণভক্তিকে বা কৃষ্ণভক্তকে নিজ অনিত্য ভোগ্য-বস্তু বলিয়া ধারণা করেন।

অপ্রাকৃত ভক্তের স্বভাব—দুঃসঙ্গ ত্যাগ

অপ্রাকৃত ভক্তের তাদৃশ ধারণা নাই। যে-কালে প্রাকৃত ব্যক্তি অপ্রাকৃত ধারণাকে কলুষিত করিবার অভিপ্রায়ে অনিত্য-প্রীতির আবাহন করেন, তৎকালে ভক্ত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেন এবং বিশুদ্ধ দুঃসঙ্গ বলিয়া জানেন।

ভক্তের সহিত হরিবিমুখ অভক্তের পার্থক্য

প্রাকৃত হরিবিমুখ-জনের সহিত ভক্তের পার্থক্য এই যে, ভক্ত প্রাকৃত প্রতিবন্ধক বা দুঃসঙ্গ ত্যাগ করেন, অভক্ত দুঃসঙ্গকে অনিত্যপ্রীতির আশায় ছাড়িতে চান না। মাদকদ্রব্যসেবী কোনক্রমে তাহার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিতে পারেন না, স্ত্রৈণ কখনই তাহার সেব্য যোষিতের সঙ্গ ছাড়িতে পারেন না, প্রাকৃত জ্ঞানাচ্ছন্ন পশু তাহার বৎস পরিত্যাগ করিতে পারে না, দুঃসঙ্গ ছাড়িতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের এইরূপ অনিত্যে অভিনিবেশ।

দুঃসঙ্গ-ত্যাগই মঙ্গলের আকর

প্রাকৃত বন্ধুসঙ্গে রঙ্গ থাকিলে কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণভক্তকে একমাত্র বন্ধু বলিয়া বোধ হয় না। প্রমত্তের মাদক দ্রব্যের হস্ত হইতে, স্ত্রৈণের স্ত্রী-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুরূহ। কিন্তু দুঃসঙ্গ না ছাড়িতে পারিলে কখনই কোন মঙ্গল হয় না।

অভক্তগণের অপচেষ্টার ফলে সমাজের অহিত-সাধন

প্রাকৃত অভক্তগণ অনেক সময়ে স্ব-স্ব অভিনিবেশ পরিত্যাগ করা দূরে থাক, আত্মপ্রতারণার উদ্দেশে কৌশল বিস্তার করিয়া কপটতা আশ্রয়পূর্ব্বক

অপ্রাকৃত সমাজকে বঞ্চনা করেন। প্রাকৃত অভক্ত ভক্তের সাজে নিরীহ লোকদিগকে গঞ্জিকাদি মাদক দ্রব্য খাইতে শিক্ষা দেন; বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা প্রভৃতি দুর্বৃত্তাচরণ—অপ্রাকৃত ভজনের অঙ্গবিশেষ বলিয়া প্রচার করিয়া নিজ প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন।

অপ্রাকৃত ভক্ত-সমাজের অভক্তের প্রতি উপেক্ষা

অপ্রাকৃত সমাজ এই শ্রেণীর মিছাভক্তগণকে কপট অভিনয়কারী জানিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করেন। অপ্রাকৃত হইবার যে-সকল উপায়—'অপ্রাকৃত শাস্ত্র' ও 'অপ্রাকৃত ভক্তের মুখে পাঠ বা শ্রবণ'—তাহাও প্রাকৃত পাঠক বা শ্রোতা প্রাকৃত দুঃসঙ্গময় বুদ্ধিক্রমে বিপর্য্যস্ত করেন। প্রাকৃত অভক্তগণ নিজ-নিজ দল স্থাপন করিয়া নিরপেক্ষ সত্য আচ্ছাদনপূর্ব্বক হরিবিমুখতা সংগ্রহ করেন।

প্রাকৃত সহজিয়ার অনিত্য-প্রীতি নিত্যপ্রীতি-লাভের পরিপন্থী

নিত্যপ্রীতি, নিত্য বৈকুণ্ঠবস্তু কৃষ্ণচন্দ্রেই অবস্থিত। নিত্য কৃষ্ণভক্ত নির্বালীক হইয়া সেই নিত্যপ্রীতিময়-বিগ্রহ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন শস্যলাভ ঘটে না, মিছাভক্তগণ স্ব-স্ব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অনিত্য বস্তুকে 'কৃষ্ণপ্রীতি'-সংজ্ঞা দিয়া নিত্যপ্রীতি লাভ করিবেন, এরূপ আশাও তাহাদের দুরাশা। অনিত্য-প্রীতির অনুসন্ধানে প্রাকৃত দুঃসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কখনই অপ্রাকৃত চেষ্টা বলা যাইতে পারে না। কাষ্ঠের সিংহ যেরূপ হিংসা করিতে অসমর্থ, গাভীদ্বয়ের যোগে যেরূপ বৎসোৎপত্তি অসম্ভব, কৃত্রিম স্বর্ণের দ্বারা প্রকৃত স্বর্ণের সাম্য যেরূপ হয় না, প্রাকৃত সহজিয়া যতই কেন না ভক্ত্যঙ্গসমূহকে নিজকর্ম্ম-চেষ্টা দ্বারা ভোগে নিযুক্ত করুন, কিছুতেই কৃষ্ণপ্রীতি-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ কৃষ্ণপ্রেম-লাভের প্রতিবন্ধক

প্রাকৃত কর্ম্মের দ্বারা ফলভোগ হয়, প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা ফলত্যাগ হয়, যথেচ্ছার দ্বারা অনিত্য ইন্দ্রিয়-সুখ লাভ হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত ভজন-প্রভাবে কৃষ্ণপ্রেম ফলস্বরূপে উদয় হয়। অভক্তি চেষ্টাদ্বারা অথবা কৃত্রিম হরিসেবা দ্বারা কখনই কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যায় না। চক্ষু বা কর্ণদ্বারা যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না পরন্তু মুখদ্বারা খাদ্য গৃহীত হইয়া

উদরস্থ হইলে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতা ব্যতীত হরিসেবা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাকৃত প্রতিবন্ধক থাকিলে কখনই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রতিবন্ধক-বিচারে সর্ব্বতোভাবে আলোচ্য।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

প্রাকৃত সহজিয়া কৃষ্ণভক্ত নহে

গর্দ্দভ দ্রব্য বহন করে, হাতা সূপ পরিবেশন করে, কিন্তু তাহারা উহার আস্বাদন পায় না। যেরূপ কাচে আবদ্ধ মক্ষিকা কাচ অতিক্রম করিতে পারে না, সেরূপ প্রাকৃত সহজিয়া নিত্য-প্রীতিলাভ করে না অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না।

প্রাকৃত সহজিয়া ভারবাহী গর্দ্দভ ও তাহার ভ্রমপূর্ণ বিচার

প্রাকৃত সহজিয়া ভারবাহী গর্দ্দভ। ইনি বাতপিত্তকফাত্মক প্রাকৃত শরীরকে অপ্রাকৃত আত্মা মনে করেন, নিজ প্রাকৃত ভোগ্য স্ত্রী-পুত্রাদিকে অপ্রাকৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, বিষ্ণু-কলেবরকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন এবং সলিলাদি জড় বস্তু-সাহায্যে জড় চিৎ হইয়া যায়—মনে করেন। প্রাকৃত ব্যবধান থাকিলে কখনই অপ্রাকৃতের উপলব্ধি হয় না। দেহ, দ্রবিণ, আভিজন্য সুখ, লোভ, মায়াধীশ ও মায়াবশে সমজ্ঞান প্রভৃতি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকসমূহ পরম প্রীতি-বিগ্রহের প্রেম-লাভ করিতে বাধা দেয়।

সহজিয়ার প্রতি উপদেশ

ভাই জীব! শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী তোমাকেই একদিন বলিয়াছেন,—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্‌গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—৮।৯০)

আমরাও তোমাকে বলি, প্রাকৃত যাবতীয় অভিমান ছাড়িয়া দাও, প্রাকৃত বুদ্ধি ছাড়িয়া সহিষ্ণু হও, সকলকে প্রাকৃত মান্য দেও, নিজে প্রাকৃত সম্মান ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলেই তুমি নিত্য অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম ভজন করিতে পারিবে।

শুদ্ধ কৃষ্ণনাম-সেবায় নিত্যপ্রীতি লাভ

দশপ্রকার নামাপরাধ-নামক প্রতিবন্ধককে আবাহন করিও না, তাহা হইলেই তুমি কপটতাশূন্য শুদ্ধ স্বরূপ-তত্ত্ব-জ্ঞানরহিত ভগবন্নামোচ্চারণরূপ নামাভাস করিতে পারিবে। তাহা হইলেই তুমি প্রাকৃত প্রতিবন্ধকের হাত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম-সেবা করিতে করিতে নিত্য-কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিবে। ব্যবধান বা প্রতিবন্ধকহীন কীর্ত্তন হইলেই নিত্যপ্রীতি করতলগত হয়। তখন কাল ও সীমা বৈকুণ্ঠবস্তু নামকে তোমার প্রতি নিত্যপ্রীতি প্রদান করিবার বাধা দিতে পারিবে না।

ভাই জীব! বৃথা কালক্ষেপ করিও না, কূপ-মণ্ডূকের ন্যায় অপ্রাকৃত রাজ্যকে প্রাকৃত বুদ্ধি করিও না; যদি কর তুমিই ঠকিবে। অপ্রাকৃতের কোনরূপ মর্য্যাদা হানি করিতে পারিবে না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

মনুষ্য-সমাজ ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম (৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৩৬ পৃষ্ঠার পর)

ধর্ম্ম ও সমাজের দুর্গতির কারণ

সনাতন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত মানব-সমাজের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, তাহা প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে-প্রকার সমাজ প্রচলিত, তাহাতে সনাতন-ধর্ম্মের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইতেছে। কেবল জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ব্যবস্থাপিত হওয়ায়, সনাতন-ধর্ম্মের যে কতদূর অবনতি হয়, তাহা বলা দুসাধ্য। উপযুক্ত পাত্র উপযুক্ত কার্য্য না পাইলে—না দেশের উন্নতি, না পাত্রের উন্নতি হয়। এইজন্য ধর্ম্মের এত দুর্গতি। অতএব সমাজ-সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন।

সমাজ-সংস্কারে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও বীরভদ্র প্রভু

পরম কারুণিক চৈতন্যপার্ষদ প্রভু নিত্যানন্দ সমাজের এইপ্রকার দুর্দ্দশা দেখিয়া এই বঙ্গভূমিতে একটি অচ্যুতবর্ণের বীজ বপন করিয়াছিলেন। সেই বীজ প্রভু বীরচন্দ্রের হস্তে অঙ্কুরিত হয়। ক্রমশঃ সেই অঙ্কুর আজকাল একটি বৃক্ষরূপে বর্ত্তমান আছে। হে পাঠকবর্গ! আপনারা যে একটি বৈষ্ণব-জাতির কথা শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই আমাদের উল্লিখিত বৃক্ষ।

বৈষ্ণব-জাতির লোকসংখ্যা—১৮৮১ সালে ৫ লক্ষ

বৈষ্ণব-জাতি কি-প্রকার এবং ঐ জাতির মধ্যে কি-প্রকার ব্যক্তিসকল বর্দ্ধমান, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। আমরা ১৮৮১ সালের নর-সংখ্যা দৃষ্টি করিয়া জানিতেছি যে, সম্প্রতি বঙ্গভূমিতে নিম্নলিখিত-মত একটি জাতি (যাহাদিগকে বৈষ্ণব-জাতি বলে) বাস করে, যথা :—

বর্দ্ধমান	২৮৬৫২	বাখরগঞ্জ	৫১৪৯	জলপাইগুড়ী	৩৩২০
বীরভূম	২১৪১১	চট্টগ্রাম	২০৩৫	ফরিদপুর	৭৬৫৫
হুগলী	১২১০৭	বাঁকুড়া	২০৩২৫	মৈমনসিংহ	১৮০২৪
২৪ পরগণা	১৮০২৩	মেদিনীপুর	৮১৮৮	নোয়াখালী	২৯৮৩
কলিকাতা	৭১৩০	হাওড়া	১৫২৮৪	ত্রিপুরা	৬১৪৬
যশোহর	১৪৮৬১	কলিকাতা চতুষ্পার্শ্বে	৮৬৩৫	কটক	২৯৬১৪
মুর্শিদাবাদ	২৫০৩৪	নদীয়া	২১৩৩০	বালেশ্বর	২৩০৫৭
রাজসাহি	১৭০৮১	খুলনা	১২৯৩৯	বাঁকী	১৯৮
বগুড়া	১১১১১	দিনাজপুর	১৯৩৪৯	চট্টগ্রাম পার্ব্বতীয় ভূমি	৫
দার্জ্জিলিং	৫৭৬	রঙ্গপুর	২৬৯৭৪	পুরী	৭২৭৩
ঢাকা	১৭২৩৯	পাবনা	১৩১৫৭	অনগুল	৬৪৩

সর্ব্বসাকল্য ৪৯৯৩১০

বৈষ্ণব-জাতি বলিয়া যাহারা পরিচয় দেয়, তাঁহারা প্রায় পাঁচ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ষোড়শ অংশের দশ অংশ স্ত্রীলোক এবং ছয় অংশ পুরুষ।

আমাদের পাঠকবর্গ এইরূপ মনে না করেন যে, বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যার মধ্যে কেবল পাঁচলক্ষ বৈষ্ণব বই নাই। যাঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাও নিতান্ত কম নন। সে-সকল মহাত্মাদিগকে এই সংখ্যার মধ্যে বুঝিতে হইবে না।

জাতি-বৈষ্ণবের আচার, ক্রিয়া-কলাপ ও উপজীবিকা

এই পাঁচলক্ষ বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের গুণ-দোষ হইতে পৃথক্। ইঁহারা পতি-পত্নীরূপে সংসারে বর্ত্তমান হইয়া সন্তানাদি উৎপন্ন করেন। ইঁহাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সম্মত দশবিধ সংস্কার নাই। সংস্কার উপলক্ষে ইঁহাদের যে ক্রিয়াসকল আছে, তাহা বর্ণাশ্রমীদের ক্রিয়া হইতে বিলক্ষণ। বৈষ্ণব-

জাতির মধ্যে কোন ব্রাহ্ম-কর্ত্তৃক ক্রিয়া হয় না। তাহারা সকল কর্ম্মই কৃষ্ণ-সম্বন্ধে করিয়া থাকেন। অন্য দেবদেবীর পূজা, হোম, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কিছুই করেন না। মৃতাশৌচ ও জাতাশৌচ অঙ্গীকার করেন না। বিবাহে কেবল মাল্য বদল করেন। কোন বৈষ্ণব-পরিবারের মধ্যে ক্রমশঃ বর্ণাশ্রম-সিদ্ধিই কতকগুলি ক্রিয়া, দেবদেবীর আরাধনা এবং স্ত্রীলোক-পরম্পরা কতকগুলি ব্যবস্থা দেখা যায়। এইসকল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের সেবা, পর্ব্বদিনে উৎসব, বিশেষ বিশেষ কার্য্যে মহোৎসব, হরিবাসর প্রভৃতির অনুষ্ঠান দেখা যায়।

এই বৈষ্ণব-জাতি প্রায়ই **ভিক্ষাদ্বারা জীবন-নির্ব্বাহ** করে। কোন কোনস্থলে উহারা অন্যান্য ব্যবহার দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে। কোন কোন প্রদেশে উহারা কৃষিকার্য্য করে, কোন কোন প্রদেশে অন্যান্য বণিক-ব্যবসায় দ্বারা দিনপাত করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই **গীত-বাদ্যাদি অভ্যাস** করত তদ্দ্বারা উদর পালন করে।

কীর্ত্তন ব্যতীত বৈষ্ণব-জাতির অন্য ব্যবসায়ে দোষ নাই

প্রভু বীরচন্দ্র যে-সময়ে সংযোগী বৈষ্ণবের পত্তন করেন, তখন তাঁহার এইমাত্র অনুমতি ছিল যে, তোমরা যদিও ইন্দ্রিয়-পরবশ হও, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই সংসার নির্ব্বাহ করিবে। কেহ কেহ বলেন,—তাঁহার সময় কেবল বারশত নেড়া-নেড়ী ছিল। কিন্তু আজকাল সেই বারশত নেড়া-নেড়ীর স্থলে আমরা সমস্ত বঙ্গ-ভূমিতে প্রায় পাঁচ-লক্ষ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দেখিতেছি। বারশত ব্যক্তির অবশ্যই গান-কীর্ত্তন ব্যবসায় দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ হইতে পারিত। কিন্তু পাঁচ-লক্ষ জীবন কেবল কীর্ত্তন ও ভিক্ষার দ্বারা রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব বৈষ্ণব-জাতি যে অন্যান্য ব্যবসায় করিতেছে, তাহা তাহাদের পক্ষে দূষণীয় নয়।

বৈষ্ণ-জাতির সামাজিক অবস্থিতি কোথায় ?

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বাস্থ্য-অবস্থায় থাকিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত তাহার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকিত। সেই ধর্ম্মে কতকগুলি উৎপাত উপস্থিত হওয়ায়, সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে। বৈষ্ণব-জাতিও যদি সেই বর্ণ-ধর্ম্মের মূল আকর্ষণ করে, তবে এই জাতির উভয়

কুল নষ্ট হয়। অতএব বৈষ্ণব-জাতি সর্ব্ব বিষয়ে পবিত্র না থাকিতে পারিলে, সকল সমাজের অধম হইবে—সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-জাতি হয় সর্ব্ব সমাজের নমস্কৃত সমাজ হইবে, নতুবা সকল সমাজের হেয় হইয়া পড়িবে। এই বৈষ্ণব-জাতির কোন মধ্যবর্ত্তী অবস্থান নাই। কিরূপে থাকিলে এই বৈষ্ণব-জাতি সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতে পারে, তাহা বিচার করা যাউক। আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত বিধি-বিধানমত কার্য্য করিলে তাহারা পূজনীয় হইবে।

বৈষ্ণব-জাতীর সর্ব্বোচ্চতা-লাভের উপায়

১। তাঁহাদের সমাজটীকে একমাত্র কৃষ্ণসেবার যন্ত্র-স্বরূপ করিয়া রাখুন। বহির্ম্মুখ-জ্ঞান-কর্ম্ম একেবারে দূর করুন। কৃষ্ণসেবার বাধক হইতে পারেনা—এরূপ যে-সমস্ত সামাজিক ক্রিয়া ও ব্যবহার আছে, তাহা সতর্কতার সহিত অবলম্বন করুন।

২। সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ অবশ্য বৈজ্ঞানিক গঠন-বিধি পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সনাতন বর্ণ ও আশ্রম-বিধান গ্রহণ করুন। বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত যে, কোন-প্রকারে সমাজ যেন জন্মদ্বারা নির্ণীত, অথবা বর্ণবিধি ও অনধিকার-দূষিত আশ্রম-বিধি গ্রহণ না করে।

৩। এই পত্রিকার (সজ্জনতোষণী) ১২৩ পত্রে এক দুই ক্রমে যে দশটী বিধির সঙ্কলন হইয়াছে, সেই বিধিগুলি বিশেষ সতর্কার সহিত পালিত হউক।

৪। আশ্রম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিধি প্রতিপালিত হউক ; যথা :—

(ক) বিবাহযোগ্য স্ত্রী-পুরুষ মহাজনগণের অনুমোদন সহকারে বিবাহিত হইয়া একপত্নী, একপতি-ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক সংসার নির্ব্বাহ করুন।

(খ) বিদ্যার্থী ব্যক্তি দেশ ভ্রমণার্থে ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলে বাস-দ্বারা বিদ্যা উপার্জ্জন করুন। এবম্বিধ অবস্থায় সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াও তিনি শুদ্ধ থাকিতে পারিবেন।

(গ) অধিক বয়সে অবস্থা বিবেচনাপূর্ব্বক বাণপ্রস্থ অবলম্বিত হউক।

(ঘ) ব্রাহ্মণ-লক্ষণযুক্ত পুরুষের কৃষ্ণভক্তি-জনিত বিরক্তি উদিত হইলে সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ ভেকাশ্রম স্বীকৃত হউক।

ঙ) সাঙ্কর্য্য লক্ষিত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ সমাজ-বহিষ্কৃত হইবেন।

৫। যে-কেহ সরলতা-সহকারে এই বৈষ্ণব-সমাজে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি গৃহীত হইবেন।

৬। সমাজের উন্নতির জন্য কৃষ্ণভক্তির সাধক সমস্ত পার্থিব ও পারমার্থিক বিদ্যা ও শিল্পের অনুশীলন-দ্বারা জাতীর মূল উন্নতির চেষ্টা করা যাউক।

মনুষ্য-সমাজ সংস্কারের জন্য নির্দ্দেশ

বৈষ্ণব-জাতি এইরূপে সংস্থাপিত হইলে আর এতদ্দেশে কোন ক্লেশ থাকিবে না। বোধ হয়, সকল আর্য্য-সন্তানগণ অল্পকালের মধ্যেই এই জাতিকে পুষ্ট করিবেন। উপযুক্ত ব্রাহ্মণ, উপযুক্ত ক্ষত্রিয়, উপযুক্ত বৈশ্য ও উপযুক্ত শূদ্র-দ্বারা ভারতের মুখ-শ্রী পুনরায় উজ্জ্বল হইবে। ইহা হইলেই সত্যযুগ আসিয়া জগতে পুনরায় রাজ্য করিবে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা এই উন্নতির বীজ লাভ করিয়াছি। **এখন প্রার্থনা করি যে, সমস্ত সহৃদয় পুরুষ এ বিষয়টির বিশেষ আলোচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করুন।**

বর্ত্তমান ভারতের কর্ত্তব্য-নিরূপণে ঠাকুরের নির্দ্দেশ

এই বিষয়ে যত্ন করিলে ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর সকল লাভই হইবে। জাতি-সংস্কার, বিবাহ-বিধি-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার ও শরীর-সংস্কার সম্বন্ধে আজকাল যে-সকল খণ্ড উদ্যম হইতেছে, সে-সকল উদ্যমের আর প্রয়োজন থাকিবে না। বৈষ্ণব-সমাজকে যথোচিত উন্নত করিয়া তাহাতে সকলের প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে সমস্ত ভাল কথাই পাওয়া যাইবে। বৈষ্ণবগণই জগৎভূষণ। তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক এ বিষয়ে সাহায্য করুন। তাঁহাদের চরণে দণ্ডবৎ করিয়া এইস্থলে নিবৃত্ত হইলাম।

(সজ্জনতোষণী ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা)

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ভজন

কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য গাহিয়াছেন,—

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বহির্দৃষ্টিতে কেবলাদ্বৈতবাদী হইলেও অন্তরে-অন্তরে শুদ্ধদ্বৈতবাদকে পোষণ করিতেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁহারই স্বরচিত গানেই দৃষ্ট হয়। কারণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, কেবলাদ্বৈতবাদে সেব্য-সেবক-সেবা—এই ত্রিপুটির সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন হইয়া থাকে। পরন্তু সাক্ষাৎ শ্রীশঙ্করের অবতার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য কলিহত জীবগণকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন,—অহে অজ্ঞ, মায়ামুগ্ধ জীবগণ! মরণ তোমাদের অতি সন্নিকট, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র গোবিন্দের ভজনে প্রবৃত্ত হও। ভজনে সুখ ব্যতীত দুঃখ নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও বলিয়াছেন,—

তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত
সেও ত' 'পরম সুখ।'
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥

আবার আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশে দেখিতে পাই,—

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণম্।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ॥

অর্থাৎ মানুষমাত্রেরই বিষ্ণু-ভগবানের ভজন বা পাদপদ্ম-সেবন অবশ্যই কর্ত্তব্য, কারণ ভগবান্ সর্ব্বজীবের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ।

পুনশ্চ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনকে বলিলেন,—

'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥

অর্থাৎ, হে সখে অর্জ্জুন! এই অনিত্য ও অসুখময় জগতে অবস্থিতি লাভ করিয়া আমার নিরবদ্য ভজন-মাত্রই কর।

এখন ভজন কি বস্তু, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়। বৈয়াকরণিকেরা বলেন,—ভজ্ ধাতুর উত্তরে ভাবে অনট্ প্রত্যয় করিলে ভজন শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ভজ্ ধাতুঃ সেবায়াম্ অর্থাৎ ভজ্—এই ক্রিয়াপদের অর্থ হইতেছে সেবা করা। ভজনের নামান্তর সেবন।

সাধারণ জাগতিক লোক মনে করেন, তুলসীকাষ্ঠের মালিকায় লক্ষ লক্ষ নাম জপ করিতে পারিলেই ভজন করা হয়। উহা ভজনের একটি অঙ্গ হইলেও ঐরূপ কেবলমাত্র কোটি কোটি নাম জপ করিলেও কোটি জন্মেও আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের দর্শন-লাভ ভাগ্যে ঘটিবে না।

ব্যবহারিক জগতে 'সেবা' শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—পিতৃ-মাতৃ-সেবা, জীবসেবা ও আর্ত্তসেবা প্রভৃতি। উক্ত সেবাদ্বারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল সাধিত হয় না, কিছু পুণ্য সঞ্চয় হয় মাত্র। সেকারণ আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে—ভজনীয় বা সেবনীয় বস্তু কি? হরি-গুরু-বৈষ্ণবই আমাদের একমাত্র ভজনীয় বস্তু।

হরি-গুরু-বৈষ্ণব তিনেরই সেবন।
তিনের সেবনে হয় কৃষ্ণ-দরশন॥

এই সেবা দ্বিবিধা, যথা—মুখ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ ও গৌণ।

ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন ও নামকীর্ত্তনই সাক্ষাৎ সেবা এবং অর্চ্চনের আনুকূল্য, যথা—মন্দির-মার্জ্জন, পুষ্প-চয়ন, ভোগ-রন্ধন ও অর্থ-সংগ্রহ—ইহাদ্বারা গৌণ সেবা সাধিত হয়। তদ্রূপ শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের সান্নিধ্যে অবস্থান করিয়া ব্যক্তিগত গাত্রসংবাহন, ব্যজন ও আহার্য্যদ্বারা পরিতোষণ, তাঁহাদের আদেশ-পালন ও ভাবনার পরিতোষণ ও তুষ্টি-বিধান মুখ্য সেবা। আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণববৃন্দের জীবন-নির্ব্বাহ-উপযোগী অর্থানুকূল্য সংগ্রহ করাই গৌণ সেবা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, হরি-গুরু-বৈষ্ণবের মুখ্য সেবাকে বাদ দিয়া জগতের লোক গৌণসেবা যে অর্থানুকূল্য তাহার সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত। ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বক্ষণ অর্থ-চিন্তায় রত—এই একশ্রেণীর সাধককে দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রসাদসেবনে প্রপঞ্চকে জয় করা যায়, এই ধারণার বশে প্রসাদসেবার পরিপাটী দেখা যায় আর এক শ্রেণীর মধ্যে। যেহেতু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—'প্রসাদ-সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ-জয়।' এই ক্ষুদ্র আশায় নির্ভর করিয়া যাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসাদভোজনবিলাসী হইবেন, ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তি ত দূরে থাকুক, তাঁহারা প্রপঞ্চময় সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। আবার যাঁহারা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজন না করিয়া কেবল দিবারাত্রি অর্থসংগ্রহে প্রমত্ত হইবেন, তাঁহারা পরমার্থ-অর্জ্জনে বঞ্চিত হইয়া যাইবেন।

সনাতন ধর্ম্মে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য্য ও গণেশ প্রভৃতি পঞ্চপ্রকার দেবতা ভজনের উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু বিষ্ণু ভগবানের ভজন ব্যতীত অন্য যে কোন দেবতার ভজনের ফল অনিত্য ও তত্তল্লোকে বাসই নির্ব্বন্ধিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—যাহারা আমার ভজন করিবে, তাহাদের আমার ধামে বাস হইবে। অতএব সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজন শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অধোক্ষজ কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তিদ্বারাই জীবাত্মা সুপ্রসন্ন হয়; যথা,—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা, ফলাভিসন্ধানরহিতা, ঐকান্তিকী, স্বাভাবিকী, নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে আত্মা সুষ্ঠুরূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

শ্রীহরিভজন প্রসঙ্গে আনুসঙ্গিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ভজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কারণ শ্রীভগবানের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেব। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবলে ভগবদ্দর্শন সহজসাধ্য। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত ভগবানের কৃপা অসম্ভব। জগতে একটি ছড়া প্রচলিত আছে, যথা—'গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।' ইহা নিছক সত্য। শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে উপদেশ দান করিয়াছেন—'এই মনুষ্যদেহ সকল ফলের মূল; ইহা সুলভ ও সুদুর্ল্লভ এবং ইহাই পটুতর নৌকা। শ্রীগুরুই ইহার কর্ণধার। এই সুদক্ষ কর্ণধারের সাহায্যে এবং আমার কৃপ রূপ অনুকূল বায়ুর সাহায্যে মানব যদি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা না করে, তবে সে আত্মঘাতী।' সুতরাং সাক্ষাৎ ও গৌণভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভজন বা সেবা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভগবৎ-সুখানুসন্ধানের সহিত গুরুসেবা না করিলে শ্রীগুরুদেবও সুখলাভ করেন না। কারণ শ্রীভগবানের সুখ বাদ দিয়া শ্রীগুরুদেবের সুখ হয় না। শ্রীগুরুদেবের চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করাই শ্রীগুরুসেবা। স্নেহসেবাদ্বারা শ্রীগুরুদেবের হৃদয় জয় করিয়া তাঁহার নিকট পরম রহস্যপূর্ণ ভগবৎ-বশীকরণের উপায় জানিতে পারিলে, তবে কপট-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে পারা যায়। আবার শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে এবং তৎসেবার অবিরোধে অপর বৈষ্ণবগণের সেবন শ্রেয়স্কর হইয়া থাকে। 'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-

সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।' এই ভজনরীতি-অনুযায়ী হরি-গুরু-বৈষ্ণব—তিনের সেবন যুগপৎ অবশ্য করণীয়।

অনেকে বলেন যে, হরিভজনে আবার মধ্যস্থের (mediator) অর্থাৎ গুরুর কি প্রয়োজন? যাঁহারা গুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদেরই এই প্রকার উক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, যদি কেহ রাজদর্শন করিতে চায়, তবে রাজার প্রধান অমাত্য বা মন্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত যেমন রাজার দর্শন সম্ভব হয় না, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবক, তাঁহার একমাত্র কৃপায় ভগবদ্দর্শন ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ ও সেব্য-ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ ও সেবক-ভগবান্।

ভগবান্ অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তগণ অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ মহাবদান্য। উহার জলন্ত নিদর্শন শাস্ত্রে দেখিতে পাই, যথা—শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তিনি (বাসুদেব ঠাকুর) জগতের সকল জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া অনন্তকাল নরকে বাস করিতে প্রস্তুত—যদি শ্রীমন্মহাপ্রভু এককালেই সমস্ত জীবকে উদ্ধার করতঃ লইয়া যান! বৈষ্ণবের প্রাণ এমনই উদার যে, তাঁহারা জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল, তাঁহাদেরই পাদপদ্মের রজোঽভিষেক ভিন্ন ভগবানের কৃপালাভ করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

ভজন-রাজ্যে দুই শ্রেণী ভজনানন্দী দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—বিবিক্তানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী। একাকী যিনি নির্জ্জনস্থানে ভজন করেন, তিনি বিবিক্তানন্দী এবং যিনি গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়া ভজন করেন, তিনি গোষ্ঠানন্দী বলিয়া কথিত হন। অর্থারামী ও ইন্দ্রিয়ারামী ব্যক্তিদিগের পক্ষে নির্জ্জনবাসেও ভজন-সমৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। যদি যথার্থ নির্জ্জনবাসে প্রবলভাবে হরিপ্রসঙ্গ ও কীর্ত্তন হয়, তবে উহাই বাঞ্ছনীয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব॥

অপর পক্ষে গোষ্ঠীতে অবস্থান করিয়া সাধুসঙ্গে নামকীর্ত্তনদ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু কলির প্রভাব বর্ত্তমানে এত অধিক পরিলক্ষিত হইতেছে যে,

গোষ্ঠীভজন অপ্রীতিকর ও অফলপ্রসূ। যদি নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ভজন করিতে পারা যায়, তবে গোষ্ঠীর মধ্যেও আত্মমঙ্গল সম্ভব হইতে পারে।

এতক্ষণ ভজ্ ধাতুর সেবনার্থে সেবার বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইল। এইবার ভগদ্ভজনের ক্রম-পন্থা নিরূপিত হইবে।

শ্রীগোপাল-তাপনী উপনিষদে দৃষ্ট হয় যে, 'ভক্তিরস্য ভজনম্' অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের ভজনই ভক্তি। যে কোন যোগ্য ও স্ব-মনোঽনুকূল উপায় অবলম্বন করিয়া গোবিন্দে মনোনিবেশ করিতে পারা যায়, সেই উপায়কে সাধনভক্তি বলা যায়। সেই ভক্তি দ্বিবিধা—'বৈধী' ও 'রাগানুগা'। যে-স্থলে কেবল শাস্ত্র-শাসনদ্বারা গোবিন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিতে জীব প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে 'বৈধী' ভক্তি বলে। ইষ্টবিষয়ে যে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা—তাহাই রাগ। তন্ময়ী যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগত-ভাবই রাগানুগা ভক্তি। বৈধ-মার্গে প্রেমের ক্রম কথিত হইয়াছে, যথা—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামমং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১১)

অর্থাৎ, বৈধ-মার্গে আদৌ শ্রদ্ধা, পরে সাধু-গুরু-সঙ্গ, পরে ভজন হইতে অনর্থনিবৃত্তি। তদনন্তর নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিক্রমে ভাব হয়। সেই ভাব বা রতি গাঢ় হইলে প্রেমে পরিণত হয়। সেই প্রেমই জীবের একমাত্র সাধ্য ও প্রয়োজন।

কৃষ্ণস্মৃতি ও নিজ-বাঞ্ছিত কৃষ্ণপ্রিয়জনের স্মৃতির সহিত ও কৃষ্ণলীলা-কথায় রতিপূর্ব্বক সর্ব্বদা ব্রজে বাস এবং সাধক ও সিদ্ধরূপে বাঞ্ছিত ভাবের লালসায় ব্রজলোকের সেবানুসরণদ্বারা কৃষ্ণসেবা করিবে—ইহাই ব্রজ-রাগানুগ ভক্তের পরিপাটী সাধন-প্রণালী।

ভজনের পরাকাষ্ঠা :—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই—

"দাস, সখা, পিত্রাদি প্রেয়সীগণ।
রাগ-মার্গে এই সব ভাবের গণন॥

* * * *

কিন্তু যার যেই রস সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তর-তম॥

যাঁহারা শান্তরস-লুব্ধ, তাঁহারা সনকাদি মুনিগণের; যাঁহারা দাস্যরস-লুব্ধ, তাঁহারা চিত্রক-পত্রকাদির; যাঁহারা সখ্যরসের লোভী, তাঁহারা সুবলাদির; যাঁহারা বাৎসল্যরসের লোভ করেন, তাঁহারা নন্দ-যশোদাদির; যাঁহারা মধুর-রসলুব্ধ, তাঁহারা ব্রজগোপিগণের ভাব ও চেষ্টার মুদ্রাসকল 'অনুসরণ' করিবেন।

স্বরূপগত লীলা-ভাবনার সহিত যখন গুণ, রূপ ও নাম হইতে থাকে, তখন লীলায় রসোদয় হয়। রসই চরম লাভ। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট নিজ অধিকারগত রসের বিষয় জ্ঞাতব্য।

সংসারে জন্ম-সংপ্রাপ্তে যেন নারাধিতো হরিঃ।
আত্মঘাতী স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

অর্থাৎ, যিনি সংসারে আসিয়া মনুষ্য-জন্ম লাভ করতঃ শ্রীহরিভজন না করেন, তিনি আত্মঘাতী ও সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ভাষায় এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম—

"শ্রীহরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী।"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমন্থী মহারাজ

———

রাজা বীরহাম্বীর

"নীরব নিশীথ হের সুপ্ত চরাচর।
যাহ শীঘ্রগতি সবে যোগ্য অবসর॥
ক্লান্ত পথশ্রমে তা নিদ্রা-বিচেতন।
শকট সহিত কর সর্ব্বস্ব হরণ॥
না হ'তে প্রভাত রাতি, অতি সাবধানে।
আন, ধনরত্নরাজি সব এই স্থানে॥—"
মন্ত্রকক্ষে দস্যুগণে ডাকিয়া ভয়াল।
কহিল আদেশ বী হাম্বীর ভূপাল॥
দস্যুদলপতি রাজ বনবিষ্ণুপুরে।
পাইয়াছে সমাচার, আসিছে অদূরে॥
বহুধনরত্নসহ বৃন্দাব হ'তে।
মহাজন কয়জন এই বনপথে॥
পথমাঝে এবে সবে করিছে বিশ্রাম।
তাহারি সন্ধানে কর এই আজ্ঞা দান॥
ধায় দস্যুগ্রাম তবে সেই লক্ষ্যস্থলে।
দেখে গিয়া নিদ্রাগত সবে ভূমিতলে॥
আনন্দে সকলে তবে সতর্ক হইয়া।
পলাইল রত্নসহ শকট লইয়া॥
কে ইহারা? কোন্ রত্ন করি আহরণ।
শকট ভরিয়া, করে গৌড়ে আনয়ন॥
হরি, হরি,—করিতেও স্মরণ সে-কথা।
আনন্দে উথলে হিয়া আসে বিহ্বলতা॥
প্রাণের গরাণ মো প্রভু গৌরহরি।
রূপ-সনাতন তাঁর ত কৃপা করি॥
পাঠাইলা বৃন্দাবনে করিতে উদ্ধার।
লুপ্ত মহাতীর্থ, আ করিতে প্রচার॥
অনর্পিত-পূর্ব্ব প্রেমভ ক্তভরা ধন।
ভক্তিগ্রন্থরাজি পরম থ নিরূপণ॥

জনমিল তাঁহাতেই শ্রীগ্রন্থ অপার।
অমূল্য রতন সম, নাহি তুল্য যার॥
সেই গ্রন্থ-রত্ন-ভার রাখিলে যতনে।
শ্রীজীব, শ্রীরূপ-সনাতন-অদর্শনে॥
আপনিও কতশত গ্রন্থবিরচিয়া।
সঞ্চয় করিল তথা ভাণ্ডার ভরিয়া॥
ভাগ্যবান্ শ্রীনিবাস কতদিন পরে।
উতরিল ব্রজপুরে ব্যাকুল অন্তরে॥
শ্যামানন্দ নরোত্তম মিলিল তথায়।
সকাতর রূপ-আদি-বিরহ-ব্যথায়॥
তাঁদের বিদায়কালে জীব সুপ্রভাতে।
শকট ভরিয়া গ্রন্থরত্ন দিল সাথে॥
হইল আদেশ তাহা গউড়ে আনিতে।
পাষণ্ডদলনে যোগ্য জনে বিলাইতে॥
উপনীত এত দূরে সেই রত্নরাজি।
ভাগ্যোদয়ে দস্যুরাজ লুটাইল আজি॥
প্রভাতে উঠিয়া সবে করে হাহাকার।
কি হইল!—সর্ব্বনাশ!—একি কাহার॥
হরিল না কেনগো, সে-সবাকার প্রাণ।
প্রাণ ল'য়ে যাক্ আসি গ্রন্থ করি দান॥
ত্যজিতে পরাণ সবে সঙ্কল্প করিল।
বনমধ্য হ'তে ক্ষণে কে যেন কহিল॥
"ভয় নাই!—রাখে হরি, মারে কোন্ জন।
আছে গ্রন্থ বিষ্ণুপুরে রাজার ভবন॥
করিয়া শ্রবণ মহা-আনন্দে অমনি।
করে শ্রীনিবাস আদি ঘন হরিধ্বনি॥
চলিলা তখনি তিনি রাজার সদনে।
পাঠাইয়ে নবদ্বীপে সহচরণ॥ (ক্রমশঃ)

ভক্তপরিচর্য্যা-মাহাত্ম্য

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণকমল স্মরণ করিয়া ভক্তপরিচর্য্যা-মাহাত্ম্য কিছু লিখিবার প্রয়াস পাইতেছি। ভক্ত-পরিচর্য্যার অপার মহিমা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। ভক্ত-সেবার মুখ্যফল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমলাভ। এখানে ভক্ত বলিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তকেই বুঝায়। শ্রীভগবান্ স্বীয় ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ (আদি পুরাণ)

হে পার্থ! যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত তাহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, পরন্তু যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত তাহারাই বস্তুতঃ আমার ভক্ত। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১।৮)

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন,—'মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা' অর্থাৎ মদীয় ভক্তের পূজা আমার পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্ সকল শাস্ত্রে ভক্ত-সেবাই যে অধিক কর্ত্তব্য এবং ভক্ত-সেবার দ্বারাই তিনি সন্তুষ্ট হন তাহা তারস্বরে জানাইয়াছেন। এমন কি নিজহাতে দ্বারকাপুরীতে ভক্ত শ্রীসুদামার চরণধৌতাদি পরিচর্য্যা দ্বারা ভক্তের অপার মহিমার কথা জগতে বিস্তার করিয়াছেন। ভক্ত-সেবার ফলে শ্রীভগবৎ কৃপালাভের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা দেখিতে পাই,—

"নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গায়।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি॥" (চৈঃ চঃ আঃ ২।২৯)

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদির প্রমাণবলে আমরা জানিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই এই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারই জনৈক ভক্তের নাম শ্রীকালিদাস। ইনি সর্ব্বজনপূজিত শ্রীচৈতন্যপার্ষদ শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের সম্পর্কে জ্ঞাতি-খুল্লতাত। শ্রীকালিদাস নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন এবং ভক্তের পরিচর্য্যা তথা উচ্ছিষ্ট সেবা করিতেন। তদানিন্তন সময়ে তিনি অনুসন্ধান করত সেবা-উপকরণ সহযোগে বঙ্গভূমির প্রায় সকল বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের গৃহে

যাইতেন এবং পরিচর্য্যান্তে বৈষ্ণবের প্রসাদ সেবা করিতেন। ভক্তের জাতিভেদ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন,—

"বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিঃ.....নারকী সঃ।"

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥

(শ্রীচৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০০-১০২)

প্রভুবর শ্রীকালিদাস বৈষ্ণবে কোনপ্রকার জাতিবুদ্ধি না করিয়া সকল বর্ণোদ্ভূত বৈষ্ণবের বাড়ী যাইতেন ও তাঁহার সেবা করিতেন। একসময় কিছু আম লইয়া তিনি শ্রীঝড়ুঠাকুর নামক জনৈক নীচকুলোদ্ভূত গৃহী বৈষ্ণবের নিকটে গিয়াছিলেন। পরস্পর দণ্ডবৎ প্রণামান্তে প্রীতিসম্ভাষণ হইলে পর শ্রীঝড়ুঠাকুর নীচকুলোদ্ভূত বশতঃ দৈন্যসহকারে শ্রীকালিদাসকে অন্নপ্রসাদ-দানে অস্বীকৃত হইয়া জনৈক ব্রাহ্মণবাড়ী হইতে অন্নের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন বলিলেন। তাহাতে বৈষ্ণব-প্রবর শ্রীকালিদাস শ্রীঝড়ুঠাকুরকে বলেন,—"আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনার দর্শনে আজ পবিত্র হইলাম। আপনার দেয় অন্নপ্রসাদই আমার কাম্য।" ইহাতে শ্রীঝড়ুঠাকুর অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে শ্রীকালিদাস ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে অন্নগ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীঝড়ুঠাকুরও উপায়ন্তর না দেখিয়া অন্যত্র যা করিলেন এবং পরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে শ্রীকালিদাস শ্রীঝড়ুঠাকুরের চরণচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়িয়াছিল সেই সেই চিহ্ন হইতে চরণধূলি তুলিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে করিতে প্রেমে আপ্লুত হইতে লাগিলেন। পরে তিনি শ্রীমৎ ঝড়ুঠাকুরের প্রসাদের অপেক্ষায় লুকাইয়া রহিলেন। ওদিকে শ্রীঝড়ুঠাকুর বাড়ীতে পৌঁছিয়া শ্রীকালিদাস আনিত আম্রফল সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ লাগাইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে উক্ত মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন এবং নিজেও পাইলেন। পরে চোষা, আঁঠি ও চোকলা আস্তাকুঁড়ে লইয়া গিয়া ফেলিয়া দিলেন। দূর হইতে কালিদাস তাহা দেখিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া আস্তাকুঁড়ে বৈষ্ণবের প্রসাদস্বরূপ উক্ত আঁঠি চোকলা পরমানন্দে তুলিয়া চুষিতে লাগিলেন এবং বৈষ্ণবের প্রসাদ পাইয়াছি জানিয়া প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবৎ প্রসাদের নাম—"মহাপ্রসাদ"। উহা আবার কোন বৈষ্ণব-সেবা করিয়া প্রসাদ রাখিলে "মহামহাপ্রসাদ" আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন, যথা—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৬।৬৯)

শ্রীকালিদাস প্রভু একবার পুরীধামে উপস্থিত হইলে ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ সিংহদ্বারে শ্রীচরণকমল ধৌত করিয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন। উক্ত চরণামৃত কাহারও গ্রহণ করা বিশেষ নিষেধ ছিল। একদিন যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু চরণ ধৌত করিতেছিলেন সেই সময় কালিদাসপ্রভু সেখানে উপস্থিত হইয়া এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পদধৌত জল পান করিলেন। অন্যের দুর্ল্লভ শ্রীচরণোদক তিনি প্রাপ্ত হইলেন। অন্তর্যামি শ্রীমন্মহাপ্রভু কালিদাসপ্রভুর বৈষ্ণবে ঐকান্তিক বিশ্বাস, ভক্তি ও সেবাপ্রাণতার জন্য উক্ত মহান কৃপাদান করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পাইবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবা-পরায়ণ না হই তাহা হইলে অবশ্যই একদিন শ্রীভগবানের কৃপালাভ করিতে অক্ষম হইব তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বনামধন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, গৌরপার্ষদপ্রবর শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুবরের মলমূত্রাদি পরিস্কার করত অশেষ কৃপাভাজন হইয়াছিলেন। "শ্রী" বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত মহামতি শ্রীকুরেশ তদীয় শ্রীগুরুদেব ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল রামানুজাচার্য্যের ঐকান্তিক সেবা ও মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়া পাষণ্ডী চোলরাজ কৃমিকণ্ঠ কর্ত্তৃক নষ্টীকৃত চক্ষুও পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীবরদরাজ বিষ্ণুর প্রভূত কৃপালাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং ভক্ত-পরিচর্য্যার দ্বারাই যে শ্রীভগবানের কৃপালাভ করা যায় সে-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। ৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রঃ সূঃ গোবিন্দ-ভাষ্যধৃত সাণ্ডিল্য স্মৃতি-বাক্য, যথা—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশোয়োচ্যাঽ সেবিনাম্।
ন সংশয়োঽত্র তদ্ভক্ত পরিচর্য্যা রতাত্মনাম্ ॥
কেবলং ভগবৎপাদসেবয়া বিমলং মনঃ।
ন জায়তে যথা নিত্যং তদ্ভক্ত চরণার্চ্চনাৎ ॥

অর্থাৎ, অচ্যুৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে তাঁহাকে পাইতেও পারি বা নাও পাইতে পারি, কিন্তু তদীয় ভক্তের পরিচর্য্যা করিলে অবশ্যই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। ভগবদ্ভক্তগণের শ্রীচরণ-সেবা-পরিচর্য্যা-দ্বারা জীবের মন যেরূপ নির্ম্মল হয়, কেবল ভগবদ্‌পাদপদ্মের সেবাদ্বারা সেরূপ নির্ম্মল হয় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলি লাভ মোরে পায় সে॥"

শ্রীভাগবতে রহূগণ রাজার প্রতি দ্বিজরূপী ভরতের উক্তি, যথা—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতির্ন চেজ্যয়া নির্ব্বপনাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ বিনা মহৎ পাদরজোঽভিষেকম্॥'

(ভা: ৫।১২।১২)

অর্থাৎ, হে রহূগণ! এই পরতত্ত্বকে তপস্যাদ্বারা বা যজ্ঞের দ্বারা, সন্ন্যাস অথবা গার্হস্থ্যের দ্বারা; কিংবা বেদাভ্যাস, জল, অগ্নি, সূর্য্য—ইহাদের উপাসনার দ্বারা কখন লাভ করা যায় না, কিন্তু মহতের পাদপদ্ম-পরাগের অভিষেক দ্বারাই সেই বস্তুকে লাভ করা যায়; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তজ্জন্য পাদ্মোত্তর-বচনে উপদেশ, যথা,—

"তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা।
সর্ব্বং তরতি দুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চ্চনাৎ॥"

যেহেতু বৈষ্ণবগণের কৃপা ব্যতীত সেই ভগবত্তত্ত্বকে লাভ করা যায় না; সেইজন্য বলিতেছেন যে,—সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে। তদ্দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার দুঃখরূপ পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবে। ইতিহাস সমুচ্চয়ে, যথা—

তস্মাদ্বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥

অতএব বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈষ্ণবগণকে পরিতুষ্ট করিবেন, তাহা দ্বারাই বিষ্ণু প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই। পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

ভক্তপদ-ধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৫০-৫১)

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদান্তসূত্রে বলিয়াছেন,—

অনুবন্ধাদিভ্যঃ (৩।৩।৫৪)

অর্থাৎ, সেই পরব্রহ্মকে পাইতে হইলে আগ্রহ-সহকারে মহতের সেবা করিতে হইবে। উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদীয় শ্রীগোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন,—"অনুবন্ধো মহদুপাসনা-নির্ব্বন্ধঃ।" অনুবন্ধো শব্দের অর্থ-নির্ব্বন্ধ সহকারে মহতের উপাসনা; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ করিয়াছেন,—

"প্রভু কহে, "বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ১৬।৭০)

সুতরাং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি-সকল শাস্ত্রেই শ্রীভগবান্ তদীয় ভক্তের পরিচর্য্যার দ্বারাই কেবল সন্তুষ্ট হন এবং তৎপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তপরিচর্য্যা বাদ দিয়া যাঁহারা কেবল শ্রীভগবানের সেবা করিতে অগ্রসর হন তাঁহারা কিন্তু কস্মিনকালেও সেই ঈপ্সিত পরব্রহ্মকে লাভ করিতে সক্ষম হন না। শ্রীহরিভক্তি-সুধোদয়ে উক্ত আছে,—

"অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণু প্রসাদস্যভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥"

অর্থাৎ, যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে তাঁহারা দাম্ভিক—তাহারা কখনই বিষ্ণুর কৃপাপাত্র নহেন। সুতরাং ভক্ত-পরিচর্য্যাই আমাদের জীবাতু হউক! জীবাতু হউক!! জীবাতু হউক!!! ইহা ব্যতীত আমাদের কোনি গত্যন্তর নাই! গত্যন্তর নাই।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৯ পৃষ্ঠার পর)

প্রভুর এইরূপ সুমিষ্টবাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীদের মনের পরিবর্ত্তন হইল এবং তাঁহারা মহাপ্রভুর নিকট আরও তত্ত্ব-কথা শুনিতে চাহিলে মহাপ্রভু বেদান্ত সূত্রের মর্ম্ম বিবৃত করিয়া জানাইলেন, "ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ব্যাসরূপে বেদান্ত-সূত্র রচনা করায় ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব—এই দোষ চতুষ্টয় থাকিতে পারে না। উপনিষদ্ ও বেদান্ত-সূত্রে ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে অদ্বয়জ্ঞান পরাৎপর তত্ত্ববস্তু ভগবান্‌কেই বুঝান। ভগবান্ ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ও পরতত্ত্বসীমা সচ্চিদানন্দাকার। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার আচার্য্য শ্রীশঙ্কর ভগবানের আজ্ঞাক্রমে অসুর মোহনার্থে ভগবানের চিন্ময়দেহ স্থান, লীলা, পরিবারাদি প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার বলিয়া বেদ-বিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তত্ত্ববস্তু সূর্য্য-সদৃশ এবং জীব সেই সূর্য্যের কিরণকণ। ভগবানের তটস্থাশক্তিজাত জীব-সকল ভগবত্তত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্ন, বিভিন্নাংশ পৃথক্ সত্ত্বাবিশিষ্ট হওয়ায় চিদ্ধর্ম্মে গঠিত ও মায়িক ধর্ম্মে বশীভূত হইবার যোগ্য হইয়াছে। ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর, আর জীব মায়ার বশ-যোগ্য। ভগবানের চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থা-শক্তি-জাত ক্ষুদ্র চেতন জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা-ক্রমে চিদ্ ও মায়া উভয় দিক্ দেখিতে দেখিতে ভোগের প্রতি স্পৃহা উদিত হইলে পূর্ণ চিদ্‌বস্তু ভগবানের সেবা ভুলিয়া গিয়া মায়াদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ভগবান্ ও জীবের মধ্যে চিদ্ধর্ম্ম-বিষয়ে নিত্য অভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ পক্ষে স্বরূপে নিত্য ভেদের পরিচয়ই প্রবল। বেদে বিবর্ত্তবাদ ও মায়াবাদ উল্লিখিত নাই। ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বর বিকারযোগ্য হইতে পারে না। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে, পরন্তু ভগবদ্ ইচ্ছায় তচ্ছক্তিরূপে জীব ও জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আবার ভগবদ্ ইচ্ছাতেই তাহা লয় হইতে পারে। প্রণব—ওঁঙ্কারই মহাবাক্য এবং ব্রহ্মের শাব্দিক অবতার। বেদের প্রতি সূত্রের গৌণার্থ ত্যাগ করিয়া সহজার্থ গ্রহণ করিলে তাহা দূষণীয় হয় না। ভগবানের নিত্যরূপ বিদ্যমান এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ সেব্য বস্তু এবং জীব সেবক। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিদ্বারাই কৃষ্ণ-

প্রেমের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে অনুরাগ জন্মিলে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে আসক্তি থাকে না। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই প্রয়োজন তত্ত্ব। ব্যাস-সূত্রে শক্তি-পরিণামবাদই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বেই সূত্রের সকল অর্থ পর্য্যবসিত হইয়াছে।"

মহাপ্রভুর এবম্বিধ বহু শাস্ত্র-যুক্তি শ্রবণে সন্ন্যাসিগণ সহ তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দ মায়াবাদের অসারতা উপলব্ধি করিলেন এবং 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গদ্‌গদ্ চিত্তে মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া কৃষ্ণনাম-প্রেমে আকৃষ্ট করিলেন। ক্রমে বারাণসীপুরে মহাপ্রভুর সুযশ ঘোষিত হইল।

আর একদিন মহাপ্রভুর কৃপা-প্রাপ্ত পণ্ডিত প্রকাশানন্দ তাঁহার জনৈক শিষ্যকর্ত্তৃক মহাপ্রভুর গুণ-গাথা শ্রবণ করিয়া তাহা সমর্থনপূর্ব্বক উল্লসিত চিত্তে কহিলেন,—

"আচার্য্যের আগ্রহে অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের গাথা করে অন্য রীতে॥
ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্রে করয়ে খণ্ডন॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে।
সহজ শাস্ত্রের অর্থ নহে তাহা হৈতে॥
মীমাংসক কহে—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
সাংখ্য কহে—জগতের প্রকৃতি কারণ॥
ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
'মায়াবাদী' নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে হেতু কয়॥
'পাতঞ্জল' কহে ঈশ্বর হয় স্বরূপ আখ্যান।
বেদমতে কহে—তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈল আবর্ত্তন।
এই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত' বর্ণন॥
'বেদান্ত'-মতে 'ব্রহ্ম' সাকার নিরূপণ।
নির্গুণ-ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত সগুণ॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥

তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি।
মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই তত্ত্ব সার ॥" — চৈঃ চঃ)

শ্রীপ্রকাশানন্দের মুখে উক্তরূপ বৃত্তান্ত শুনিয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভুকে জানাইতে চলিলেন। সেই সময় মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করিয়া বিন্দু-মাধব দর্শনে যাইতেছেন। পথিমধ্যে তিনি সেই বিপ্রের নিকট উক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং মাধব-মন্দিরে গিয়া মাধবের সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই-স্থানে মহাপ্রভুর সহিত লক্ষ লক্ষ লোক হরিধ্বনিতে মাতিয়া উঠিলে প্রকাশানন্দ হরি-ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ও রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু নৃত্য সংবরণ করিলে প্রকাশানন্দ ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া আঁখি-ধারায় ভাসিতে ভাসিতে মহাপ্রভুর পাদ-পদ্ম বন্দনা করিলেন এবং পূর্ব্বে মহাপ্রভুর নিন্দা করার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মহাপ্রভু তখন প্রকাশানন্দকে ক্ষমা করিলেন ও আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া উদ্ধার করিলেন। প্রকাশানন্দ-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহাপ্রভু ব্যাস-সূত্রের ভাষ্য, ভাগবতের বিচার-ধারাদি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন ;—

"প্রভু কহে,—আমি জীব অতি তুচ্ছ জ্ঞান।
ব্যাস-সূত্রের গম্ভীরার্থ ব্যাস ভগবান্ ॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥
প্রণবের যে অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিল।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈল ॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিল।
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল ॥

এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যারূপ।
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ॥
চারিবেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে সেই ঋক্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্ কহে এক অর্থ॥
ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ॥

*　　*　　*　　*

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-স্মৃতির অর্থ সার॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি হবে, পাবে প্রেমধন॥"—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু অনুরূপ সিদ্ধান্তসমূহ ব্যক্ত করিলে প্রকাশানন্দ বড়ই আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু যে ভারী বোঝা লইয়া বারাণসীতে আসিয়াছিলেন তাহা এইভাবে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসীগুরু প্রকাশানন্দ সহ বারাণসীর সকল সন্ন্যাসী কৃতকৃতার্থ হইলেন। বারাণসী-ধামবাসীদিগকে বৈষ্ণব করিয়া মহাপ্রভু নীলাচলের পথে রওনা হইলেন।

নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে ভক্তগণসহ বিবিধ লীলা এবং ছোট হরিদাসের দণ্ডবিধান

মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষারত ভক্তগণ মহানন্দে মাতিয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ছয় বৎসর ধরিয়া বিভিন্নস্থান গমনাগমনের পরে অষ্টাদশ-বর্ষ নীলাচলেই অবস্থান করিলেন। অষ্টাদশ বর্ষ স্থায়ীভাবে নীলাচলে অবস্থানকালে মহাপ্রভু প্রথম ছয় বৎসর নীলাচলের বিভিন্ন স্থানে বিবিধ লীলা করেন এবং শেষ দ্বাদশ বৎসর গম্ভীরায় দিব্য প্রেমোন্মাদে মত্ত থাকেন।

বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গের (বাংলা দেশের) অন্তর্গত যশোহর জেলার বুঢ়ন গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত শ্রীল হরিদাস ঠাকুর পূর্ব্বে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-গৃহে মহাপ্রভুর পদাশ্রয় লাভ করিয়া শ্রীনাম-প্রচারের আচার্য্যরূপে নিযুক্ত হন এবং মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে তিনি অধুনা খ্যাত সিদ্ধ-বকুল-তলে অবস্থানপূর্ব্বক প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া নিরন্তর ভজনানন্দে কাল যাপন করেন। শ্রীল হরিদাস চাঁদপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলরাম আচার্য্যের গুরুদেব ছিলেন। শ্রীল হরিদাস অধম কুলেতে আবির্ভূত হইয়াও তিনি পতিত-পাবন মহাভাগবত। ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্রকুলে কিংবা অন্ত্যজ কুলে আবির্ভূত হইলেও শ্রেষ্ঠ। কারণ ভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই প্রীত হইয়া থাকেন। যথা শাস্ত্রবাণী,—

"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুনৈর্ভক্তিপ্রিয়ো-মাধবঃ॥"

অর্থাৎ, ব্যাধের আচরণ, ধ্রুবের বয়স, গজেন্দ্রের বিদ্যা, কুব্জার রূপ, সুদামার ধন, বিদুরের বংশ এবং যাদবপতি উগ্রসেনের পৌরুষ বলিতে কিছু কি ছিল? ভক্তিপ্রিয় মাধব জড়ীয় আচরণ, বয়স, জড়বিদ্যা, জড়দেহের রূপ, পার্থিব ধন, উচ্চ বংশ, পৌরুষ ইত্যাদি গুণে তুষ্ট না হইয়া কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই প্রীত হইয়া থাকেন।

'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বলিয়াছেন—

"অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপিহ সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"

শ্রীরূপ এই সময় নীলাচলে আসিয়া শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নিকট অবস্থান করেন। শ্রীরূপ মহাপ্রভুর নিকট দশমাস শিক্ষালাভ করিয়া মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে ব্রজমণ্ডলে চলিয়া গেলে শ্রীসনাতন ঐস্থানে হরিদাসের নিকট অবস্থান করেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপলভোগ দর্শন করিয়া ঐস্থানে আসিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিতেন ও আলিঙ্গন করিতেন। শ্রীরূপ ও সনাতন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত হইয়াও নিজেদের ম্লেচ্ছাধিক হইতে নীচ ভাবিয়া দৈন্যলীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই; পরন্তু শ্রীরূপ-সনাতন ও হরিদাস দূর হইতেই শ্রীজগন্নাথদেবের

মন্দিরের চূড়া দর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। উক্ত মহাভাগবতগণ কোনও বিধি-নিষেধের অধীন না হওয়ায় তাঁহাদের মন্দিরাভ্যন্তরে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে সনাতন ব্রজমণ্ডলে গিয়া ভজন করিতে থাকেন। শ্রীসনাতন বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-মদনমোহনের শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করেন। বৃন্দাবনে অবস্থিতিকালে শ্রীরূপ সনাতনের বৈরাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণভজন সম্পর্কে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ হইতে জানা যায়,—

"অনিকেত হুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্র-গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধূকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোঁয়া মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস॥
কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণ-নাম, নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে।
নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তি-রসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য-কথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন॥"

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীহরিদাসের মাধ্যমে মহাপ্রভুর অভিলাষিত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। মহাপ্রভু উক্ত নিজ জনদ্বারা নাম-প্রেমামৃতে জগৎ ভাসাইলেন।

"হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ব্রজের ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥
শ্রীরূপ-দ্বারা ব্রজের রস-প্রেম-লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥
শ্রীচৈতন্যের লীলা এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু॥"—(চৈঃ চঃ)

রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপাদ এই সময় নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় আট মাস অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন ও তথায় শ্রীরূপ-সনাতনের আনুগত্যে হরিভজনে ব্যাপৃত থাকেন। বৃন্দাবনে রঘুনাথভট্ট গোস্বামীর ভজন সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

"শ্রীরূপগোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন॥
অশ্রু-কম্প-গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্রে রোধ ঝড়ে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
গদ্‌গদ কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে॥

* * * *

গ্রাম্য-বার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দা কর্ম্ম নাহি পাড়ে কানে।
সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে॥

রঘুনাথদাসও এই সময় মহাপ্রভুর প্রচুর সেবা করিয়া মহাপ্রভুকে তুষ্ট করেন। মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের উপর রঘুনাথদাসের শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং সংক্ষেপে কিছু উপদেশ প্রদান করেন ;—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥"

মহাপ্রভু একদিন স্বহস্তে রঘুনাথকে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান করিয়া আগ্রহভরে সেবা করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। রঘুনাথ সানন্দে ভজন-পূজন করিতে করিতে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলায় শ্রীগোবিন্দকে এবং গুঞ্জা-মালায় শ্রীমতী রাধারাণীকে প্রত্যক্ষ করিলেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও নিয়মনিষ্ঠার তুলনা নাই।

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় যাহার স্মরণে।
সবে চারি দণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥

বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না ছিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥
ছিণ্ডা কানি কাঁথা বিনা না পরিবে বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন॥
প্রাণরক্ষা লাগি যবে করেন ভক্ষণ।
তথা খাইয়া আপনাকে করে নির্ব্বেদন॥
প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈতে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গাবী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়াগন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুয়া ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥
ভিতরেতে দড়ভাত মাজি যেই পায়।
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥"—(চৈঃ চঃ)

রঘুনাথের উক্তরূপ বৈরাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং একদিন আসিয়া ঐ প্রসাদান্ন এক গ্রাস ভক্ষণ করিয়া সানন্দে কহিলেন,—

"প্রভু বলে নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদ না পাই॥"— (চৈঃ চঃ)

একদিন ভগবান্ আচার্য্য মহাপ্রভুর সেবার জন্য ছোট হরিদাসকে বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবীমাতার নিকট হইতে কিছু চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিলে ছোট হরিদাস সেই মত ভিক্ষা আনিয়া দেন। ভগবান্ আচার্য্যের গৃহে মহাপ্রভু সেই চাউলের অন্ন ভোজনকালে ভগবান্ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা-বাদে জানিলেন যে, সেই চাউল ছোট হরিদাস মাধবীমাতার নিকট হইতে আনিয়াছেন। তাহা শুনিয়া মাধবীদেবীর প্রদত্ত চাউলের অন্ন মহাপ্রভু গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু চাউল-ভিক্ষা-চলে ছোট হরিদাসের দুরভিসন্ধি ও কপটতা বুঝিতে পারিয়া তিনি ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিলেন। ছোট হরিদাস সেজন্য দুঃখিত হৃদয়ে ত্রিবেণীর জলে ডুবিয়া দেহত্যাগ করিয়া সদ্‌গতি লাভ করিলেন এবং সূক্ষ্মদেহে মহাপ্রভুর পাশে গমন করিয়া কীর্ত্তন শোনাইলেন। মহাপ্রভু অন্তর্য্যামীসূত্রে স্ত্রী-সম্ভাষণকারী ছোট হরিদাসের কপটতা বুঝিতে পারিয়া ছোট হরিদাসকে উপলক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাসিগণকে বিশুদ্ধ থাকিতে শিক্ষা দিলেন।

"লোক দেখান গোরা-ভজা তিলকমাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"—(প্রেমবিবর্ত্ত)

ভক্ত ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভু দণ্ডবিধান করিয়া যে লীলার অবতারণা করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার জানাইয়াছেন ;—

"আপন কারুণ্যে লোকের বৈরাগ্য শিক্ষণ।
ভক্তের গাঢ় অনুরাগ—প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত॥" (ক্রমশঃ)

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ

"অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতম্"

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৪ পৃষ্ঠার পর)

—পণ্ডিতগোস্বামীর এই সকল সিদ্ধান্ত "অদ্ভুতসিদ্ধান্ত"? অজামিলের সাধুনিন্দাদি কোন নামাপরাধ না থাকায় তাঁহার 'নামাভাস' হইয়াছিল ; কিন্তু অসাধু সঙ্গ-রত সাধারণ বদ্ধজীবের (বিশেষতঃ প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের) 'সাধুনিন্দা' ও নাম বলে পাপবুদ্ধিরূপ দুইটী মহান অপরাধ সর্ব্বক্ষণই সম্ভব, সুতরাং "কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ"—এই কথারই সার্থকতা সিদ্ধ হইল, আর সাধুসঙ্গ ব্যতীত যে শুদ্ধ-নাম উদিত হইতে পারে না—তাহাও আমরা অজামিলের উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারিলাম। 'ভক্তিসন্দর্ভ' ২৬৫ সংখ্যায় শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদের উক্তি—"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং" ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্তক 'পাষণ্ড' শব্দেন চ দশ অপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাত্তেষাং।" সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন শ্রীনামও যদি 'দেহ' (ইন্দ্রিয়তৃপ্তি), 'দ্রবিণ' (অশুদ্ধ-অর্থসংগ্রহচেষ্টা নাম-মন্ত্র ভাগবত-ব্যবসায়াদি দ্বারা অর্থসংগ্রহচেষ্টা), 'জনতা' (অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ) 'লোভ' (জিহ্বালম্পটা বা লৌল্য) রূপ 'পাষণ্ডতা' (বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পিত্তল প্রভৃতি ধাতুবুদ্ধি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত-সহজিয়ার গৌরাঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ, রূপার গৌরাঙ্গ, কাঠের গৌরাঙ্গ প্রভৃতি জ্ঞান, সদ্‌গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি ও অসদ্‌গুরুব্রুবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কল্পিত ও আরোপিত

ভগবদ্‌বুদ্ধির ছলনা, বৈষ্ণবের জাতি বা পার্থিব বুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি) মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে পাষণ্ডময়ত্ব বা অপরাধহেতু ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামের ফলে যে কৃষ্ণ-প্রেমা, তাহা উদিত হয় না; অতএব অসাধুসঙ্গে কখনই শুদ্ধ-নাম হইতে পারে না। যথা—

"সাধুকৃপা, নাম বিনা প্রেম না জন্মায়"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২৬৪)

মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কীর্ত্তন—'কৃষ্ণ-নাম' শ্রবণে।
চিত্তশুদ্ধ হৈল, চাহে কৃষ্ণ-নাম লৈতে॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩।২৫০-৫১)

স্তবমালায় শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রের ১ম শ্লোকে শ্রীল রূপপাদ—যে হরিনামকে "**মুক্তকুলের উপাস্যমান**" ও "ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে" 'প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য' প্রভৃতি বলিয়াছেন, সেই শ্রীহরিনাম কখনই প্রাকৃত অসাধুসঙ্গে উদিত হইতে পারে না।'

সনিয়ামক-নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন, অসাধুর সঙ্গে যাঁহারা নাম করেন, তাঁহাদের শ্রীনামের প্রতিই লক্ষ্য থাকে।" এইরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নামবিক্রয়ী, নামবলে ভোগমোক্ষপ্রয়াসী ভাড়াটিয়া নামাপরাধি-ব্যক্তিগণের মুখেই শোভা পায়। নাথ মহাশয়ের নিয়ামক পূর্ব্বে "আচার্য্য-সন্তানগণের মৎস্যাদি ভক্ষণ মনুষ্যজাত্যুচিত" ("আচার ও আচার্য্য" ১৩নং উত্তর দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি যে সকল অদ্ভুত-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহার রুচির পরিচয় দিয়াছেন, এবার আবার "গুরু যথা ভক্তিশূন্য তথা শিষ্যগণ" (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১।৬৪) এই ব্যাস-বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য নাথ মহাশয় "অসাধু সঙ্গে 'নাম' হয়"—এই ভক্তিবিরোধী অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্তটী প্রচার করিয়া গুরুর সহিত নিজ-(কাঁসাভোগীয়-দলের) রুচির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন না কি?

শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামিগণের নিকট 'বৈষ্ণবে'র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া জগৎকে জানাইলেন যে,—"যাঁ'র মুখে এক কৃষ্ণনাম, সেই ত' বৈষ্ণব" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১১১) আবার তিনিই শ্রীসনাতন-শিক্ষায় আমাদিগকে জানাইলেন, "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার" (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৪) অর্থাৎ শুদ্ধ-কৃষ্ণনামকারিব্যক্তিই বৈষ্ণব এবং সেই বৈষ্ণবের আচারে অসৎ-

সঙ্গ ত্যাগরূপ লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া যায়। অসৎসঙ্গ দ্বিবিধ :—(১) স্ত্রী-সঙ্গ বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ; এবং (২) অন্যাভিলাষী কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অসৎসঙ্গী ব্যক্তি কখনও "নামকীর্ত্তনকারী বা বৈষ্ণব" নহেন। নামকীর্ত্তনকারীই—বৈষ্ণব ; আর সেই বৈষ্ণবের আচারই—যখন "অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ", তখন অসৎসঙ্গী-কখনও নামকীর্ত্তনকারী নহেন, ভোগমোক্ষাদি কামনায় নামাপরাধী মাত্র।

শ্রীনামকীর্ত্তনই অভিধেয় বা ভক্তি। "ভক্তিঃপরেশানুভবঃ বিরক্তিরন্যত্র" (ভাঃ ১১।২।৪১) অর্থাৎ ভক্তি, ভগবদুপলব্ধি ও কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্তি—তিনটীই যুগপৎ উদিত হয়—এই ভাগবতীয় সিদ্ধান্ত এবং "তদবধি যত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ" (ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫।৩৯) অর্থাৎ যে-কালে আমার মন নব নব রসের আলয় স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই অবধি নারীসঙ্গমের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রও আমার মুখবিকৃতি ও থুৎকার উপস্থিত হয়—এই সকল বাক্য হইতে কি স্পষ্টই বুঝা যায় না যে, 'নামকীর্ত্তনকারীর অসৎসঙ্গে প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না'? শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনশিক্ষায় (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫১-৫৪) আরও বলিয়াছেন—"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥ সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

ভাগবতীয়—"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশতি···নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ" (ভাঃ ৭।৫।২৫) সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদ ইত্যাদি (ভাঃ ৩।২৫।২৫), সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং (ভাঃ ১০।১৪।৩) প্রভৃতি বাক্য হইতেও স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, অসাধুসঙ্গে ভাড়াটীয়ার মুখে কখনও 'শ্রীনাম' হইতে পারে না। আবার—"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি-হ্রীঃশ্রীযশঃ ক্ষমা" ইত্যাদি (ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৫) অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, পরমার্থ-বিষয়া মতি, লজ্জা, শ্রী, কীর্ত্তি, সহিষ্ণুতা, শম, দম, উন্নতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ অসদ্‌ব্যক্তিগণের সংসর্গে একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই সকল অশান্ত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত, মূঢ়, অতীব শোচ্য অসাধুব্যক্তিগণের সঙ্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কোনও বস্তুর সঙ্গদ্বারা সেইরূপ হয় না।

এই সকল ভাগবতীয় সিদ্ধান্তের স-নিয়ামক নাথ মহাশয় "অসাধুঙ্গে কৃষ্ণনাম হইতে পারে" এই অসৎসঙ্গ-জনিত রুচিপর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের ভাগবত-সিদ্ধান্তবিরোধ-সাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয় এতদিনে খুব সরলভাবেই প্রদান করিয়াছেন। জনৈক বৈষ্ণব মহাজন লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণবিস্মৃত জীব বৈষ্ণবক্রব হইয়া স্ত্রৈণ পুরুষের সঙ্গপ্রভাবে নারীর অঞ্চলধৃক্ পুরুষেরই বহুমানন করেন এবং তাহাদিগকেই গুরুজ্ঞানে স্বয়ং স্ত্রৈণ শিষ্য হইবার যোগ্যতা লাভ করেন।" প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে আমরা অদ্য শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের বাক্য-দ্বারা উপসংহার করিতেছি,—

"অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ,'　　ছাড়' অন্য গীত-রাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি' দূরে।
*　　*　　*
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি',　　কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি',
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ-কীর্ত্তন।"

আবার শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তে'র ভাষায় কৃষ্ণাভক্ত ও স্ত্রীসঙ্গী প্রাকৃত-সহজিয়াকুলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া বলিতেছি,—

"অসাধু-সঙ্গে ভাই, কৃষ্ণনাম নাহি হয়।"

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

এই বৎসর গত ১৬ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত মঠসমূহে এবং অনেক গৃহস্থ ভক্তের গৃহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রত-উপবাস পাঠ ও বক্তৃতা, শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ, সংকীর্ত্তন সহযোগে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠ মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, আসামস্থ শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, তুরাস্থ শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয়মঠ প্রভৃতি প্রচারকেন্দ্রে এই ব্রতোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সেই সেই স্থানে পাঠ, সংকীর্ত্তন, ধর্ম্মসভা ও প্রদর্শনী

প্রভৃতিতে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। অর্দ্ধরাত্রে ১২টার সময় বিপুল হরিনাম-সংকীর্ত্তন, উচ্চ হরিধ্বনি ও সঙ্খনিনাদে মুখরিত শ্রীমন্দিরে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীযশোদা তনয়ের-শাস্ত্রের রীতি অনুসারে পূজাভিষেক ও ভোগরাগ সম্পন্ন হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে শত শত শ্রদ্ধালু জনগণকে বহুবিধ সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ মথুরাতে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ১৫ই ভাদ্র হইতে ১৭ই ভাদ্র পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বহুবিধ কার্য্যক্রম সম্বলিত একটি বৃহদানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। মঠ-প্রাঙ্গণ এবং শ্রীমন্দিরে বিভিন্ন রঙের বিদ্যুৎ আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিভিন্ন দ্বারদেশে কদলী-স্তম্ভযুক্ত তোরণে জলপূর্ণ কলসী-আম্র-পল্লব ও ডাবদ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, বসুদেবের দ্বারা শ্রীনন্দ-গোকুলে আনয়ন, অষ্টভুজা মহামায়া-দ্বারা কংসকে ভর্ৎসনা, পূতনা বধ, কালীয় দমন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সপরিকরে নগর-সঙ্কীর্ত্তন, জগাই-মাধাই উদ্ধার, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঝাড়িখণ্ডের যাত্রায় বন্য জন্তুগণকে প্রেমদান ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীজগন্নাথ পুরীধামের শ্রীমন্দিরে গরুড়স্তম্ভকে অবলম্বন করিয়া ভাববিভোর হইয়া শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাকে দর্শন, এইসকল লীলার সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় পুত্তলিকাদ্বারা অতি সুন্দর বিদ্যুৎ পরি-চালিত এই ভগবৎ-প্রদর্শনী সকল দর্শক ও ভক্তবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। মথুরা নগরের এবং বাহিরের সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই প্রদর্শনী দর্শনের জন্য সমবেত হইতেন। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহে চারদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রদর্শনী উন্মুক্ত রাখা হইয়াছিল এবং মুক্তকণ্ঠে সকলেই উহার প্রশংসা মুখর হইতেন।

তদতিরিক্ত ১৫ই ভাদ্রে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমীর অধিবাস তিথিতে সন্ধ্যারতি-কীর্ত্তন, শ্রীতুলসী-পরিক্রমার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পাঠ করেন এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। ১৬ই ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে মঙ্গলারতি, শ্রীতুলসী-পরিক্রমা, প্রাতঃকালীন সংকীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ আরম্ভ হইয়া মধ্যরাত্রে সমাপ্ত হয়। তৎপশ্চাৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ,

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তাগণ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব ও বহুবিধ উপনিষৎ সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ মনোজ্ঞ ও হৃদয়স্পর্শী ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রি ১২টার সময় সংকীর্ত্তন সহযোগে হরিধ্বনি, সন্ধ্যাদি বাদ্য-ধ্বনি মাধ্যমে শ্রীবিগ্রহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ, আরতি সুসম্পন্ন হয়। উপস্থিত শ্রদ্ধালু জনগণকে শ্রীচরণামৃত এবং ফলমূলের প্রসা বিতরণ করা হয়।

পরদিবস ১৭ই ভাদ্র শ্রীশ্রীনন্দোৎসবে প্রায় দেড়হাজার সমাগত শ্রদ্ধালু-জনগণকে বহুবিধ সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যার সময় আরতি, কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পরে শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করান।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে সমিতির সহ-সভাপতি মহারাজের বক্তৃতার সার

জন্ম ও আবির্ভাব—এই দুইটি শব্দের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। আমরা অদ্য শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী পালন করিতেছি—আবির্ভাব নহে। মথুরায় কংস-কারাগারে বাসুদেব কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং শ্রীনন্দ-ভবনে শ্রীনন্দ-গৃহিণী শ্রীযশোদা দেবীর গর্ভে যশোদা-নন্দনের জন্ম হইয়াছিল। আবির্ভাব শব্দটি ঐশ্বর্য্যময় বা গৌরবময় এবং 'জন্ম' শব্দটি মাধুর্য্যময়। মথুরায় কংস-কারাগারে শ্রীবসুদেব মহারাজ দেবকীর কর্ণে বীজ মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন সেখানে চতুর্ভুজ বাসুদেব শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; কিরীট-কুন্তল-কুণ্ডল বেশভূষা অলঙ্কারাদিযুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ না করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখানে বাসুদেব কৃষ্ণের আবির্ভাব-লীলা। কিন্তু নন্দগোকুলে শ্রীযশোদার গর্ভে স্বয়ং কৃষ্ণ জন্মলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার নাড়ীচ্ছেদ জাতকর্ম্ম, নামকরণ এবং মধুর বাল্যলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল। মথুরাতে যে সময়ে কেবল বাসুদেবকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেইকালে নন্দ-গোকুলে কৃষ্ণ, জন্মলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই রাত্রে কিছু সময় পরেই সহোদরা

যোগমায়া দেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে "অদৃশ্য তানুজা বিষ্ণোঃ" (শ্রীমদ্ভাঃ ১০ ৪।৯)—মা যশোদা গর্ভপ্রসূতা যোগমায়া দেবীকে বিষ্ণুর অর্থাৎ কৃষ্ণের অনুজা বলা হইয়াছে। অতএব যোগমায়া দেবী বাসুদেব কৃষ্ণের অনুজা নহেন, কিন্তু শ্রীযশোদা-নন্দন কৃষ্ণের অনুজা। বলা হইয়াছে। অতএব যোগমায়া দেবী বাসুদেব কৃষ্ণের অনুজা নহেন, কিন্তু শ্রীযশোদা-নন্দন কৃষ্ণের অনুজা। শ্রীযশোদানন্দন কৃষ্ণ এবং যোগমায়া দেবী—ইঁহারা যশোদার গর্ভজাত যমজ সন্তান। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।৫।১ শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে "নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে ··· ···" শ্রীনন্দ মহারাজের আত্মজ বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে নন্দ-গোকুলে নন্দনন্দনের জাতকর্ম্মের কথা বর্ণন করা হইয়াছে—

"বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ"—শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকারগণ বাসুদেব শব্দের অর্থ নন্দনন্দনই করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে কৃষ্ণের আর একটি নাম বাসুদেব—যেহেতু নন্দ মহারাজেরই বসুদেব আখ্যা আছে। 'হরিবংশ পুরাণে' নন্দগৃহিণী যশোদার আর একটী নাম দেবকী দেবী। অতএব বাসুদেব কৃষ্ণ বল্লে নন্দতনুজ কৃষ্ণকেই বুঝি, তদ্রূপ দেবকীনন্দন বল্লেও যশোদানন্দন কৃষ্ণকে বুঝা যায়।

অতএব আমরা বাসুদেবের আবির্ভাব-তিথি পালন করিতেছি—এরূপ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ মনে করেন না। তাঁরা নন্দাত্মজ কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী পালন করিয়া থাকেন। অতএব আমরা কৃষ্ণের জন্মলীলারই উপাসক।

"কৃষ্ণের যত খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।"

নরলীলার জন্মই প্রধান, আবির্ভাব গুপ্ত। অতএব বাসুদেবের অপেক্ষা কৃষ্ণের জন্মের মাধুর্য্য এত অধিক যে শাস্ত্রকারগণ আবির্ভাবাষ্টমী না বলিয়া জন্মাষ্টমী বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন। এই গূঢ় রহস্য কেবলমাত্র শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণববর্গই উপলব্ধি করিতে সমর্থ, অন্যের পক্ষে তাহা অসম্ভব। অতএব অদ্য শ্রীজন্মাষ্টমী-তিথিতে আমাদের শ্রীরূপানুগত্যই একমাত্র কাঙ্ক্ষণের নিকট প্রার্থনা।

—শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পর ন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩২শ বর্ষ | ২৪ দামোদর, বাসুদেব, ৪৯৪ গৌরাব্দ
৩০ কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৮৭; ইং ১৬।১১।১৯৮০ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকার্ত্তিকব্রত-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে]

ব্রতন্তু কার্ত্তিকে মাসে যদা ন কুরুতে গৃহী।
ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা তস্য যাবদাহূতনারকী ॥১॥

গৃহস্থ মনুষ্য যদি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম বিফল হইবে এবং সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে বাস করিবে ॥১॥

ইষ্ট্বা চ বহুভির্যজ্ঞৈঃ কৃত্বা শ্রাদ্ধশতানি চ।
স্বর্গং নাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্র অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥২॥

হে বিপ্রেন্দ্র! যদি কোন ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করিয়া বহু বহু যজ্ঞদ্বারা যাগ এবং শত শত শ্রাদ্ধ করে, তথাপি সে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না ॥২॥

যদ্দত্তঞ্চ পরং জপ্তং কৃতঞ্চ সুমহত্তপঃ।
সর্ব্বং বিফলতামেতি অকৃত্বা কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥৩॥

যাহা দান করিয়াছে, যাহা জপ করিয়াছে এবং যে কিছু সুমহৎ তপস্যা করিয়াছে, কার্ত্তিকমাসে ব্রত না করিলে তৎসমুদায় বিফলতা প্রাপ্ত হয় ॥৩॥

নিয়মেন বিনা চৈব যো নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।
চাতুর্ম্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ ॥৪॥

হে মুনে! যে ব্যক্তি বিনা নিয়মে "কার্ত্তিক মাস" অথবা "চাতুর্ম্মাস্য" যাপন করে, সে কুলাঙ্গার ব্রহ্মহত্যাকারী হয় ॥৪॥

ন গৃহে কার্ত্তিকে কুর্য্যাদ্বিশেষেণ তু কার্ত্তিকং।
তীর্থে তু কার্ত্তিকীং কুর্য্যাৎ সর্ব্বযত্নেন ভাবিনি ॥৫॥

হে ভাবিনি! কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া "কার্ত্তিকব্রত" গৃহে করিবে না, সর্ব্বপ্রকার যত্নসহকারে তীর্থে কার্ত্তিকব্রত করিবে ॥৫॥

বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনং।
ন ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হন্তি পুণ্যং দশাব্দিকম্ ॥৬॥

যাহার পক্ষে কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুর পূজা, বিষ্ণুর কথা এবং বৈষ্ণবদিগের দর্শন না ঘটে, তাহার দশবৎসরের পুণ্য বিনষ্ট হয় ॥৬॥

মেরুতুল্যসুবর্ণানি সর্ব্বদানাদি চৈকতঃ।
একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সর্ব্বদা কেশবপ্রিয়ঃ ॥৭॥

হে বৎস! একদিকে মেরুতুল্য সুবর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার দান, আর একদিকে সর্ব্বদা কেশবপ্রিয় কার্ত্তিকমাস ॥৭॥

ন কার্ত্তিকসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগং।
ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ॥৮॥

(হে ব্রহ্মন্!) কার্ত্তিকের সমান মাস নাই, সত্যযুগের সমান যুগ নাই, বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, গঙ্গার সমান তীর্থ নাই ॥৮॥

প্রবৃত্তানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং কার্ত্তিকে নিয়মে কৃতে।
অবশ্যং কৃষ্ণরূপত্বং প্রাপ্যতে মুক্তিদং শুভম্ ॥৯॥

যে সকল দ্রব্য নিত্য ভক্ষণ করে, কার্ত্তিকমাসে যদি তাহার কিছু সঙ্কোচ করা যায়, তাহা হইলে সে অবশ্য মুক্তিপ্রদ পরম মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য লাভ করিবে ॥৯॥

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা মুনিসত্তম।
বিযোনিং ন ব্রজত্যেব ব্রতং কৃত্বা তু কার্ত্তিকে ॥১০॥

হে মুনিসত্তম! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, ইহারা যদি কার্ত্তিক-মাসে ব্রত করে, তাহা হইলে কখন বিযোনি প্রাপ্ত হইবে না ॥১০॥

কার্ত্তিকে মুনিশার্দ্দূল সশক্ত্যা বৈষ্ণবং ব্রতং।
যঃ করোতি যথোক্তন্তু মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা ॥১১॥

হে মুনিশার্দ্দূল! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে যথোক্ত বৈষ্ণব-ব্রত ধারণ করে, মুক্তি তাহার করে অবস্থিত হয় ॥১১॥

প্রদক্ষিণঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণুসদ্মনি।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলভাগী ভবেন্নরঃ ॥১২॥

যে নর কার্ত্তিকমাসে বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করে, সে পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হয় ॥১২॥

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ কার্ত্তিকে পুরতো হরেঃ।
য করোতি নরো ভক্ত্যা লভতে চাক্ষয়ং পদম্ ॥১৩॥

যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে হরির অগ্রে ভক্তিপূর্ব্বক গীত, বাদ্য ও নৃত্য করে, সে অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয় ॥১৩॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে ॥১৪॥

হে মহামুনে! সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে কেশবের অগ্রে পুণ্য-স্বরূপ শাস্ত্রাবতরণ শ্রবণ করিবে ॥১৪॥

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকান্নরঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ ॥১৫॥

মনুষ্য ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কার্ত্তিকমাসে পরম ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণের সহিত বাস করিবে ॥১৫॥

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশপুরাণানাং কার্ত্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ ॥১৬॥

হে মুনে! যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে যত্নবান্ হইয়া নিত্য ভাগবতের শ্লোক পাঠ করেন, তাঁহার অষ্টাদশ পুরাণ-পাঠের ফল হয় ॥১৬॥

কার্ত্তিকে ভূমিশায়ী যো ব্রহ্মচারী হবিষ্যভুক্।
পলাশপত্রং ভুঞ্জানো দামোদরমথার্চ্চয়েৎ।
স সর্ব্বপাতকং হিত্বা বৈকুণ্ঠে হরিসন্নিধৌ।
মোদতে বিষ্ণুসদৃশো ভজনানন্দনির্বৃতঃ ॥১৭॥

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে ভূমিশায়ী, ব্রহ্মচারী ও হবিষ্যাশী হইয়া পলাশ-পত্রে ভোজন করত দামোদরের অর্চ্চন করে, সে সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসদৃশ ও ভজনানন্দে নির্বৃত হওত বৈকুণ্ঠে হরি-সন্নিধানে আনন্দ লাভ করে ॥১৭॥

বিষ্ণোঃ শিবস্য বা কুর্য্যাদালয়ে হরিজাগরং।
কুর্য্যাদশ্বত্থমূলে বা তুলসীনাং বনেষু চ ॥
আপদ্গতো যদাপ্যম্ভো ন লভেৎ সবনায় সঃ।
ব্যাধিতো বা পুনঃ কুর্য্যাদ্বিষ্ণোর্নামাপমার্জ্জনম্ ॥১৮॥

বিষ্ণু অথবা শিব কিম্বা অশ্বত্থমূল বা তুলসী-কানন—এই সকল স্থানে হরিজাগরণ করিবে। যদি অপদ্গত হইয়া স্নানের নিমিত্ত জল প্রাপ্ত না হয় অথবা ব্যাধিগ্রস্ত থাকে, তাহা হইলে বিষ্ণুনাম দ্বারা অপমার্জ্জন অর্থাৎ জলস্পর্শ করিবে ॥১৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীগৌরাঙ্গ—সর্ব্বশক্তিমান্ ও মায়াতীত

পরমেশ্বর-তত্ত্বের মূলবস্তু অনাদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দই শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীগৌরাঙ্গকে কখন প্রকৃতি স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি অপ্রাকৃত স্বয়ং কৃষ্ণ। প্রকৃতি-স্পৃষ্ট বস্তু কালক্ষুব্ধ, আধার-সাপেক্ষ ও সীমাবাধ্য। শ্রীগৌর নিত্য, শক্তিমান্ ও বৈকুণ্ঠ! পাঠক। গৌরকে মায়াসহ মিশাইবেন না। যেখানে মায়া, তথায় গৌর নাই।

কাল্পনিক গৌরাঙ্গ-বাদের নিরাস

শ্রীরূপানুগগণের একমাত্র পরমারাধ্য বস্তু গৌরসুন্দর অভক্তি-মার্গাশ্রিত অন্যেয় হস্তে রূপান্তরিত বা চিত্রিত হইলে বা কেহ মায়া মিশাইয়া বিকারী প্রতিপন্ন করিলে, তাদৃশ অভক্তের কল্পনার আনুগত্যকে বিজাতীয়-জ্ঞানে শুদ্ধ ভক্তগণ ত্যাগ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলায় এরূপ একটী ঘটনা শ্রীচরণামৃতের অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে প্রকটিত আছে। এক বঙ্গদেশীয় বিপ্র স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রতিভায় গৌরভক্তগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা-বাসনায় যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই চেষ্টা শ্রীপাদ দামোদর-স্বরূপ কিরূপে বিফল করেন—নিম্নোক্ত পংক্তি কয়েকটী সেই কথার প্রমাণ করিবে।

উক্ত কাল্পনিক মতবাদের নিরাস-কল্পে যদ্বা-তদ্বা কবির দৃষ্টান্ত

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিত।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।৯১)
সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম'।
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈলা নিবেদন॥৯৪-৯৫॥
স্বরূপ কহে,—"তুমি 'গোপ' পরম-উদার।
যে-সে-শাস্ত্র শুনিতে উচ্ছা উপজে তোমার॥
'যদ্বা-তদ্বা'-কবির বাক্যে 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস' 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥১০১-১০৩॥
গ্রাম্যকবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ'॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভ।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ"॥১০৭-১০৮॥
কবি কহে, "জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি শরীরী মহাধীর॥১১৪॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ-বচন॥

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ॥১১৬-১১৭॥
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি ॥১২০॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিস্ময়।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥১২৯॥
"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥১৩১॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে জানিবে সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ" ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৫।১৩২)
সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে ॥১৫৮॥

প্রাকৃত কবির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ-ভক্তের আশ্রয় কর্ত্তব্য

গৌরভক্ত-সমাজে এই পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির ন্যায় গৌরভক্ত সাজিয়া অভক্তগণ অনেকে কালে কালে উদ্ভূত হন, আবার তাঁহাদের অন্যায় আচরণ 'গৌরভক্তি নহে' জানাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর, নিত্যশুদ্ধভক্ত নিজ-জন প্রেরণ করেন। সেই শুদ্ধভক্তি-স্বরূপ হইতে বিপথগামী না হইয়া যিনি উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন, তিনিই শ্রীমহাপ্রভুর দয়া লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যা

শ্রীগৌর-দর্শনে স্তুতি করিয়া শ্রীরূপ প্রভু সবিনয়ে যুগ্মকরে সদৈন্যে বলিলেন,—গৌর-কান্তিধারী 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামক কৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার। গৌরাঙ্গ মহাবদান্য এবং কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। এই স্তবে গৌরাঙ্গ কি বস্তু ও তাঁহার সহিত জীবের কি প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় কি—এই গৌর-বস্তু বিষয়ক সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বত্রয় বর্ণন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং কৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণের ন্যায় অঙ্গকান্তিবিশিষ্ট নহেন, তিনি গৌরদ্বিট্। তাঁহার নাম—**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য**।

"শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য।"

(চরিতামৃত আদি, ৩য় পরি, ৩৪ সংখ্যা)

'কৃষ্ণ'—এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিহোঁ বর্ণে নিজ সুখে॥
দেহ-কান্তে হয় তিহোঁ অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণ-বরণে তাঁর কহে পীত-বরণ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩।৫৩-৫৬)

শ্রীগৌরাঙ্গের গণ—কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা

পাঠক! শ্রীগৌরাঙ্গের 'নাম' ও 'রূপ' জানিলেন। এক্ষণে তাঁহার 'গুণ' শ্রবণ করুন্। তিনি মহাবদান্য। মাধুর্য্যরসবিগ্রহ কৃষ্ণ হইলেও তিনি মাধুর্য্যরসবিগ্রহের প্রদাতা হইয়া দয়া-গুণধর। পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া **সুদুর্ল্লভ** কৃষ্ণমধুরিমা জগৎকে দিয়াছেন। লোকে প্রাকৃত, হেয়, খণ্ডিত, কালক্ষুব্ধ, আগমাপায়ী বস্তু প্রদান করে; গৌরহরি তাদৃশ মায়িক বস্তুর দাতা নহেন, তিনি উপাদেয় **নিত্য কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা**।

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

অন্যান্য দাতৃবর্গের দানসমূহে কার্পণ্য আছে, দয়ানিধি গৌরার দানে তাদৃশ কুণ্ঠতা নাই। এরূপ গুণধর পুরুষটীর দাতৃত্ব-শক্তির তুলনা চতুর্দ্দশ-ভুবনে বা বৈকুণ্ঠে পাইবেন না। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—অপরের দয়ায় 'মন্দ' উদয় করায়, কিন্তু গৌরহরির দয়া 'অমন্দোদয়া কৃপা' অর্থাৎ কৃষ্ণে প্রেমভক্তি উদয় করায়। ফল্গু চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িনী দয়া গৌর-কৃপার নিকট তুলনা হয় না। যিনি কৃষ্ণভক্তিরূপা গৌর-দয়া ছাড়িয়া নিজ বিপাকক্রমে ভ্রমময় মার্গে বিচরণ করেন, তিনি ভক্তিবিমুখ জীব। সুকোমলা ভক্তির অভাবে তাঁহার হৃদয় কঠিন অশ্মসারময়। অধনে ধনজ্ঞানে যত্ন করিয়া যিনি গৌরসেবা-বিমুখ, সেই ভাগ্যহীন আত্ম-বঞ্চক কখনই প্রেম-রত্ন লাভে কৃতকার্য্য হন না। **শ্রীগৌরের নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরের রূপ—শ্রীগৌরাঙ্গ, গৌরের গুণ—মহা-কৃপাময়।**

শ্রীগৌরের লীলা—কৃষ্ণভক্তি প্রচার

এক্ষণে গৌরলীলার কথা শুনুন্। তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা। স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়া নিজেই আপনাকে আস্বাদন করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভক্ত; বদান্য-গুণে কৃষ্ণ ভক্তির প্রচারক। সেব্য বস্তু হইলেও সেবক হইয়া কৃষ্ণভক্তি প্রচারই তাঁহার লীলা। নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া—এই চারিটীতে যেরূপ পরস্পর

ভেদ প্রাকৃত বস্তু-মাত্রে আছে, অপ্রাকৃত গৌরসুন্দর অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়া তাঁহাতেও ঐ চারিটী অভিন্নভাবে অবস্থিত। অন্যের মায়িক ধারণার আধিক্য তাঁহাকে বাড়াইতে বা কমাইতে পারে না। তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলার কেহই পরিবর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে সমর্থ নহে।

শ্রীরূপানুগত্যই সকল মঙ্গলের আকর

শ্রীরূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের গুপ্ত-হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। কৃষ্ণচৈতন্য-নাম—'সম্বন্ধ,' গৌরকৃপা কৃষ্ণভক্তি—'অভিধেয়' ও গৌর-দেয় কৃষ্ণপ্রেম—'প্রয়োজন'। ভগবদ্-'রূপ'-বিমুখ হইলে জীব নির্ব্বিশেষ মায়াবাদ বা মায়া-শক্তির অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টাকে জাগ্রত করিয়া গৌর-বিমুখ হইবেন। শ্রীরূপানুগ-পথ ত্যাগ করিয়া বাউল, কর্ত্তা-ভজা, নেড়া, বিষয়ী, দরবেশ, সাঁই, রসিক, কিশোরীভজা, সহজিয়া, জাতিবৈষ্ণব, গোঁসাই, সাহিত্যিক, নাগরী প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদ বিষয়ের অন্তরালে উদিত হইয়া ভক্তির প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। তাই বলি, শুদ্ধভক্ত পাঠক! শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তি প্রচারের সর্ব্বপ্রধান সহায় শ্রীরূপ-গোস্বামীপ্রভুর গ্রন্থ পাঠ করুন—সকল মঙ্গল হইবে। শ্রীরূপকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছুই করিতে যাইবেন, সকলই আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে।

শ্রীরূপানুগ ভক্তিবিনোদ-ধারাই একমাত্র সাধুসঙ্গ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব জানিবার পথ

সাধনভক্তির মূল বস্তু শ্রদ্ধা, ভাবভক্তির মূল বস্তু রতি, প্রেমভক্তির মূল বস্তু রস, ভক্তির ত্রিবিধ অবস্থানে লক্ষ্য করিতে ভুলিবেন না। শ্রীগৌর-উপদিষ্ট শ্রীরূপের কথিত ভক্তিরস বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে শুদ্ধ ভক্তিময় জীবন গঠন করুন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুসৃত শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতির সহিত অপর ব্যক্তিগণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টারূপ সাধুসঙ্গ করুন্ নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধ ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইবেন।

শ্রীরূপানুগ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগতে যেরূপ আচার ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিলে কখনই কোন বঞ্চক-দলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য ভক্তির নামে অন্য কোন বস্তু শিখিতে হইবে না। অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীগৌর-বস্তুকে মায়িক বুদ্ধির গঠিত কোন দ্রব্য মনে করিতে হইবে না।

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীরঘুনাথ গোস্বামী প্রভু

রঘুনাথের জন্ম-কুল ও গৃহত্যাগ

এ বৎসর ২২শে আশ্বিন শনিবার, ১৩৬১; ইং ৯।১০।৫৪ * **শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাবোৎসব**। রঘুনাথ দাস কায়স্থ-কুলোদ্ভব। ঐ মহাত্মা যৌবনকালেই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া প্রচুর সম্পত্তি ও সর্ব্বগুণসম্পন্না পূর্ণ যৌবনা ভার্য্যাকে মলবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যপথ দিয়া তিন দিবসের মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমধামে উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু রঘুনাথকে পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করত তাঁহাকে সম্পূর্ণ কৃপা করিলেন।

দাস-গোস্বামি-প্রভুর বৈরাগ্য ও অযাচক-বৃত্তি

রঘুনাথের বৈরাগ্য বড়ই কঠিন ছিল। মহাপ্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্য প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, "**রঘুনাথের বৈরাগ্য জীবে না সম্ভবে।**" রঘুনাথ অযাচক ছিলেন; তিনি শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া প্রথমতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বারে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। লোকে তাঁহার সেই বদ্ধাঞ্জলিতে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা দিত। অঞ্জলিপূর্ণ প্রসাদ হইলেই তিনি স্বস্থানে আসিয়া ভক্ষণ করিতেন। রঘুনাথ ঐরূপ নিয়ম করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে, অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকা ব্যভিচারিণীর ন্যায় কার্য্য হইতেছে। তাহারাও (বেশ্যারাও) ত জীবন রক্ষার জন্য স্বদ্বারে দণ্ডায়মানা থাকে। অতএব আমি উক্ত প্রকার নিয়মাবলম্বন না করিয়া পরিত্যক্ত পর্য্যুষিত প্রসাদ লইয়া ভক্ষণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিব। পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য-জ্ঞাপনে শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীচৈতন্য

একদিন দয়াল চৈতন্যদেব রঘুনাথকে সেই পরিত্যক্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "রঘুনাথ! তুমি কি ভক্ষণ

---

* শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণী ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যায় এই প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বর্ষে শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর তিরোভাব '৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার' ছিল। —প্রকাশক

করিতেছ?" রঘুনাথ চৈতন্যদেবের বাক্যের অন্য কোন উত্তর না দিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—"আজ্ঞা?" তখন সর্ব্বান্তর্যামী চৈতন্যচাঁদ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার পাত্র হইতে একমুষ্টি প্রসাদ লইয়া ভক্ষণপূর্ব্বক বলিলেন যে, "রঘুনাথ! তুমি আমাকে বঞ্চিত করিয়া একাকী এমন অমৃত ভক্ষণ করিয়া থাক?" রঘুনাথ মহাপ্রভুর ঐ প্রকার ব্যবহারে বিশেষ কুণ্ঠিত হইলেন। মহাপ্রভুর সহিত রঘুনাথের পুরুষোত্তম বিহার বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের অবিদিত নাই।

রঘুনাথের রাধাকুণ্ড গমন ও শ্রীশ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড খনন-রহস্য

রঘুনাথ মহাপ্রভুর অনুমত্যানুসারে পুরুষোত্তম হইতে শ্রীবৃন্দাবনধাম গমন করিয়া তথায় শ্রীসনাতনাদি গোস্বামিপাদদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে অবস্থান করিলেন। অকস্মাৎ একদিবস স্বপ্নবৎ তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইল যে, "শ্রীশ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড" পুনর্ব্বার খনন হইলে ভাল হয়। পাঠক! ভক্তের বাসনা পূরণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই বাধ্য আছেন —বদরিকাশ্রম হইতে শ্রীশ্রীনারায়ণদেব কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা জনৈক ব্যক্তিকে দিয়া আদেশ করিলেন যে, "তুমি এই স্বর্ণমুদ্রাগুলি ব্রজধামে 'আরিট' গ্রামস্থিত বৈষ্ণব-প্রধান রঘুনাথদাসকে দিবে। যদি তিনি গ্রহণে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে কহিবে যে, এই স্বর্ণমুদ্রা শ্রীনারায়ণ বদরিকাশ্রম হইতে পাঠাইয়াছেন। আপনি এই মুদ্রা লইয়া শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড খনন করুন।"

বদরীনারায়ণ কর্ত্তৃক অর্থ প্রেরণ ও কুণ্ড খণ্ডনের পরামর্শ

নারায়ণের আদেশক্রমে সেই ব্যক্তি আরিটগ্রামে আসিয়া রঘুনাথকে মুদ্রাগুলি অর্পণ করিলে, রঘুনাথ তাহা গ্রহণে অস্বীকার করিলেন। তদনন্তর নারায়ণের প্রেরিত লোক তাঁহার সন্নিধানে নারায়ণোক্ত সমস্ত কথা নিবেদন করিল। রঘুনাথ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং 'হা প্রভো! হা নাথ! হা শরণাগত-বাঞ্ছাপরিপূরক' ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ-পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পর কিঞ্চিৎ স্থির-ভাবালম্বন করিয়া ব্রজবাসিগণকে আহ্বান করত কুণ্ডদ্বয় খননের পরামর্শ আরম্ভ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক রঘুনাথের নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত

পরামর্শ কালীন সকলে বলিলেন যে, শ্যামকুণ্ডতীরে যে প্রাচীন বৃক্ষটী রহিয়াছে, উহাকে ছেদনান্তর শ্যামকুণ্ডের চতুষ্কোণ সমান করিয়া খনন করিতে হইবে। তাঁহাদের ঐরূপ স্থির হইলে রাজা যুধিষ্ঠির সেই রাত্রে স্বপ্নচ্ছলে রঘুনাথকে বলেন যে, "আমাদিগকে ছেদন করিবেন না। আমরা পঞ্চভ্রাতা বৃক্ষরূপে শ্যামকুণ্ড তীরে অবস্থান করিতেছি।" রঘুনাথ সেই কারণে বৃক্ষ ছেদন করিতে দিলেন না। এই নিমিত্ত শ্যামকুণ্ড বক্র করিয়া করিয়া খনন করা হইল। শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর অদ্ভুত চরিত্রাবলী বৈষ্ণবমণ্ডলীর অজ্ঞাত নাই। অতএব আমরা এইস্থানে লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

রাজা শ্রীবীরহাম্বীর

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৭৮ পৃষ্ঠার পর)

রাজপুরে হেথা বীর হাম্বীর ভূপতি।
শকট হৈতে ভার ল'য়ে ত্বরাগতি॥
দেখে চমৎকার কিবা উজ্জ্বল-অক্ষর।
মঞ্জুষা ভিতরে বহু গ্রন্থ মনোহর॥
কি নিধি অমূল্য অহো, অতুল রতন।
কি শক্তি তাহাতে ত্রিজগতে অনুপম॥
হইল দর্শন মাত্র নৃপতি নির্ম্মল।
অরুণ উদয়ে নব যথা নভোস্থল॥
কি ভাবে অপূর্ব্ব পুনঃ ভরিল হৃদয়।
কাতর হইয়া রাজা দস্যুগণে কয়॥
"বল সত্য, ওরে রক্তমুখ, মহীধর।
হরিলি যাঁদের ধন কানন-ভিতর॥
দিস্‌নি ত অঙ্গে তাঁহাদের কোন ব্যথা।
আছে ত কুশলে তাঁরা,—বল্ সত্য কথা॥

মহা-মহাজন ওরে, তাঁহারা সকল।
বৈকুণ্ঠের পরিকর, করে নানা ছল॥
অমূল্য রতন সত্য এই গ্রন্থাবলী।
ভাগবত-কথামৃতে সার্থক সকলি॥
করিয়াছি সর্ব্বনাশ,—প্রাণ-প্রিয়তম।
কি ধন তাঁদের ওরে করেছি হরণ॥
হায়, হায়, এতক্ষণ হয় ত তাঁহারা।
ত্যজেছে জীবন শোকে, ফণী মণিহারা॥
যাহরে, যাহরে ত্বরা ছুটিয়া সকলে।
যাইরে আমিও তথা বস্ত্র বাঁধি গলে॥
চরণ-কমলে লুঠি আনি সর্ব্বজনে।
যাচি ক্ষমা ভিক্ষা দিয়া সর্ব্বস্ব চরণে॥
কহে দস্যুগণ—"রাজা, কোন ভয় নাই।
কুশলে আছেন তাঁরা, আনি দেখ যাই॥
ধাইল সকলে ক্ষণে উচ্চনাদ করি।
অধীর হাম্বীর রাজা কাঁদে ভূমে পড়ি॥
হইল আমরি, ক্ষণে কিবা তন্দ্রাবেশ।
অপূর্ব্ব-দর্শন রূপ দেখিল নরেশ॥
কনক-পর্ব্বত জিনি পুরুষপ্রবর।
কি চাঁদ বদন চাঁদ ফাঁদ মনোহর॥
মৃদুহাসি সুধারাশি আসিয়া সম্মুখে।
ধীরে কয়,—"ভাগ্যোদয়, কাঁদ কোন্ দুঃখে॥
জন্মে জন্মে হও তুমি আমার কিঙ্কর।
ওই দেখ, দ্বারে তব মোর পরিকর॥"
দেখিতে দেখিতে তথা উঠে হরিধ্বনি।—
"জয় নিত্যানন্দ, জয় গৌরগুণমণি॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, জয় গদাধর।
জয় রূপ-সনাতন পণ্ডিতপ্রবর॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরপ্রিয়জন।
জয় নবদ্বীপ জয়, জয় বৃন্দাবন॥"—
চমকিয়া দেখে সবে দিব্য কলেবর।
ভূমে উপনীত যেন নবীন ভাস্কর॥
মহাভাগবতবর প্রভু শ্রীনিবাস।
স্মিতানন সমুদিত নৃপতি-আবাস॥
উঠে দ্রুত-গতি নরপতি বাহু তুলি।
পড়ে শ্রীনিবাস-পদে লুটাইয়া ধূলি॥
সঁপিল সর্ব্বস্ব রাজা তাঁহার শ্রীপদে।
কাঁদিয়া যাচিয়া নিল পরম সম্পদে॥
সবংশে সাধুর পদে সব বিকাইয়া।
হাম্বীর হইল স্থির কৃষ্ণনাম নিয়া॥
ধন্য মহাবীর হাম্বীর ভূপতি!
লুঠিলে কি ধন আজি তুমি মহামতি!!
করি কোটি কোটি নতি তোমার চরণে।
অনন্ত প্রণতি আর সেই মহাজনে॥
দস্যুও এমন কৃপা-কটাক্ষে যাঁহার।
পাইল দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি সারাৎসার॥
নতি পুনঃ বারম্বার সেই মহাধনে।
এমন মলিন মন যে ধন দর্শনে॥
হইল নির্ম্মল ওরে, পাইল সম্বল।
সেবিতে বৈষ্ণব, বিষ্ণুবস্তু সুমঙ্গল॥
দস্যুরূপে আমিও ত স্তেয়-আচরণে।
ভ্রমি মায়াবনে বৃথা ইন্দ্রিয়-তর্পণে॥
বৈষ্ণব-চরণে ডারি হেন শুভ যোগে।
রক্ষা কর আমারেও দারুণ দুর্ভোগে॥

শ্রীচৈতন্য-লীলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯২ পৃষ্ঠার পর)

প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রসতত্ত্ব শিক্ষার্থে রামানন্দ রায়ের নিকট প্রেরণ

অন্য একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র আসিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-কথা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু মিশ্রকে রামানন্দ রায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। মিশ্র রামানন্দের স্থানে গিয়া দেবদাসী-দিগের প্রতি রামানন্দের সেবা-ব্যবহার দেখিয়া রামানন্দের চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং মহাপ্রভুকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাপ্রভু মিশ্রকে তখন রামানন্দের ন্যায় প্রেমিক শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত জ্ঞান করিতে নিষেধ করিলেন এবং কহিলেন,—'দেবদাসীদিগের প্রতি রামানন্দ রায় নিত্য দাসীভাবে সেব্যবুদ্ধিতে সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহার দেহ-মন কাষ্ঠ-পাষাণের মত নির্ব্বিকার। রামানন্দের দেহ অপ্রাকৃত বিধায় একমাত্র রামানন্দই দেব-দাসীদিগের সেবা করিবার অধিকারী। এক্ষণে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে রামানন্দের নিকট পুনরায় গমন কর।' মহাপ্রভু কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া মিশ্র পুনরায় রামানন্দ-সমীপে গমন করিলেন ও রামানন্দ রায়কে আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা-রসামৃত শ্রবণপূর্ব্বক পুলকিত ও কৃতকৃতার্থ হইলেন।

এইভাবে মহাপ্রভু প্রেমিকভক্ত শূদ্রকুলে আবির্ভূত রামানন্দ রায়কে রসতত্ত্বের আচার্য্যরূপে অভিহিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রামানন্দের নিকট রসতত্ত্ব শিক্ষার জন্য পাঠাইলেন। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও আচার্য্যপদবাচ্য। যথা, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উক্তি ;—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"—(চৈঃ চঃ)

পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

"বিপ্রক্ষত্রিয় বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরবস্তেষাং ত্রয়ানাং ভগবৎপ্রিয়ঃ॥"

অর্থাৎ- "বিপ্র, ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্যজাতি শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণের গুরু হইতে পারেন—ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু ভগবৎপ্রিয় অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শূদ্রকুলে অবতীর্ণ হইলেও উক্ত ত্রিবিধ বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয় ও বৈশ্য-কুলোদ্ভূত ব্যক্তির শ্রীগুরুদেব।"

ঠাকুর-হরিদাসের নির্য্যাণের পর ঠাকুরের দেহ সঙ্কীর্ত্তন-যোগে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিয়া ভক্তগণের সহিত বিরহ-মহোৎসব পালনপূর্ব্বক ভক্ত-বাৎসল্য প্রকাশ

মহাপ্রভু প্রতি দিবারাত্রির মধ্যে দিবাভাগে ঈশ্বর-দর্শন ও নৃত্য-কীর্ত্তনে নিরত রহেন এবং রাত্রিকালে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সহিত রস আস্বাদনে মগ্ন থাকেন। একদিন মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ আনন্দিত চিত্তে হরিদাস ঠাকুরকে মহাপ্রসাদ দিতে গিয়া দেখিলেন যে হরিদাস-ঠাকুর শায়িত অবস্থায় মন্দ মন্দ ভাবে মালিকায় শ্রীনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। গোবিন্দ তখন হরিদাসকে উঠিয়া আসিয়া মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে বলিলে হরিদাস সংখ্যা-নাম পূরণ না হওয়ায় ও মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করাও অনুচিত বিধায় কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। তৎপরে মহাপ্রসাদ বন্দনা পূর্ব্বক এক কণা ভক্ষণ করিলেন ও পুনরায় শ্রীনাম গ্রহণে রত হইলেন।

আর দিন মহাপ্রভু হরিদাসের নিকট আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিলে হরিদাস তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিলেন,—'প্রভু, আমার দেহ সুস্থ থাকিলেও সংখ্যা নাম পূরণ না হওয়ায় বুদ্ধি-মন বড় অসুস্থ।' প্রভু জানাইলেন,—'হরিদাস, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ; নামের সংখ্যা অল্প করিলেই হইবে। তোমার এই সিদ্ধ-দেহে সাধনের আগ্রহে প্রয়োজন নাই। জগল্লোকের উদ্ধার করিবার জন্যই তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ ও শ্রীনামের মহিমা প্রচার করিয়াছ।' হরিদাস কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছেন যে, মহাপ্রভুর লীলা সম্বরণের আর বেশী দেরী নাই। তাই হরিদাস মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে নিবেদন করিলেন,—'প্রভু, আমার বহুদিনের ইচ্ছা যে আপনার শ্রীচরণকমল হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আপনার চাঁদবদন দেখিতে দেখিতে এবং আপনার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই প্রাণ ত্যাগ করিব। আপনার লীলা সম্বরণের পূর্ব্বেই যেন এই দেহ পরিত্যাগ করিতে পারি—ইহাই প্রার্থনা।

মহাপ্রভু ভক্তের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। তাই পরদিবস মহাপ্রভু ভক্তগণসহ প্রাতঃকালে ঈশ্বর দর্শন করিয়া হরিদাসের সম্মুখে আসিয়া

দর্শন দিলেন। স্বরূপ গোস্বামী, রামানন্দ রায়, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ হরিদাসকে বেষ্টন করিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস তখন অশ্রুপূর্ণলোচনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের পদরেণু মস্তকে লইয়া মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্ম নিজহৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক দুইনেত্রে মহাপ্রভুর মুখ-পদ্ম দেখিতে দেখিতে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম বলিতে বলিতে নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। 'হরি' 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। মহাপ্রভু প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া হরিদাসের দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে হরিদাসের দেহ সমুদ্র-তীরে আনিয়া সমুদ্রে স্নান করাইবার পর ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন। প্রভু জানাইলেন,—'হরিদাসের স্নানে সমুদ্র মহাতীর্থে পরিণত হইল।' অতঃপর মহাপ্রভু স্বহস্তে হরিদাসের দেহে বালু দিয়া সমাধিস্থ করিলেন এবং সিংহদ্বারে আঁচল পাতিয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা ভক্ত হরিদাসের বিজয়োৎসব সমাধা করিলেন। ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভু প্রেমোল্লাসে 'জয় জয় হরিদাস' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভক্ত হরিদাসের নির্য্যাণ-লীলায় মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্যরূপ কৃপা বর্ণনা করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার লিখিলেন;—

"চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল সন্ন্যাসী-শিরোমণি॥
শেষকালে দিল তারে দর্শন-স্পর্শন।
তারে কোলে করি কৈল আপনে নর্ত্তন॥
আপনি শ্রীহস্তে কৃপায় তারে বালু দিল।
আপনে প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল॥
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান।
এ সৌভাগ্য লাগি' আগে করিল প্রয়াণ॥"

হরিদাসঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইলেও পরম ভাগবত বলিয়া তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত। ভগবদ্ভক্তের দেহ কখনও প্রাকৃত নহে। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাষায়—"অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।" "রামায়ণে" দেখা যায়—বিহগকুলে উদ্ভূত জটায়ু ভক্ত হওয়ায় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর দেহের সৎকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবৎ কৈঙ্কর্য্যে নিরত বৈষ্ণবগণের মধ্যে ব্যবহারিক জাতি-সমাজরূপ সঙ্কীর্ণ পরিচয় প্রযোজ্য না

হওয়ায় ও ভক্ত-দেহ অপ্রাকৃত হওয়ায় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন এবং স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু ভক্ত-বাৎসল্যগুণে হরিদাসের দেহ কোলে করিয়া স্বহস্তে সেই দেহে মাটি দিয়া সমাধিস্থ করিলেন।

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় গম্ভীরার গৃহ হইতে বাহির হইয়া কালিঙ্গ গাভীদিগের নিকটে হস্ত-পদাদি সঙ্কুচিত দেহে কূর্ম্মাকারে অবস্থান ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভাবে চেতনতা প্রাপ্ত

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকটলীলায় শেষ দ্বাদশ বৎসর গম্ভীরায় থাকিয়া শ্রীল রামানন্দ রায় ও শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণকথা রসাস্বাদনে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতেন। একদিন রামানন্দ রায় ভাবাবেশে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দ গ্রন্থের শ্লোক পাঠ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু শ্লোকের অর্থ নির্ণয় করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন এবং স্বরূপ-দামোদরের কণ্ঠে কৃষ্ণ-লীলা-গীতি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু আরও প্রেমাবিষ্ট হইলেন। এইভাবে অর্দ্ধরাত্রি কৃষ্ণকথারঙ্গে অতিবাহিত হইলে মহাপ্রভুকে শয়ন করাইয়া রামানন্দ ও স্বরূপ গোসাঞি বিশ্রামার্থে গমন করিলেন। গম্ভীরার গৃহের দ্বারে গোবিন্দ শয়ন করিয়া রহিলেন। মহাপ্রভু রাত্রি ব্যাপিয়া উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে হঠাৎ গভীর রাত্রে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণ-বেণু-গীতি শ্রবণপূর্ব্বক প্রেমাবেশে দ্বার-রুদ্ধ গৃহ হইতে বাহির হইয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণে তৈলঙ্গ গাভীদিগের নিকট যাইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দ গম্ভীরার গৃহে প্রভুর সঙ্কীর্ত্তনের কোন শব্দ না পাইয়া দরজা খুলিয়া প্রভুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন গোবিন্দ তাড়াতাড়ি স্বরূপ গোসাঞিকে ঘটনা বলিবামাত্র ভক্তগণ সকলে দেউটি জ্বালিয়া প্রভুর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। অশেষে সকলে প্রভুকে সিংহদ্বারে গাভীগণের নিকট কূর্ম্মাকারে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। মহাপ্রভুর হস্ত-পদ-সঙ্কুচিত হইয়া কূর্ম্মাকারে অবস্থান সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণনায় পাওয়া যায়;—

"পেটের মধ্যে হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥

অচেতনে পড়ে আছে যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল ॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভু-অঙ্গ-সঙ্গ ॥"

ভক্তগণ মহাপ্রভুকে তদাবস্থায় দেখিয়া অনেক যত্নে চেতনা আনিতে না পারিয়া সেই স্থান হইতে ঘরে আনিলেন। অতঃপর ভক্তগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করার ফলে মহাপ্রভু চেতনতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার হস্ত-পদ বাহিরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল।

এমতে শ্রীমন্মহাপ্রভু অধিরূঢ় মহাভাবযুক্ত প্রেমময় মূর্ত্তিতে তথা কূর্ম্মাকারে অবস্থান করায় তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার পরিচয় প্রকাশ পাইল।

অন্তর্দ্ধান-লীলা

গম্ভীরায় নিভৃত কক্ষে অবস্থানকালে মহাপ্রভু দিনে দিনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বিলাপে মুহ্যমান হইয়া পড়িতেন।

"এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবস কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বলে ॥
স্বরূপ, রামানন্দ এই দুই জন সনে।
রাত্রি দিনে করে রসগীত শ্লোক-আস্বাদনে।
নানাভাব উঠে প্রভুর হর্ষ-শোক-রোষ।
দৈন্যোদ্বেগাদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ ॥"—(চৈঃ চঃ)

মহাপ্রভু ভাবাবেশে দিন অতিবাহিত করিতে করিতে ১৪৫৫ শকে একদিন সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ গুণ্ডিচা মন্দির হইতে বাহির হইয়া ভক্তগণকে বিরহ-রূপ সাগরে নিমজ্জিত করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের সময় গোপীনাথ-মন্দিরের ভক্তগণ মহাপ্রভুকে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অদর্শন হইতে দেখিলেন। যথা 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের উক্তি ;—

"প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে ॥

আবার, সেই সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে স্থিত ভক্তগণ দেখিলেন যে, মহাপ্রভু "ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ, ক্ব শিখি-চন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ" বলিতে বলিতে

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দেহে বিলীন হইয়া গেলেন। কেহ কেহ আবার তখন সমুদ্র-সৈকতে থাকিয়া মহাপ্রভুকে বিপ্রলম্ভভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অধীর হইয়া সমুদ্রের জলে অন্তর্হিত হইতে দেখিলেন। এইভাবে মহাপ্রভু উক্ত তিনস্থানে একই সময়ে ভক্তগণকে দর্শন দান করিয়া সশরীরে অদৃশ্য হইলেন।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন কবিভূষণ
বড়বহরকুলি (বর্দ্ধমান)।

—সমাপ্ত—

সত্যানুসন্ধান ও লোক-প্রিয়তা

মানুষ সমাজের মধ্যে বাস করে—সমাজের আবহাওয়ার মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া থাকে, কাজেই সমাজের অভিমতকে অতিক্রম করিতে পারে না। সমাজ 'ভাল' বলিলে তাহার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠে আর সমাজ 'মন্দ' বলিলে তাহাকে মরমে মরিয়া যাইতে হয়। মানুষ সমাজের অভিমত অনুসারেই 'বড়' ও 'ছোট'। সমাজের চিন্তা-স্রোতে যিনি চিন্তা মিলাইতে পারিয়াছেন—সমাজের অধিকাংশ লোকের অনুমোদনে যিনি অনুমতি দিতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন বিশিষ্ট বেদনায় যিনি ব্যথিত হইতে পারিয়াছেন—সমাজের কোন করুণ-রাগিণীর সহিত যিনি সহানুভূতির সুর মিলাইতে পারিয়াছেন, তিনিই সমাজের প্রিয় হইতে পারিয়াছেন। সমাজের 'ভয়'—'বড় ভয়'; সমাজ 'এক-ঘরিয়া' করিবে—এ আতঙ্কটী যেন যম-ভয় হইতেও অনেক বেশী। ইহার মূল কারণটী কি, তাহা কি আমরা কেহ অনুসন্ধান করিয়াছি? লোকপ্রিয়তা বা জনপ্রিয়তানুসন্ধিৎসাই ইহার কারণ। মানুষ মনুষ্য-সমাজের কাছেই প্রিয় হইতে চায়, পশুসমাজের নিকট মানুষের প্রিয়তা বা অপ্রিয়তায় কিছু আসে যায় না। যদি মনুষ্য-সমাজ পশু-সমাজের নিকট 'অপ্রিয়' হওয়া সত্ত্বেও পশু-সমাজের দ্বারা মনুষ্য-সমাজের প্রিয়তানুসন্ধান সমর্থন করে, তাহা হইলে মনুষ্য-সমাজ পশু-সমাজের প্রিয়তা, অপ্রিয়তা বা মতামতের দিকে না তাকাইয়া মনুষ্য-সমাজেরই প্রিয়তা-অর্জ্জনে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। আবার পশু-সমাজের মনুষ্য-সমাজের প্রতি ব্যবহারও তদ্রূপ। মনুষ্য-সমাজের

অপ্রিয় হইতে হইবে বলিয়া সিংহব্যাঘ্রাদি-পশু সমাজ কখনও নিজ-সমাজের প্রিয়ধর্ম্মে উদাসীন হয় না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা 'জাতীয়তার ধর্ম্ম' বলিয়া প্রচারিত ও প্রশংসিত হইলেও ইহার মূলে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-তর্পণৈষণাই রাজত্ব করিতেছে। এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির চেষ্টাটী ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেক সাধারণ মানব ও প্রত্যেক পশু-পক্ষী অনুসন্ধান করে বলিয়া উহা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমাজের আবশ্যকতা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ব্যষ্টি-সঙ্ঘ-রূপ সমাজ-সমষ্টি বা লোক-মণ্ডলীর প্রিয়তানুসন্ধানের মূলে ব্যষ্টির ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-সুখানুসন্ধানই উদ্দিষ্ট হইতেছে। এরূপ লোকপ্রিয়তা বা জন-প্রিয়তার অনুসন্ধানে কতদূর নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান সম্ভবপর তাহা বিচার্য্য।

যাঁহারা এই সমাজের আবহাওয়ায় অনুক্ষণ চলাফেরা করিতেছেন, তাঁহাদের বিচারে কিন্তু লোক-প্রিয়তাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাম্যবস্তু। তাঁহাদের এইরূপ বিচারপ্রণালী হইতে তাঁহারা জন-মতকেই সর্ব্ববিষয়ের দণ্ড-মুণ্ডবিধাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জন-মত জাগতিক সর্ব্বকার্য্যের দণ্ড-মুণ্ডবিধাতা হৌক ক্ষতি নাই, কিন্তু জনমতকে অতিমর্ত্ত্য-ব্যাপারের দণ্ড-মুণ্ডবিধাতা বলিয়া বিচার করিলে বিচারকারীর যে অতি-ব্যাপ্তি-দোষ হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর জন-মত বা লোক-প্রিয়তা-নুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের নাই।

আমরা প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে লোক-প্রিয়তাই অন্তরের অন্তঃস্থলে অনুসন্ধান করি বলিয়া জন-মতকেই সত্য-নির্ণয়ের পরিমাপক-যন্ত্র বলিয়া ধরিয়া লই। আমাদের ধর্ম্মাড়ম্বরের ছলনার অন্তঃপুরে লোক-প্রিয়তাই পাটরাণী হইয়া বিরাজ করে। যখন আমরা ধর্ম্মকর্ম্মে বা সত্য-নির্ণয়ের শোভাযাত্রায় জন-মতকেই গজারূঢ় করাইয়া তাহার গলায় জয়মাল্য দেই, তখনই নেপথ্য-প্রদেশ হইতে সেই অন্তঃপুরবাসিনীর গুপ্ত চকিত চাহনীটী নিরপেক্ষ দর্শকগণের চক্ষে পড়িয়া যায়।

আমরা লোকপ্রিয় হইবার জন্যই ধর্ম্মের সজ্জা গ্রহণ করি। ধর্ম্মটা যেন সমাজের অতীব নিম্নস্তরের অজানা, অচেনা, ভুঁইফোড় মানুষকেও সুহৃদ্ধেই দশটা সামাজিক লোকের নিকট introduced (পরিচিত) করাইয়া দিবার একটা medium (মধ্যবর্ত্তী উপায়) বিশেষ। যিনি দশটা লোকের নিকট introduced (পরিচিত) হইবার অন্য কোনও medium (মধ্যবর্ত্তী উপায়) পান না, তিনি এইরূপ ধর্ম্মকেই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির সর্ব্বাপেক্ষা

সুলভ ও সহজ medium বলিয়া স্থির করেন। যে ধর্ম্মের যাজনে বা যে ধর্ম্মের সহিত কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া আমাদের লোক-প্রিয়তার লাঘব হয়, সে ধর্ম্মে বা সেরূপ ধার্ম্মিকগণের সহিত আমরা কিছুতেই ভিড়ি না। অনেক সময় কপটতা করিয়া আমরা কেহ কেহ তাহাদের সহিতও মুখে একটা ভালমানুষী চাল রাখি বটে; কিন্তু বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে—যেখানে দেখি লোক-প্রিয়তার হানি হইবে, সেখানে আদৌ যাইতে চাই না। কেহ কেহ বা লোক-প্রিয়তা-নিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে যে কোনও উপায়ে একটা অভিযান উপস্থিত করিয়া লোক-প্রিয়তা অর্জ্জনের একটা বেশ সুগম উপায় খুঁজিয়া লইয়া থাকি। কখনও বিচার করি, লোক-প্রিয়তানিরপেক্ষ-ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতে গেলে আমাদের যখন কোনরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণই হইবে না—লোক-প্রিয় হইতে পারিব না—অল্প সময়ের ভিতরে আত্মডঙ্কা বাজাইতে পারিব না, তখন সে-পথে গিয়া লাভ নাই। **প্রকৃত ভগবদ্ভজনের অনুকূল পথে গেলে যখন সাত জন্মের আবশ্যক হয়, আর প্রতিকূল পথে গেলে যখন তিন জন্মেই কাজ উদ্ধার হয় আর তা'তে আপাত-উন্মাদনাও আছে—বিশেষতঃ যে-জগতে বাস করি, সে-জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই যখন সেইভাবে ভাবিত, তখন এরূপ পথে চলিলেই অতি সহজে বহুলোকের প্রিয় হওয়া যাইবে।** এরূপবিচারে অনুকূল-পথ না লইয়া আমরা প্রতিকূল-পথে ধাবিত হই—অনুকূল-পথে কৃষ্ণের ভোগ আর প্রতিকূল-পথে কৃষ্ণকে ভোগ-বিরহিত করিবার চেষ্টা। সুতরাং অনুকূল-ভজনময়ী সবিশেষ-গতির অনুসন্ধান করিয়া কৃষ্ণের খাতায় আমার পরিশ্রমের বিত্ত জমা করিয়া লাভ কি? কৃষ্ণকে দেউলিয়া করিয়া 'আমার দাঁড়ে ছোলা' এই নীতিপুষ্টা প্রতিকূলময়ী নির্ব্বিশেষ-গতি যখন লোক-প্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারে, তখন তাহাই আমার আদর্শ হউক্। আমাদের এইরূপ চতুরালি কিন্তু বিষ্ঠা-ভোজী বায়সের অতি চতুরতার ন্যায় আত্মবঞ্চনারই কারণ হয়। ভক্তের প্রতি বিদ্বেষে অনন্তকাল কুম্ভীপাক-যন্ত্রণাই লাভ হইয়া থাকে। সেই কুম্ভীপাক কখনও অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামনার অতৃপ্তির নাগর-দোলায় অপরাধীকে পাক দিতে থাকে, কখনও

বা ধর্ম্ম অর্থাৎ লৌকিক সুখ, অর্থ এবং কামনার মরীচিকায় ধাবিত করাইয়া অপরাধীকে অনন্তকাল মায়ামরুতে ঘুরাইতে থাকে।

লোক-প্রিয়তানুসন্ধানের মাত্র দুই চারিটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। আমরা মনে করি, যদি লোক-প্রিয়-সমাজের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি—কোন মন্ত্রী মহাশয়, এম, এল, এ, কোন পি, এইচ, ডি, বা এল, এল, ডি, কিংবা কোন মহামহোপাধ্যায় মহাপ্রভুর কোন কথা কৃপাপূর্ব্বক অনুমোদন করেন, তাহা যতই সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাভাসদুষ্ট হোক না কেন, ক্ষতি নাই, তাহা হইলেই যেন মহাপ্রভু তাঁহার কোটী পুরুষ সমেত উদ্ধার হইয়া যান। এম, এল, এ-র সুপারিস-পত্রে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম লোক-সমাজের পাতে দিবার মত একটা বস্তু বলিয়া গণ্য হয়, অতুবা মহাপ্রভুকে কে-ই বা চিনে, আর মহাপ্রভুর কথা কে-ই বা শুনে? স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে প্রদীপের আলো জ্বালিয়া দেখিবার ন্যায়—আমাদের এইরূপ বিচার! আমরা লোক-প্রিয়তাকে কত বড় মনে করি।

আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সংখ্যা খুবই কম—অস্পৃশ্য, অচলনীয়, ছোট, দীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত, স্বল্প-শিক্ষিত যত 'অকেজো 'অখদ্দে' লোকগুলিই এ ধর্ম্মে প্রবেশ করে। সুতরাং মহাপ্রভুর ধর্ম্ম—ছোট ধর্ম্ম—সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম, আর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যপাদাদি-প্রচারিত ধর্ম্ম কিরূপ জন-প্রিয়-ধর্ম্ম—ভারতবর্ষের যত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কুলীন, পণ্ডিত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, মহারাজা, সর্ব্বদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যক্ষম, সমর্থ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি সকলেই সেই ধর্ম্মের গ্রাহক; সুতরাং সেই ধর্ম্মই মহা উদার! কারণ উহা জনপ্রিয়—লোক-প্রিয়। একবার লোক-প্রিয়-সমাজ-বরেণ্য কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মটীই পরম সত্যপূর্ণ উদার ধর্ম্ম; যেহেতু বর্ত্তমান সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার যুক্তি এই যে, সামাজিক লোক-প্রিয়তা ও জনপ্রিয়তাই সত্যের পরিমাপক-যন্ত্র।

আমরা অনেক সময়ই লোক-সংখ্যা দেখিয়া ধর্ম্মের উদারতা, অনুদারতা, সাধু-গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব ও অবরত্ব পরিমাপ করিয়া থাকি! ইহার অন্তরালেও সেই কপট-অবগুণ্ঠনবতী, সেই লোক-প্রিয়তা-কুহকিনী নৃত্য করিতেছে।

আমরা মনে করি, মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আর কয়জনই বা গ্রহণ করিয়াছেন, শঙ্কর, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মহম্মদ ও বুদ্ধের প্রচারিত মতে লোক-সংখ্যা কত বেশী! কেহ কেহ এখানে বলিতে পারেন যে, মহাপ্রভুর মত বুদ্ধ ও শঙ্কর বা যীশু, মহম্মদ প্রভৃতির অনেকের পরে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রভুর ধর্ম্মগ্রহণকারী লোকের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু বিচার করিলে ইহাই কারণ নহে; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে মহাপ্রভুর অনুকরণে আধুনিক যে-সকল ধর্ম্মাবতার !!! সৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের মত অতি অল্প সময়েই জগতের লোক বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। আর মহাপ্রভু কে ছিলেন ও কি করিয়াছিলেন, বাংলা দেশেরই অনেক লোক তাহা জানেন না। বাংলার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিম গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাংলার অনেক শিক্ষিত লোকও দেখেন নাই, কিন্তু অন্যান্য অনেক পাঁচালি-পুঁথি, অনেক পুস্তক, বহু পরে রচিত হইয়াও বাংলার ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জির ন্যায় প্রচারিত রহিয়াছে কেন? মুড়ি-মিশ্রী-সমন্বয়ের ধর্ম্মে লোক-প্রিয়তা রাজত্ব করিতেছে বলিয়াই উহা বহির্ম্মুখ-লোক-সমাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। জগতের প্রায় ষোল আনা লোকই প্রেয়ের অনুসন্ধান করেন। প্রকৃত শ্রেয়ঃ খুঁজিয়া দেখিবার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, নিষ্কপট অভিলাষ বা ঐকান্তিকী চেষ্টা তাঁহাদের নাই। জাগতিক-সমন্বয়-ব্যাপারটী অন্য ভাষায় বলিতে গেলে—'লোক-প্রিয়তা' ছাড়া আর কিছুই নহে। সকলের মন রাখিয়া চলা—কাহারও বিরুদ্ধে কিছু না বলা—(শ্রেয়ঃকথা বলিলেই যে রোগী চটিয়া যাইবে—আর গ্রাহক থাকিবে না) এক কথায় কপটতার ধর্ম্ম—আত্ম বঞ্চনা ও পরবঞ্চনার ধর্ম্ম—**প্রেয়ো ধর্ম্মের নামান্তরই—জাগতিক সমন্বয়ের ধর্ম্ম**। কাজেই লোক-প্রিয়তা-প্রার্থি-সমাজ সেইরূপ ধর্ম্মেই তাঁহাদের বাঞ্ছিত মধু আস্বাদনের লোভে দলে দলে আসিয়া জুটিয়া থাকেন। প্রকৃত বিচার তাঁহারা কিছুতেই শোনেন না। ইহা একটু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত বর্ত্তমান বিচার-সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন কি?

শাস্ত্রীয় বিচার মতে মহাপ্রভু বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপতত্ত্ব। বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি কেহ বা সেই স্বয়ংরূপের অংশ-কলারূপ অবতার, কেহ বা ভগবদাদেশে

বহির্ম্মুখ-জীব-মোহন-কার্য্যে ভারপ্রাপ্ত—শক্তিশালী জীব-বিশেষ। শাস্ত্রেও রহিয়াছে, বুদ্ধ ও শঙ্কর অসুর-মোহনার্থ কল্পিত ও আচ্ছাদিত মত প্রচার করিবার জন্য জগতে আসিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানের প্রচারিত অদ্বৈতব-সত্যাপূর্ণ সিদ্ধান্তের গ্রাহক অপেক্ষা সেইরূপ লোক-বিমোহনকারী মতের গ্রাহক এত অধিক হইল কেন, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, লোক-প্রিয়তায় 'বিমুখতা' আছে বলিয়া তাহাই অনাদিবহির্ম্মুখ-জীবের প্রিয়। জগতে ভগবৎ-প্রেরিত মহাপুরুষ ও তাঁহাদিগের প্রতি একান্ত আসক্ত দুই চারি জন ছাড়া আর বাদ-বাকী সকলেই বহির্ম্মুখ। সুতরাং এ রাজ্যে প্রেয়ঃকথাই লোক-প্রিয় হয়, আর গতানুগতিক-ন্যায়ানুসারে সেই লোক প্রিয়তাই লোকের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল।

যে মতটী অসুর-মোহনার্থ জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা এত লোক-প্রিয় হইয়া পড়িল যে, লোক-সমূহকে সেই মতগ্রাহ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য চারিজন বৈষ্ণবাচার্য্য এবং তৎপরে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতরণ আবশ্যক হইয়াছিল। এক শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রচারিত মত খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য রামানুজ ও মধ্ব—এই আচার্য্যচতুষ্টয়, তাঁহাদের অসংখ্য অনুগতবর্গ ও তৎপরবর্ত্তিকালে আচার্য্যলীলাভিনয়কারী সপার্ষদ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অভ্যুদয়। কিন্তু যে মত চার চার জন আচার্য্য এবং সপার্ষদ স্বয়ং ভগবানের দ্বারা "অসৎ মত" বলিয়া নিরস্ত হইল, সেই মত আজ পর্য্যন্ত এত লোকপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে কেন? তাহা হইলে দেখা যায়, 'লোক-প্রিয়তা' এত বড় যে, সেখানে আপ্ত-বাক্য, মহাজন-বাক্য, এমন কি স্বয়ং ভগবানের বাক্য পর্য্যন্ত অনাদৃত হয়। সেই নির্ব্বিশেষ মতকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমানে যে সকল নূতন নূতন মত সৃষ্টি হইতেছে—যে সকল মত সমন্বয়ের আপাতমোহন বেশ লইয়া পরিণামে সেই নির্ব্বিশেষ-মতেই আপনাদিগের শেষগতি খুঁজিতেছে, সেই সকল মতগুলিই কিন্তু এই জগতের লোকের নিকট খুব বেশী প্রিয়। নিরপেক্ষভাবে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, মানুষের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বাস্তব সত্যানুসন্ধান নহে—তাহা লোক-প্রিয়তানুসন্ধান মাত্র। বহির্ম্মুখ মানুষ জ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতসারে লোক-প্রিয়তাকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া বরণ করে। প্রকৃত সত্য অনেক সময়েই লোক-প্রিয়তার প্রতিযোগী বা নিরপেক্ষ বলিয়া সেখানে লোক খুব কম জোটে। (ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

ভগবতপরায়ণ শ্রদ্ধাস্পদেষু,

সম্পাদক মহারাজ—

আমি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক ও পাঠক।... ... ...

"যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্য্যামি সূত্রে বিষ্ণু-পরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই দর্শন করেন, যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্য্যদেবতা, তদন্তর্ব্বর্ত্তী বলদেব প্রভু, বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলা-মিথুন রাধা-গোবিন্দ। .....অণু-পরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছে। ভূতশুদ্ধি হয় না ব'লে আমাদের পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না।"

নিঃ—শ্রীভুষণচন্দ্র দাস
বহরমপুর (পঃ বঙ্গ)।

উত্তর

উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটী অত্যন্ত গূঢ় ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব—অনুভূতি-সাধ্য। যদিও উহা সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি জীবন্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত উহা কাহারও উপলব্ধির বিষয় হয় না। আমরা কেবল শ্রীগুরু-মুখশ্রুতবাক্যটী বিচারমুখে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিলাম মাত্র। অদ্বয়-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা কাহারও বুঝিবার বা বুঝাইবার সামর্থ নাই।

আর্য্যগণের শাস্ত্রে দেবাসুরাদির কথা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। মানব অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে পৃথ্বীভূমিকার উন্নত স্বর্গরাজ্যে দীপ্তিমন্ত দেব-গণ অবস্থান করেন। এজন্য দেবগণ মানবগণের পূজ্য। অসুরগণ দেবতা-গণের সহিত কোন কোন ক্ষেত্রে সমকক্ষ হইলেও তাহারা রজস্তমোগুণাবলম্বী হওয়ায় দেবগণের ন্যায় পূজ্য নহে। সাধারণতঃ ক্ষীণবল জীব প্রবল-দেবগণের সম্মানদাতা। দুর্ব্বল জীবসঙ্ঘ প্রবল দেবগণকে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত। এই বৃত্তি হইতে ভারতবর্ষে নানাবিধ দেবোপাসক সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য যে-কালে তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের 'একত্বই' করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহার মধ্য হইতে পাঁচটী সম্প্রদায়কে তিনি তাঁহার অধীনতায় আনয়নপূর্ব্বক সকলকেই সমর্থন করেন। এই পঞ্চোপাসক-সম্প্রদায় বদ্ধাবস্থায় অজ্ঞান-দ্বারা চালিত হইয়া সগুণ দেবসমূহের উপাসনা করেন। পরে জীবন্মুক্ত অবস্থায় লৌকিক উপাস্য দেবতার সম্মান করিলেও বস্তুতঃ সেই দেবতাকে বিশেষ অসম্মানিত করিয়া তাঁহার সিংহাসন হইতে তাঁহাকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক বহিষ্কৃত করিয়া স্বয়ং তত্তদ্দেবাভিমানে তথায় বাস করেন। অতঃপর বিদেহমুক্তি-কালে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদত্রয় জলাঞ্জলি দিয়া নির্ভেদ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে নির্ব্বিশিষ্ট হইয়া পড়েন। নির্ব্বিশেষবাদী বৈদান্তিকগণের পঞ্চোপাসনার সমর্থনের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বেদের সংহিতা-অংশে উল্লিখিত দেবগণের পূজক-সম্প্রদায় কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করিতেন এবং কতিপয় দেব-বিশেষের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অপর দেবগণকেও সম্মান করিতেন। **সকাম-দেবোপাসক** সম্প্রদায় বিষ্ণুর পরমপদ বিচারে অসমর্থ হইয়া লৌকিক বরাদির কামনা করিতেন। কামনামুক্ত দেবোপাসক-সম্প্রদায় ঐহিক ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ব্যতীত বিষ্ণুর পরদেবত্ব লক্ষ্য করিতেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মধ্যে সংহিতোক্ত দেববিচার-বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করি যে, বিষ্ণুকে কেহ কেহ দ্বাদশাদিত্যেরই অন্যতম জ্ঞান করেন। অর্য্যমা, ভগ, পূষণ প্রভৃতি দেবসমূহ বিষ্ণুপর্য্যায়ে কথিত, একথাও তাঁহারা বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবদর্শন জীবের কামনাময়ী দৃষ্টিতে আবদ্ধ মাত্র। যিনি যেরূপ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পরমপূজ্য বিষ্ণুদেবকে তাঁহার কামনা পরিতৃপ্তির যন্ত্রবিশেষ জ্ঞান করিতেন, তিনি বিষ্ণু বস্তুকে দর্শন করিবার প্রবৃত্তি-রহিত হইয়া ইতর দেবতা প্রাকৃতরাজ্যে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ভৃত্য জ্ঞান করিতেন। এখনও ন্যূনাধিক সেই প্রবৃত্তিই কর্ম্মকাণ্ডরত বদ্ধজীবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ নিষ্কাম; বিষ্ণু ব্যতীত বৈদিক অন্য দেবোপাসকগণ অবৈষ্ণব সংজ্ঞায় কথিত হন। বিষ্ণুর দ্বারা স্থূল সূক্ষ্মদেহের কার্য্যনির্ব্বাহের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু অন্যদেবগণদ্বারা কামনাপরিতৃপ্তিরূপ স্থূল-সূক্ষ্মদেহের সেবা আবদ্ধ আছে। বিষ্ণুই সেব্য বস্তু। যাঁহারা সমগ্র পূজ্য দেববস্তুতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান লক্ষ্য করিতে অসমর্থ, তাঁহারাই কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত বৈদিক। উপাসনাকাণ্ডে নিষ্কাম বিষ্ণুভক্তগণ

বিষ্ণুসেবাই করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের ভোগ-প্রবৃত্তি নাই এবং বিষ্ণুতে ভোগ্য বুদ্ধি নাই। এজন্যই আমরা শুনিয়াছি যে, "যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্য্যামিসূত্রে বিষ্ণুপরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই দর্শন করেন।"

বিষ্ণুবস্তু নরজাতির সেবকবস্তু না হইলেও তাঁহারই অংশসম্ভূত দেবগণ নরজাতির স্থূল-সূক্ষ্মাদি শরীরের সেবা করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা লুব্ধ-বিষ্ণুশক্তিক হইয়া বিষ্ণুর পালনী শক্তির নিদর্শন জ্ঞাপন করেন। সূর্য্য-দেবতা জীব-জগতের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বা বৃত্তিজীবীর খাদ্য প্রদানকালে সাহায্য করেন। তাঁহা হইতেই জগতে আলোক বিস্তৃত হইয়া শস্যাদি উৎপত্তির সাহায্য করে, পৃথিবীর আত্যন্তিক শৈত্য নিবারণ করে, সূর্য্য-দেবতা বুধ-শুক্রাদি ছয়টি গ্রহের কেন্দ্ররূপে অবস্থান করিয়া দেশকালের আধার বা পাত্ররূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। এইগুলি আধ্যক্ষিক জ্ঞানের দ্বারা সূর্য্যাধিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা। সেই জ্যোতিঃপিণ্ডের মালিক সূত্রে বিষ্ণুর অংশদেবতা বায়ুদেবতা হইতে ভিন্ন। বায়ু দেবতার সম্পত্তি রূপে ভৌতিক নাসিকাবায়ু প্রাণাপানাদি ভেদে বহুরূপী। বিষ্ণুশক্তির অংশবিশেষ বায়ু বদ্ধজীবের শরীর-পালনে বিষ্ণুশক্তির ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। ইন্দ্র বিষ্ণুকে বহন করেন এবং বারিবর্ষণদ্বারা প্রপঞ্চাগত বৈষ্ণবগণকে শস্যাদি প্রদানের সাহায্য করেন। তিনিও উপেন্দ্রের একটী মাত্র অংশ। তলবকার শ্রুতিতে দেবগণে বিষ্ণুশক্তির আংশিক প্রকাশরূপে বর্ণন আছে। বিষ্ণুরই বিভিন্ন অংশে দেবগণ, মনুষ্যগণ, যক্ষরক্ষপিশাচাদি প্রাণিগণ, প্রস্তরাদি জড় পরমাণু হ্রস্ব-দীর্ঘ-পরিমণ্ডল সমষ্টি। বিষ্ণুবর্জ্জিত ভাবে যে 'অভাব' নামক ইন্দ্রিয়জ বৃত্তিগ্রাহ্য ব্যাপার অনুভূত, তাহাই বিষ্ণুর নির্ব্বিশেষ শক্তিপ্রকাশ মাত্র। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা সগুণ দেবসমূহ সকলই বিষ্ণুর আংশিক প্রকাশ-দর্শন মাত্র। তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ অধিষ্ঠানে নির্গুণতার অভাব ও পরব্রহ্ম বিচারের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। খণ্ডিত বস্তু বা বিষ্ণুব্যতীত অন্য দেবতা বা জীবের নির্ব্বিশেষ প্রতীতিগত ব্রহ্ম সকলেই বিষ্ণুর অংশবিশেষ, কেহই পূর্ণতত্ত্ব নহেন। তজ্জন্য গোবিন্দের বৈভবপ্রকাশ বলদেবপ্রভু সকল দেবের অন্তর্য্যামিসূত্রে—সকল-অণুপরমাণুর অন্তর্য্যামিসূত্রে তাঁহাদের নিজ নিজ স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের অভ্যন্তরে সবিতৃ বা জনকসূত্রে অবস্থিত আছেন। তিনি শক্তিমত্তত্ত্ব; তাঁহারই আংশিক শক্তি লাভ করিয়া দেবগণের তত্তদ্-

বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাত্মক শক্তিমত্তা। প্রাণী ও জড় বা প্রাণরহিত যাবতীয় ভেদাবস্থিতি বিষ্ণুবিষয়ক উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত করে। বৈদিক দেবসমূহ যেরূপ প্রাকৃত রাজ্যে পরস্তু ভাগবতনিন্দকের দুর্ব্বুদ্ধির অসারতা যে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ সঙ্কীর্ণতা বা বিবর্ত্তজ্ঞানোত্থ, তাহা প্রতিপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারও বলিয়াছেন,—"ভাগবত যে না মানে সে যবন সম। তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম॥" কেহ কেহ কহেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত মুগ্ধবোধ-রচয়িতা বোপদেবের রচিত, তাহা যে নহে, উহা বহুপূর্ব্বে সমালোচনায় প্রমাণ করা হইয়াছে। কেহ প্রতিবাদ করিলে সুখী হইব।

পরিশেষে বিদ্বেষকারিগণের চরণে ধরিয়া নিবেদন যে, শিশুপালের হৃদয় ত্যাগ করিয়া একবার গৌরজনগণের নিকট গিয়া বিবিধাস্তর্বাগ্নি নিখিল বৈষ্ণবশাস্ত্রের অন্তর্দ্রষ্টা পূজ্যপাদ পরম ভাগবতগণের সহিত বিপুলভাবে আলাপ করুন, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ প্রভাবে মনের মলিনতা দূর হইয়া বিশুদ্ধ মন হইবে, তখন বিদ্বেষ ভাব থাকিবে না এবং মেঘের ন্যায় হইবেন, কারণ মেঘ যেরূপ ত্রিভুবনের তিক্ত, কষায়াদি রস আকর্ষণ করিয়া নির্ম্মল স্বাদু বারি বর্ষণ করেন তদ্রূপ হইবেন, সর্পের ন্যায় হইবেন না, কারণ সর্পকে প্রচুর দুগ্ধ পান করাইলেও সে কখনও বিষ-ভিন্ন দুগ্ধ দিবে না—

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজন-বদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণা দোষায়ন্তে কিমিতি পরমং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলবার্দ্ধেঃ কমমৃতং
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্॥

[অর্থাৎ, সুজনের মুখে দোষও গুণে পরিণত হয়, কিন্তু দুর্জ্জনের মুখে গুণও দোষযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা কি পরমাশ্চর্য্যের কথা! দৃষ্টান্ত যথা,—মেঘ লবণ-জলাদি (সমুদ্র হইতে) আকর্ষণ করিয়া অমৃত-রূপ জল বর্ষণ করে, কিন্তু সর্প দুগ্ধ পান করিয়াও দুঃসহতর বিষ বমন করে অর্থাৎ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে বিষ দান করে।]

জগদ্‌গুরু পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

দ্বাদশবর্ষ-পূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসব

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও গত ৬ই কার্ত্তিক ২৩শে অক্টোবর বৃহস্পতিবারে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির মূলকেন্দ্র, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপে এবং তদধীনস্থ সমগ্র ভারতের শাখা মঠসমূহে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** দ্বাদশবর্ষ-পূর্ত্তি শ্রীবিরহ-মহোৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মূলকেন্দ্র **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে** শ্রীবিরহ-তিথির পূর্ব্বদিন সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনের পর সমিতির সহসভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল পরম গুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক লিখিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ "বিরহ-মাঙ্গল্য" পাঠ করিয়া ভাবপূর্ণ ব্যাখ্যার দ্বারা উপস্থিত শ্রদ্ধালু শ্রীগুরুসেবক-সেবিকা-গণকে ভাবে বিভোর করিয়া দেন। তাহাতে তিনি তদীয় শ্রীল গুরুপাদ-পদ্মের বহুমুখী বৈশিষ্ট্য ও অতিমর্ত্ত গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে শ্রীসমাধি মন্দির, মূল মন্দির এবং নাটমন্দির বিবিধ প্রকারের পল্লব-পুষ্পমাল্য, কদলী-স্তম্ভ, ধ্বজা-পতাকা, জলপূর্ণ কলস, রঙ্গীন বস্ত্র, বিচিত্র বিদ্যুৎ আলোক-মালাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়।

পরদিবস শ্রীবিরহ-তিথির দিনে মঙ্গলারাত্রি-কীর্ত্তন, তুলসী-পরিক্রমা ও ঊষা-কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীকানাইদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময় ব্রহ্মচারী এবং শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী তাঁহাদের স্বভাবসুলভ মধুর এবং মর্ম্মস্পর্শী করুণ-সুরে ক্রমশঃ শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীগুরু-পরম্পরা, শ্রীগুরুচরণপদ্ম, গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া, গুরুদেব কবে তব করুণা প্রকাশে, শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ, শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের লিখিত গ্রন্থসমূহ, সাহিত্য-

প্রবন্ধ, শ্রীতুলসী-পরিক্রমা কীর্ত্তন, শ্রীল প্রভুপাদের আরতি কীর্ত্তন ও প্রদত্ত ভাষণে বাক্য ও পদসমূহ উদ্ধৃত করিয়া প্রাঞ্জলভাবে তাহার শ্রীরূপানুগত্য প্রতিপাদন করেন। বিশেষ করিয়া শ্রীল পরমগুরুপাদপদ্মের গুরুনিষ্ঠা এবং গুরুসেবার আদর্শ চরিত্রসমূহ অবরুদ্ধ গলায় বর্ণন করিতে করিতে সকলকে ভাবমগ্ন করিয়া তোলেন।

পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় কীর্ত্তনমুখে বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়, তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তাগণ তাঁহাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তনমুখে ভাবপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি অমৃত অবধূত মহারাজ এবং আন্তর্জ্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের শ্রীপাদ হংসদূত স্বামী ও শ্রীপাদ ভক্তিচারু স্বামী শ্রীল পরমগুরুমহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সমূহ ও বিবিধ উপদেশাবলী সম্বন্ধে ভাষণমুখে তাঁহাদের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। তৎপশ্চাৎ সমিতির শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কীর্ত্তনমুখে সমাগত বৈষ্ণবগণ, শ্রীগুরুসেবক এবং সেবিকাগণ যথাক্রমে শ্রীসমাধি পীঠে পুষ্পাঞ্জলি ও মাল্যার্পণ করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর আহূত ও অনাহূত সকলকে বিভিন্ন প্রকারের সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারতি ও তুলসী পরিক্রমার পর পুনঃ শ্রীবিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন মহারাজের সভাপতিত্বে প্রথমে শ্রীগুরুসেবক-সেবিকাগণের লিখিত শ্রদ্ধা পুষ্পাঞ্জলিসমূহ পাঠ করা হয়। তদনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের গুরুনিষ্ঠা, গুরুসেবা, শিষ্য-বাৎসল্য, প্রীতিপূর্ণ শাসন, নিরপেক্ষ সত্যের নির্ভিক বক্তা ও প্রচারক, পুষ্প হইতে মৃদু এবং বজ্র হইতে কঠোর স্বভাব, 'অল্প সেবাকে বহু করি মানে'-যুক্ত স্বভাব, বৈষ্ণবের ২৬ গুণের মূর্ত্ত-বিগ্রহ, মহাবদান্যতা, মায়াবাদি সহজিয়া অপসম্প্রদায় সমূহের সাক্ষাৎ যম, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনকারীতা প্রভৃতি মহিমাগুলি উল্লেখপূর্ব্বক উদাহরণ সহ স্তুতি

মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। অবশেষে শ্রীল আচার্যদেব কিছু কিছু অসুস্থ থাকিলেও স্বভাবসুলভ সুসিদ্ধান্ত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত ভাষণে তদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্য চরিত্রের বিবিধ বৈশিষ্ট্য সমূহ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অবশেষে মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে বিরহ-মহামহোৎসব সভা শেষ হয়।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ মথুরায়— শ্রীল পরম গুরুপাদপদ্মের ভজনকুটীরে নানা প্রকার পুষ্প-পল্লব, মাল্য, বস্ত্র, ঘট, কদলী বৃক্ষাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মঙ্গলারতি ঊষাকীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ শ্রীভাগবত পত্রিকা হইতে তদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের উপদেশাবলী পাঠ করেন। পূর্ব্বাহ্ন দশটার সময় শ্রীধাম বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, নন্দগাঁও ও রাধাকুণ্ড, গোকুল এবং শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলে অন্যান্য স্থানবাসী শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সকল উপস্থিত হইলে একটী মহতী বিরহ-সভার আয়োজন করা হয়। তাহাতে শ্রীগুর্ব্বষ্টক, শ্রীশ্রীগুরু-মহিমা-সূচক কীর্ত্তনসমূহ, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পদ্মনাভ মহারাজ, শ্রীকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বক্তাগণ শ্রীল পরমগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর সকলেই শ্রীল গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলে ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পন্ন হইলে উপস্থিত সকলকে বিবিধ প্রকারের সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—শ্রীশুভানন্দ ব্রহ্মচারী

ব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৪২৬ পৃষ্ঠার পর)

অন্নকূট-মহোৎসব শাস্ত্রবিধিমতে ২১শে অক্টোবর রবিবার দিন উৎযাপিত হইল। প্রায় ২ হাজারের মত ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। বহু উপচারে উৎসব বেশ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইল। স্থানীয় ভক্তগণই এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের ধারা রক্ষা করিয়াই এই অন্নকূট-মহোৎসব পালিত হইয়া আসিতেছে। এখনও

বহু পুরাতন মথুরাবাসী ভক্তগণ এমনকি শ্রীল গুরু মহারাজের আয়োজিত উৎসবের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা আস্বাদন করেন।

পুনরায় আমাদের বন-পরিক্রমার যাত্রা আরম্ভ হইল। গৌর-তৃতীয়া তিথিতে শ্রীমঠে মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বেলা তিন ঘটিকার সময় দুখানা রিজার্ভ বাসযোগে প্রায় ১৫০ জন যাত্রীসহ শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমার উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করিয়া বৈকাল ৪।৩০ মিঃ গোবর্দ্ধনে গোবিন্দ ধর্ম্মশালাতে পৌঁছি। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে আগত যাত্রিগণও আমাদের সঙ্গেই আছেন। পরম পূজনীয় শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বিশ্রামের সুযোগ না দিয়াই সংকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন এবং যাহা যাহা দর্শন করিলাম তাহা বর্ণন করিতেছি। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের ভজন-কুটীর। সিদ্ধবাবার (কৃষ্ণদাস) ভজন কুটীর ও সমাধি। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ এখানে ভজন করিতেন, কিন্তু মশার উৎপাতে স্থান ত্যাগ করিবার বাসনা করিলে শ্রীচক্রেশ্বর মহাদেব বারণ করেন এবং মশার উৎপাত আর হইবে না বলেন। সেই হইতে এইস্থানে মশকের দর্শন মেলে না। বৃদ্ধবয়সে গোস্বামিপাদের নিত্য গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় ক্লেশ হইলে শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে আসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন এবং একখণ্ড শ্রীকৃষ্ণচরণ-চিহ্নযুক্ত গোবর্দ্ধন-শিলা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এই শিলা পরিক্রমা করিলে শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমা করা হইবে। সেই অবধি শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ঐ শিলা পরিক্রমা করিতেন। ঐ শিলা অদ্যাপিও বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে আছেন—যাহা আমরা বৃন্দাবন পরিক্রমার সময় দর্শন পাইয়াছিলাম।

শ্রীমানসীগঙ্গা—শ্রীকৃষ্ণের মানস-সঙ্কল্প মাত্রে এই তীর্থ প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মানসীগঙ্গা হইয়াছে। মানসীগঙ্গার উত্তরে চক্রেশ্বর মহাদেব, শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মন্দির. মানসী গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক আসিয়া গোবর্দ্ধন গ্রাম। কৃষ্ণ ও সখীগণের জলবিহার স্থান মানসীগঙ্গাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার-লীলাস্থান বলিয়াও বর্ণনা আছে। নন্দ মহারাজ গোপগণসহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনাদের দূরে যাইতে হইতে হইবে না, এইখানে গঙ্গা আছেন। শ্রীকৃষ্ণের কথায় গঙ্গা মকরবাহিনীরূপে সকলকে দর্শন দিয়াছিলেন। এই ঘটনা দীপান্বিতার দিন হইয়াছিল বলিয়া মানসীগঙ্গায় দীপাবলী দান হইয়া থাকে

ও সহস্র সহস্র ব্রজবাসী ও ভক্তগণ উহা দর্শন করিবার জন্য দীপালী উপলক্ষে গোবর্দ্ধনে আসেন এবং গিরিরাজ পরিক্রমা করেন। শ্রীগিরিরাজের মুখারবৃন্দকে (ময়ূরাকৃতি) দুগ্ধ দিয়া স্নান করান হয়। আমরা সন্ধ্যার মুখে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম। যাত্রিগণের ভিতরে দীপদান ও দুগ্ধদান করিবার জন্য হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়।

শ্রীহরিদেব—মানসীগঙ্গা পরিক্রমার প্রথমেই শ্রীহরিদেবের মন্দির। ইহা প্রাচীনতম মন্দির। এই মন্দিরের চূড়াও আওরঙ্গজেব বিনষ্ট করিয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীহরিদেবের বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। মর্ম্মর প্রস্তরের মন্দিরটি রাজা টোডরমল্ল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা গোবর্দ্ধনধারী শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলাম। শ্রীহরিদেবের মন্দির—কেহ কেহ ইহাকে মনসা দেবীর মন্দির বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মকুণ্ড ও তার তীরে মানসী দেবীর মন্দির। মানসীগঙ্গার অভ্যন্তরে পূর্ব্বদিকে গিরিরাজ আছেন তাহাতে মুকুট চিহ্ন রয়েছে। বজ্রনাভ গিরিরাজ স্থাপনা করিয়াছিলেন।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা—চতুর্থীর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমরা মনের আনন্দে খুব উল্লাসভরে সংকীর্ত্তনানুগমনে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীগিরিরাজ-পরিক্রমা আরম্ভ করিলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হইতে প্রায় ১।৩০ মিনিট বিলম্ব। "জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন, শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন"—এই কীর্ত্তন ধ্বনি করিতে করিতে প্রথমেই 'দানঘাটীতে' উপস্থিত হইলাম। দানঘাটী গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরি অবস্থিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাসহ দানলীলা করিয়াছিলেন, এই দানলীলার বর্ণনা করিয়া শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ দানকেলি কৌমুদী গ্রন্থ রচনা করেন। রসিক ভক্তগণের নিকট ইহা এক উপাদেয় গ্রন্থ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ভোরের রাতে বালু অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছেন এবং সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল মহারাজজী তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অপূর্ব্ব গীতি,—"উদিল অরুণ পূরব ভাগে, দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে, ভকত সমূহ লইয়া সাথে, গেলা নগর ব্রাজে" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণ অনুকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে এক অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল। সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করিয়া চলার পথকে সুগম করিবার এক অপূর্ব্ব সম্মোহন শক্তি প্রত্যক্ষ করিলাম। পরিক্রমার পথে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন লাভ হইল—

শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির, শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, পরাশৌলি বা পারশৌলী গ্রাম শ্রীল মহারাজজী বর্ণনমুখে বলিলেন এখানে শ্রীকৃষ্ণের বাসন্তী রাসলীলা হইয়াছিল। নিকটেই চন্দ্রসরোবর। ইহাতে রাসলীলার সময় চন্দ্র অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। এই পারশৌলী হইতে দুই মাইল দূরে 'পেঠোগ্রাম'। শ্রীকৃষ্ণ বসন্তরাসের সময় অন্তর্দ্ধান হইয়া শ্রীব্রজসুন্দরীগণকে পরীক্ষা করিবার জন্য চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধার দর্শনে তাঁহার চতুর্ভুজ দ্বিভূজে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই স্থান পৈঠগ্রাম বলিয়া পরিচিত। দেহে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভূজ পৈঠে অর্থাৎ প্রবেশ করে, সেই হেতু গ্রামের নাম 'পৈঠ' হইয়াছে।

আনোর—আনোর গ্রামের পূর্ব্বদিকে গৌরীকুণ্ড। গৌরীপূজার ছলে শ্রীচন্দ্রাবলী এখানে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতেন। আনোর অর্থাৎ অন্নকূট গ্রাম (আরো আন)। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রজবাসীগণ শ্রীগিরিরাজের পূজা করিয়াছিলেন এই আনোর গ্রামে এবং শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী এইস্থানে ভূগর্ভ হইতে গোপাল মূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া গ্রামের পশ্চিমদিকে পর্ব্বতের অপরদিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই স্থানকে গোপালপুরা বা যতিপুরা বলে। আমরা পরিক্রমার মুখে এইস্থান দর্শন করিব। থানার গ্রামের দক্ষিণদিকে গোবিন্দ কুণ্ড।

গোবিন্দকুণ্ড—গোবিন্দকুণ্ডে পৌঁছিয়াই আমরা ভক্তিভরে দণ্ডবৎ করিলাম এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কুণ্ডের জল স্পর্শ ও পান করিলাম, ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁহার অপরাধ হেতু সুরভিকে অগ্রণী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং ক্ষমা পাইবার জন্য সর্ব্বতীর্থের জলের দ্বারা কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে এই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করেন এবং কুণ্ডকে গোবিন্দনামে অভিহিত করেন। কুণ্ডের নিকটে শ্রীগোবিন্দের মন্দির ও শ্রীনাথজীর মন্দির আছে। নিকটেই কুণ্ডতীরে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের আসন আছে। এই স্থানেই কৃষ্ণ দুগ্ধপান ছলে গোপবালকরূপে শ্রীল পুরীপাদকে দর্শন দিয়াছিলেন। কুণ্ডতীরে অনেক ভজনানন্দী সাধু আছেন।

পুছরী—পুছরী গ্রামে শ্রীগোবর্দ্ধনের শেষ সীমা। এর পরেই ভরত রাজের সীমা আরম্ভ। পুছরী শব্দের অর্থ পুচ্ছদেশ। নিকটেই পুছরী বা লোঠা। লোঠা অর্থে পালোয়ান। কেহ কেহ বলেন ঘুরে চলো। ইনি নন্দবাবার দাররক্ষক ও ব্রজযুবকগণের অতীব প্রিয়পাত্র ছিলেন। এইস্থানে

আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করি। সর্ব্বক্ষণই পরিক্রমাকারী ভক্তগণ চলিতেছেন। 'ব্রজনামের' সার্থকতা এখানেই। 'ব্রজ' ধাতু অর্থে চলাফেরা করা। গিরিরাজ পরিক্রমা করিতে করিতে ব্রজবাসীগণ গিরিরাজ মহারাজ, হনুমানজী ও পুচ্ছরীর লোঠার ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিয়া থাকেন, গিরিরাজ পরিক্রমায় ব্রজবাসীগণের আনন্দ আর ধরে না। গিরিগোবর্দ্ধন তাঁদের প্রত্যক্ষ দেবতা। এইরূপ সাক্ষাৎ দর্শন না হইলে বর্ণনা পড়িয়া হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। তবে ভক্তের হৃদয়ে সহজেই অনুভূতি আসে।

আমরা পুনরায় যাত্রা শুরু করিলাম। চলার পথে নবলকুণ্ড দর্শন করি। শ্রীকৃষ্ণ নব নব রূপ ধারণ করিয়া লীলা করিতেন। নিকটেই অপ্সরাকুণ্ড (রাধারাণীর নাম অপ্সরা)। এখানে তমাল ও কদম্ব বৃক্ষের ঘন-শোভা পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের চিত্তকে আনন্দে অভিভূত করিয়াছিল। বনে বনে বিভিন্ন লীলার স্থান—শ্যামচক সখালীলা স্থান। শ্রীল মহারাজজী একটি বৃহৎ তমালবৃক্ষের পাদদেশে বসিয়া কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন দিক বর্ণন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইয়া পরিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দও নিজদিগকে হারাইয়া ফেলিলেন। রাসস্থলী হইতে রাধারাণীর অন্তর্দ্ধান, কৃষ্ণ রাধার জন্য ব্যাকুল। সখীদের কৃষ্ণের বাঁশী প্রার্থনা, রাধা বড়, না বাঁশী বড়; বিশাখা কৃষ্ণের বাঁশী টেনে নিলেন—শ্রীল জীবগোস্বামী নরোত্তম ঠাকুর রাঘব পণ্ডিতের পরিক্রমার ভাব বর্ণন ইত্যাদি। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ নূতন উদ্যমে অগ্রসর হইতেছেন। সুরভীকুণ্ড—এখানে সুরভী নিজে দুগ্ধদ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন। ঐরাবত কুণ্ড—এখানে ঐরাবত স্বর্গ হইতে শুণ্ডদ্বারা আকাশগঙ্গার জল আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন।

গোপালপুরা বা যতিপুরা—এখানে শ্রীনাথজী গোপাল ছিলেন। বর্ত্তমানে নাথদ্বারে আছেন। যতিপুরায়—মথুরেশ ও মদনমোহনের মন্দির। এখানে শ্রীবল্লভের গদী আছে। এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা বিপুল উৎসাহের সহিত এখানে অন্নকূট উৎসব করিয়া থাকেন। এখানে গিরিরাজের মুখারবিন্দ আছেন। দুগ্ধের দ্বারা গিরিরাজকে প্রত্যহ স্নান করা হইয়া থাকে। ভক্তগণও উৎসাহভরে দুগ্ধদান করিলেন। উদ্ধব কুণ্ড—এইস্থানে উদ্ধব কৃষ্ণবিহারী গোপীদের সঙ্গে আলাপন। মানসী গঙ্গাতে উপস্থিতি ও স্নান সমাপন। এইস্থান হইতে পুনরায়—শ্রীরাধাকুণ্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ। রাধাকুণ্ড হইতে

এক মাইল সীমার মধ্যে আমরা শ্রীবলবীর সিং বংশলজীর নূতন মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্ব হইতে প্রসাদ পাওয়ার এখানে ব্যবস্থা ছিল। প্রথমে কলা, আপেল পাওয়ার পরে প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করা হয়।

আমরা রাধাকুণ্ড হইতে প্রায় একমাইল পশ্চিমে শ্রীবলবীর সিং বংশল মহাশয়ের শ্রীগিরিরাজ ধর্ম্মশালাতে মধ্যাহ্ন প্রসাদ গ্রহণ করিলাম, প্রসাদের আয়োজন শ্রীজ্ঞানবীর সিং বংশল মহাশয়ই করিয়াছেন। চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় নানাবিধ প্রসাদ সেবনে তীর্থযাত্রীরা ক্ষুধার জ্বালা প্রশমিত করিয়া প্রসাদ দাতাকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

বিশ্রামান্তে বৈকাল ৩।৩০ মিঃ শ্রীরাধাকুণ্ডের উদ্দেশ্যে সংকীর্ত্তনানুগমনে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। শ্রীরাধাকুণ্ডের সীমানার মধ্যে উপস্থিত হইয়া আমরা নিম্নলিখিত স্থান দর্শন করিলাম—পরম পূজ্যপাদ শ্রীল নারায়ণ মহারাজের আনুগত্যে।

শ্রীরাধাকুণ্ড—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধা-কুঞ্জবিহারী মঠ, সানন্দসুখদকুঞ্জ; সূর্য্যকুণ্ড—এইস্থানে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ভজন করিতেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহ দর্শন। নিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবা দেবীর ভজনস্থল। বসুধা-পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু জাহ্নবী দেবীর বিভূতি দর্শনে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ এসম্বন্ধে সংক্ষেপে জাহ্নবাদেবীর ঐশ্বর্য্যের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। জাহ্নবাঘাট—এই স্থানে জাহ্নবা ঠাকুরাণী উপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামীর বৈঠক। শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর পুষ্প সমাধি। শ্রীল গোপাল ভট্টগোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামী ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মূল সমাধি (চিতাসমাধি)। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লেখনীস্থল। শ্রীল রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর ভজন-কুটীর—এইস্থানে শ্রীল নারায়ণ মহারাজ শ্রীরঘুনাথ দাস-গোস্বামী সম্বন্ধে গূঢ়রহস্য-লীলা ভাবাবেগে ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩২শ বর্ষ | ২৩ কেশব, সঙ্কর্ষণ, ৪৯৪ গৌরাব্দ
২৯ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৮৭ : ইং ১৫।১২।১৯৮০ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীকার্ত্তিকব্রতে বিধিনিষেধাঃ

(শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য পঞ্চদশবিলাসে)

বিষয় :—

কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
নিত্যং জাগরণায়াস্ত্যে যামে রাত্রেঃ সমুত্থিতঃ।
শুচির্ভূত্বা প্রবোধ্যাথ স্তোত্রৈর্নীরাজয়েৎ প্রভুম্॥ ১॥

নিত্য কার্ত্তিকমাসের রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরণের নিমিত্ত রাত্রোত্থান করিয়া শুচিপূর্ব্বক স্তোত্র-পাঠ-সহকারে প্রভুকে জাগরিত করত নীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবে॥ ১॥

নিশম্য বৈষ্ণবান্ ধর্ম্মান্ বৈষ্ণবৈঃ সহ হর্ষিতঃ।
কৃত্বা গীতাদিকং প্রাতর্দেবং নীরাজয়েৎ প্রভুম্ ॥ ২ ॥

বৈষ্ণবধর্ম্ম-সকল **শ্রবণ** করিয়া বৈষ্ণবগণ-সহ সহর্ষে গীতাদি করিয়া প্রাতঃকালে প্রভুকে **নীরাজন** করিবে ॥ ২ ॥

নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গত্যা সেবেত ভগবৎকথাং।
সর্পিষাহর্নিশং দীপং তিলতৈলেন চার্চ্চয়েৎ।
বিশেষতশ্চ নৈবেদ্যান্যর্পয়েদাচরেত্তথা।
প্রণামাংশ্চ যথাশক্ত্যা একভক্তাদিকং ব্রতম্ ॥ ৩ ॥

কার্ত্তিকমাসে নিত্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ভগবৎকথা সেবন এবং দিবা-রাত্র ঘৃত বা তিলতৈল দ্বারা প্রদীপ দিয়া অর্চ্চনা করিবে। অন্যান্য মাস অপেক্ষা কার্ত্তিকমাসে বিশেষ করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পণ ও বিশেষরূপে প্রণামাদি করিয়া যথাশক্তি **একক্ত্যাদি** অর্থাৎ **একবারমাত্র ভোজনরূপ ব্রত ধারণ** করিবে ॥ ৩ ॥

দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনং।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্ ॥ ৪ ॥

কার্ত্তিকমাসে দামোদরের অর্চ্চনপূর্ব্বক **সত্যব্রত মুনি-কথিত 'দামোদরাষ্টক' নামক স্তোত্র নিত্য পাঠ করিবে,** তাহাতেই দামোদর বশীভূত হইয়া থাকেন। ৪ ॥

নিষেধাঃ—

কার্ত্তিকে তু বিশেষেণ রাজমাষাংশ্চ ভক্ষয়ন্।
নিষ্পাবান্ মুনিশার্দ্দূল যাবদাহূতনারকী ॥ ৫ ॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে রাজমাস (বরবটী কলাই) এবং নিষ্পাব (শিম্বী) ভোজন করে, সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে ॥ ৫ ॥

কলিঙ্গানি পটোলানি বৃন্তাকং সন্ধিতানি চ।
ন ত্যজেৎ কার্ত্তিকে মাসি যাবদাহূতনারকী ॥ ৬ ॥

যে মনুষ্য কার্ত্তিকমাসে কলিঙ্গ (কলমীর শাক), পটোল, বৃন্তাক (বার্ত্তাকী) এবং সন্ধিত (আসবাদি) যদি পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নারকী হইবে ॥ ৬ ॥

তৈলাভ্যঙ্গং তথা শয্যাং পরান্নং কাংস্যভোজনং।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েদযস্তু পরিপূর্ণব্রতী ভবেৎ ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে **তৈলমর্দ্দন, শয্যা, পরান্ন** এবং **কাংস্যপাত্রে ভোজন** বর্জ্জন করেন, তাহার ব্রত পরিপূর্ণ হয় ॥ ৭ ॥

কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েত্তৈলং কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েন্মধু।
কার্ত্তিকে বর্জ্জয়েৎ কাংস্যং কার্ত্তিকে শুক্ত-সন্ধিতম্ ॥
ন মাৎস্যং ভক্ষয়েন্মাংসং ন কৌর্ম্মং নান্যদেব হি।
চাণ্ডালঃ স ভবেৎ সুভ্রু কার্ত্তিকে মাংসভক্ষণাৎ ॥ ৮ ॥

হে সুন্দরি! কার্ত্তিকমাসে **তৈল, মধু, কাংস্য, শুক্ত** (কাঞ্জিকাদি পর্য্যুষিত অম্লদ্রব্য), **সন্ধিত** (আসবাদি মদ্যবিশেষ), **মৎস্য**, কূর্ম্ম, মাংস এবং অন্য (আমিষতুল্য) দ্রব্য ভোজন করিবে না। যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসে **মাংস** ভোজন করে সে চণ্ডাল হয় ॥ ৮ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা

লালসাময়ী গীতি

গৌরাঙ্গ **'বলিতে'** হ'বে **'পুলক'** শরীর।
হরি হরি বলিতে **'নয়নে ব'বে নীর'**॥
আর কবে **'নিতাই** চাঁদ' করুণা করিবে।
'সংসার'-'বাসনা' মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম্ হেরব **'শ্রীবৃন্দাবন'**॥
'রূপ-রঘুনাথ' বলি' হইব আকুতি।
কবে হাম্ বুঝব সে **'যুগল পীরিতি'**॥
রূপ, রঘুনাথ-পদে রঁহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

প্রার্থনা-রস-বিবৃতি ঃ—

বৈধ ও রাগানুগ-ভেদে প্রার্থনা দ্বিবিধ

চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের অন্যতম বিজ্ঞপ্তি বা প্রার্থনা। বৈধ ও রাগানুগ উভয় প্রকার সাধন-ভক্তিতে বিজ্ঞপ্তি আছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাগুলি রাগানুগ ভক্তেরই বিশেষ উপযোগী। যেখানে শাস্ত্র শাসনভয়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধিত হয়, উহাই বৈধ-সাধন। রাধাকৃষ্ণ সেবালাভের দ্বারা শ্রবণাদি সাধিত হইলে উহাই রাগানুগ সাধন।

প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তির প্রকার-ভেদ—সম্প্রার্থনাত্মিকা

সাধারণতঃ বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার, যথা :—সম্প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। এতদ্ব্যতীত নিষ্ঠাময়ী, মনঃশিক্ষাময়ী বিরহময়ী, উপলব্ধিময়ী প্রভৃতি নানাপ্রকার বিজ্ঞপ্তি হইতে পারে। কৃষ্ণে, ভগবদ্ভক্তে, নিজের মনের প্রতি ও কোথাও বা আশ্রিত জনের প্রতি বিজ্ঞপ্তিসমূহ দেখা যায়। অনুৎপন্ন-ভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাধারণভাবে প্রার্থনাই **সম্প্রার্থনাত্মিকা**। অজাত-ভাব জনগণের উপযোগী করিয়া লিখিত হওয়ায় প্রার্থনার প্রথম গীতিটী কেহ কেহ সম্প্রার্থনাময়ী মনে করেন, কিন্তু উহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত লালসাময়ী প্রার্থনা।

লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি

যেখানে জাতভাব ব্যক্তি নিজ প্রতিষ্ঠাভয়ে সৌভাগ্যপূর্ণ প্রকৃত অবস্থা আবরণ করিয়া অজাত-ভাব প্রদর্শন করেন, তথায় এরূপ লালসাময়ী প্রার্থনা সম্প্রার্থনাত্মিকা বলিয়া সাধারণের ভ্রম হইতে পারে। শিক্ষাষ্টক-লিখিত—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥" অথবা
"কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্॥" প্রভৃতি লালসাময়ী বিজ্ঞপ্তি এই জাতীয় গীত। শ্রীচরিতামৃত অন্ত. বিংশ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত,—

"প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ॥" ২৮,
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ।" ১৯,
"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।" ৩৭, এবং মধ্য দ্বিতীয় ৪৫ সংখ্যার "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ" প্রভৃতি ভাবসমূহ জাতভাব নির্দ্দেশ করিতে বিশেষভাবে আলোচ্য।

বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ভাগবতগণের সদ্ধর্ম্ম-তালিকা শ্রীমদ্ভাগবত তদনুগ-শাস্ত্রসমূহে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসেও আমরা অনেকগুলি ভক্ত্যঙ্গের কথা দেখিতে পাই। শ্রীপ্রহ্লাদোপাখ্যানে নবধা-ভক্তির কথা ভক্ত-সমাজে সর্ব্বদাই আলোচিত হয়। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভু-কথিত চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে। "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥" আবার এই পাঁচ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের চারিপ্রকার, কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তির যোগেই সাধিত হইবার কথা শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব বিশেষভাবে আজ্ঞা করিয়াছেন। **কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরি"-শ্লোকে 'সদা'-শব্দে অন্য অঙ্গ-সাধনের স্বতন্ত্রতার কালগত ব্যবধান নিরস্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কীর্ত্তনযোগেই অন্য অঙ্গের স্বীকরণ জানিতে হইবে।** শিক্ষাষ্টকের আদিতে সংকীর্ত্তনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠাভিধেয়ত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রচারিত হইয়াছে। রাগানুগভক্তগণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন।

শ্রীগৌর-নামই সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তনীয় ও তন্নামেই রূপ-গুণাদির স্ফুরণ

কৃষ্ণ ও গৌর অভিন্ন। **শ্রীগৌরনাম অগ্রে করিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাই মহাজনের পথ।** শ্রীগৌর-পদাশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনাম ভজনের কথা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না। শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ বলেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

নাম-ভজনেই প্রয়োজন-সিদ্ধি। নামকীর্ত্তন হইতেই রূপ-গুণ-লীলা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। সেবার উন্মুখতা হইলেই নাম কীর্ত্তিত হন। নাম কীর্ত্তিত হইলে অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদি অলৌকিক-বিষয় সমাগমে সাধক-দেহে পুলক এবং নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম সাক্ষাৎ অভিন্ন কৃষ্ণ। কৃষ্ণচৈতন্যের রূপ গৌর অর্থাৎ তিনি গৌরাঙ্গ। তাঁহার গুণ—মহাবদান্য এবং তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান। গৌরনামে রূপ-গুণ-লীলোদয়ে গৌর-নামোচ্চারণকারী অপ্রাকৃত হন, তখন গৌরাভিন্ন হরিনামে হরির অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলা প্রকাশমান হন। নামে রূপাদি স্ফূর্ত্তি হইলে জীব

অপ্রাকৃত আনন্দে নিজ প্রাকৃত অনুভূতি তৎকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া পুলক ও নয়ন-ধারায় আপ্লুত হন। নামভজন-ফলে অশ্রু-পুলকাদি অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীনামবলে কপটাচরণ

নামে অশ্রু-পুলকাদি ভক্তে দৃষ্ট না হইলে তাঁহার অপরাধ আছে জানিতে হইবে—এরূপ জানিয়া অনেক কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ-মানসে নিজ কপট সৌভাগ্য জ্ঞাপন করেন; তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের—

"তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং, যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো, নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥"

উক্ত শ্লোক দ্বারা তাঁহাদিগের আচরণ নিতান্ত গর্হণযোগ্য জানাইয়াছেন। অপরাধযুক্ত কৃষ্ণনামে তাঁহাদের হৃদয় দ্রব না হয়, অথচ নৈসর্গিক পিচ্ছিলতা বা কপটতা-বশে অশ্রু পুলকাদি প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা জাতভাব প্রকাশ করেন, তাদৃশ হৃদয় বাস্তবিকই লৌহ-সদৃশ কঠিন। সর্ব্বোত্তম প্রাপ্তপ্রেম ব্যক্তি আপনাকে হীনজ্ঞানে রাগ সম্বন্ধহীন প্রেমধন রহিত বলিয়াই প্রচার করেন। মূঢ় প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয় দর্শক জাতভাব ব্যক্তিকে কঠিন-হৃদয়, বিচার প্রাণ, অপ্রাপ্ত ভাব জানিয়া নিজের অমঙ্গল সংগ্রহ করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের নিষ্কপট আচরণ-শিক্ষা

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় শ্রীরূপানুগগণের মধ্যে অত্যুচ্চ আসন লাভ করিয়াও তাঁহার অনুগতজনের কল্যাণের জন্য জাগরিত ভক্তের কীর্ত্তনে প্রয়োজন-লাভ-লালসাবিশিষ্ট ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। অপ্রাকৃত সম্বন্ধ-জ্ঞান-সমন্বিত ভক্তি গৌর-কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনেই অভিধেয় ভজন জানিয়া নাম-কীর্ত্তন-ফলে আনন্দাশ্রু-'পুলকাদি' প্রয়োজন লাভ করেন—এইরূপ বস্তুনির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণাদিতে করিয়াছেন।

স্বতন্ত্র লীলাস্মরণ রূপানুগ ভজন নহে—উহা কীর্ত্তনাধীন

শ্রীগৌরকৃষ্ণ-নামই শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর সম্বন্ধ, শ্রীনামকীর্ত্তনই অভিধেয়-ভক্তি এবং প্রাপ্ত-কৃষ্ণপ্রেম ব্যক্তির আনন্দাশ্রু-পুলকাদিই প্রয়োজন-লাভ। বলা বাহুল্য (মূল পয়ারে) 'বলিতে'-শব্দ প্রয়োগদ্বারা নাম-কীর্ত্তনই অভিপ্রেত। রূপ-দর্শন, গুণ-শ্রবণ বা লীলা-স্মরণ নামকীর্ত্তন হইতে পৃথক্ বুদ্ধিতে অভিধেয়-ভক্তি নির্ণয় করা শ্রীপাদের অভিপ্রেত নহে। 'শ্রীনামই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়'—এই কথা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ শিক্ষায় জগজ্জীবকে নিরন্তর উপদেশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্য উপদেশ তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত-জনের

নাই বলিয়াই শ্রীরূপানুগগণ বিশ্বাস করেন। **'নাম-কীর্ত্তন ছাড়িয়া স্বতন্ত্র-ভক্ত্যঙ্গ-জ্ঞানে লীলা স্মরণ রূপানুগগণের ভজন-পদ্ধতি নহে। ঐগুলি কীর্ত্তনাধীন।** শ্রীনামই সেবোন্মুখ সেবকের অপ্রাকৃত বদনে কীর্ত্তনীয়। শ্রীরূপ, গুণ, লীলা সেবকের সাধনকালীয় ওষ্ঠের দর্শনীয়, শ্রবণীয় বা মননীয় নহেন। পরন্তু অপ্রাকৃত সেবোন্মুখতায় শ্রীনাম-কীর্ত্তনেই সেবনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে শ্রীরূপ-গুণ-লীলাদির স্ফূর্ত্তি হয়। শ্রীমদ্ ভাগবত ২য় স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোকে লিখিত **"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্"** শ্লোকের অর্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

'সোঽপি স্মরণ-প্রযত্নঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনবতো ভক্তস্য নাবশ্যক ইত্যাহ। শৃণ্বত ইতি স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদয়ং প্রবিশতীতি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণমিতি জ্ঞাপিতম্।"

শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্বোপলব্ধিতে সংসার-বাসনা-নাশ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অভিন্ন বলদেব, শ্রীগৌরসুন্দরের বৈভব-প্রকাশ। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠে সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের ঈক্ষণক্রমে কারণ-সমুদ্রে কারণশায়ী, গর্ভ-সমুদ্রে হিরণ্যগর্ভ অন্তর্য্যামী পরমাত্মা এবং ক্ষীর-সমুদ্রে ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি-মহাবিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও রক্ষণ-পালনাদি করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বের উপলব্ধি হইলে বদ্ধজীব-সমস্ত **'সংসার'** হইতে বিমুক্ত হন। পুরুষাবতারগণের সহিত মায়ার সম্বন্ধ থাকিলেও তাঁহারা মায়াধীশ। বদ্ধজীব স্বীয় অবিদ্যাবন্ধনে মায়িক সংসারে হরিসেবা বিস্মৃত হইয়া নিজভোগময় **'বাসনা'**-বিশিষ্ট হন। শ্রীনিত্যানন্দ স্বরূপ-তত্ত্বজ্ঞান হইলে তাঁহার কৃপায় জীবের সংসারে ভোগ-বাসনা থাকে না।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় বৃন্দাবন-দর্শন

শুদ্ধজীব নিত্যানন্দের সেবাভিমানে বিষয়সমূহ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল হন। অপ্রাকৃত নিত্য-সেবকাভিমান প্রবল হইলে ভোগময় প্রাকৃত রাজ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তিনি প্রেম-নয়নে অপ্রাকৃত ভূমি শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহারস্থলী দর্শন লাভে যোগ্য হন। শ্রীনিত্যানন্দের **'করুণা'ই** জীবের অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভের মূল।

নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৬)

আরে আর কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ, তাঁহা সর্ব্বলভ্য হয় ॥ ৫।১৯৫ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম ॥ ৫।২০০ ॥
যাঁহা হইতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়।
যাঁহা হইতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয় ॥ ৫।২০১-২০২ ॥

প্রভৃতি শ্রীচরিতামৃতোক্ত কবিতা এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। যাঁহারা সাধকরূপে 'বৃন্দাবন' দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়-সুখান্বেষণ করেন, তাঁহাদের অপ্রাকৃত ভূমি দর্শনের সৌভাগ্য হয় না।

শ্রীরূপ-রঘুনাথের দাস্যেই শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীরাধা-কৃষ্ণপ্রেম লাভ

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরপার্ষদ 'শ্রীরূপ-রঘুনাথ' দাস গোস্বামীদ্বয় আছেন। রাগানুগ ভক্তগণের পরম আরাধ্যবস্তু শ্রীরূপ-গোস্বামী এবং রূপানুগ শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। ইঁহারাই গৌর-পদাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের সেব্য অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের অধিকারী। তাঁহাদের পাদপদ্ম-সেবায় অতৃষ্ণাৎসুক্য হইলে রূপানুগ-চরণোপজীবিগণের 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিচিত্রতা'র উপলব্ধি ঘটে।

সাধক ও সিদ্ধ-রূপে সেবা দুই প্রকার

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাব-লিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।১৫১)

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-প্রমুখ ব্রজবাসিগণের আগমনে অন্তশ্চিন্তিত সেবনোপযোগী সিদ্ধদেহে ব্রজভাবলুব্ধ রূপানুগগণ রাধা-গোবিন্দের 'মানস-ভাব-সেবা' করিয়া থাকেন। আবার শ্রীরূপ ও শ্রীরতিমঞ্জরীর আনুগত্যে সেবাভিলাষপর হইয়া ব্রজবাসী গৌরপার্ষদদ্বয়ের প্রদর্শিত আদর্শ-জীবনে সাধকরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনপর হন।

শ্রীরূপানুগত্যেই লালসাময়ী ভজন

শ্রীনিত্যানন্দের করুণায় জীব অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া বিষয়মুক্ত হন এবং অপ্রাকৃত ভূমিতে কৃষ্ণাশ্রিত মঞ্জরীদ্বয়ের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হন—ইহাই শ্রীরূপানুগগণের জীবিকা। রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ" প্রভৃতি গীত এই আশার অস্ফুট-বিকাশ।

—শ্রীল প্রভুপাদ

বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা

বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বকালোপযোগীত্ব

পৃথিবীতে যে-সমস্ত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, সে-সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা বৈদিক আর্য্য-ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ও উদার। বৈদিক আর্য্য-ধর্ম্মের বিশেষ মাহাত্ম্য এই যে, ঐ ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় জীবের মঙ্গলবিধান করে। অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই জীবের কোন কোন বিশেষ অবস্থায় উপযোগী; সর্ব্বাবস্থায় কার্য্য করিতে পারে না।

ধর্ম্মের পঞ্চপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ

জগতে যে-সকল ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাদিগকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা :—

১। জীবের-নিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম।
২। জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্ম।
৩। জীবের অনিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম।
৪। জীবের সমষ্টি সুখবর্দ্ধক নৈতিক ধর্ম্ম।
৫। জীবের জড় সামর্থ-সম্বর্দ্ধক ধর্ম্ম।

নিত্যসুখোদ্দেশক ধর্ম্মের পরিচয় ও প্রধান কয়েকটীর নাম

জীবের নিত্য সুখোদ্দেশক ধর্ম্মের অন্য নাম—ভগবদ্ভক্তি। যে-ধর্ম্মে জীবকে 'নিত্য' বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে এবং নিত্যানন্দই জীবের পরম প্রয়োজন বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে, সেই ধর্ম্মের নাম—ভক্তি। সেই ধর্ম্মে ভগবৎ তত্ত্বের নিত্যত্ব, জীবের নিত্যত্ব, জীবের ভগবদ্দাস্য, জড়ীয় সম্বন্ধের অনিত্যতা, প্রীতি-তত্ত্বের নিত্যতা ইত্যাদি প্রধান প্রধান কয়েকটী বিষয় সর্ব্বত্র স্বীকৃত আছে। যে-সকল ধর্ম্মে উক্ত মূল বিষয়গুলি স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সকল ধর্ম্ম জীবের নিত্য-সুখ-উদ্দেশক ধর্ম্ম বলিয়া অবশ্য অভিহিত হইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম-সকলকে বৈজ্ঞানিক-চক্ষে দৃষ্টি করেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, খ্রীষ্টধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্মসকল জীবের নিত্য-সুখোদ্দেশক। ঐ সকল ধর্ম্মে যত প্রকার অবান্তর ভেদ থাকুক না কেন, উহারা মূলে সমজাতীয়।

সুখ-দুঃখ নাশক ধর্ম্মের পরিচয় ও তালিকা

জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্মটী অনেক আকারে জগতে পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম, পেসিমিসম্ ও কেবল অদ্বৈতবাদ প্রধান। এই মতটী সময়ে সময়ে উত্থিত হইয়া জগতের অনেক স্থানে ব্যাপিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার আকার ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ফলে ইহাতে চরম সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্রই এক। এই সমস্ত মতকে জীবের সুখ-দুঃখ নাশক ধর্ম্ম বলা যায়, যেহেতু ঐ সমস্ত মতে জীবের সত্তাই অমঙ্গলময়। জীবের সত্তানাশই পরম লাভ। সত্তা-নাশ দুই প্রকারে সিদ্ধান্তিত হয়। এক প্রকার এই যে, বস্তু একমাত্র আছে, তাহা নিত্যই নির্গুণ ও বিকারশূন্য। জীবের সত্তাসমূহ, বিকার ও ভেদময়, অতএব মিথ্যা ও ক্লেশময়। যে-অবস্থায় ঐ সমস্ত ব্যবহারিক ভেদ চরম অভেদ-তত্ত্বে পর্য্যবসিত হয়, সে-অবস্থার নাম—মুক্তি বা নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণই একমাত্র ভেদ-জনিত সুখ-দুঃখনাশক। সেই নির্ব্বাণ যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে লভ্য হয়, সেই ধর্ম্মকে জীবের সুখ-দুঃখনাশক ধর্ম্ম বলি। জেনোফেনিস্ ও পারমিনাইডিস্ প্রভৃতি নির্ব্বাণবাদী পণ্ডিতগণ ঐ মত গ্রীকদেশে প্রচলিত করেন। মধ্য ইউরোপপ্রদেশে ঐ মত কিছু কিছু ভিন্নাকারে স্পিনজা, ফিষ্টী, সেলিং ও হেজেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। স্কুপেন-হুয়ার ও হার্টমান প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঐ মতকে একটী ভিন্নাকারে পেসিমিজম্ বলিয়া জগতে প্রচার করেন। অস্মদ্দেশে জৈনমত বৌদ্ধমত এবং কেবল-অদ্বৈতমত ঐ মতের অনুগত। নানক, শিবনারায়ণ, গোরক্ষনাথ, আউলে চাঁদ, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি আধুনিক লোকগণ ঐ মতকে উপাসনা-সম্প্রদায় মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। যে আকারেই থাকুক, যে-মতে চরম লয়রূপ মুক্তিকে অন্বেষণ করে, সে-মতকে আমরা নির্ভয়ে জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্ম বলিয়া উক্তি করিতে পারি।

অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্মই কর্ম্মমার্গ; মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মে ইহা গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট

জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম অনেক আকারে জগতে লক্ষিত হয়। ইহাকেই কর্ম্মমার্গ বলে। এই মতে কোনস্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান আছে, কোন-স্থলে তাহাও নাই। শরীর-গত সুখ, এই শরীর পতন হইলে দিব্য-শরীর-গত বিষয়-সুখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-সুখই এই মতের তাৎপর্য্য। দ্রব্যসংঘটন ও

বিশেষ বিশেষ কার্য্যদ্বারা ঐ সুখের লাভ হয়। এই মত অনেক প্রকার নিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম মধ্যেও গোপনে গোপনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মুসলমান-ধর্ম্মটী প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মের স্বর্গ-সুখের ইন্দ্রিয়পরতা বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম তন্মধ্যে গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্মের তত প্রাবল্য নাই, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম যে তাহাতে কিছুমাত্র নাই—এরূপ বলা যায় না। পুনরুত্থান ব্যাপারটী ভাল করিয়া বিচার করিলে আমাদের সন্দেহটী দৃঢ়তর হইয়া পড়ে। গার্ডেন অব ইডেন সম্বন্ধীয় ভাবসকলও ঐ সন্দেহকে পুষ্টি করে।

সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক-ধর্ম্ম সর্ব্বাবস্থায় অনিত্য সুখোদ্দেশক

জীবের সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক-ধর্ম্ম জড়ীয় বিজ্ঞানকে অবলম্বন করত অনেক পণ্ডিতগণের প্রিয় হইয়াছে। জড়বাদ, স্থিরপদ, সমাজবাদ প্রভৃতি সমস্ত নাস্তিক ধর্ম্ম সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক ধর্ম্মের অন্তর্গত। সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক নৈতিক-ধর্ম্ম যে পূর্ব্বোক্ত তিনটী ধর্ম্মে থাকিতে পারে না, তাহা নয়। যে-সময়ে সমষ্টি-সুখবাদ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম হইতে স্বাধীন হইয়া মানববৃন্দকে আহ্বান করে, তখনই উহা হয় জড়বাদ বা স্থিরবাদ অথবা সমাজবাদ হইয়া পড়ে। জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্মকে সকল অবস্থাতেই এই সমষ্টি-সুখবর্দ্ধক-ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকে। উহাদিগকে পৃথক্ করিবার হেতু এই যে, জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম কোন কোন অবস্থায় সমষ্টি-সুখজনক ধর্ম্ম হয় না, কিন্তু সমষ্টি-সুখবাদ সকল অবস্থাতেই অনিত্য-সুখোদ্দেশক হইবে। কর্ম্মকাণ্ডটী অনেক অংশে সমষ্টি-সুখবাদ মতে পরিগণিত। সমষ্টি-সুখবাদ মতে আত্মার নিত্যত্ব নাই, যে-আত্মা যে-কার্য্য করেন, তাহার ফল সমষ্টি জীব লাভ করে। কেহ বলেন যে, শক্তিই এই সমস্ত ফলের চালক। কেহ বলেন, অদৃষ্টই ঐ ফল প্রদান করে। কেহ বা বলেন,—'অপূর্ব্ব' নামক তত্ত্বই ঐ ফল জীবকে ভোগ করান।

জড়-সামর্থ্য সম্বর্দ্ধক ধর্ম্ম জড়-শরীর লিঙ্গ-শরীর বা জ্যোতির্ম্ময় শরীরের শক্তিবৃদ্ধিকেই লক্ষ্য করে

জীবের জড় সামর্থ্য-সম্বর্দ্ধক ধর্ম্ম নানাদেশে নানাপ্রকারে লক্ষিত হয়। কোন দেশে কেবল এই জড় শরীরের বৈজ্ঞানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করার পরামর্শ

দেখা যায়। কোন দেশে বা কোন মতে,—এই জড় শরীরের অতীত কোন লিঙ্গশরীর বা জ্যোতির্ম্ময় শরীরের গুপ্ত সামর্থ্য প্রকাশ করার বিশেষ উপদেশ দেখা যায়। দেশ বিদেশে যত প্রকার তান্ত্রিক, যান্ত্রিক, মুদ্রাঘটিত ও ধর্ম্ম-প্রথা প্রচলিত আছে, সে-সমুদায় এই মতের অন্তর্গত। ষড়ঙ্গ যোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ, বৌদ্ধ যোগ, থিয়সফি—এ সমুদায়ই এই মতের অন্তর্গত। থিয়সফি যদিও জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্মের সহিত অনেকটা সম্বন্ধ রাখে, তথাপি ইহার নিজভূমি এই জড়-সামর্থ্যবোধক ধর্ম্মের অন্তর্গত।

বৈদিক আর্য্যধর্ম্মই পূর্ণ ধর্ম্ম

একটু গাঢ়রূপে বিচার করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে, যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে এবং হইতে পারে, সে-সমুদায়ই এই পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মের অন্তর্গত। আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ কাল পর্য্যন্ত যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে, সে সমুদায়ই হয় উক্ত পাঁচটির মধ্যে একটি, নয় অন্যটীকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম ব্যতীত কোন ধর্ম্মেই উক্ত পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মের অবস্থিতি ও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। বরং তন্মধ্যে একটীকেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং অন্য সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। এমত অবস্থায় কোন ধর্ম্মই জীবের সকল অবস্থায় মঙ্গল বিধান করে না। অতএব দৈহিক আর্য্যধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মই পূর্ণ ধর্ম্ম নয়।

একমাত্র বৈদিক আর্য্যধর্ম্মেই অধিকারোন্নতির ক্রমোপদেশ

বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মেরই যথাযোগ্য উপদেশ ও সামঞ্জস্য আছে। জীব যে অবস্থাতেই থাকুন, বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে সেই অবস্থায় যাহাতে নিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহাতে নিষ্ঠার ও অধিকার উপস্থিত হইলে সেই নিষ্ঠার পরিত্যাগের যথাযোগ্য বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে যে জীবের যথার্থ মঙ্গল হয়, ইহাতে সন্দেহ কি? জীবের নিতান্ত জড়বদ্ধাবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিন্ময় অবস্থা-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অনেক সোপান লক্ষিত হয়। সোপান দিয়া উচ্চ চূড়া প্রাপ্ত হইতে গেলে ক্রম অবলম্বন না করিলে কিছুতেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। অন্যান্য ধর্ম্মে কোন একটী সোপানকে দেখাইয়া দেয়, কিন্তু তন্নিম্নস্থ সোপান অতিক্রম কিরূপে করা যাইবে, তাহার কোন পন্থা বলে না। তাহাতে ফল এই হয় যে, ধর্ম্ম একটী স্বতন্ত্র জপ্য

বস্তু হইয়া পড়ে। কোনক্রমেই জীবনস্বরূপপ্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্ম যতক্ষণ ধার্ম্মিকের জীবন না হয়, ততক্ষণ তাহা একটী আগন্তুক অতিথির ন্যায় গৃহে অবস্থিতি করে। তাহাতে জীবের কি মঙ্গল হইবে? জড়বাদী জড়বাদীই থাকে, কর্ম্মী কর্ম্মীই থাকে, জ্ঞানবাদী জ্ঞানবাদীই থাকে; উচ্চাধিকার লাভ করে না। বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে ঐ সমস্ত মত স্থানে স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যথাধিকার কার্য্য করিবার জন্য ভূয়ো ভূয়ঃ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যাহার পরম প্রেম পর্য্যন্ত উচ্চগতি অতি শীঘ্র না হয়, সে ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্ভাগা। বৈদিক-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এই যে, তাহাতে অনেকেরই মঙ্গল সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মে মঙ্গল কদাচ ঘটে। যেহেতু সেই সেই ধর্ম্মে অবস্থা-বিশেষে ধর্ম্মই জীবের উন্নতির বাধক হইয়া পড়ে।

বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে সমস্ত প্রকার ধর্ম্মই ক্রোড়ীভূত, তদ্বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ

বৈদিক আর্য্য-ধর্ম্মে যে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মের যথাস্থানে বিচার ও উপদেশ আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত বেদবচনগুলি উদ্ধৃত করা গেল। এস্থলে বিশেষ বিচার হইতে পারে না।

জীবের নিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য; যথা,—

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

অস্যার্থঃ—আনন্দরূপ ও অমৃত-স্বরূপ পরমতত্ত্ব যাহা নিত্যরূপে প্রকাশিত আছে, তাহা ধীরসকল বিজ্ঞান দ্বারা দর্শন করেন।

জীবের সুখ-দুঃখ-নাশক ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য; যথাঃ (তেজবিন্দূপনিষৎ)

ন ভয়ং সুখ-দুঃখঞ্চ তথা মানাপমানয়োঃ।
এতদ্ভাব-বিনির্ম্মুক্তং তদ্‌গ্রাহ্যং ব্রহ্মতৎপরম্॥

তথা চ ভাগবতে, তৃতীয়ে ২৫ অধ্যায়ে :—

যোগ আধ্যাত্মিকঃ পুংসাং মতো নিঃশ্রেয়সায় মে।
অত্যন্তোপরতির্যত্র দুঃখস্য চ সুখস্য চ॥

জীবের অনিত্য-সুখোদ্দেশক ধর্ম্ম সম্বন্ধে শ্রুতি; যথা :—

"স্বর্গকামঃ অশ্বমেধং যজেত।" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ।"

অনিত্য স্বর্গ-সুখকামী পুরুষগণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করুক।

জীবের সমষ্টি সুখবর্দ্ধক নৈতিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা :—

"তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো যান্যপশ্যংস্তানি ত্রেতায়াং বহুধা সংজ্ঞানি। তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে।"

ত্রেতাযুগে ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন যে, বেদবিহিত কর্ম্ম সাঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইলে অবশ্য ফলদায়ক হয়। সেই সকল কর্ম্ম আচরিত হইলে তোমাদের সমষ্টিমঙ্গল হইবে। সেই সকল তোমাদের একমাত্র পন্থা।

জীবের জড়-সামর্থ্য-সম্বর্দ্ধক ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ কথিত হইয়াছে :—

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় অমৃতবিন্দুপনিষদি, যথা—অনেন বিধিনা সম্যঙ্ নিত্যমভ্যস্যতঃ ক্রমাৎ। স্বয়মুৎপদ্যতে জ্ঞানং ত্রিভির্মাসৈর্ন সংশয়ঃ॥ পূর্ব্বোক্ত যোগ-বিধিক্রমে তিনমাস অভ্যাস করিলে সমস্ত জড় বিজ্ঞান উপস্থিত হয়।

এ সমুদায় বিচার করিলে প্রতীত হইবে যে, জগতে যত প্রকার নাস্তিক বা আস্তিক ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে, সে-সমুদায়ই বিজ্ঞান-সহকারে বৈদিক আর্য্যধর্ম্মে বিচারিত হইয়াছে। অধিকার ভেদে সকল লোকের জন্যই আবশ্যকীয় ধর্ম্মের ব্যবস্থা দেখা যায়। অতএব, বৈদিক আর্য্যধর্ম্মই জীবের একমাত্র মঙ্গলজনক ধর্ম্ম।

বৈদিক আর্য্যধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম। আজকাল লোকেরা অজ্ঞানবশতঃ এরূপ উদার ধর্ম্মের নিন্দা করিয়া থাকে। আমাদের প্রার্থনা এই যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষ বিবেচনা না করিয়া যেন কোন ধর্ম্মের নিন্দা না করেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীগুরু-কৃপা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীরূপ শিক্ষায় লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১০১)

তাৎপর্য্য এই যে জীবসকল দুষ্কৃতিফলে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে এবং নব নব কর্ম্ম-বাসনার উদয়ে তাহার সংসার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। যে কোনরূপে অজ্ঞানক্রমেও এমনকি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও যদি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা হইয়া যায়, তবে সেই প্রকার কর্ম্মফলে সুকৃতি সঞ্চয় হয় এবং ঐ সঞ্চিত সুকৃতির উদয়ে গুরুকৃপা লাভ ঘটে। সাধারণতঃ জীবের বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয় না। ভোগোন্মত্ত জীবের স্বভাব এই যে তাহারা নশ্বর বস্তুর সেবা করিবে, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতির সেবা করিবে, বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা করিবার অভিলাষ তাহাদের হইবে না।

গৃহমেধী জীবের কনক কামিনী প্রতিষ্ঠাই একমাত্র কাম্য। যাহারা ঐ সকল ভোগ্য বস্তুর ইন্ধন যোগাইয়া দেয়, তাহাদিগকেই উপদেষ্টা, হিতকামী বা গুরুরূপে বরণ করে এবং তাহার ফলে পরিণামে বাসনাময় সংসারই বৃদ্ধি হয়। পরন্তু যদি কোন জীবের সৌভাগ্যক্রমে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়, তবে ঐ সুকৃতিফলে তাহার সাধুগুরুর সঙ্গ লাভ হয়। সেই সুকৃতিশালী জীবের পরম কল্যাণ বিধানের জন্য নিখিল কল্যাণৈকখনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রেষ্ঠজনকে মহান্তগুরুরূপে এজগতে প্রেরণ করেন। ইহাই কৃষ্ণ-কৃপা। আর শ্রীগুরুদেব জীবগণকে কৃষ্ণসেবারূপ অনুগ্রহ প্রদান করিয়া থাকেন ইহাই গুরুকৃপা। ইহার অপর নাম ভক্তিলতা বীজ। ভক্তিলতা-বীজ লাভই যে ভজনের পরিপক্ক অবস্থা তাহা নহে, এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় বলিতেছেন—

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন। (চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫২)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করত তাহার অনুকীর্ত্তনই জল-সেচন কার্য্য। শ্রদ্ধাবান্ জীব সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া শিষ্যের যোগ্যতানুসারে বিবিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার সকল ইন্দ্রিয়কে আত্মেন্দ্রিয় তোষণের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত করেন। এই প্রকার সেবাফলে তাহার ক্রমান্বয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহাই ভক্তিলাভের সহজ ও সুগম পন্থা। কিন্তু গুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া অর্থাৎ গুরুদেবকে বাদ দিয়া কৃষ্ণভজনের ছলনা, তাহা "ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার" ন্যায় বৃথা পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং এরূপ

অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণসেবা লাভাশা সুদূরপরাহত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'ব্রূয়াঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত"। শ্রীগুরুদেব স্নিগ্ধ অর্থাৎ বিশ্রম্ভ শিষ্যকে বস্তুর পরম গুহ্য উপদেশ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে অকপট সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব আমাদের চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম প্রদান করিয়া থাকেন।

নবযোগেন্দ্রের অন্যতম প্রবুদ্ধ ঋষির বাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্ম দৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাহরি ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত)

শ্রীগুরুদেবকে একমাত্র হিতকারী বান্ধব এবং পরমারাধ্যতম হরিস্বরূপ জানিয়া নিরন্তর নিষ্কপটে তাঁহার অনুগমনে ভাগবত-ধর্ম্মের শিক্ষা করিতে হইবে। তদ্দ্বারা আত্মা হরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মোটকথা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক নিষ্কপটে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পালন করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেক সময় ভোগোন্মত্ত চিত্ত নানা প্রকার পরামর্শ দিয়া আমাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারে বাধা প্রদান করিয়া অজ্ঞ বিষয়ীর সেবা করিতে প্রবুদ্ধ করায়। তখন আমরা নিজ বিচারে শ্রীগুরু-দেবের কৃষ্ণপ্রীতি-উদ্দেশক কঠোর আদেশ-বাণী মর্ম্মের বাছাই করিয়া লইয়া বলি—"ইহা আমি পালন করিতে পারিব না, আমার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তিনি আমার যোগ্যতা বুঝিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারিলে এরূপ অন্যায় আদেশ করিতেন না।" এইরূপ বিচার গুরুতে মর্ত্যবুদ্ধি আনয়ন করে, অথবা পরম বিজ্ঞ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অজ্ঞ মনে করাইয়া থাকে। অনেক সময় তিনি বাহ্যিক অজ্ঞের ভান করিলেও অন্তর্য্যামীসূত্রে তিনি আমার প্রতি-কার্য্যের প্রতি-পদবিক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাকেন—যাহাতে আমি অন্যাভিলাষ ত্যাগ করিয়া নিষ্কপটে সেবানিমগ্ন থাকিতে পারি তাহার ব্যবস্থা করেন। অতএব বিনা বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিতে পারিলেই গুরুকৃপা সুলভ হয়। আর স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিলে অনর্থ বর্দ্ধিত হয় ও ক্রমে সংসার ভোগের পথস্বরূপ নরকের দ্বার প্রশস্ত হয়।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এ বিষয়ের জ্বলন্ত আদর্শ দেখিতে পাই। শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির মূল অঙ্কুরস্বরূপ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের দুইজন শিষ্য ছিলেন। একজনের নাম শ্রীঈশ্বরপুরী অপর শিষ্যের নাম শ্রীরামচন্দ্রপুরী।

শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ 'গুরোরাজ্ঞাহ্যবিচারণীয়া' এই বাক্যের সার্থকতা করিয়া নির্ব্বিচারে নিষ্কপটে নিরন্তর 'বিশ্রম্ভেন গুরোঃ সেবা' অর্থাৎ প্রীতি ও অনুরাগের সহিত গুরুর সেবা করিতেন, এমন কি স্বহস্তে গুরুদেবের মল-মূত্রাদিও মার্জ্জন করিতেন। যথা :—

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা,—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী 'প্রেমের সাগর'।
(চৈঃ চঃ অঃ ৮।২৬-২৯)

আর শ্রীরামচন্দ্রপুরী গুরুদেবে অবজ্ঞা ও নিজে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করার ফলে চিত্তবৃত্তি নিম্নগামী হইয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের নিন্দা এমন কি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরহরির নিন্দা ও পরিশেষে গুরুদেব শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর অপ্রকটকালে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহারও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন—

পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥
পুরী-গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে॥
"তুমি—পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?"
শুনি মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল;
'দূর, দূর, পাপী বলি' ভর্ৎসনা করিল॥
কৃষ্ণ-কৃপা না পাইনু না পাইনু 'মথুরা'।
আপন দুঃখে মরোঁ এই দিতে আইল জ্বালা॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৮।১৬-২১)

প্রার্থনা

হরি হরি কো কহুঁ ইহ দুঃখ ওর।
সংসার দাবানলে দহ দহ অন্তর,
ধস ধস জিউ করু মোর॥
মদন কদনে দিবা-নিশি হাম গোয়ায়লুঁ,
কভু নাহি মিটত আশ।
ঘড়ি ঘড়ি বৈঠত ঘড়ি উতরত,
নব নব মুরতি প্রকাশ॥
চঞ্চল চিত্ত অতি মতি রতি মায়াময়,
দিনে দিনে করত উদাস।
কালবায়ে দেহ-তরি—উধাও সো ধাওত,
অব মঝু নিচয় বিনাশ॥
পাওয়লুঁ সুদুলহ—জনম চূড়ামণি,
অযতনে রতন সমান।
আহার-বিহারে সোই পশু হেন বিতায়লুঁ,
ধিক মঝু মানব জ্ঞান॥
ভুবন ভবনে ভব—ভ্রমণে সভয়চিত,
সোঁউরিয়া অভয় চরণ।
অব শুন মাধব—নিদান বচন মম,
তঁহি হাম লইলুঁ শরণ॥
পতিত পামরবর হামে সব ছোড়ত,
পতিতপাবন কহুঁ তোয়।
এ অধম দাস আশ পদপঙ্কজ,—
দয়া নাহি ছোড়বি মোয়॥

মহারাজ চিত্রকেতু

পূর্ব্বকালে 'চিত্রকেতু' নামে এক মহা-পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তাঁহার মণি-মাণিক্য, রত্নসিংহাসন, দাস-দাসী, প্রস্তর-নির্ম্মিত বিচিত্র অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল। কিন্তু এইসব বিপুল ঐশ্বর্য্য থাকা-সত্ত্বেও রাজার মনে বিন্দুমাত্রও সুখ ছিল না। তাঁহার সাত শত রাণী থাকিলেও রাজা একটী মাত্রও পুত্র সন্তান লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতেন—আমার এই বিপুল ধন, রত্ন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য লইয়া কি হইবে—কে এসমস্ত ভোগ করিবে? আমি পরলোকগমন করিলে, কে আমাকে শ্রাদ্ধ-শান্তি, পিণ্ডদান করিবে?—এই চিন্তায় রাজা সর্ব্বদাই মগ্ন থাকায় তাঁহার বদন কালিমাবর্ণ ধারণ করিল। দারুণ চিন্তায় রাজা দিনে-দিনে শীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন।

একদিন রাজা চিত্রকেতু রাজসিংহাসনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি শ্রীনারদ গোস্বামী বীণাযন্ত্রে শ্রীহরিগুণগান করিতে করিতে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। সহসা ঋষিকে দেখিয়া রাজা শশব্যস্তে রাজসিংহাসন হইতে উঠিয়া স্বহস্তে মুনিবরের পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং সসম্মানে আসনে বসাইয়া পূজা করিলেন। শ্রীনারদ-ঋষি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করায়, রাজা চিত্রকেতু বিষাদ মনে ঋষিকে কহিলেন,—"হে অন্তর্য্যামিন্! আমার অন্তরের দুঃখের কথা আপনি সমস্তই অবগত আছেন; একটী পুত্র অভাবে আমার এই বিশাল রাজপুরীতে কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না।"

শ্রীনারদ-ঋষি রাজাকে 'তত্ত্বজ্ঞান' প্রদান করিতে পারিতেন, কিন্তু পাষাণে বীজ রোপণ করিলে তাহা যেমন অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ রাজাকে রজোগুণোত্থ বিষয়াসক্তিতে মগ্ন দেখিয়া এঅবস্থায় তত্ত্বজ্ঞান প্রদানে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া, ঋষিবর রাজাকে একটী পুত্র লাভের বর প্রদান করিলেন। তাহাতে রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এ'কেই বলে মায়ার লেখা; গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" এই সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী দৈবীমায়া দেবতা-দিগের মোহকারক। ক্ষুদ্র জীব গুরু-কৃপা ব্যতীত কখনই এই দুস্তরা মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে না।

মুনিবর রাজাকে বর প্রদান করিয়া চলিয়া গেলে, যথাসময়ে রাজার একটী রূপ-লাবণ্যযুক্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তখন রাজপুরীতে আর আনন্দের সীমা নাই। রাজা সময়োচিত পুত্রের জাতকর্ম্মাদি করাইয়া দীন, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সকলকেই প্রচুর পরিমাণে রজত-কাঞ্চনাদি দান করিলেন এবং চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য পিয়াদি ভক্ষ্য-দ্রব্য দ্বারা সকলেরই তৃপ্তি বিধান করিলেন। পুত্ররত্ন লাভ করিয়া রাজার আর সুখের অবধি রহিল না।

কিন্তু কালচক্র কি ভীষণ! অতি নির্ম্মম!! নিষ্ঠুর!!! আজ যে দরিদ্র, কা'ল সে রাজা। হুসেন সাহ বাদশাহ প্রথম জীবনে দরিদ্র অশ্বপাল হইয়া পরিশেষে বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। আজ যিনি মহারাজা, কালের কবলে পড়িয়া তিনিও দুঃখী কাঙ্গাল হন। রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইলেন। শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্টান্ত শত-সহস্র রহিয়াছে। দুরন্ত কাল সে কাহারও মুখের দিকে তাকায় না। অতুল ঐশ্বর্য্য, কোঠাবাড়ী, মর্ম্মর-নির্ম্মিত দ্বিতল-ত্রিতল অট্টালিকা—তাহাও হঠাৎ ভূমিকম্পে নিমেষমধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সাধের দ্রব্যসকল মুহূর্ত্তমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়—ইহাই বিচিত্র কালের গতি।

এই মায়ার সংসারে জীবসকল বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া—"আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, আমি সম্রাট, আমি রাজ্যপাল, আমার বাড়ী, আমার বাগান, আমার জমি, আমার ধন-রত্ন"—এইরূপ সমস্তই 'আমি ও আমার' মনে করিয়া পরিণামে শশ্মানের দৃশ্য দেখিয়া হাহাকার করিয়া থাকে। দর্পহারী ভগবান্ জীবের এই অনিত্য ধন-জনের মোহ—ইন্দ্রজালের ন্যায় দেখাইয়া হরণ করিয়া থাকেন। "যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, এই মায়ার অনিত্য দু'দিনের সম্পত্তির মোহ ঘুচাইয়া তাহাকে আমার নিত্য চিদৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকি।

মহারাজ চিত্রকেতু পুত্র-সন্তান লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে রাণীর সন্তান হইয়াছে, রাজা তাঁহাকে অত্যধিক ভালবাসেন দেখিয়া অন্যান্য রাণীগণ (সতীনীগণ) বিদ্বেষ পোষণ করিতে লাগিলেন। একদিন রাণীগণ মন্ত্রণা করিয়া দাসীকে দিয়া সন্তানের দুগ্ধপান করিবার দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন। রাজপুত্র দুগ্ধ পান করত দোলায় দুলিয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাহার মাতা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়

অতিক্রান্ত হইলেও রাজপুত্রকে গভীরভাবে নিদ্রিত দেখিয়া রাজমাতা শঙ্কান্বিত হইয়া দাসীকে আজ্ঞা করিলেন—"পুত্রকে ঘুম হইতে জাগাইয়া ক্রোড়ে করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" হুকুম শুনিবামাত্র দাসী খোকার দোলার নিকট যাইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"রাণী-মা সর্ব্বনাশ হইয়াছে, খোকা আর ঘুম হইতে উঠিবে না—সে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে; তাহার মুখ, শরীর নীলবর্ণ হইয়াছে, সে আর এজগতে নাই। রাণী-মা 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের' ন্যায় এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; অন্যান্য রাণীরা সকলেই কপট ক্রন্দন আরম্ভ করিল। প্রহরী রাজসভায় যাইয়া রাজাকে অন্তঃপুর-মধ্যের এই শোকাবহ সংবাদ প্রদান করিলে তিনি নিদারুণ সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া রাজসিংহাসন হইতে ভূমিতে পড়িয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

অন্তর্য্যামী শ্রীনারদঋষি এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনা জানিতে পারিয়া রাজার এই সঙ্কট-সময়ে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ঋষিকে সমাদর করত ম্লানমুখে কহিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! আপনার কৃপায় বর লাভ করিয়া একটী পুত্র পাইলাম বটে, কিন্তু পরিণামে এ কি হইল? হায়! হায়!! আমি কি পাপ করিয়াছি যে, তাহার জন্য এই দারুণ পুত্রশোক ভোগ করিতে হইল?

মুনিবর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে রাজন্! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতাম, কিন্তু তোমার অনিত্য বস্তুতে অত্যাসক্তি দেখিয়া পুত্র-বর দিয়াছিলাম; এখন এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও কি জ্ঞানের উদয় হয় নাই?—নির্ব্বেদ আসে নাই? কালের কি ভীষণ ভ্রূকুটি! কর্ম্মসূত্ররূপ কাল ঐ দেখ তোমার পুত্রকে হরণ করিয়া লইল। সন্তানবৎসলা জননী স্নেহবশতঃ শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতেছে। কতশত স্ত্রীলোক স্বামীহারা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে। কত স্বামী বিপত্নীক হইয়া শিশু, পুত্র-কন্যা লইয়া অসহ্য জ্বালায় বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। কতশত কবি, কত মনীষী, কত সুসন্তান, কত সিদ্ধ-যোগী-মহাত্মা জন্মভূমির ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করে?—কেহ অনলে, কেহ সলিলে, কেহ ব্রাহ্মমুখে, কেহ সর্পমুখে, কেহ জ্বরে, কেহ রোগে, কেহ শোকে—ঐ কালাগ্নিসদৃশ চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে ও হইতেছে। হে রাজন্, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। 'স বৈ ভূমা সুখম্'।

ভূমাই সুখ, নিত্য বস্তুতেই সুখ, অনিত্য বস্তুতে সুখের অভাব—দুঃখই বর্ত্তমান। এই তত্ত্বজ্ঞান যমরাজ শ্রদ্ধাশীল ব্রহ্মচারী নচিকেতাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

ধনে যদি প্রাণ দিত, ধনী রাজা না মরিত, ধরামর হইত রাবণ।
ধনে যদি রাখে দেহ, দেহ গেলে নহে কেহ, অতএব কি করিবে ধন॥

রাবণের একলক্ষ পুত্র ও সওয়ালক্ষ নাতি একজনও বংশে বাতি দিতে রহিল না। সোণার লঙ্কা হনুমান পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিলেন। এই অনিত্য ধন-জনের পরিণামই এই। মৃত্যুকালে এ অনিত্য ধন, জন, সম্পদ কেহই জীবকে রক্ষা করিতে পারে না। এখন তোমার মনে নির্ব্বেদের উদয় হইয়াছে। আইস রাজা, আমি তোমাকে পারব্রহ্ম নামে দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান করি; সেই অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণনামের বা শ্রীহরিনামের—পরমতত্ত্বের উপদেশ করি। এই বলিয়া মহর্ষি নারদ পরমভাগবত রাজা চিত্রকেতুকে মন্ত্রমন্ত্র উপদেশ করিয়া তাঁহাকে এই দুরন্ত ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী আরিট গ্রামে (রাধাকুণ্ড) আসেন এবং তথায় বাস করিয়া ভজন করিতেন। এক সময়ে শ্রীল দাসগোস্বামীর মনে শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের প্রকট-লীলার কথা আবির্ভূত হইল এবং অর্থের চিন্তা করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিলেন। জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীবদ্রীনারায়ণ দর্শনে গমন করিয়াছিলেন এবং বদ্রীনারায়ণকে উক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি একথলি মুদ্রা ভেট দিয়াছিলেন। শ্রীবদ্রীনারায়ণ ঐ টাকা ব্রজে যাইয়া শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামীকে দিবার জন্য সপ্নাদেশ করেন। সেই আদেশে শেঠজী শ্রীল দাসগোস্বামীর নিকট আসেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। কুণ্ডদ্বয়ের খনন-কার্য্যে স্থানীয় বৃক্ষসমূহ শ্রীদাসগোস্বামীকে প্রায় স্বপ্নাদেশ করিতেন এবং তদনুসারে খনন করিয়া

দেখা গেল যে, শ্রীশ্যামকুণ্ড বামপদ-চিহ্নের আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে আর একটি ছোট কুণ্ড (বজ্রকুণ্ড) আছে এবং শ্রীরাধাকুণ্ড চতুষ্কোণ হইয়াছে। ১৫৪৫ হইতে ১৫৫৪ সাল পর্য্যন্ত কুণ্ডদ্বয় খোদাই হইয়াছিল। কথাপ্রসঙ্গে গোস্বামীবর্গের বহুলীলাকথা শ্রীল মহারাজজী পরিবেশন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামীর দু'একটি কথা বর্ণনা করিতে গিয়া জানান,—শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীরাধারাণীর বেণীর রূপ বর্ণনে "ব্যালাঙ্গনাকণা' বর্ণন করাতে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মনঃকষ্ট হইয়াছিল। শ্রীরাধারাণীর অপরূপ বেণীর সঙ্গে সাপের তুলনা। একদা শ্রীগোবিন্দ-ঘাটে শ্রীল সনাতন গোস্বামী স্নান করিবার সময় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ঝুলনলীলা দর্শন করিলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত "চাটু পুষ্পাঞ্জলীতে" শ্রীরাধারাণীর বেণীর যে 'ব্যালাঙ্গনাকণা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহার সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজের শ্রীমুখে যাহারা এইসব বর্ণনা শ্রবণ করিয়াছেন তাহারা সকলে যেন বিস্ফারিত নয়নে রূপমাধুরী সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন। সেই লীলা-মুহূর্ত্তে এক অপূর্ব্ব মধুরিমায় শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর ভজন-কুটীর প্রাঙ্গণে হরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। নিকটে পঞ্চপাণ্ডব ঘাট—এইস্থানে ৬টি বৃক্ষ পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বলিয়া শ্রীল দাসগোস্বামীকে সপ্রে পরিচয় দিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুর বধ করিলে শ্রীরাধারাণী হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার পাপ হইয়াছে, সর্ব্বতীর্থে স্নান না করিলে ঐ পাপ যাইবে না।" তাহাতে কৃষ্ণ বামপদ-দ্বারা আঘাত করায় সর্ব্বতীর্থ আবির্ভূত হইয়া তাঁহার স্তব করেন। এইরূপ দর্শনে রাধারাণী ও তাঁহার অগণিত সখীগণ সহ শ্রীরাধাকুণ্ড খনন করেন। শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমে রাধাকুণ্ড এবং দুই কুণ্ডের সংযোগ রহিয়াছে। সংযোগ স্থলে রত্নবেদী ও তমালবৃক্ষ রহিয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন-কুটীর। শ্রীল জীব গোস্বামীর ভজন-কুটীর। ললিতা কুণ্ড, ললিতাবিহারী; গোপকুঁয়া—শ্রীদাসগোস্বামীর ব্যবহারের জন্য তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইতে গিরিরাজ শিলা বাহির হওয়ায় দাসগোস্বামিপাদ ঐ কুঁয়ার জল সাধারণ কার্য্যে ব্যবহার করেন নাই। মাধবেন্দ্রপুরীর বসিবার স্থান। অষ্টসখী, তমালতলা,—শ্রীমন্মহাপ্রভু এইস্থানে বসিয়া তিলক করিয়াছিলেন ও শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যাম-

কুণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্যের বৈঠক মদনমোহনজীউ, গোপীনাথজীউ হনুমানজী: শ্রীগোবিন্দ মন্দির—এখানে শ্রীগিরি-গোবর্দ্ধনের জিহ্বারূপী শিলা আছেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের চারিদিকে বহু দর্শনীয় স্থান মন্দির ও গোস্বামীবর্গের ভজন কুঠীর আছে। কার্ত্তিক কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকুণ্ডদ্বয় প্রকট হইয়াছিলেন। সেইজন্য ঐ দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহরে চন্দ্রোদয়ে শ্রীকুণ্ডস্নানার্থ বহু যাত্রী দেশ-বিদেশ হইতে আগমন করিয়া থাকেন।

উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের কয়েকটি ঘাটের উল্লেখ করা হইতেছে—

শ্রীজাহ্নবা ঘাট—এইস্থানে নিত্যানন্দ-শক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবী আসিয়া শ্রীদাসগোস্বামীকে দর্শন দিয়াছিলেন (১৫৮২ সালে), এখানে শ্রীগোপীনাথ-জীউ,-শ্রীরাধারাণী ও জাহ্নবাঠাকুরাণীর শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইয়া থাকেন। শ্রীগোবিন্দঘাট, মানসপাবন ঘাট—ইহা শ্রীরাধারাণীর অতি প্রিয়। পঞ্চ-পাণ্ডব ঘাট, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভজন কুঠীরের পার্শ্বে যে ছোকরাবৃক্ষ আছে তাহা কাশীবাসী ব্রাহ্মণ বলিয়া ঐ বৃক্ষ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদকে বলিয়াছিলেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদ তাঁহার ত্যক্ত ভজন কুটীরে বাস করিতেন এবং শ্রীদাসগোস্বামীর গিরিধারী ও গোকুলানন্দ বিগ্রহের সেবা করিতেন। শ্রীরাধাবল্লভ ঘাট, শ্রীজীব গোস্বামীর ঘাট,—ইহার নিকট শ্রীজীব গোস্বামীর ভজন কুটীর, গয়াঘাট—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর বসিবার স্থান; তমালঘাট—শ্রীমহাপ্রভুর উপবেশন স্থান। বল্লভাচার্য্য ঘাট; সঙ্গমঘাট—এইস্থানে যুগলকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। ঘাটের উপরে যে তমালবৃক্ষ আছে তাহা অগস্ত্যমুনি বলিয়া খ্যাত। শ্রীঝুলন বটের ঘাট—এইস্থানে মহা-সমারোহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলা গ্রামবাসীগণ করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া আমরা সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ শ্রীগোবর্দ্ধনে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে নিম্নলিখিত স্থান দর্শন করিলাম। শ্রীরাধা-কুণ্ডের একমাইল পূর্ব্বদিকে কদম্ব কাননের মধ্যে নাগমোহন কুণ্ড। এই কাননে রাধারাণীকে উপবিষ্টা দেখিয়া শঙ্খচূড় সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিবার সময় শাখীগ্রামে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হয়। দূর হইতে কুণ্ডের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ জানাইলাম। সেইসঙ্গে সূর্য্যকুণ্ড যেখানে শ্রীরাধারাণী প্রতিদিন সূর্য্যপূজা করিতেন এবং মালিহারী কুণ্ড—যে কুণ্ডতীরে বসিয়া রাধারাণী

শ্রীকৃষ্ণের জন্য মুক্তাহার রচনা করিয়াছিলেন—তাদের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রীরা দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া ধীরে ধীরে কুসুম সরোবরে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে দেড়মাইল দক্ষিণে কুসুম সরোবর—শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনস্থল ও কুসুমচয়ন-লীলা এস্থলে হইয়াছিল। স্থানটী অপূর্ব্ব বনশোভায়-মণ্ডিত ও আনন্দ উপভোগের স্থান। এই সরোবরের উপরে পশ্চিমদিকে শ্রীবলদেবের মন্দির আছে এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীউদ্ধবকুণ্ড আছে। এইস্থলে উদ্ধব মহারাজ দ্বারকা মহিষীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভরতপুরের রাজা কুসুমসরোবরের প্রস্তর সোপান মণ্ডিত করেন।

শ্রীনারদকুণ্ড—এখানে নারদঋষি বৃন্দাদেবীর উপদেশে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ললিতা বিশাখা দেবীর কৃপায় তিনি রাধারাণীর দর্শন লাভ করেন। নিকটেই মুখরাই গ্রাম—শ্রীরাধারাণীর মাতামহী মুখরার নামানুসারে মুখরাই নাম হইয়াছে। ইহ রাধাকুণ্ডের একমাইল দক্ষিণে অবস্থিত। চলার পথে পুনরায় দানঘাটকে প্রণাম জানাইয়া আমরা গোবর্দ্ধনে শ্রীগোবিন্দ ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

কাম্যবন—শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে এবং রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া আমরা পরদিবস বাসযোগে কাম্যবনে যাত্রা করিয়া সকাল ৯টায় পৌঁছিলাম। এখানে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের আনুগত্যে পদযাত্রা আরম্ভ হইল। শ্রীল মহারাজজী সর্ব্বাগ্রেই উপস্থিত তীর্থযাত্রীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, আমরা শুধু চলছি অর্থাৎ ব্রজধাতুর অর্থ চলাফেরা করা। ব্রজবাসীর আনুগত্যে আমরাও ব্রজের গোপগোপীগণ যেরূপ কৃষ্ণের লীলা স্মরণ করিয়া ব্রজের একস্থান হইতে অন্যস্থানে ধাবমান ছিলেন তদ্রূপ ব্রজের পথে পথে চলিতেছি। যদি কোন ভাগ্যফলে গোপগোপীবৃন্দের পদরজে অভিষিক্ত হইয়া এই মানব-জীবনকে সার্থক করিতে পারি।

কাম্যবন ভরতপুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। এখন সেই রাজ্যও নাই—সেই বনও নাই। দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনের প্রধান প্রধান বিগ্রহগনকে গোপনপথে বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে লইয়া যাওয়ার সময় (১৬৭০ সালে) কাম্যবনে আসিয়া শ্রীবৃন্দাদেবী স্বপ্নাদেশ দিলেন যে, তিনি ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিয়া

যাইবেন না। সেই হইতে তিনি কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীমদনমোহন ও গোপীনাথ জীউর প্রতিভূ-বিগ্রহগণও কাম্যবনে অবস্থান করিতেছেন। মূল বিগ্রহগণ বর্ত্তমানে জয়পুরে বিরাজিত আছেন। শ্রীমদনমোহনজীউ করৌলীতে সেবিত হইয়া আসিতেছেন।

আমরা শ্রীল মহারাজের আনুগত্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি দর্শন করিলাম। ব্যোমাসুরের গোফা পর্ব্বতোপরি আছে। আমরা দূর হইতে উহা দর্শন করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যোমাসুরকে বধ করেন। চরণ-পাহাড়ি—এখানে পর্ব্বতের উপর শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন আছে। ভক্তগণ কষ্ট স্বীকার করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন দর্শন করিলেন। নামিবার পথে পিচ্ছিল পাহাড়ে গা হেলান দিয়া কতিপয় তীর্থযাত্রী নিজেদিগকে পিচ্ছিল-দ্বারা উপভোগ করেন। সুউচ্চ চরণ-পাহাড়ের শোভা অতি রমণীয়। এখান হইতে বহু কুণ্ডের দর্শন লাভ হয়। কাম্যবনে চৌরাশী কুণ্ড আছে। নিকটে লুকলুকি কুণ্ড—এখানে কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন। বিমলাকুণ্ড—বিমলাকুণ্ডে অনেক যাত্রী স্নান করিলেন, এই কুণ্ডের তীরে অনেক মন্দির আছে। বিমলাদেবী, দাউজী গঙ্গাজী, রাধাকৃষ্ণ, জগন্নাথ, গোপালজীউ মদনগোপাল প্রভৃতি। কুণ্ডের তীরে বানরের উৎপাত বেশী।

ভোজন থালি—এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ দধিভাত ভোজন করিয়াছিলেন, পাত্রের কিছু কিছু চিহ্ন ভক্তগণ শ্রদ্ধাভরে দর্শন করিলেন। দ্বাপর যুগের ঘটনা। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রবেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে দর্শন করিলেই সত্যকারের দর্শন লাভ হয়। চৌরাশীকুণ্ডের মধ্যে সংক্ষেপে কয়েকটি কুণ্ডের নাম করিতেছি যদিও আমাদের কুণ্ড দর্শন সম্ভব হয় নাই। সময় সংক্ষেপ বলিয়াই দ্রুতগতিতে আমাদের যাত্রাপথ শেষ করিতে হইতেছে। কাম্যবনে কমপক্ষে ২দিন অবস্থান করিয়া পরিক্রমা করিলে কিছু কিছু দর্শনের সুযোগ মিলে। কাম্যবন হইতেছে মনোহর স্থান। শ্রীকৃষ্ণ বংশীবাদনের দ্বারা সখাদের আহ্বান করিতেন—সুবল, শ্রীদাম, মধুমঙ্গল প্রভৃতিকে। বংশীধ্বনিতে পাহাড় দ্রবীভূত হইয়া যাইত। সেইহেতু পাহাড়ে চরণ চিহ্নের দর্শন লাভ সম্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মবিমোহন-লীলা এই কাম্যবনেই হইয়াছিল। কাম্যবনে কামেশ্বর মহাদেব অবস্থান করিতেছেন। সেতুবন্ধকুণ্ড রামেশ্বর মহাদেব আছেন। ঘোষরাণী কুণ্ড তীর- শ্রীযশোদার

পিতা সুমুখ ও মাতা পাটলীর বাড়ী। পাটলীর ভ্রাতা গোলগোপ জটিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অভিমন্যু তাহার পুত্র ও কুটীলা কন্যা।

মণিকুণ্ডতীর—শ্রীহরিশ্চন্দ্র মহারাজ এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। দ্বারকা-কুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা মহিষীদের সহিত ব্রজে আসিয়া শিবির করিয়াছিলেন। বলভদ্রকুণ্ডতীর—শ্রীবলরাম ব্রজবাসীগণকে দ্বারকা হইতে আসিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন। রাজা কামসেনের কাছারী—এই গৃহে ছৌরাশীটী খাম্বা আছে। আরো অনেক কুণ্ড আছে যেমন—নারদ, পাণ্ডব, মণিকর্ণিকা, প্রয়াগ, পুষ্কর, গয়া, ললিতা, বিশাখা, গোপী, গন্ধর্ব্ব, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতি। কাম্যবনে পঞ্চপাণ্ডব অবস্থান করিয়াছিলেন। দুর্যোধনের প্রার্থনায় দুর্ব্বাসা মুনি ১০ হাজার শিষ্যসহ পাণ্ডবদের অতিথি হইয়াছিলেন।

কাম্যবন দর্শন শেষ করিয়া আমরা বাসযোগে নন্দগ্রাম বা নন্দগাঁ পৌঁছিলাম। এখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীরের সংলগ্ন নন্দগাঁ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমরা অবস্থান করিলাম। প্রপূজ্যচরণ শ্রীল বন মহারাজের প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়। এখানকার বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ আমাদের আগমনে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া তীর্থযাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের ঘরগুলি বসবাসের জন্য ছাড়িয়া দিলেন এবং তিনদিনের জন্য স্কুল ছুটি দিয়া দিলেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজও পরম প্রীতিভরে প্রধান অধ্যক্ষকে এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদিগকে অভিনন্দন জানাইলেন।

নন্দগ্রাম—বৈকালবেলা আমরা কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীল নারায়ণ মহারাজের আনুগত্যে পর্ব্বতোপরি নন্দভবনে পৌঁছিলাম। সর্ব্বাগ্রে নন্দীশ্বর মহাদেবের পরিক্রমা করিয়া তাঁহার কৃপাপ্রার্থনা করত আমরা শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিলাম, শ্রীমন্দির-অভ্যন্তরের মধ্যস্থলে দুইভ্রাতা কৃষ্ণবলরাম এবং দুইপার্শ্বে নন্দবাবা ও মা যশোমতী বিরাজমান। শ্রীবিগ্রহগণের অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শকের চিত্তকে অভিভূত করে। মন্দিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় লীলাস্থলীগুলির ও রমণীয় বনশোভার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভক্তচিত্তে যে কিভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দূর দূরান্তরের গ্রামগুলিকে যেন চিত্রপটে আঁকিয়া রাখিয়াছে। নন্দগ্রামের প্রাকৃতিক শোভা অতীব মনোরম। পর্ব্বতের উপরেই মন্দির ও গ্রাম।

মূল মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য দেবদেবীর এবং রাজা সুবসেন ও তাঁর স্ত্রীর বিগ্রহ রহিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যখন নন্দীশ্বরে আসিয়াছিলেন তখন গোফা খুলিয়া এক শিশু কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। আজ আমরা নিম্নলিখিত স্থান দর্শন করিলাম। দধিমন্থন-লীলাস্থলী, যশোদাকুণ্ড—শ্রীযশোদা মাতা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে লইয়া এই কুণ্ডে স্নান করিতে আসিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কোন দুষ্টামি না করেন, সেইজন্য 'হাউ' আসিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেন। নিকটেই "হাউ" মূর্ত্তি অর্থাৎ বাঘ, ভল্লুক প্রভৃতির ন্যায় কিছু মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। গোষ্ঠ—নবলক্ষ ধেনু লইয়া কৃষ্ণ-বলরাম সখাগণসহ বনে বনে চড়াইয়া বেড়াইতেন। পানিহারী কুণ্ড—এই কুণ্ডের জল মা যশোদা কৃষ্ণের পানের জন্য লইয়া যাইতেন। এই কুণ্ডের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-চরণচিহ্ন আছে ও গাভীর চরণচিহ্ন আছে। এইজন্য এই স্থানকে 'চরণ পাহাড়ি' বলে। তীর্থযাত্রিগণ খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত স্থানগুলি দর্শন করিয়া বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মহাবিদ্যালয়ের উত্তরে সংলগ্ন পাবন সরোবর। বিশাল সরোবর, ইহা বিশাখা সখীর পিতা পাবন গোপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সরোবরের দক্ষিণতীরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীর। বর্ত্তমানে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কয়েকজন ভজননিষ্ঠ বাবাজী মহারাজ এই ভজন-কুটীরে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটীর সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা আছে। এখানে একসময়ে বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে কাতর হইয়া শ্রীল গোস্বামিপাদ তিন দিন উপবাসী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকরূপে তাঁহাকে দুগ্ধ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন। দুগ্ধপান করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ অত্যন্ত পরিতাপ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। ইহার পরে ব্রজবাসীগণ সরোবর-তীরে তাঁহার ভজনকুটীর তৈয়ার করিয়া দেন। কথিত আছে শ্রীমন্দিরে যে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম শ্রীবিগ্রহ আছেন, তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরদিবস আমরা পদব্রজে নন্দগাঁ হইতে সঙ্কীর্ত্তন সংযোগে পরিক্রমা আরম্ভ করিলাম। পথে দর্শনীয় স্থান—প্রথমেই আমরা সঙ্কেত বিহারীর দর্শন পাইলাম; বৃন্দাদেবী, পৌর্ণমাসী (যোগমায়া), ঝুলা, সিংহাসন, শ্রীসঙ্কেতদেবীর দর্শনলাভ। সঙ্কেত করিয়া সখীগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন

করাইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের ভজনকুটীর আছে। সঙ্কেতের দক্ষিণে প্রেম-সরোবর দূর হইতে আমরা দণ্ডবৎ প্রণতি জানাইলাম। বর্ত্তমানে প্রেম-সরোবরে জলশূন্য অবস্থা—ইহা রাধাকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যের লীলাস্থলী। ভাদ্র শুক্লা-দ্বাদশীতে এখানে মহাসমারোহে লীলাভিনয় হয়। শ্রীল মহারাজজী দূর হইতেই আমাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মাহাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে শ্রীরাধারাণীর সখীর গ্রাম বর্ণন করেন—শ্রীরাধারাণীর জন্মস্থান রাওল গ্রাম, যাহা পূর্ব্বেই দর্শন হইয়াছে। ললিতার জন্মস্থান বর্ষাণের পূর্ব্বদিকে করেলা, কেহ কেহ লুধোলী গ্রামও বলেন। বিশাখার জন্মস্থান কামাই, মতান্তরে উচুগাঁও চিত্রাদেবীর জন্মস্থান চিক্‌সৌলি, মতান্তরে আঁজনক। চম্পকলতার জন্মস্থান—সনেরা, মতান্তরে চিক্‌সৌলী। রঙ্গদেবী ও সুদেবীর জন্মস্থান বজেরা, মতান্তরে কামাই ও রাকৌলী। তুঙ্গবিদ্যার জন্মস্থান জভারো। ইন্দুরেখার জন্মস্থান—আঁজনোক, মতান্তরে লুধোলি। শ্রীচম্পকলতার জন্মস্থান রিঠোরী। (ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

সমজ্ঞান বা সমদর্শন

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চতুষ্টয় দোষে দুষ্ট হওয়ায় বদ্ধজীবের পক্ষে সমজ্ঞান বা সমদর্শন কখনও সম্ভবপর নহে; কিন্তু বর্ত্তমানে সমজ্ঞানরূপ বিকৃত সাম্যবাদ সমাজের প্রতিস্তরে প্রবেশ করিয়াছে। শ্রেণীহীন সমাজবাদ, সাম্যবাদ প্রভৃতি বহুবিধ পরিকল্পনা মনুষ্য-সমাজের কল্যাণকল্পে প্রচারিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণ আনয়ন করিতেছে।

কি সামাজিক জীবনে, কি শিক্ষা বিভাগে, কি রাজনীতিতে সর্ব্বত্রই সমসমানের ফলস্বরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে। সবাই সমান, সুতরাং গুরুবর্গের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। সাধু-বৈষ্ণব বা সজ্জনগণের প্রতি অবজ্ঞা অশ্রদ্ধারূপ মনোভাব আজ সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গুণী-নির্গুণী, ধনী-দরিদ্র, ছাত্র-শিক্ষক যেন

সবাই সমান—তারতম্যমূলক সম্মান বা আদরের প্রয়োজন নাই, এইরূপ বিচারধারা প্রায় সর্ব্বত্রই পরিদৃশ্য হইতেছে।

ধর্ম্মক্ষেত্রে বা পারমার্থিক-ক্ষেত্রেও সমজ্ঞানরূপ সর্ব্বধর্ম্ম সমান, সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় ইত্যাদি গোঁজামিল দুষ্টমতবাদ প্রবেশ করিয়া একটী বিষময় ফল আনয়ন করিয়াছে। ভারতের আর্য্য-ঋষিগণ ত্রিকালজ্ঞ, সত্যদ্রষ্টা ছিলেন, নিরপেক্ষ শাস্ত্রাদির বিচার দ্বারা তাহারা দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে অনুশাসন করিয়াছেন—শাস্ত্রাদিতে এইরূপ সমতা বা একতার বিচারের বিরুদ্ধে বহু কথাই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সাধারণভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে সর্ব্বধর্ম্ম সমান কথাটী নিতান্ত অবাস্তব। যেমন চোরের ধর্ম্ম ও সাধুর ধর্ম্ম কোনদিন এক হইতে পারে না। সৎ-অসৎ, মঙ্গল-অমঙ্গল, মুড়ি-মিছরী প্রভৃতি সব এক—এই বিচার কি ঠিক হইবে? ভাল-মন্দের বিচার সবসময় আছে এবং থাকিবে; সুতরাং সকলধর্ম্ম সমান বা সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় ইত্যাদি কথাগুলি আপাতত মুখরোচক হইলেও উহা নিতান্ত অযৌক্তিক এবং অলীক ও তাহা বদ্ধজীবের মগজের কল্পনাপ্রসূত ব্যাপার।

যদিও প্রত্যেক জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম এক ও অদ্বিতীয় সনাতন, কিন্তু মায়াবদ্ধাবস্থায় তাহার স্বরূপধর্ম্ম বিকৃতরূপ প্রাপ্তি হইয়া থাকে এই বদ্ধাবস্থায় অনেক প্রকার দেহধর্ম্ম মনোধর্ম্ম প্রকাশ পাইলেও উহা অনিত্য। এইসকল বহু ধর্ম্মকে যদি সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বলা হয় তবে তাহা ঠিক হয় না। দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম প্রভৃতি এক নয় বা এদের মধ্যে মিলন হইতে পারে না। সমজাতীয় বস্তুর সহিত সমজাতীয়ের মিলন হইয়া থাকে। কিন্তু তদ্ব্যতিরেক বিরূপতা স্বাভাবিক। সমন্বয়বাদ কথাটী মায়াবাদেরই রূপান্তর বিশেষ। যাহারা মুখে বলেন, 'আমরা সব মানি' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা কিছুই মানেন না। স্বরূপের ধর্ম্ম বা আত্মার ধর্ম্ম এবং অনাত্ম ধর্ম্ম কখনও এক হইতে পারে না।"

আধিকারীক দেবদেবীর সহিত পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে এক মনে করা মারাত্মক অন্যায় ও অপরাধজনক। সমস্ত শাস্ত্রেই শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরতত্ত্ব ও সকলের উপাস্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে, "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্, এই কথাই বলা হইয়াছে—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" শ্রীকৃষ্ণই

পরমেশ্বর তিনি আদি, তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করেন নাই। পরন্তু তিনি অন্যান্য দেবদেবীগণের স্রষ্টা এবং তাঁহার ইচ্ছামতেই সেইসকল দেবদেবীগণ অধিকার-লব্ধ কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং মূল মালিকের সহিত অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকে এক মনে করা বা বিচার করা ঠিক নহে।

শাস্ত্রে কথিত রয়েছে—"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ধ্রুবম্।" "বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরো তদিতর সমধীর্য্যস্য বা নারকী সঃ॥" (পদ্মপুরাণ) মহাজনের বাক্যে আরও বলা হইয়াছে "অন্যদেব সম বিষ্ণুকে যে মানে, সে বড় অজ্ঞানমতি ঈশ্বরতত্ত্ব নাহি জানে।" আধিকারীক দেবদেবীগণ শ্রীভগবানের কিঙ্কর-কিঙ্করী বা বহিরঙ্গাশক্তি—বিরূপবৈভব।

যিনি যে ভাবে যে কোন দেবদেবীর ভজনা করুন না কেন তাহা শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হইতে পৃথক নহে, এইরূপ বিচার অত্যন্ত বিরোধী ও নারকী-পূর্ণ। এই মনোধর্ম্ম জাগতিক লোকের নিকট আদৃত হইলেও সারগ্রাহীতত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত মহাজনবর্গের নিকট তাহা কুসিদ্ধান্তপূর্ণ বলিয়া অনাদৃত হইয়া থাকে। বেদাদি শাস্ত্রে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগমার্গের কথা বলা আছে, কিন্তু চরমে ভক্তিমার্গের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তির কথা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম "কৃষ্ণভক্তি বিনা দিতে নারে ফল" ভক্তির পথ সহজ সরল এবং ভগবানও ভক্তবাৎসল্য বলিয়া প্রসিদ্ধ—জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম বাৎসল্য নহেন, যথা শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্য ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগে যথা ভক্তিমমোর্জ্জিতা॥" ভগবান্ সম হইয়াও ভক্তি-সম্বন্ধে স্বাশ্রিত বাৎসল্য ও বৈষম্যযুক্ত তথা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে তাহার ফল তদ্রূপ হইয়া থাকে, যাহারা অন্যান্য দেবদেবীগণের নানা কামনাবাসনাযুক্ত হইয়া ভজনা করিয়া থাকেন, আর কামনাবাসনা শূন্য নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের ফল কি একই লাভ হইবে? ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতির ফল ও অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তি ফলের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান। গীতায় বলা আছে,—"শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনা যাহারা করেন তাহারা আমাকেই উপাসনা করিয়া থাকেন, কারণ আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা।" কিন্তু অন্যান্য দেবদেবীগণকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনার ফলে কৃষ্ণোপাসনার নিত্যফল

না পাইয়া দেবোপাসনার অনিত্য ফল পাইয়া থাকেন। অথচ সেইসকল কাম্য অনিত্য ফলও দেবদেবীগণ যথেচ্ছাভাবে দিতে পারেন না; অন্তর্যামী-সূত্রে ভগবান্ কর্ত্তৃক তাহা বিহিত হইয়া থাকে। দেবগণ আধিকারিক অর্থাৎ মূলতঃ তাহারা কর্ম্মচারী। উদ্দেশ্য যখন ভিন্ন, ফলও নিশ্চয় ভিন্ন হইবে। গীতায় বলিয়াছেন,—"দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।" দুর্গা, গণেশ, শিবের উপাসনার ফল ও লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ফল নিশ্চয় এক নহে। মূল মালিকের পূজা ও তাহার কিঙ্কর-কিঙ্করীর পূজার ফল এক হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় বা সর্ব্বধর্ম্ম সমানরূপে বক্তব্য নিতান্ত অযৌক্তিক। কৃষ্ণভক্তি রহিত তথাকথিত সামাজিকগণ সমাজের হিতচিন্তার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিশেষ সমন্বয়বাদ প্রবর্ত্তনের দ্বারা জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিয়াছেন।

স্বরূপধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত মুক্ত পুরুষগণের পক্ষে সমদর্শন সম্ভব হইয়া থাকে। তাঁহাদের দর্শন অশুদ্ধ দর্শন নহে, তাঁহারা প্রত্যেক জীবের মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান জানিয়া তাহাদের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া থাকেন। "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" (গীতা)। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হইয়া তাহাদের প্রভুর বৈভব সর্ব্বত্রই দর্শন হইতেছে।

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেবের মূর্ত্তি॥ (চৈঃ চঃ)
"বিদ্যা-বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পাণ্ডিতা সমদর্শিনঃ॥
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানিভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তম॥" (গীতা)

বদ্ধাবস্থায় এইরূপ দর্শন (?) কখনই সমদর্শন হইতে পারে না। কারণ ভগবানে ভালবাসা না হইলে যথাযথ সমদর্শন হয় না। তজ্জন্য সাধন ভজনের প্রয়োজন। শ্রীমন্ চৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত বিজ্ঞান-সম্মত সাম্যবাদ পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত সাম্যবাদ উপলব্ধি হয়। তাঁহার প্রদর্শিত বিমল প্রেমধর্ম্ম পথের অনুসন্ধান দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল বা বাস্তব সাম্যবাদ তথা সমদর্শন সম্ভব।

—শ্রীমতী উমারাণী দে

শ্রীব্যাস-পূজা

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ-শক্তি-বৈচিত্র্য অখণ্ডকালান্তর্গত-খণ্ডকালের প্রারম্ভে উপাস্যবস্তু পুরুষোত্তম নরপূর্ব্বক নারায়ণ, উপাসনা-দেবী সরস্বতী এবং উপাসক-শ্রীগুরুদেব-ব্যাসের নিকট আমি সকল অহঙ্কার পরিহার করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছি। বেদ-প্রতিপাদ্য নরসিংহই স্বয়ংরূপে ভক্তানন্দ-কৃষ্ণ, অভিধেয়-বেদবাণীই গ্রন্থরূপিণী সরস্বতী এবং বেদজ্ঞ ও বেদপ্রকাশক ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ পঞ্চরাত্রসংবিস্তারকারী নারদানুগ কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপী কৃষ্ণচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপনকারীকে নমস্কার করি।

বৈয়াসিকী দেবী সরস্বতী আম্নায়-পারম্পর্য্যে বৈয়াসিকগণের উপাস্য বৈয়াসিক-অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণচৈতন্যের লীলা স্মরণপূর্ব্বক বাৎসল্যভরে গুণজাত-জগতে ব্যাসের সম্প্রদায়াবাহন-মুখে আমাদিগের বস্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদুস্তং সর্ব্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি॥

শ্রীব্রহ্মসম্প্রদায়ে ব্যাসান্বয়ে শ্রীমন্মধ্ব-বংশ ভারতবর্ষে উদ্ভূত হন। আধস্তনিক-বিচারে অষ্টাদশ-অধস্তনরূপে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসসম্প্রদায়-সংরক্ষণোদ্দেশে স্বীয় নিত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মনোঽভীষ্টরূপ-কৃপা-ক্রমেই ভগবানের মহাবদান্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্ব্বৈশ্বর্য্য-প্রভালোক-বিজয়ী সর্ব্বমাধুর্য্য-মূর্ত্তিমান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় উদার-লীলায় যে 'জীবে দয়া' প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই বৈয়াসকিগণের একমাত্র আরাধ্য ও পূজ্য। চতুর্দ্দশভুবনোদ্ধারগণের মূলাশ্রয় পতিতপাবন অভিন্ন-শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দবিগ্রহ একদিন সেই শ্রীব্যাস-গুরু-পূজা করিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভৃত্যদ্বয় প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ এবং শ্রীহরিদাস ঠাকুর বৈয়াসিকগণের কৃত্য, সুমেধোগণের শ্রীনামযজ্ঞের কথা সুকৃতিসম্পন্ন ব্রহ্মার অধস্তনগণের কর্ণকুহরে নিনাদিত করিয়াছিলেন, আর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু জল-তুলসীমুখে পাঞ্চরাত্রিক কৃত্য অর্চ্চনপদ্ধতির আচরণ করেন। শ্রীগৌরসুন্দরের বংশে উক্ত শাখাদ্বয়ের আরাধনাও

ব্যাসপূজার অন্তর্গত। জগতের সমস্ত অমঙ্গল-নাশোদ্দেশে শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্টপ্রচারকত্রয় ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি-প্রকটিত জগতের যাবতীয় অনর্থ বিদূরিত করিয়াছেন। অন্তরঙ্গ, অনর্থমুক্ত, শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-শ্রীবাস-হরিদাসগণের বৃন্দাবনসেবাধিকার প্রদানের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ এবং তদনুগগণ সকলেই শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদর-স্বরূপের আনুগত্যক্রমে সিদ্ধস্বরূপে বৈয়াসিকগণের সম্পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীব্যাস-পূজায় শ্রীনিত্যানন্দানুগ শ্রীগৌরবংশধরগণেরই তজ্জন্য একমাত্র অধিকার। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টকৈকপ্রাণ ভজনপরায়ণ পরমহংস-বৈষ্ণবাচারে শ্রীব্যাসপূজারই অধিকার লাভ করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন,—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" গুর্ব্বন্বয়ায়ায় বৈয়াসিকগণ শ্রৌতপন্থী, সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্টপ্রচারকারিগণ শ্রীরূপানুগত্বে থাকিবার নিত্যপ্রার্থী এবং তাহাতেই তাঁহারা নিত্য অবস্থিত।

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম তৎকৃত 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা'-প্রারম্ভে আমাদিগের সর্ব্বদা গায়ত্রীরূপে গান করিবার জন্য লিখিয়াছেন—

"শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
স্বয়ংরূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥"

শ্রীরূপের গৌরবগুরুগণের আশ্রয়িতব্য বস্তু ভক্তিসিদ্ধান্তাচার্য্য শ্রীসনাতন-গোস্বামীকে শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চবিলাসোন্মত্ত জীবকুলের অনর্থনিবৃত্তির উদ্দেশে ভজনানুগ বৈষ্ণবস্মৃতি সঙ্কলনের ভার অর্পণ করেন। সেই শ্রীসনাতনপ্রভু শ্রীবেঙ্কটতনয় শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপাপাত্র শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমুখ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, এবং শ্রীগৌরকৃপালব্ধ মহাভাগবতলীলাভিনয়কারী শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়ের ভজনোদ্দেশসহ ভাগবতের ব্যাখ্যাতা করাইয়াছিলেন। বৈয়াসিকগণের পরমসেব্য শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী দৈন্যলীলা প্রচারকল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের কোন ব্যাখ্যা নিবন্ধ রাখিয়া যান নাই। তিনি সমগ্র নিষ্কিঞ্চন-ভাগবত-পাঠকগণের হৃদয়ে ভাগবতের সকল উদ্দেশ্য স্ফূর্ত্তি লাভ করাইবার জন্য শক্তি সঞ্চার করাইয়াছেন, আর শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর কড়চা-গ্রন্থ হইতেই শ্রীজীবপ্রভু "ভাগবত-সন্দর্ভ" ও "সর্ব্বসম্বাদিনী"র বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশেই তিনি শ্রীগোপালভট্ট দ্বারা কনিষ্ঠাধিকারোচিত

অনর্থোন্মোচিনী স্মৃতি সংরক্ষণ করিয়াছেন। কনিষ্ঠোত্তরাধিকারের জন্য শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনোঽভীষ্টপ্রচারকারী শ্রীরূপই—শ্রীরূপমঞ্জরী। তিনিই ব্রজ-বিলাসের সুপ্রধানা সহচরী, পরন্তু সখ্যাধিকা সেবাপরা এবং উদারবিগ্রহ স্বয়ংরূপের বৃন্দাবন-লীলার অধিকার-প্রদাত্রী; সেই জন্যই শ্রীরূপানুগবর কীর্ত্তন করিতেছেন—

"আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি॥

শ্রীরূপানুগগণের সাধকরূপে সেবায় আমরা সদাচারসম্পন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনরূপ অনুশীলনের প্রাকটা সন্দর্শন করি। বৈষ্ণব-সদাচার-বিশিষ্ট হইবার জন্য চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছেন; আবার অন্তরঙ্গসেবায় এই চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধনভক্ত্যঙ্গের ফলস্বরূপ মুক্তপুরুষগণের সিদ্ধরূপের অনুষ্ঠানে যে-সকল চেষ্টা কথিত হয়, তাদৃশ কীর্ত্তন-শ্রবণকারী সাধকগণ প্রকৃত সিদ্ধির সহিত মিশ্রসাধনের যে সামঞ্জস্য প্রয়াস করেন, তাহা হইতে প্রপঞ্চে বিষময় ফল উদ্ভূত হইয়াছে। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তিতে জীবপ্রাকট্য; সেই জীব যখন স্বীয় তটস্থধর্ম্ম ভুলিয়া যান, তখনই তিনি অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিকেই বেদবাণী বলিয়া সারস্বত-পূজা করিয়া থাকেন। আবার, যে কালে রূপানুগ সিদ্ধস্বরূপে অবস্থিত হন, তখনই তিনি—

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্যপ্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎ কথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥
—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ১৫০ অঙ্ক

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥ —চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ

—এই শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর ভাষা উপলব্ধি করিতে পারেন। আর যাঁহাদের উহা বুঝিতে অসুবিধা ঘটে তাঁহারা—

"শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥" ভাঃ ২।৮।৪

—এই ভাগবত শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী এবং শ্রীজীবপ্রভুর ভক্তিসন্দর্ভের "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃ করণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যং। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেত, সম্পন্নে গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্ট্যেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণপরিকরেষু সম্যক্ স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতীত্যভিপ্রেত্য সাধনক্রমো লিখিতঃ। এবং কীর্ত্তনস্মরণয়োজ্ঞেয়ম্ ॥"—এই কথা উপলব্ধি করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্যের মনোঽভীষ্ট বুঝিতে কাহারা অসমর্থ? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্ম-বৈয়াসিকসম্প্রদায় বলেন, যাঁহারা শ্রীরূপানুগ নহেন; রূপানুগ নহেন কাহারা—যাহারা নিজদম্ভভরে মনোগঠিত গৌরোপাসনা ও গৌরলীলা-শাস্ত্রের ভাবপ্রবণতায় মত্ত থাকেন এবং যাঁহারা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পাঠ করিয়াও শ্রীরূপানুগে রুচিবিশিষ্ট হন না, তাঁহারা কখনই রূপানুগ নহেন। যাঁহারা অন্তর্দ্দশা ও বাহ্যদশায় বেদবাণী বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারাই সাধক ও সিদ্ধের বৈশিষ্ট্যের অপলাপ করিয়া থাকেন; তাঁহারা গৌড়ীয়-ব্রুব-পরিচয়ে পরিচিত হইতে গিয়া শ্রীরূপ-মতের বিপর্য্যয় সাধন করিয়া সাধারণ ভ্রম আবাহন করিয়া বসেন যাঁহারা প্রাকৃত ভোগপরা স্ত্রীপ্রধান-চেষ্টায় বিভোর, তাঁহারা হরিভজন করিতে আসিয়াও প্রাকৃত জগতের ভাবুকতাকে অপ্রাকৃত রসিক ভাবুকের সহিত সমদর্শনে আত্মম্ভরিতামূলে ভোগ ও ত্যাগ-সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টে বাহ্যদশায় কৃত্য ও অন্তর্দ্দশার সাক্ষাৎসেবা এবং বাহ্যাভ্যন্তর মিশ্রদশায় কীর্ত্তন, এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিতে না পারিয়া একের স্কন্ধে অপরের ভার চাপাইয়া দিয়া ভজনপথ হইতে বিচ্যুত হন। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপ্রচারে আবরণে কৃষ্ণকে অক্ষজ-জ্ঞান-গম্য বস্তুজ্ঞানে কৃষ্ণসেবা না করিয়া তাঁহাকে অধোক্ষজ-বস্তুজ্ঞানের পরিবর্ত্তে অক্ষভোগ্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বস্তুবিশেষ জ্ঞান করিয়া নিজের নশ্বর জড়সেবা করাইয়া লন; তাহা ব্যাসপূজা নহে এবং শ্রীগৌরসুন্দরের অনভিপ্রেত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩২শ বর্ষ | ২৪ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ, ৪৯৪ গৌরাব্দ
৩০ পৌষ, বুধবার, ১৩৮৭ ; ইং ১৪।১।১৯৮১ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

আর্ত্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশকম্

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্]

প্রহ্লাদ প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্ব্বত্র মে দর্শয়
স্তম্ভে চৈনামিতি ব্রুবন্তমসুরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ।
বক্ষস্তস্য বিদারয়ন্নিজনখৈর্বাৎসল্যমাবেদয়ন্
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥১॥

হে প্রহ্লাদ! তোমার প্রভু হরি যদি সর্ব্বত্র থাকে, তবে এই স্তম্ভের মধ্যে আছে কি? দেখাও—এই কথা বলিতেই তথায় শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়া

জগতে ভক্তবাৎসল্য জ্ঞাপনের জন্য নিজনখ কর্ত্তৃক সেই অসুর সম্রাট্ হিরণ্য-কশিপুর বক্ষঃ বিদীর্ণ করিলেন। তাদৃশ একমাত্র শ্রেষ্ঠ আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১ ॥

শ্রীরামায় বিভীষণোঽয়মধুনা ত্বার্ত্তো ভয়াদাগতঃ
সুগ্রীবানয় পালয়েঽহমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্।
এবং যোঽভয়মস্য সর্ব্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং সদা-
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥২॥

অধুনা আর্ত্ত বিভীষণ সভয়ে আগত হইলে শ্রীরাম সুগ্রীবকে বলিলেন, "হে সুগ্রীব! বিভীষণকে এখানে আনয়ন কর, আমি তাহাকে এখন পালন করিব।" এই সর্ব্বজনবিদিত অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রকে লঙ্কাধিপত্য দান করিলেন। তাদৃশ অভয়দাতা আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ২ ॥

নক্রগ্রস্তপদং সমুদ্ধৃতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং
পাহীতি প্রচুরার্ত্তরাবকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ।
মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণাৎ
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥

কুম্ভীর কর্ত্তৃক পদে আক্রান্ত হইয়া সমুদ্ধৃতহস্তে "হে ব্রজেশ, হে দেবেশ, হে শক্তীশ, আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া গজরাজ প্রচুর আর্ত্তনাদ করিলে 'শোক করিওনা'—এই বাক্যে তৎক্ষণাৎ যিনি সেই কুম্ভীরের মুখ হইতে হস্তীকে চক্রসম্পদ্দ্বারা ত্রাণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৩ ॥

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে
ক্বাসি ক্বাসি সুযোধনাদবমতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্।
ইত্যুক্তোঽক্ষয়বস্ত্ররক্ষিত তনুং যোঽরক্ষদাপদ্রণাৎ
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া দ্রৌপদী 'হা কৃষ্ণ, হা অচ্যুত, হা কৃপাসাগর, হা পাণ্ডবগণের আশ্রয়স্থল, তুমি কোথায়, তুমি কোথায়, আমাকে রক্ষা কর' বলিয়া ক্রন্দন করায় যিনি অনন্ত বস্ত্রদ্বারা রক্ষিতা

দ্রৌপদীকে আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৪ ॥

যৎপাদাব্জনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং
যন্নামামৃতপানতো জন্তুমতাং তাপত্রয়ং শাম্যতি ।
পাষাণশ্চ যদঙ্ঘ্রিতো বরবধূরূপং মুনেরাপ্তবান্
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

যাঁহার পাদনখোদ্ভূত বারি ত্রিভুবনের পাপসমূহ বিধ্বংস করে; যাঁহার নামামৃতপানে জীবের তাপত্রয় শমিত হয়; যাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শদ্বারা পাষাণও মুনির বরবধূরূপ ধারণ করে, সেই শ্রেষ্ঠ আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৫ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রতঃপরিমিতং সংসারবারাং নিধিং
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্ ।
তন্নৈবাদ্ভুতকারণং ত্রিজগতাং নাথস্য দাসোঽস্ম্যহং
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই দুর্জ্জনও অপার সংসার-সমুদ্র ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর শাশ্বত পরমপদ প্রাপ্ত হয়, সেই ত্রিভুবন-নাথের আমি দাস—ইহা অদ্ভুতকারণের বিষয় নহে। তাদৃশ আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৬ ॥

পিত্রা ভ্রাতরমুত্তমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং যো ধ্রুবং
দৃষ্ট্বা তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্র বমানং গতম্ ।
যোঽদাৎ তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

ভ্রাতা উত্তমকে পিতৃক্রোড়স্থিত দর্শন করিয়া ভক্তোত্তম ধ্রুব ভ্রাতার ন্যায় পিতৃক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে বিমাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইলেন। তপস্যায় প্রীত হইয়া যিনি শরণাগত ধ্রুবকে স্বর্ণাদ্রিসিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৭ ॥

নাথেতি শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা।
জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্ম্মবিমুখতা আধ্যাত্মভাবং যযুঃ।
ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতি-
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৮॥

ভগবান্ যে জগতের নাথ বা স্বামী—ইহা বেদসমূহ কিম্বা তত্ত্ববাদিগণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, কিন্তু গোপকুলজাত গোপিকা-উপপত্তিগণ কুল-জাতিধর্ম্ম-বিমুখ হইয়াও পরমেশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যিনি তাঁহাদের উপপতি ও একমাত্র সদ্গতিস্বরূপ, তাঁহার প্রতি ভক্তিই তাঁহাদিগকে অতুলা মুক্তি দান করিয়াছিল সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি॥ ৮॥

ক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্তসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্ব্বাস সং ক্ষোভিতং
দ্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতম্।
ভুক্ত্বাঽতর্পয়দাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমান্
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৯॥

দ্রৌপদী ভয়ভক্তিসহকারে ভগবান্‌কে স্বহস্তে শাক অর্পণ করিলেন। সেই শাকভক্ষণে 'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্'—এই আত্মবৃত্তি জগৎকে প্রদর্শন করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর সহস্রশিষ্যের সহিত সংক্ষুব্ধ দুর্ব্বাসাকে ভগবান্ পরিতুষ্ট করিলেন। সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি॥ ৯॥ (ক্রমশঃ)

গুরুদাস

গুরুদাস হইবার যোগ্যতা

সদ্বংশে জাত, বিনীত, প্রিয়দর্শন সত্যবাদী শুদ্ধাচারী মহাবুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কাম-ক্রোধশূন্য, গুরুভক্তি-বিশিষ্ট, সর্ব্বকাল কায়মনোবাক্যে ভগবৎ-সেবাতৎপর, রোগবর্জ্জিত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, হরি-গুরু-পূজানুরক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দয়াবিশিষ্ট, যুবকই গুরুদাস হইবার যোগ্য পাত্র। অভিমান-

শূন্য, নির্ম্মৎসর, আলস্যরহিত জড় বস্তুতে মমতাহীন, গুরুতে দৃঢ় মিত্রতা-বিশিষ্ট, বৎসরবাসী, গুরুসেবাপর, অচঞ্চল, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, গুণিগণের দোষের অদ্রষ্টা, অপ্রজল্পী ব্যক্তিই গুরুদাস হইতে পারেন।

গুরুদাস হইবার অযোগ্যতা

অলস, মলিন, বৃথা কষ্টকারী, অহঙ্কারী, কৃপণ, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত ক্রোধী, বিষয়াসক্ত, লুব্ধ, পরছিদ্রান্বেষী, মৎসরতাবিশিষ্ট, বঞ্চক, রুক্ষবাক্, অন্যায়রূপে ধনোপার্জ্জন, পরদার-রত, ভক্ত বিদ্বেষী, আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমানী, ভ্রষ্টব্রত, অন্যের দোষ সূচনাকারী, পরদুঃখদায়ক, অধিক ভোজনকারী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ নরাধম, কুকার্য্য হইতে অনিবৃত্ত এবং গুরু-শাসন-শ্রবণে অসমর্থ ব্যক্তিকে শ্রীগুরুদেব স্বীয়দাস্য দিবেন না। জৈমিনী, সুগত, নাস্তিক, নগ্ন, কপিল, গৌতম—এই ছয় হেতুবাদীর আশ্রিত ব্যক্তি গুরুদাস হইতে পারেন না।

গুরুদাসের সাক্ষাৎ গুরু-সেবা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য

গুরুদাসের কর্ত্তব্য অনেক হইলেও সাধারণতঃ (সাক্ষাৎ-গুরুসেবা সম্বন্ধে) সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে :—(ক) প্রতিদিন গুরুর জলকুম্ভানয়ন, কুশপুষ্প যজ্ঞীয় কাষ্ঠ আহরণ, গুরুর শরীর মার্জ্জন, চন্দন লেপন, গৃহমার্জ্জন, বস্ত্র প্রক্ষালন, গুরুর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করিবে। গুরুর গুরুকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। গুরুর অনুমতি লইয়া পিতামাতার সম্ভাষণ করিবে। সর্ব্বত্রই গুরু দর্শনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। প্রত্যহ প্রীতিজনক মনোহর অন্নপানাদি বস্তু গুরুকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে। কর্ম্ম, মন, বাক্য, প্রাণ ও ধনদ্বারা গুরুর প্রিয়-কার্য্য সাধন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে যে অনুষ্ঠান সমর্থ, সেই অপ্রাকৃত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ভগবদ্বুদ্ধিতে গুরুকে প্রণাম, সর্ব্ব সম্পত্তি ও নিজদেহ দক্ষিণা-স্বরূপ গুরুকে সমর্পণ করিবে। সেব্য ভগবান্ কৃষ্ণ গুরু-শরীরে অবস্থিত জানিবে। হরিবাসরে উপবাস করিবে।

গুরুদেবের সাক্ষাৎ-সেবাসম্বন্ধে গুরুদাসের নিষিদ্ধ

(খ) গুরু-সমীপে পদ-প্রসারণ, অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র গমন, আস্ফালন উচ্চবাক্য, গুরুর নামোচ্চারণ, গুরুর গমন বচন ও ক্রিয়ার অনুকরণ নিষিদ্ধ। গুরুর বাক্য, আসন, যান, পাদুকা, বস্ত্র ও ছায়া গুরুদাসের লঙ্ঘন নিষেধ।

গুরু-সমীপে পৃথক পূজা করিবে না। আমি যাহা, গুরুও তাহা—এরূপ অহংভাব দেখাইতে নিষেধ। গুরুদেবকে কোন আদেশ করিবে না এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না। গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করিবে না। তাঁহার কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। তাঁহার আগমনে উঠিয়া দাঁড়াইবে, তাঁহার অনুগমন করিবে, তাঁহার শয্যায় উপবেশন করিবে না। গুরুর তাড়না ও ভৎর্সনায় তাঁহাকে অবহেলা ও অপ্রিয়বাক্য বলিবে না। গুরুসেবা না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। গুরু-নিন্দকের সহিত বাক্যালাপ ও সঙ্গ করিবে না। মৎস্য, মাংস, শূকর, কচ্ছপ ভক্ষণ করিবে না। পাদুকা লইয়া দেব-গুরু-গৃহে যাইবে না।

গুরুবাক্য ও শাস্ত্রানুবাক্যানুসারে গুরুদাসের পালনীয় ৫২টী অনুষ্ঠান

১। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান ২। ভগবৎ-প্রবোধন ৩। সবাহ্য আভ্যন্তরিক ৪। প্রাতঃস্নান ৫। নব বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ ৬। অভীষ্টদেবার্চ্চন ৭। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ ৮। শঙ্খচক্রাদি ধারণ ৯। চরণামৃত পান ১০। তুলসীমণিমালাদি ভূষা ধারণ ১১। নির্ম্মাল্য পরিহার ১২। নির্ম্মাল্য-চন্দন শরীরে লেপন ১৩। শালগ্রাম ও শ্রীমূর্ত্তিপূজা ১৪। নির্ম্মাল্য-তুলসী সমাদর ১৫। তুলসী চয়ন ১৬। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা ১৭। শিখাবন্ধন ১৮। চরণামৃতে পিতৃতর্পণ ১৯। মহোপচারে ভগবৎপূজা ২০। ভক্তির অনুকূলে নিত্য-নৈমিত্তিকানুষ্ঠান ২১। ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস ২২। নব পুষ্পফলাদি দান ২৩। তুলসীপূজা ২৪। ভক্তিগ্রন্থপূজা ২৫। ত্রৈকালিক হরিপূজন ২৬। পুরাণ শ্রবণ ২৭। নিবেদিত বস্ত্র ধারণ ২৮। ভগবদাজ্ঞা জ্ঞানে সদনুষ্ঠান ২৯। গুরুর অনুমতি গ্রহণ ৩০। গুরুবাক্য বিশ্বাস ৩১। মন্ত্র-দেবানুসারে মুদ্রা-রচন ৩২। ভজনোদ্দেশে গীত-নৃত্যাদি ৩৩। শঙ্খধ্বনি ৩৪। লীলানুস্মরণ ৩৫। হোম ৩৬। নৈবেদ্যার্পণ ৩৭। সাধু-সমাদর ৩৮। সাধুপূজা ৩৯। নৈবেদ্য ভোজন ৪০। তাম্বূলাবশেষ গ্রহণ ৪১। বৈষ্ণব-সঙ্গ ৪২। বিশিষ্ট ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ৪৩। দশম্যাদি দিনত্রয়ে নিয়ম-দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা ও সন্তোষ ৪৪। জন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব ৪৫। দেবমন্দিরে গমন ৪৬। অষ্টমহাদ্বাদশী পালন ৪৭। সকল ঋতুতে মহোপচারে হরিপূজা ৪৮। বৈষ্ণব-ব্রত পালন ৪৯। গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি ৫০। সদা

তুলসী সংগ্রহ ৫১। শয্যা-পাদসম্বাহনাদি, উপহার প্রদান ৫২। রামাদি চিন্তা। এই বায়ান্নটী অনুষ্ঠানে গুরুদাসের কর্ত্তব্যতা আছে।

গুরুদাসের ৫২টী নিষিদ্ধাচার বর্জ্জনীয়

গুরুদাস নিষিদ্ধ ৫২টী অবশ্যই বর্জ্জন করিবেন। ১। উভয় সন্ধ্যায় শয়ন ২। মৃত্তিকাহীন শৌচ ৩। দাঁড়াইয়া আচমন ৪। গুরু-সমক্ষে পদ প্রসারণ ৫। গুরু-ছায়ালঙ্ঘন ৬। সমর্থপক্ষে স্নানবর্জ্জন ৭। দেবার্চ্চনে শৈথিল্য ৮। দেব-গুরুর অভ্যর্থন ৯। গুর্ব্বাসনে উপবেশন ১০। গুরু-সমক্ষে পাণ্ডিত্য-প্রচার ১১। উরুর উপর পদ সংস্থাপন ১২। বিষ্ণুর নৈবেদ্য উল্লঙ্ঘন ১৩। মন্ত্রহীন তিলক ও আচমণ ১৪। নীল বসন পরিধান ১৫। ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর সহ বন্ধুতা ১৬। অসৎশাস্ত্র সেবন ১৭। তুচ্ছ সঙ্গ-সুখাসক্তি ১৮। মদ্য-মাংস সেবন ১৯। মাদক-ঔষধ সেবন ২০। মসূরী সহ অন্ন গ্রহণ ২১। শাক, লাউ, বেগুন, পেঁয়াজ ভোজন ২২। অবৈষ্ণবের নিকট অন্নগ্রহণ ২৩। অবৈষ্ণব-ব্রতানুষ্ঠান ২৪। অবৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ ২৫। মারণ উচাটনাদি অনুষ্ঠান ২৬। সমর্থ হইয়া হীনোপচারে হরিসেবা ২৭। শোকের অধীন ২৮। দশমীবিদ্ধা একাদশী-ব্রত গ্রহণ ২৯। গুরু-কৃষ্ণ একাদশীতে ভেদবুদ্ধি ৩০। দ্যূতক্রীড়া ৩১। সমর্থ-পক্ষে অনুকল্প স্বীকার ৩২। একাদশীতে শ্রাদ্ধ ৩৩। দ্বাদশীতে নিদ্রা ও তুলসী চয়ন। ৩৪। দ্বাদশীতে বিষ্ণুস্নান ৩৫। বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্য বস্তুদ্বারা শ্রাদ্ধ ৩৬। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে অতুলসী ৩৭। অবৈষ্ণব বা রাক্ষসশ্রাদ্ধ ৩৮। চরণামৃত থাকাকালে পবিত্রতা জন্য অন্য জলে আচমনাদি ৩৯। কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টের পূজা ৪০। পূজাকালে অসদালাপ ৪১। গৃহ-করবীর এবং আকন্দাদিদ্বারা পূজা ৪২। আয়স ধূপপাত্র ব্যবহার ৪৩। প্রমাদবশত তির্য্যক্ পুণ্ড্র ৪৪। অসংস্কৃত দ্রব্যদ্বারা পূজা ৪৫। চঞ্চল চিত্তে অর্চ্চন ৪৬। একহস্ত প্রণমন ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ ৪৭। অসময়ে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ৪৮। পর্য্যুসিত অন্ন নিবেদন ৪৯। অসংখ্য জপ ৫০। মন্ত্র প্রকাশ ৫১। মুখ্যকালত্যাগ ও গৌণকাল স্বীকার ৫২। বিষ্ণুপ্রসাদ অস্বীকার।

শ্রীগুরু ও শ্রীগুরুদাস-তত্ত্ব

গুরুদাস নিত্য, গুরু নিত্য। অনাত্ম মনের দ্বারা বা দৃশ্য জগতের বস্তু-বিশেষ গুরুকে মনে করিলে বাস্তবিক নিত্য-গুরুদাস হওয়া যায় না। গুরুকে

মর্ত্ত্যজ্ঞান করিলে, গুরুদাসের বাহ্য শরীর ধ্বংসশীল জানিলে, মনের পরিবর্ত্তনীয় অবস্থা বিচার করিলে, আত্মার বা অপ্রাকৃত বস্তুর নিত্যত্ব বিষয়ে নানা সন্দেহ উদিত হয়। গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য ও আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত তাহাতে হেয়ত্ব নাই। হেয়ত্বের অভিনিবেশ বিদূরিত হইলে শিষ্য বুঝিতে পারেন যে, তিনি স্বরূপে 'কৃষ্ণদাস'। গুরুদাস শ্রুতির উল্লিখিত 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' মন্ত্র শুনিয়া আপনাকে বিশুদ্ধ 'চিৎকণ' বা অণুচিৎ বলিয়া জানিতে পারেন। গুরুদাস স্বরূপে অবস্থিত হইয়া বলেন—

"শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
শ্রীরূপং হি কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥

—শ্রীল প্রভুপাদ

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব চন্দ্রিকা

"সত্যব্রতং সত্যপরং" হইতে "ভারং ভুবো হর যদূত্তম নন্দনং তে" পর্য্যন্ত ভাগবতোক্ত পঞ্চদশ শ্লোকাত্মক গর্ভস্তোত্র অতিশয় পবিত্র। এই স্তবের বক্তা ব্রহ্মাশিব প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রকাশিত বেদ তন্ত্রাদি হইতে সারতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া স্বল্পাক্ষরে বর্ণন করিয়াছেন; অতএব ইহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাই। এই স্তবে যাহা কিছু লেখা আছে তাহা শ্রুতি প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কেবল ইহার সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইলেই জীবগণ চরিতার্থ হয়। এই গর্ভস্তোত্রের বিশেষ ব্যাখ্যা এই যে জগদীশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া তাহাতে প্রতিভাত হন। অখিল জীবের প্রকৃতি দেবকীতে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া জীবাত্মার সহচর হইয়াছেন। জীবের জ্ঞানস্বরূপ বসুদেব প্রথমে ভগবদ্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তৎপ্রকৃতি মনস্বরূপ দেবকীকে ঐ পবিত্র ভাবটী অর্পণ করেন। এতন্নিবন্ধন দেবকীপ্রসূত ভগবানের নাম বাসুদেব হইয়াছে। বাসুদেব বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর। জীবের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে যে পরব্রহ্মের প্রতিভা তাহাই বাসুদেব। পরব্রহ্ম অবিতর্ক্য ও অচিন্ত্য, অতএব জ্ঞান কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হন না। পরন্তু পরমেশ্বর ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা হয়; এতৎপ্রযুক্ত পরম কারুণিক বিভু অনুগ্রহপূর্ব্বক জীবের জ্ঞানের আত্ম প্রত্যয় বিভাগে স্বয়ং প্রকাশ হইয়া মনোমধ্যে বিচরণ করেন। অবিবেচক লোকেরা

জগদীশ্বরের অবতার স্বীকার করেন না। ইহাতে কেবল তাঁহারা আমাদিগকে বঞ্চনা করেন মাত্র। পরমেশ্বরের বাসুদেব অবতার স্বীকার না করিলে নিরীশ্বর অথবা সত্যান্ধ হইয়া উঠিতে হয়। এই বাসুদেবের আবির্ভাব কালীন যে দেবস্তুতি তাহা যে অমৃত তুল্য ইহাতে সন্দেহ কি ?

এই অপার জ্ঞান গর্ভস্তোত্রের সদর্থ নির্ণয় করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র লোকের সাধ্য নহে, তবে আমার জীবন সর্ব্বস্ব জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ প্রসাদাৎ যাহা কিছু নির্ণীত হইবে তাহা দয়া সমুদ্র বৈষ্ণব মহোদয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক দাস প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলির ন্যায় গ্রহণ করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীধর স্বামী-কৃত ব্যাখ্যা যতদূর পারি অবলম্বন করিব। স্থানে স্থানে যদিও স্বামী-বাক্যের অনুরূপ ব্যাখ্যা হইবে না তথাপি দয়ার্দ্র-চিত্ত পাঠকগণ স্বামী প্রদত্ত ইঙ্গিতালম্বিত ব্যাখ্যা বলিয়া আমার এই ভাষ্যকে গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণবগণই আমার বান্ধব, তাঁহাদের চরণ-রেণুই আমার একমাত্র প্রার্থনা ; যেহেতু তাঁহারা কৃপা করিলে আমার হৃদয়েশ্বর মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাসানুদাস বলিয়া জানিবেন। ইহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইব॥

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং,
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যং ঋতসত্যনেত্রং,
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র পরমব্রহ্ম ছিলেন, তার কিছুই ছিল না। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্ ও পূর্ণস্বরূপ। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণের নিকট তিনটি শক্তির প্রকাশ আছে। অপর সমুদয় শক্তি জীবের পক্ষে অচিন্ত্য ও অবিতর্ক্য। জীব যদিও স্বয়ং অপ্রাকৃত, জ্ঞান ও আনন্দে ভূষিত তথাপি পূর্ণতার অভাব প্রযুক্ত পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্যক্ জানিতে পারেন না। এই তিনটি শক্তির নাম চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা। চিচ্ছক্তিই পরব্রহ্মের স্বভাব। মায়াশক্তি ঐ স্বভাবের বিপরীত। জীবশক্তি চিচ্ছক্তির বিভিন্নাংশ মায়াবিমুখ ধর্ম্ম যোগ্য। চিচ্ছক্তি পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, জীবশক্তি অপ্রাকৃতের অসম্পূর্ণ লক্ষণ এবং মায়াশক্তি অপ্রাকৃতের বিপরীত অর্থাৎ প্রাকৃত। সমস্ত জড় জগতকে প্রাকৃত বলা যায়, এজন্য

ইহাকে মায়াশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা হয়। জগদীশ্বরে এই তিনটি শক্তি স্বীকার না করিলে কোন প্রকার বিচারের মীমাংসা হয় না, যেহেতু পরব্রহ্মে অপ্রাকৃত গুণ স্বীকার না করিলে ভয়ঙ্কর মায়াবাদের উদ্ভব হয়। বিপরীত গুণ-সকল যে-পুরুষে সামঞ্জস্য ভাবে অবস্থিত করে তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলি, যথা নির্বিকার ও সৃষ্টি করণের ইচ্ছা এবং চিচ্ছক্তির আনন্দময় বিলাস ও মায়া-শক্তির অন্ধতম পরিচালনা একই কালে নির্ব্বিরোধ ভাবে পরমেশ্বরে দৃষ্ট হয়। মানব অসম্পূর্ণতা প্রযুক্ত এ প্রকার সামঞ্জস্যের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। মায়া অসৎ অর্থাৎ অভাব সঙ্কল্প, এ প্রযুক্ত জড়জগতে দুঃখ ব্যতীত আর কিছুই নাই। পরিদৃশ্যমান এই জগতেই যে মায়া এমত নহে কিন্তু ইহা মায়াগর্ভ সম্ভূত। মায়া জগদীশ্বরের শক্তি মাত্র। সেই অনাদি শক্তিতে পরমেশ্বর যখন রমণ করেন তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সমস্ত সূর্য্য ও নক্ষত্রগণ সহিত এই জড় ব্রহ্মাণ্ড মায়া-প্রসূত। জননীর গুণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজ, তম, দেশ, কাল এই সমস্ত মহাগুণ ও তদনুলোম বিলোম জনিত আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থাপকতা, আকর্ষণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র গুণসকল গুণবতী। মায়া হইতে দৃশ্য জড় প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের অনুগামী তত্ত্বজ্ঞগণ এই মায়া ও তজ্জাত জগৎকে মিথ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ বা গুণ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের বিচারে নানাবিধ দোষের উদ্ভব হয়। প্রথমতঃ এই বিশ্বরূপ ভাণ কাহাতে হইতেছে ইহা যুক্তিদ্বারা কোন প্রকারে মীমাংসা গ্রহণ করিলে পাপ-পুণ্য, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য ইত্যাদি সমুদয় অবস্তু হইয়া উঠে। মানব জীবনের সারভূত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তিমূল যে প্রেম তাহাও উৎপাটিত হইয়া জীবসকল ভ্রমকূপে পতিত হইয়া স্বেচ্ছাচার ধর্ম্ম অবলম্বন করত অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়। যথার্থ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব সাধুগণ এই সকল বন্ধ্যা যুক্তি হইতে জীব সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে বিধান করিয়াছেন। পরমেশ্বরে স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা পূর্ণানন্দে অলঙ্কৃত। তাঁহার জীবশক্তির পরিচালনা দ্বারা স্থিতিকালে সমস্ত জীবের অস্তিত্ব বিধান করেন, এবং মায়াশক্তির দ্বারা, বস্তুত অসত্য কিন্তু স্থিতিকালে সত্য এই জড় জগৎকে প্রকাশ করেন। জীব চিন্ময় হইয়াও জগদীশ্বরের শক্তি বশতঃ এই জড় জগতে বদ্ধপ্রায় অনুযন্ত্রিত আছেন। পরন্তু সারগ্রাহী

বৈষ্ণববর্গ পরমেশ্বরকে এক অদ্বয়তত্ত্ব জানেন, যেহেতু জীব ও জড়ের মূল স্বরূপ যে দুই শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে তাহা একমাত্র পরমেশ্বরের শক্তি মাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। পরম পুরুষ পরমেশ্বর কদাচ একাধিক নহেন, যেহেতু শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যুক্তি, ঐতিহ্য অর্থাৎ মহাজন প্রসিদ্ধি এবং অনুমান এই চারি প্রকার প্রমাণের দ্বারা বৈষ্ণবগণ পরব্রহ্মকে অদ্বয় বলিয়াছেন। দ্বিতত্ত্ব ও ত্রিতত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণ ফলতঃ এক পরম তত্ত্বেই তর্কান্ত পরিশ্রমের বিশ্রাম প্রদান করেন। জীব জড় এই দুইটী পদার্থকে তাঁহারা অনাদি ও অনন্ত বলিয়া গীতা-প্রমাণ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের গীতার্থ বিবেচনার ত্রুটী বলিতে হইবে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শক্তিদ্বয়কে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তদ্দ্বারা ঐ শক্তিদ্বয়ের পরিণাম স্বরূপ কার্য্য সকলকে অনাদিত্বে বরণ করেন নাই। পরিণামেরও পরিণাম হইবার সম্ভাবনা, অতএব জগদীশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সমুদায় পদার্থ বিনাশ হইতে পারে ইহা সর্ব্বতঃ স্বীকৃত। তটস্থ বিচার করিলে জগদীশ্বর স্বীয় শক্তিগণ হইতে অভিন্ন। যথা আলোক ও দহন এই দুইটী অগ্নির শক্তি কিন্তু ইহারা অগ্নি হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীবশক্তি ও মায়াশক্তি অনাদি ও অনন্ত হইলেও তজ্জাত জীব ও জড় স্বতন্ত্র ভাবে অনাদি ও অনন্ত নহে। অর্থাৎ ইহাদের ক্ষয়োদয় স্বীকার করা যায়। পরন্তু বৈষ্ণবগণ জীব ও জড়কে মিথ্যা বলিতে পারেন না। যেহেতু সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর ইহাদের মূল স্বরূপ, অতএব মায়াবাদী ভ্রমান্ধ ব্যক্তিগণের মীমাংসা হইতে বৈষ্ণবতত্ত্ব স্পষ্টরূপে ভিন্ন করিবার জন্য অনেকানেক মহাত্মাগণ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড় এ উভয়কেও নিত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগদীশ্বর সৃষ্টি করণেচ্ছায় সত্যের সঙ্কল্প করেন একারণ দেবগণ তাঁহাকে সত্যব্রত বলিয়া সম্বোধন করিলেন। জড় ও জীব যদিও সত্য তথাপি জগদীশ্বরের স্বীয় সত্যতার সহিত ঐ সাময়িক সত্যের তুলনা হইতে পারে না যেহেতু পরমেশ্বর নিত্য সত্য, এ প্রযুক্ত দেবতাগণ তাঁহাকে "সত্যপরং" বলিয়া সম্বোধন করেন। সত্যব্রত বলিয়া ভগবানকে সম্বোধন করত দেবতাগণের এরূপ আশঙ্কা হইল যে যদি সত্যব্রত শব্দদ্বারা ভগবানের সৃষ্ট পদার্থকে নিত্য সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাহা হইলে মহৎ অপরাধ হইবে; এই আশঙ্কা দূরীকরণ আশায় অবিলম্বেই সত্যপরং উপাধিটী প্রয়োগ করিলেন। এইপ্রকার ঈশ্বরের নিকট নিরপরাধী

হইয়াও দেবতাদিগের সন্তোষ হইল না যেহেতু 'সত্যব্রতং সত্যপরং' এই সঙ্কীর্ণ বাক্যের ব্যাখ্যা কেবল ভগবানই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু অন্যান্য জীবগণ ইহার বিপরীত অর্থ জানিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিবেন অথবা জড় ও জীবকে ঈশ্বরের সহিত নিত্যতায় তুলনা করিয়া কলুষিত হইবেন। এই প্রকার চিন্তা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমেশ্বরকে "সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে সত্যস্য সত্যং" এই বাক্যের দ্বারা স্তব করিলেন। হে জগদীশ! তুমি সত্যের জননী অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান কারণ। অপর তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সাময়িক সত্যে নিহিত হইয়া আছ অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সত্যের সত্য স্বরূপ অর্থাৎ জীবন। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান নিহিত হইয়া আছেন এই ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট অথচ আশ্চর্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ ভাগে পরমেশ্বর আছেন ইহা চিন্তনীয় নহে, যেহেতু পরব্রহ্ম অপ্রাকৃত ও দেশকাল অপরিচ্ছেদ্য। জড়জগতের অতিশয় ক্ষুদ্র পদার্থকে পরমাণু বলা যায়। প্রতি পরমাণুখণ্ডে পরব্রহ্ম ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জগদীশ্বর অণু হইতে অণু ও গুরু হইতে গুরু এরূপ বেদসকলও গান করিয়াছেন। বেদসকল পরব্রহ্মের জগতে নিহিত থাকা ভাবকে সুন্দর ব্যক্ত করিতে না পারিয়া 'ওতপ্রোত' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যেহেতু মন ও বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয় সেই অচিন্ত্য ঈশ্বরকে যে কোন বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করা যায় তাহা প্রাকৃতভাবে কলুষিত হইয়া উঠে। কিন্তু জগদীশ্বরের যশঃকীর্ত্তন ও সংস্মরণ অর্থাৎ নিদিধ্যাসন ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই। এ প্রযুক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বাক্যালঙ্কারে ভগবানকে বর্ণন করুন্ না কেন ঐ বাক্য সকলের প্রাকৃত ভাবকে পরিত্যাগ করত অপ্রাকৃত ভাব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদিও এই প্রকার প্রতি পরমাণু খণ্ডে জগদীশ্বর পূর্ণরূপে বিরাজ করেন তথাপি ব্রহ্মাণ্ড ও ঈশ্বরে আধার আধেয় সম্বন্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন। অনেকেই নিহিত ভাবের আলোচনা করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া ইহাকে বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই ভয়ানক মীমাংসাকে নিরোধ করিবার আশায় দেবগণ তাঁহাকে 'সত্যস্য সত্য' উপাধি প্রদান করিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হইলেও ঈশ্বর নহে। জগদীশ্বর সত্যস্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সমাপ্ত হইবে তখন ইহার পরিণাম স্বরূপ পরম সত্য

পরমেশ্বর একমাত্র অবশেষ রহিলেন। এই সাময়িক সত্যের পর্য্যবসান জগদীশ্বরেই সম্ভব। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং পরমেশ্বর ইহাতে অনুপ্রবেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিয়াছেন। অপর যখন তাঁহার সেই পবিত্র ইচ্ছা নিরস্ত হইবে তখন ইহার কিছুই থাকিবে না। তখন একমাত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান বিরাজ করিবেন। এস্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও জীবসকল ছিল না তখন এই বিশ্বের অভাবরূপ একটী অসম্পূর্ণতা ঈশ্বরে লক্ষ্য হয়; অতএব এস্থলে ত্রিতত্ত্ববাদী মহাত্মাগণ নিজ সিদ্ধান্ত উৎকৃষ্ট বলিয়া জীব ও জড়ের নিত্যত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য এরূপ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত নহে। জীব ও জড়ের প্রাগ্‌ভাব জগদীশ্বরের শক্তি মধ্যে থাকায় তিনি সৃষ্টির প্রাক্কালে কোন অংশে অসম্পূর্ণ ছিলেন না। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়াবসানে সেই পরব্রহ্মের শক্তি মধ্যে প্রবেশ করিবে। এস্থলে কালত্রয়ের মধ্যে কখনই তাঁহাকে অসম্পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এইপ্রকার কহিতে কহিতে দেবতাগণ বিবেচনা করিলেন যে সত্যই ঈশ্বরের একমাত্র মহাত্মা হয় তবে তাহা সকলের গ্রাহ্যরূপে সামান্য হইয়া উঠে। আহা! আমরা ঈশ্বরকে এইপ্রকার সত্য স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কতদূর অপরাধী হইলাম। এইপ্রকার শোচনা করত ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবানকে ঋতসত্য নেত্র এইপ্রকার সম্বোধন করিলেন। সত্যের সত্য স্বরূপ যে ব্রহ্ম তাহার প্রবর্ত্তক অর্থাৎ নিয়ন্তা যে পরম পুরুষ পরব্রহ্ম তিনিই ভগবান্। ভগবানের শক্তির সমষ্টির নাম ব্রহ্ম, যাঁহাকে সত্য উপাধি প্রদান করা হইয়াছে সেই সত্যের আধার যে পুরুষ তিনিই পরমেশ্বর। সেই পুরুষকে সত্য বলিতে হইলে গুণের দ্বারা গুণাধারের নামকরণ হইয়া উঠে। অতএব দেবতাগণ কহিলেন, হে সত্যাত্মক! আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। জ্ঞানের দ্বারা চিন্তা করিতে করিতে যখন গুণ সমুদায় অতিক্রম করত সেই গুণাধার পরম পুরুষের সন্নিকট হইলেন; তখন দেবতাদিগের জ্ঞান একেবারে নিরস্ত হইয়া গেল। তখন তাঁহারা ভক্তি-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া প্রপত্তিরূপ ভগবদ্‌-চরণামৃত পান করিয়া জ্ঞানশূন্য আনন্দকে প্রাপ্ত হইলেন।

—জগদ্‌গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল গুরুদেবের দ্বাদশ বর্ষপূর্ত্তি
বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে
ভক্তিপূরিত কুসুমাঞ্জলি

জয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান,
আজি এ' তিথিতে তব স্মৃতি সদা জাগে মনে অনুক্ষণ।
দ্বাদশ বর্ষ আগে হেন শুভক্ষণে মোদের সঙ্গ ত্যজি'
সেবিছ হরিরে মঞ্জরী-স্বরূপে শ্রীহরির রাসে পশি'।

সেথা কুঞ্জকাননে রসরাজ সাথে খেলিছ প্রাণের খেলা,
নানা ফুল সাজে সাজাইছ তাঁরে হয়ে প্রেমে মাতোয়ানা।
হেথায় তোমার বিরহের তাপে জ্বলি মোরা অন্তরে,
তথাপি তোমার গুণ-লীলামৃত গাহি-উল্লাস-ভরে।

বিষামৃতের একত্র মিলন এ তিথি-বাসরে ভায়,
কীর্ত্তনাকারে মহামহোৎসবে মাতি আজি মোরা তাই।
তোমার প্রকট ও অপ্রকট-লীলা নিত্য নিরন্তর,
লীলা হেতু শুধু জন্ম তোমার এই ধরণীর 'পর।

মৃত্যু তোমার হয় না কভুও, তুমি তো মানুষ নহ,
তুমি আশ্রয়-জাতীয় ব্রহ্মবস্তু,—হরি-সেবা-বিগ্রহ।
তুমি ছাড়া এই বিশাল ভুবনে আপন তো কেহ নাই,
মোদের প্রকৃত কল্যাণ হয় তোমারি তো করুণায়!

শ্রীহরি তোমার নিজ সম্পদ, তুমিই তাঁকে দিতে পার,
তব সেবা ছাড়া শ্রীহরি-সেবার মেলে না'কো অধিকার।
গোলোকের কথা তুমিই জান গো, তুমি তো গোলোকবাসী,
জাগতিক কথা ত্যজিয়া যেন তোমার বাণী ভালবাসি।

কহেছো মোদেরে ভোগ-ত্যাগ-পথে শুধু হরি-বিমুখতা,
ভোগ-বাঞ্ছা হেতু ভোগী-ত্যাগী কভু পায়না হরির দেখা।

গৃহব্রতগণে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশা লয়ে হৃদে,
আধি-ব্যাধিরূপ ত্রিতাপে দহিছে অনিত্য এই ভবে।

মোক্ষকামীরা দিশাহারা হয়ে ত্যাগের পথেতে চলে,
অষ্টাদশ সিদ্ধি-বাঞ্ছা মানিয়া রহে হরিসেবা ভুলে।
সেবা-পথ ধরি' সেব্য শ্রীহরির সাক্ষাৎকার সম্ভব,
ভোগ আর ত্যাগে স্পৃহা থাকিতে মেলে নাকো হরি-পদ।

নিজ সুখকামী কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগী মায়ার গোলামী করে,
কিন্তু ভক্ত হরি-সুখ লাগি' জীবন উৎসর্গ করে।
এহেন তোমার উপদেশাবলী স্মরি মোরা অন্তরে,
মোদের ভোগ ও ত্যাগ প্রবৃত্তিরে চাহি আজি নাশিবারে।

তোমার চরণ আশ্রয় করি' মোদের এ জীবন ধন্য,
কৃপা কর যেন তোমার সেবাতে নিত্যকাল থাকি মগ্ন।
সারা জগতের গুরু তুমি প্রভু, নমস্য সবাকার ;
তব কৃপা ছাড়া টুটে না জীবের অজ্ঞান-অন্ধকার।

তোমার 'গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি' শত শতাব্দী ধরে,
ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়ের ঐতিহ্য প্রচারিবে ধরা 'পরে।
শ্রীগুরু-চরণে তব নিষ্ঠার তুলনা কি কভু আছে ?
শ্রীপ্রভুপাদের জীবন বাঁচাতে পীড়ন সহেছো নিজে।

ভক্তি-সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ-আচরণ সহিতে পারনি কভু,
চৈতন্যমনোঽভীষ্ট রূপায়ণে সদা ব্যস্ত থেকেছো প্রভু !
প্রেমধর্ম্মের মহৎ মহিমা ঘোষিয়াছ দিকে দিকে,
শ্রীরূপ-বাণীর নব-প্রবর্ত্তন এনেছো এ ধরা-বুকে।

তোমার লীলার মহিমা কহিতে আমার শকতি কোথা ?
ভক্ত জানয়ে তোমার মহিমা, তুমি ভকতেরই ত্রাতা !
(তবু) করুণ বিলাপে গাহি তব গুণ শুধু তব কৃপালোকে,
প্রার্থনা মোর, তোমারি কৃপায় পাই যেন শ্যামচাঁদে।

তব প্রেষ্ঠজন আচার্য্যদেব শ্রীল বামন মহারাজ,
তাঁর আনুগত্যে তব গুণ গাহি' কৃতার্থ মোরা আজ।
ভকতি-কুসুম নিবেদি' তোমার চরণে আজিকে নমি,
করুণা করিয়া উদ্ধারহ মোরে তব দাস্য-যোগ দানি'।

—: শ্রীগুরু-বিরহ-বাসর :—
২৯ পদ্মনাভ, ৪৯৪ গৌরাব্দ
ইং তাং ২৩ অক্টো, ১৯৮০

শ্রীগুরু-কৃপালেশ-প্রার্থী—
শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
(বর্দ্ধমান)

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৩ পৃষ্ঠার পর)

অষ্টসখী— ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লীকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা॥

এইভাবে আমরা শ্রীল মহারাজের শ্রীমুখে অষ্টসখীগণের লীলাকথা শ্রবণ করিতে করিতে চিকশৌলী গ্রামের উত্তরে সাকরিখোর অর্থাৎ দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণপথে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট হইতে দধিলুণ্ঠন করিয়া খাইয়াছিলেন। দুইদিকে গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের উঁচু পাহাড়। ইহাকে ব্রহ্মপাহাড় বলা হয়। গ্রামের অধিবাসীগণ এইস্থানে আসিয়া তাঁহাদের গাভীদের প্রথম দুগ্ধ দান করিয়া যান, এইরূপ প্রচলন এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইস্থলে শ্রীরাধিকার জন্মতিথি উপলক্ষে বহু কৌতুক হয়, ইহাকে 'বুড়ালীলা' কহে। পর্ব্বতের উপরে পূর্ব্বদিকে বিলাসগড়—শ্রীরাধাগোবিন্দের বিলাস স্থল। পশ্চিমে পর্ব্বতোপরি দানগড়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে দানলীলা করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্ম পাহাড়েই কৃষ্ণ-সখাগণের সঙ্গে রাধারাণী-সখীদের বাক্‌যুদ্ধ ও হস্তযুদ্ধ হইয়াছিল। রাধারাণীর প্রধানা ললিতা, সেইহেতু মুনসীখান একটী স্থানের নাম হইয়াছে।

চিক্‌শৌলী গ্রামের নিকটেই গহ্বর বনের অপরূপ বনশোভা; এখানে অনেক সাধু বাস করেন, পর্ব্বতের উপর ময়ূরকুঠি। অসমর্থ তীর্থযাত্রী ছাড়া আর সকলেই পর্ব্বতোপরি ময়ূরকুঠি দর্শন করিলেন। এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া ময়ূর নৃত্য করিয়াছিল। একসময় কৃষ্ণও ময়ূররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এখানকার বনশোভা ভগবদ্ভক্তগণের মনে আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয়, আর কৃষ্ণলীলা-স্ফূর্ত্তিলাভ হয়; সার্থক আমাদের পরিক্রমা। গহ্বর বনের পর পর্ব্বতের উপরে মানগড়। শ্রীরাধিকা এখানে মান করিয়াছিলেন; কৃষ্ণকুণ্ড, কৃষ্ণগলি, গোপালমূর্ত্তি দর্শন। একসময় কৃষ্ণ রাধারাণীর সঙ্গে মিলনের আশায় গোপীবেশ ধারণ করিয়া শ্যামাসখী সেজেছেন, তাঁহার অপরূপ বেশ দর্শন করিয়া সখীগণ বলিলেন, "তুমি কি করিতে পার?" শ্যামাসখী বলিলেন,—"আমি মালা-হার গাঁথতে পারি, প্রয়োজনে পাশটিপতেও পারি। এইভাবে শ্যাম-শ্যামার মিলনক্ষেত্র হইয়াছিল অপরূপ গহ্বর বনের কুঞ্জগলিতে। হংসগোপাল, নির্ব্বাক চতুঃসন, কুশলবিহারী ও শ্রীগোপালজী দর্শন করিয়া আমরা অবশেষে পর্ব্বতোপরি শ্রীবৃষভানুপুর বা বর্ষাণায় পৌঁছিলাম। চিক্‌শৌলির পশ্চিমে মুক্তাকুণ্ড এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাদ করিয়া শ্রীরাধারাণী মুক্তাক্ষেত করিয়াছিলেন। এই লীলা শ্রীল দাসগোস্বামিপাদ তাঁহার 'মুক্তাচরিত' গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজন-কুটীরের সন্নিকটে পাবন সরোবরের তীরে অবস্থিত নন্দগ্রামের মহাবিদ্যালয়ে আমরা অবস্থান করিয়া নন্দগ্রাম ও বর্ষাণার দর্শনীয় স্থান পরিক্রমা ও দর্শন করিয়াছি।

বর্ষাণা—শ্যাম-শ্যামার মিলন-ক্ষেত্র দর্শন করিয়া ক্রমশঃ আমরা হংসগোপাল, কুশলবিহারীজীউ, শ্রীগোপালজীউ দর্শনান্তে শ্রীবৃষভানুপুর বা বর্ষাণায় উপস্থিত হই। বর্ষাণার প্রাকৃতিক শোভা মন হরণ করিয়া থাকে। পর্ব্বতোপরি শ্রীরাধারাণীর মন্দির বিরাজমান ও চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও আছেন। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে দাঁড়াইয়া অরণ্যানি ও গ্রামসমূহের অপরূপ শোভা যতদূর দৃষ্টি যায় নয়নপথে পতিত হইয়া কি যে আনন্দলহরী শ্রীভগবদ্ভক্তগণের মনে উত্থিত হয়, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই, কে যেন উত্থানরাশি সাজাইয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীবার্ষভানবীদেবীর নূতন মন্দির হরগুলাল শেঠ মহাশয় কয়েক লক্ষ টাকা দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের কারুকার্য্যও দর্শনীয়। বর্ষাণা শ্রীরাধারাণীর প্রেমে বশীভূত। উচুগ্রামের শ্রীনারায়ণ ভট্টজী বর্ষাণায় শ্রীরাধারাণীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, কথিত আছে শ্রীভট্টজী শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শিলেন। এই মন্দিরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ বিরাজমান।

শ্রীবৃষভানু মহারাজার মন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বৃষভানুরাজার মূর্ত্তি মাতা কীর্ত্তিদার বিগ্রহ ও অন্যান্য বিগ্রহগণ বিরাজমান। বর্ষাণার পূর্ব্বদিকে ভানুখোর নামক কুণ্ড আছে। ইহা শ্রীবৃষভানু মহারাজের নামে হইয়াছে, দূর হইতে স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জাভারো গ্রাম বর্ষাণার দুইমাইল দক্ষিণে, শ্রীতুঙ্গবিদ্যা দেবীর জন্মস্থান। সময় সংক্ষেপ বলিয়া দূর হইতেই আমরা দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া অগ্রসর হইতেছি। শ্রীরাধারাণীর পিলুফল চয়নের স্থানের নাম পিরিপুকুর। শ্রীল নারায়ণ মহারাজজী পরিক্রমার পথে আমাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক ও অষ্টসখীর লীলা ও স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনমুখে আমাদের পথযাত্রার কষ্টকে লাঘব করিয়া দেন। "রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥" শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাকথাই আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব হউক—ইহাই প্রচারের মূল কথা।

"ব্রজগোপীভাব, হইবে স্বভাব, আন ভাব না রহিবে।"

প্রসঙ্গক্রমে রাধারাণীর পিতৃ-মাতৃ পরিচয় বলা হইতেছে। পিতা বৃষভানু মহারাজ ও মাতা কীর্ত্তিদা বা কীর্ত্তিকা সুন্দরীর সন্তান—শ্রীদাম, শ্রীরাধারাণী ও অনঙ্গমঞ্জরী। বৃষভানু মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রভানু, তাঁহার কন্যা শ্রীচন্দ্রাবলী। শ্রীকীর্ত্তিদার মাতা মুখরা। নন্দগ্রাম হইতে বর্ষাণার দূরত্ব প্রায় ৮ মাইল, আমরা বর্ষাণার পরিক্রমা শেষ করিয়া বেলা ২টায় নন্দগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

নন্দগ্রাম—দুপুরে প্রসাদ সেবান্তে বিশ্রাম শেষে পুনরায় নন্দগ্রামের নিম্নলিখিত লীলাস্থানগুলি দর্শন করিলাম, নন্দগ্রামে ৫৬টি কুণ্ড আছে। মাত্র কয়েকটি কুণ্ড আমাদের দর্শন হইয়াছে। সাচকুণ্ড (ঘোল কুণ্ড), কৃষ্ণকুণ্ড, নিত্যগোপাল শ্রীবিগ্রহ, ললিতাকুণ্ড, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর ভজন-

কুটীর, ললিতবিহারী, শ্রীবিগ্রহ মানের শিক্ষা প্রদায়িণী ললিতাদেবীকে প্রণাম, উদ্ধব কেওয়ারী—পূর্ব্বে এইস্থান কদম্ব বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ ছিল। বর্ত্তমানে শুধু মাঠ আর মাঠ,—কোন বনশ্রেণীই নাই। এখানে শ্রীউদ্ধব মহারাজ শ্রীকৃষ্ণবিরহে মৃতপ্রায় শ্রীব্রজবাসীগণকে প্রবোধ দিয়াছিলেন ইহাই 'ভ্রমরগীতি' নামে পরিচিত। উদ্ধবকেওয়ারী বিপ্রলম্ভরসের বা বিরহের মূর্ত্তপ্রতীক, আর রাধাকুণ্ড—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলনের মূর্ত্তিময় শ্রীবিগ্রহ। একটি ভ্রমর শ্রীরাধিকাপাদপদ্মে ঘোরাফেরা করিয়া মধুপান করিতেছিল তাহাকেই লক্ষ করিয়া 'ভ্রমরগীতির' রসাস্বাদন লাভ। উদ্ধব মহারাজ এইস্থানে ১০ মাস অবস্থান করিয়াছিলেন শ্রীব্রজবাসীগণকে প্রবোধ দিবার জন্য।

শ্রীনন্দবৈঠক—শ্রীনন্দমহারাজ গাভী দোহনের সময় বসিতেন ও কেহ কেহ মন্থণালয় বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ও বলদেবের পতৃবংশের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিলাম। যদুবংশীয় দেবমীঢ় রাজার ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে শূর নামক পুত্র হয়, তাঁহার পুত্র বসুদেব বসুদেবের স্ত্রী দেবকী ও তৎপুত্র বাসুদেব। বসুদেবের আর এক স্ত্রী রোহিণী, তাঁহার পুত্র বলরাম। শ্রীদেবমীঢ়ের বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে পর্জ্জন্য নামে পুত্র হয়, এবং তাঁহার পুত্র নন্দ মহারাজ; নন্দ মহারাজের স্ত্রী যশোমতী বা তাঁহাদের সন্তান কৃষ্ণ ও যোগমায়া। নন্দ মহারাজের পাঁচ ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী।

গোপাষ্টমী বা গোষ্ঠাষ্টমী—"ব্রজমণ্ডলে বিশেষ করিয়া রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনে ও মথুরা-বৃন্দাবনে আজ উৎসবের মেলা। লক্ষ লক্ষ নরনারী ভক্তিভরে—পরিক্রমা করিতেছেন ও আনন্দভরে রাধা-কৃষ্ণের ও গোপীগণের লীলাকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। আমরা নন্দগ্রামে অবস্থান করিয়া সকালবেলাতেই পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজের আনুগত্যে শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের অনুগমন করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজনকুটীর ও শ্রীপাবনবিহারীর মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরিক্রমা করিতে করিতে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীরে উপস্থিত হইলাম।

শ্রীরূপ গোস্বামীর ভজনস্থলী—এখানে খুব সন্তর্পণে ও ভক্তিভরে অবনতমস্তকে শ্রীল মহারাজের আদেশে শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের ভজন-কুটীর পরিক্রমা করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। শ্রীল মহারাজজী এখানে তাঁর অন্তরের ভাব বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করিলেন। শ্রীরূপের বহুবিধ

উপদেশ ও ভজনরহস্য শ্রীল মহারাজজী কীর্ত্তন করিতে করিতে ভাবাবেগে স্বয়ং নয়নজলে পরিশিক্ত হইলেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। কি যে অপরূপ দৃশ্য তখন হইয়াছিল, তাহা চাক্ষুষ দর্শন না করিলে অনুভব করা যাইবে না। তবে যাঁহারা শ্রীরূপানুগ তাঁহারাই এইভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীল রূপগোস্বামীর ভজনস্থলটী অতি অপরূপ শোভায় শোভিত। মনে হয় যেন, প্রকৃতি তাঁহার সমস্ত সুন্দরতম রূপ দিয়া স্থানটীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা নিবিড়ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া আপনমনে ভজনস্থলটীকে পাহারা দিতেছে। ছোট একটি টীলার উপর ভজনস্থলটী সকলের চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়াছেন। সংলগ্ন কুণ্ডটিও জলপদ্মে ভরপূর। অবশেষে শ্রীল মহারাজজী শ্রীল রূপগোস্বামীর একটি লীলার উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন,—একদিন শ্রীল সনাতনগোস্বামী ও শ্রীল রূপ-গোস্বামী দুইভাই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বালোচনা করিতেছিলেন। হঠাৎ শ্রীরূপ গোস্বামীর মনে হইল, যদি কিছু দুগ্ধ ও চিনি পাওয়া যায়, তাহা হইলে ক্ষীর করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন ও শ্রীল সনাতনগোস্বামীকে পায়স প্রসাদ ভোজন করাইতেন। কিছুক্ষণ পরে একটি বালিকা দুগ্ধ ও চিনি লইয়া আসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকে দিলেন এবং পায়স রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতে চলিয়া গেলেন, শ্রীরূপ পায়স রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিলেন। শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রসাদ পাইতে পাইতে প্রেমবিকারে অধৈর্য্য হইলেন এবং শ্রীরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দুগ্ধ ও চিনি কেমন করিয়া আসিল। উত্তর শুনিয়া সব বুঝিতে পারিলেন এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ কার্য্য করিতে শ্রীরূপকে নিষেধ করিলেন। কথায় বলে ভক্তের বোঝা ভগবান বয়। শ্রীরাধাঠাকুরাণী স্বয়ং ভক্তের মনবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুগ্ধ ও চিনি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আজ কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের সার্থকতা বিধান করিলেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের একটী বাণীর উল্লেখ না করিয়া নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছি না,—"শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীর কৃপালাভ করতে হলে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য ব্যতীত উপায় নাই।

শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী শ্রীরূপের সর্ব্বপ্রধান অনুগ। শ্রীজীব রঘুনাথের অনুগ। শ্রীরূপগোস্বামী যে উপদেশ দিয়েছেন, তাহা পরমহংস বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে প্রকাশিত আছে।"

মহাজন গীতিতে পাই,—

"শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥

শ্রীল মহারাজজীর অপূর্ব্ব পরিবেশন উপস্থিত পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের হৃদয়কে আলোকিত করিয়া দিয়াছেন ক্ষণিকের জন্য। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মহারাজজী আর একটি শুভ সংবাদ পরিবেশন করিলেন যে, বৈকাল বেলা নন্দগ্রামে গোপাষ্টমী উৎসব দর্শন করিবেন। পথিমধ্যে আম্রেশ্বর মহাদেব দর্শন ও কুণ্ড দর্শন।

গোপাষ্টমী বা গোষ্ঠাষ্টমী—বৈকাল বেলা যাত্রীরা নিজেরাই মিলিয়া শ্রীনন্দগ্রামে গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী দেখিবার জন্য দলে দলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা বালক-বালিকার মধ্য হইতে একজনকে কৃষ্ণবেশে ও একজনকে রাধাবেশে সাজাইয়া পাল্কিতে করিয়া পরিক্রমা করেন। তৎসহ কিছু গোবৎস ও গাভীকে সঙ্গে রাখেন। তবে খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক নহে। কারণ সাজ-পোষাকে কোন পারিপাট্য নাই রাধা-কৃষ্ণের, লোক সমাগমও তত নয়। উৎসব শেষে সকলে পাহাড়ের সিড়ি পার হইয়া শ্রীনন্দবাবার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এখানে স্থানীয় মেয়েরা গোপ-গোপী বেশ ধারণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয় করিতেছেন। মান-অভিমানও সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করিয়া উপস্থিত দর্শকবৃন্দকে আনন্দদান করিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহগণের সন্ধ্যারতি দর্শন করিয়া আমরা আমাদের বিশ্রামস্থল মহাবিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিলাম। গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী উপলক্ষে ভক্তবৃন্দ প্রসাদের উৎসব করিয়াছিলেন। শ্রীল মহারাজজী অল্পসময় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলেন। ভক্তবৃন্দ শ্রবণ-কীর্ত্তন শেষে মহানন্দে প্রসাদ সেবন করিয়া নিদ্রাদেবীর আশ্রয় নিলেন। আগামীকল্য সকালবেলা

আমাদের নন্দগ্রামকে বিদায় জানাতে হইবে এবং কোকিল বন, যাবট, কোশী, ছোট বৈঠান, চরণ পাহাড়ী, বিহার বন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে হইবে। এই সংবাদটিও শ্রীল মহারাজজী জানাইয়া রাখিলেন।

যাত্রীগণ শ্রীনন্দগ্রামকে বিদায় জানাতে প্রস্তুত। বাসের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। সকাল ৭।৩০ মিঃ ২খানা বাস আসিয়া পরিক্রমাকারী ভক্ত-বৃন্দকে গ্রহণ করিল। তবে একটি বাসে শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভুর অধীনের যাত্রীবৃন্দকে এবং শ্রীপাদ বিশ্বরূপ প্রভুর অধীনের যাত্রীবৃন্দকে তোলা হইল। যাত্রাপথ **কোকিল বন**। বড় রাস্তায় বাস রাখা হইল। সমর্থ ব্যক্তিগণ শ্রীল মহারাজের আনুগত্যে কোকিলবন দর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুলবৃক্ষে বসিয়া কোকিলের ন্যায় শব্দ করিয়া শ্রীরাধিকাকে সঙ্কেত করিয়াছিলেন। এবং শ্রীরাধারাণীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। যাবট গ্রাম কোকিলা বন হইতে এক মাইল দূরে। জটিলা যাবট হইতেই কৃষ্ণের কোকিলসুর শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বনের শোভা অতি চিত্তাকর্ষক। কোকিলকুণ্ড দর্শন হইল।

যাবট—নন্দগ্রামের দুইমাইল উত্তর-পূর্ব্বে শ্রীযাবট গ্রাম। বাসযোগে পৌঁছিলাম। কিছুপথ পরিক্রমা করিতে হইয়াছে। অভিমন্যু বা আয়ান ঘোষের বাড়ী, জটিলা কুটিলার গ্রাম। আয়ান ঘোষের মা জটিলা। বোন কুটিলা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীচন্দ্রাবলী, অভিমন্যু (আয়ান) শ্রীরাধারাণীর মূর্ত্তি দর্শন। রাধারাণীর চরণ চিহ্ন দর্শন। রাবণ যেমন ছায়া বা মায়াসীতা হরণ করিয়াছিল। আয়ান ঘোষও তদ্রূপ রাধারাণীর ছায়া বিবাহ করিয়াছিল। আদ্যাশক্তি রাধারাণীকে স্পর্শ করিবার ক্ষমতা আয়ান ঘোষের ছিল না। যাবটের অন্তর্গত প্রায় ১৫টি কুণ্ড আছে। সময়াভাবে আমরা বাসযোগে কুশী শহরের দিকে অগ্রসর হইলাম।

নন্দগ্রাম হইতে কুশী ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে কুশীতে শ্রীকৃষ্ণ নন্দবাবাকে দ্বারকাধাম দর্শন করাইয়াছিলেন। এখানে গোমতী কুণ্ড আছে। আমরা শহর অতিক্রম করিয়া বড়বৈঠান ও ছোটবৈঠান পৌঁছিলাম। ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বসিবার স্থান। ছোটবৈঠানে শ্রীকৃষ্ণ কেশবিন্যাস করিয়াছিলেন।

চরণপাহাড়ি—আমরা প্রায় তিন মাইল মাঠ-পথ অতিক্রম করিয়া চরণপাহাড়ি পৌঁছিলাম, চলার পথ সহজ ছিল না। দর্শনীয় লীলাস্থলগুলি

বর্ণনা করা হইল। এখানে গোপগণ শিলার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রস্তর গলিয়া কর্দ্দমতুল্য হওয়ায় গোপগণের পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া গেল ও তৎসঙ্গে সুরভী, ঘোড়া, হস্তী ও হরিণের পদচিহ্নও শিলায় চিহ্নিত হইয়াছিল। শ্রীল মহারাজজী অতি আগ্রহসহকারে পরিক্রমাকারী যাত্রীবৃন্দকে চিহ্নগুলিকে দেখাইয়া দিলেন। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের শ্রীমন্দির দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ। চরণ গঙ্গা দর্শন। জল লালবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। চরণপাহাড়ী ও কোট-বনের মধ্যে রাসোলী। শ্রীকৃষ্ণের শরৎকালীন রাসলীলার স্থান। এই লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। রাসোলী, কোটবন ও শেষশায়ীর উদ্দেশে আমরা দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া শেরগড়ের দিকে যাত্রা করিলাম। শেষশায়ী সম্বন্ধে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ অনন্তশয্যায় কৌতুকে শয়ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিয়াছিলেন। মন্দিরে শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি আছেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু এই বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন।

রামঘাট—শেরগড় বা খেলন বন হইয়া আমরা দুই মাইল দূরে যমুনার তীরে রামঘাটে পৌঁছিলাম বেলা ২ ঘটিকায়। যমুনার তীরবর্ত্তী খেলন বনে সখাগণের খেলিবার স্থান। দূর হইতেই আমরা খেলন বনের উদ্দেশে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিলাম। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ দলবলসহ যমুনার তীরে রামঘাটে আসিয়া স্নান সমাপন করিলেন এবং স্থান মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গ্রামের নাম উবে। এখানে বলদেব প্রেয়সীগণের সহিত দুইমাস রাসবিহার করিয়াছিলেন। নিকটেই বিহার বন। বিশ্রামের পরে আমরা তথায় গিয়া দর্শন করিব, যমুনা দেবী শ্রীবলরামের সঙ্গে সহযোগিতা না করায় শ্রীবলদেবপ্রভু শ্রীযমুনাকে বলদ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীযমুনা এখানে বক্রভাবে প্রবাহিতা। এই লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। শ্রীল মহারাজজী যমুনার তীরবর্ত্তী ঘাটগুলির নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সময়াভাবে যাওয়া হইবে না বলিয়া বর্ণনমুখে দর্শন।

রামঘাট হইতে দুইমাইল দক্ষিণে অক্ষয়বট, এইস্থানে বলদেব প্রলম্বাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এইস্থান হইতে দুইমাইল দূরে চীরঘাট, কাত্যায়নী ব্রতপরা গোপীগণের বস্ত্রহরণ, শ্রীকৃষ্ণ এইস্থলে করিয়াছিলেন এবং যে কদম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে চীর-কদম্ব

কহে। বৃন্দাবনেও চীরঘাট ও চীর কদম্বের বর্ণনা আছে। চীরঘাট হইতে নন্দঘাট তিনমাইল, কার্ত্তিক মাসের একাদশীতে নন্দঘাটে শ্রীযমুনায় স্নান করিবার সময় নন্দ মহারাজকে বরুণদেব হরণ করিয়া লয়। শ্রীকৃষ্ণ বরুণালয়ে গিয়া নন্দবাবাকে দ্বাদশীর দিনে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। ব্রজবাসিগণ ভয় পাইয়াছিলেন বলিয়া গ্রামের নাম ভয়গাঁও। আশা রাখি শ্রীল মহারাজজী পরবর্ত্তীকালে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আয়োজন করিলে এই সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলির বিশদভাবে দর্শন দানের সুযোগ দিবেন। নন্দঘাট হইতে যমুনা পার হইয়া পাণিগ্রামের দিকে রাস্তা গিয়াছে। ঐদিনকার দর্শন বাদ গেল। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোপবালক ও গোবৎস-হরণ, তৎকর্ত্তৃক অপহৃত গোপবালকগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হাজির, শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি ইত্যাদি লীলাস্থলী পরবর্ত্তীকালে দর্শনের আশায় পড়িল।

(ক্রমশঃ)

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

অষ্ট মহাদ্বাদশী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ৩২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা পৃষ্ঠার পর)

আরও দেখা যায় পারণপ্রসঙ্গে "বৃদ্ধোভতিথ্যোরধিকা তিথিশ্চেৎ"—"স্যাচ্চেত্তিথির্ন্যূনা" ইত্যাদিতে তিথিরই প্রাধান্য এবং তাহাও নক্ষত্রাপেক্ষাই ; বলিতে হইবে। আরও লক্ষ্য করুন এই যে তিথি-নক্ষত্র-সম্বন্ধ বিচারেই 'অধিকা' 'ন্যূনা' শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা সাপেক্ষ তাই পরস্পরাপেক্ষ কাজেই নক্ষত্রের বেলায় অপেক্ষার বিষয় তিথিই হইবে, অন্য নহে। তাই তথায়ও সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে নক্ষত্র প্রবৃত্তির একটিমাত্র বচন থেকেই উদয়ের সঙ্গে নক্ষত্রের মানের অপেক্ষা কল্পনাযুক্ত হয় না। কারণ তাহার পরই "কিম্বা সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং" বলায় ব্যভিচার হইয়া গেল, অব্যভিচারি সম্বন্ধ হইয়া গেল, অব্যভিচারি সম্বন্ধ থাকিল না। কিন্তু দ্বাদশীর সঙ্গে সম্বন্ধের কখনও ব্যভিচার হইবে না বলিয়া তাহারই গুরুত্ব বেশী। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, হরিভক্তিবিলাসকার তিথিনক্ষত্রের ষষ্ঠীদণ্ডাত্মকতা বুঝাইতে কোথায়ও সম শব্দ ব্যবহার করেন নাই "বৃদ্ধৌ ভক্তিস্যোঃ" স্থলে

বৃদ্ধি শব্দই দিয়াছেন। উভয়ের তুলনাতেই ঐখানেই অধিক শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই ন্যূনাধিক বলিলেই প্রতিযোগী অনুযোগী শব্দসাপেক্ষ হয়। তাহাতেও পঞ্চমী বিভক্তিই প্রযুক্ত হয়। অর্কোদয়মারভ্য বলিলেই তাহা সাপেক্ষ হয় না উহা মুহূর্ত্তের ব্যাপার ক্ষণবৃত্তি আর নক্ষত্র সম-ন্যূন বলায় তার স্থিতিকাল ষষ্ঠী দণ্ডের ন্যূনাধিককাল—কাজেই দুই এরতুলনা হয় না। সম-স্তরের বস্তুরই তারতম্য বিচার হয়, গাছের সঙ্গে মাছের হয় না। তাই তার জন্য অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত কালের লক্ষণা করিয়া দিন-মাস আনয়ন ব্যাহতই হয়। যখন শক্যার্থে অন্বয় চলে তখন অন্য নিরর্থক। বিশেষতঃ শ্রুতিতে বা পুরাণেও লক্ষ্যার্থ গ্রাহ্য নয়। কাজেই তিথি ও নক্ষত্র উভয়ের মান স্বাভাবিক ৬০ দণ্ড হেতু তাহারা সম এবং মুখ্যতঃ তাদেরই যোগে ব্রত বলায় উভয়ের মানেরই সম-ন্যূনাধিকা কল্পনা স্বাভাবিক ও স্বরস হয়, তদ্দিনেরই মাত্র তিথি নক্ষত্র মানগ্রাহ্য পূর্ব্বপর দিনের নয়—একথাও অযৌক্তিক যেহেতু একাদশীর রাত্রে দ্বাদশী আরম্ভ হইলেও তিথি সে অংশে একাদশী হয় না দ্বাদশীই থাকে, নক্ষত্রও তাই। কাজেই উভয় দিনের খণ্ডমান ধরিয়াই তিথির পূর্ণমান হয়, তাহা লওয়াই যুক্তিসহ হইবে। নক্ষত্রেরও সেরূপ হইবে। তাহা না হইলে তাহাদের বৃদ্ধির প্রশ্নই উঠে না। পক্ষবর্দ্ধিনী লোপ হয়, উন্মিলন্যাদিও থাকে না। "তিথিমধ্যেই পারণং কথাও থাকে না। কাজেই উভয় দিনের খণ্ড তিথিও নক্ষত্রের মান হয়। নতুবা মানবৃদ্ধি কথাটাও নিরর্থক হয়। একদিনের মাত্র তিথি নক্ষত্রে প্রায়ই তাহা সম্ভব হয় না। আরও ব্রতে দ্বাদশীরই মুখ্যতা অথচ সেই দ্বাদশীরই মাত্র সূর্য্যাস্ত মান পর্য্যন্ত সেদিনে স্থায়িত্বের অপেক্ষা শ্রবণায় তাহাও নাই, কাজেই নক্ষত্র সম্বন্ধে ততোধিক স্থায়িত্ব কল্পনা নিরর্থক। বিশেষতঃ শ্রবণায় বিজয়া প্রসঙ্গে মাত্র মুহূর্ত্তের যোগ হইলেই ব্রত হইবে, ইহাই গোস্বামী-মত সিদ্ধ; তাহার প্রমাণও মূল টীকায় পাওয়া যায়। সুতরাং তিথির সঙ্গে নক্ষত্রের যোগ মাত্রই আবশ্যক এবং ন্যূনাধিক্যও তদ্‌যুক্ত তিথির অপেক্ষায়ই গ্রাহ্য। ইহাই স্বাভাবিক অভিপ্রায় বলিতে হয়। "যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ" টীকায় "রাত্রাদাবাপি" এইরূপই বলা হইয়াছে। অন্যত্র দ্বিকল যোগেও বলা হইয়াছে। দিবারাত্র মানের সঙ্গে ন রাত্রমান ধরিলে এবং সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দ্বাদশীর স্থায়িত্ব স্বীকার করিলে এসব বচনগুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে না কি? উহাতে সূর্য্যোদয় হইতে

সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত তিথি নক্ষত্রের স্থায়িত্ব আপতিত হইলে ঐসব উক্তি কোন্ ব্রতকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন? আরও পরের দিন পারণে "তাবত্যাং নিশি" "দ্বয়োর্নিশা ব্যাপ্তৌ" এসব উক্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? পূর্ব্বদিনে সূর্য্যোদয় বা তৎপূর্ব্ব প্রবৃত্ত নক্ষত্র বা তিথি কেমন করিয়া পরের দিন রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়? তাহাও ভাবিবার বিষয় নয় কি? আরও শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের মৌলী বিচারে দেখা যায় কোথায়ও ষষ্ঠী দণ্ডাত্মিকা তিথি বুঝাইতে 'সমা' শব্দ নাই। 'পূর্ণা' বা সম্পূর্ণা' প্রভৃতিই বলিয়াছেন। অনিষ্ক্রান্তা তিথিতেও 'বৃদ্ধি' শব্দই 'অধিকাদি নয় সর্ব্বত্রই সেরূপ আছে। যদি অন্য নিবন্ধকার সেরূপ কিছু শব্দ ব্যবহার করিয়াও থাকেন, তথাপি নিজের পরিভাষা ছাড়িয়া কোন আচার্য্যই স্বগ্রন্থে অন্যের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন না। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্.—মনে করুন যদু ও মধু উভয়ের একটি কাজ করার কথা। যদি সূর্য্যোদয় হইতে বা তার পূর্ব্ব হইতেই মধু সে কাজটি আরম্ভ করে, তার আগে বা পরে বা সঙ্গেও যদু কাজে লাগে, তবে কাজের কম বেশী করায় বিচার কি তাদের মধ্যে হইবে না, অন্যের সঙ্গে করা যাইবে? এখানেও সেরূপ "ঋক্ষস্য সতি চাধিক্যে তিথি মধ্যে হি পারণং" এই আধিক্য যেমন তিথি অপেক্ষায়, সেরূপই সম-ন্যূনাধিক্যও বুঝিতে হইবে।

যদি এসবের পরিহারের জন্য স্বতঃ ন্যূনাধিক্যাদির মতই গ্রহণীয় বলেন অর্থাৎ ৬০ দণ্ডের অপেক্ষায় ন্যূনাধিক্য বলেন, তাহা হইলেও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বপ্রবৃত্ত নক্ষত্রের ন্যূনত্বেরই সেদিন সম্ভাবনা বেশী থাকায় তাহার বিধি না থাকায় ব্রতের লোপ-প্রসঙ্গ আসে, ব্রতের নিত্যত্বের অসামঞ্জস্যই হয়। যদিও এখানে দিনমান, তিথিমান বা স্বমান এই তিনের সঙ্গেই ন্যূনাধিক্যের সম্ভাবনা করা যায়, কিছু যুক্তি সবাই দেখাইতে পারেন, তথাপি কাহার সঙ্গে মুখ্য বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তিথির সঙ্গেই স্বাজাত্য বেশী এবং তাহাকে লইয়াই ব্রত বলায় তারই সঙ্গে সমাদি বলিতে হয়। এখানে দিনমান ও স্বমান ৬০ দণ্ড স্থির ধরিলে স্বাজাত্য কমই হয়। তিথি—নক্ষত্র উভয়ই হ্রাস-বৃদ্ধিশীল, সুতরাং স্বজাতীয় এবং সেজন্য তাহাদের তুলনা গ্রাহ্যমত। ইহাই আমারও দৃঢ় মত।

শ্রীনৃসিংহ পরিচর্য্যার মতেও ৪ নক্ষত্র যোগেই ব্রত হইবে বলা আছে। নক্ষত্র সূর্য্যোদয়ে থাকিতে পারে মাত্র বলিলেন এবং প্রবৃত্ত হইলে পরদিন

ব্রত হইবে, তাহাই সম্ভবও। আর নক্ষত্র সমত্ব-ন্যূনাদি পারণ প্রসঙ্গেই আলোচনা করিয়াছেন, ব্রতে নয়। দ্বাদশীর মাত্র স্থায়িত্বই বিচার্য্য, তাহাও শ্রবণায় ততটা করেন নাই। "চতস্রশ্চক্ষং দিনাদের্ভবেৎ, প্রাগ্‌তেচ পশ্চাৎ ব্রতম্। সূর্য্যোদয়মারভ্য নক্ষত্রেণ ভবিতব্যং" এসব বাক্যই তাহার প্রমাণ। আরও "যদা নক্ষত্রবৃদ্ধৌ সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ প্রবৃত্তানি নক্ষত্রাণি সামাধিক্যং বা ভজন্তেতদা সূর্য্যোদয়াদুপর্য্যেব নক্ষত্রেণ ভবিতব্যমিতি ন নিয়মঃ"—এই কথার অসামঞ্জস্য হয়। নক্ষত্র বৃদ্ধি হইলে বলিলেই সূর্য্যোদয় অতিক্রম করিবে বুঝায়। সেমতে পূর্ব্বপ্রবৃত্ত হইলে অতিক্রম করিবে না বলিলেন। আবার সামাধিক্যং বা ভজন্তে কথায় কাহার সঙ্গে সামাধিক্য? কাজেই এসবের পারণ প্রসঙ্গেই যোগ রাখিয়া সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত নক্ষত্র স্থলে ব্রত হইবে, পূর্ব্বপ্রবৃত্ত স্থলেও হইবে।

সূর্য্যোদয়ে প্রবৃত্ত হইলে বৃদ্ধি ভিন্ন আধিক্য সম্ভব নয়। পূর্ব্বপ্রবৃত্তে আধিক্যের সম্ভব নাই। অরুণোদয় মাত্র প্রবৃত্তে সম্ভাবনা হইলেও তৎপূর্ব্ব প্রবৃত্ত নক্ষত্রে ব্রতলোপাপত্তি।

এমতে দ্বাদশী সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত থাকিবে। নক্ষত্র প্রায় দিবারাত্র থাকিবে তবে আর "অত্যল্পোহপ্যেনয়োর্যোগঃ" বচনের স্বার্থকতা কি? তাহাও ভাবিবেন আর দিবারাত্র অতিক্রান্ত তিথিতে "ভুক্ত্বা চ ষষ্ঠী ঘটিকা দৃশ্যতে প্রতিপদ্দিনে" বলায়ই বা সার্থকতা কি ভাবুন।

তারপর নির্ণয়সিন্ধুকায় "পুর্য্যার্কযুক্তা জয়া ... ... পাপনাশিনী" ইত্যাদি তাহার মতেও যোগমাত্রই গ্রাহ্য, প্রবৃত্তির লোপবিচার নাই, স্থিতিরও নাই। তবে তিনি "ব্রতাঃ মাপক্ষয় মুক্তিকাম উপবসেৎ" বলায় কাম্যত্বই এবং "একাদশী দ্বাদশ্যোঃ পার্থক্যে তু অশক্তস্য তু দ্বাদশ্যেব উপোষ্যা" এইরূপ সিদ্ধান্তই করিলেন, তাহাও শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার খণ্ডনই করিয়াছেন।

অতএব মহাদ্বাদশী স্থলে সকলেরই তাহা করাই কর্ত্তব্য—ইহাই আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত।

—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পঞ্চতীর্থ, বি, এ (অনার্স)
প্রাক্তন অধ্যক্ষ,
নবদ্বীপ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

সমাজে মানবতার রূপ-সৌন্দর্য্য

ইট তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে পর পর একটা একটা ক'রে রেখে সাজান হয়, এইভাবে সাজিয়ে রাখাকে পাঁজা বলা হয়। ইটের পাঁজা মানুষের বসবাসের উপযুক্ত নয়। ইট পর পর রাখলে দুটো ইটের মধ্যে যে ফাঁক থাকে তা চুণ, সুরকীর মশলা অথবা সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ ক'রে, আলো, বাতাস প্রবেশের জন্য জানালা, দরজা বসিয়ে ঘর তৈরী করলে তখন বসবাসের উপযোগী হবে।

কতকগুলি মানুষ হ'লেই রাষ্ট্র হয় না, রাষ্ট্র না গ'ড়ে উঠলে সমাজ হয় না, আবার সমাজ-ব্যবস্থা না হ'লে জাতি তৈরী হয় না। মানুষে মানুষে ব্যবধান চিরকালই আছে থাকবেও। মানুষে মানুষে দরকার ভালবাসা বা প্রীতিরূপ সিমেন্ট। এই মিলনে গ'ড়ে উঠবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রগঠন হ'লে ঘরে আলো, বাতাস প্রবেশ করানোর জন্য জানালা, দরজার মত প্রয়োজন সমাজ। সমাজ তৈরী ক'রবে জাতি। সম্প্রতি ভালবাসা দিয়ে মানুষে মানুষে যে ব্যবধান দূর হয়, তার নাম মানবতা। ঈশ্বরকে ভালোবাসার নাম প্রেম, মানুষকে ভালোবাসার নাম মানব-প্রীতি। ঈশ্বরে বা ভগবানে বিশ্বাস না থাকলে মানব-প্রীতির ভিত্তি দৃঢ় হবে না। আর ভিত্তি সুদৃঢ় না হ'লে জাতি সংগঠন হবে না।

আমরা আত্মভোলা জাতি। অতীতে আমরা কী ছিলাম, এখন কী হ'য়েছি তেবে দেখি না। পশ্চিমের দিকে চেয়ে বসে থেকে এটা সায়েন্সের যুগ, সায়েন্সের যুগ বলে চীৎকার ক'রে চারিদিক মুখর করছি ধর্ম্মকে অবহেলা ক'রে। এখানে ধর্ম্ম মানে ইংরাজী ভাষার রিলিজিয়ন (Religion) নয় রাইশাসনেস (Righteousness)। ধর্ম্মের ইংরাজী অনুবাদ, Religion ক'রলে ঠিক হবে না। আমরা বলি আগুনের ধর্ম্মই হচ্ছে পোড়ানো। ইংরাজী অনুবাদ করে যদি বলা হয় Burning is the religion of fire তাহ'লে কথাটা ভুল হবে না কি? যার যা করণীয় কর্ম্ম, তাই তার ধর্ম্ম। অলস হ'য়ে কর্ম্মহীন অবস্থায়, যার যা কাজ নয় তা করা অর্থাৎ অনুচিত কাজ করা পাপ, তাতে জাতি, সমাজ সংগঠন হয় না। আমরা যাঁদের দিকে চেয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, বিজ্ঞানের যুগ, বিজ্ঞানের যুগ ব'লে চীৎকার করি, তাঁরাই বলেন, act act in the living present, heart within and God over head. আসল মানে মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, মনে প্রাণে বিশ্বাস রেখে কাজ কর। শ্রীগীতায় আছে—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' মূল কথা যার যা কাজ

আত্মপ্রত্যয় রেখে তার তাই করা উচিত। Mr. Arnold একজন ইংরাজ, তিনি তাঁর The Song Celestial' কবিতায় লিখেছেন—

"To die performing duty is no ill
But who seeks other roads shall wander still."

এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে লোক ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কাজ করা কর্ত্তব্য—ইংরাজ জাতিও বিশ্বাস করেন এবং মানেন।

দ্বাপর যুগ আর কলিযুগের সন্ধিক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবত জাতিকে অবনতির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। মানুষের মতি-গতি কালের প্রভাবে নিম্নগামী হওয়ায় মানুষ আবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে। মানুষকে বাঁচাতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আবির্ভূত হ'য়ে জাতিকে বাঁচিয়েছিলেন ঐশ্বরিক প্রেম দিয়ে নিবিড় মানব-প্রীতি গ'ড়ে যার ফলে নীচতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, মনের মলিনতা সমাজ থেকে ক'মে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনপথে বাধা স'রে গেল সম-মতাবলম্বী হ'য়ে জাতি বাঁচল।

অতীতের কথা আমাদের ভুললে চ'লবে না, কারণ সেটাই আমাদের ভিত্তি। পুরাণোর সঙ্গে যোগ না থাকলে জাতির মৃত্যু অনিবার্য্য, যেমন গাছের শিকড়ের সঙ্গে যোগ না থাকলে গাছ বাঁচতে পারে না। পুরাণো ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখার ফলে রোম, গ্রীস, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা লোপ পেয়েছে। এই লোপ পাওয়াটাই জাতির মৃত্যু। শরীরকে বাঁচাতে যেমন হার্ট (Heart) সবল রাখা একান্ত প্রয়োজন, হার্ট ফেল (Heart fail) ক'রলে মৃত্যু অবধারিত। সেইরকম নিজেদের বাঁচাতে মানব-প্রীতি, যার নাম মানবতা, উহা সুদৃঢ় রাখতে হবে।

আমাদের এই দুর্দ্দিনে সকলের একটাই মত—সুখ-শান্তি চাই। আমাদের শাস্ত্র 'শ্রুতি' বলেছেন নাল্পে 'সুখমস্তি'। অল্পে সুখ নাই, অর্থাৎ ছোটতে হবে না বড়কে দরকার। সাংসারিক ব্যাপারে আমরা সবাই বড় হ'তে চাই। অফিসের কর্ম্মচারী চান পদোন্নতি অর্থাৎ প্রমোশন (promotion) যাঁর বাড়ী ছোট, তিনি বড় বাড়ী চান আরামে থাকার জন্য। যিনি দরিদ্র, তিনি ধনী হ'তে চান স্বচ্ছলতা লাভ করা তাঁর কাম্য। যিনি আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হ'তে চান তাঁর ইচ্ছা উপাসনা দ্বারা নিত্য-শান্তি লাভ করা। দেখা যাচ্ছে সকলেই বড়কে পেতে বা কাছে আনতে আগ্রহী।

আজন্ম তপস্বী শ্রীশুকদেবের ভাষায় "সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু।" সম-মতাবলম্বী হ'য়ে আমরা যদি মানব-প্রীতি গড়ে তুলি তাহ'লেই আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ সুখ শান্তির মুখ দেখতে পাবে। মানব-প্রীতি আমাদের লক্ষ্য বস্তু এটাই স্মরণ রেখে চলতে হবে। মানবপ্রীতিকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরে প্রেম হয় না আর ঐশ্বরিক প্রেম বাদ দিলে মানব-প্রীতি আসবে না। ভগবানের সঙ্গে জীবের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ঈশ্বরকে ভালবেশে মানুষ ওপোরে ওঠে, সে ভালবাসার নাম প্রেম আর ভগবান মানুষকে ভালবেশে তার কাছে আসেন সেই ভালবাসার নাম করুণা! ভালবাসা জিনিষ একটাই, প্রয়োগরূপ ভিন্ন। বাপ, মাকে ভালবাসাও ভালবাসা আর স্ত্রী, পুত্রদের ভালবাসও ভালবাসা, মাত্র রূপ ও নাম ভিন্ন যথা—শ্রদ্ধা স্নেহ ইত্যাদি।

তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বলছে না. দেখে জানা গেল প্রদীপে তেল নেই। বাড়ী, ঘর অন্ধকার কারণ জানা গেল লোডশেডিং (Load Shedding) প্রদীপে তেল না থাকার কারণ তেলের সরবরাহ নেই। লোডশেডিং হওয়ার কারণ Plant Elec. Energy Supply ক'রতে পারছে না যার জন্য বাড়ী, ঘর, রাস্তা সব অন্ধকার। সকলেই অন্ধকারে বিব্রত, ভাবছে কখন তেল পাওয়া যাবে আর ইলেট্রিকই বা কখন আসবে। এই সবের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত বিব্রত থাকতেই হবে।

আমাদের দেশের দুর্দ্দিনে সকলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'লেও জিনিষ-পত্রের দাম হু-হু ক'রে বেড়েই চ'লেছে। আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়ার প্রধান কারণ হ'লো আমাদের জ্ঞানের আলো অস্তমিত। অস্তমিত বস্তুর পুনরায় উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বিব্রত থাকতেই হবে, সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পর পুনরায় উদয় না হওয়ার মত। রবির উদয়ে বিশ্ব তাঁরই কিরণজালে জ্যোতিপ্রাপ্ত হ'য়ে আনন্দে পুলকিত হয়।

আমার বক্তব্য—দুর্দ্দশা মোচন ক'রতে মানব-প্রীতি অর্থাৎ মানবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে গ'ড়ে তুলতে হবে সামাজিক জীবন, রাষ্ট্র তা' ক'রতে প্রয়োজন এক ত্ব হওয়া, সোজা ভাষায় সম-মতাবলম্বী হ'য়ে কাজ করা।

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু
(কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন অফিসার)
কলিকাতা—৫৩

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠে ব্যাসপূজা-কালে

ব্যাসপূজা কাহাকে বলে ?

শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-দিবসে ব্যাসপূজার অধিবেশন হয়। ব্যাসপূজার অর্থই গুরুপূজা। শ্রীগুরুপূজা বা ব্যাসপূজার কোনও ভেদ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ স্ব-স্ব গুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিতেই শ্রীব্যাসদেবের স্মরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু দ্বারা শ্রীবাস-অঙ্গনে এই পূজার প্রথম অধিবেশন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ব্যাসপূজার আচার-বিচার-পদ্ধতি কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরে শ্রীল প্রভুপাদ উহার উদ্ধার সাধন করিয়া ব্যাসানুগত্যের আদর্শ স্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় উল্লেখ আছে। শ্রীব্যাসপূজার অর্থ শুধু ব্যাসদেবের পূজা নহে; তদনুগত শ্রীগুরুবর্গের পূজাকেও লক্ষ্য করে। শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-পঞ্চক, শ্রীসনকাদি-পঞ্চক, শ্রীব্যাসপঞ্চক, ব্রহ্মাদি আচার্য্যপঞ্চক এবং তত্ত্ব-পঞ্চকের ষোড়শোপচারে পূজা ও ভোগরাগ যথারীতি পালনীয়।

সনাতন ধর্ম্ম ও মায়াবাদ

ভাগবত-ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তথা সনাতন-ধর্ম্ম কোনও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নহে। ইহা জীবের স্বরূপ-ধর্ম্ম এবং সনাতন। সারা পৃথিবীতে ইহা আজ ব্যাপক বিস্তার লাভ করিয়াছে। সনাতন-ধর্ম্মের অন্যতম প্রকাশক শ্রীব্যাসদেবই আমাদের সর্ব্বকালে সর্ব্ববিষয়ে পথপ্রদর্শক। নিত্য স্থিতিশীল, অপরিবর্ত্তনীয় ও অবিনাশী তাহাকে সনাতন বলা হয়। শ্রীভগবানের সেবা-পূজা একান্ত মনে তাঁহারই শরণ, গুণ-কীর্ত্তন জীবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ ও বৌদ্ধের শূন্যবাদ সনাতন ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। যাহারা নাস্তিক, যাহারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তাহারা মায়াবাদী। মায়াবাদ বা শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদ একই কথা। যে-জিনিষ যাহা নয় সেই জিনিষকে তাহা বলাই বিবর্ত্তবাদ; ইহার নামান্তর মায়াবাদ।

১৫১০ খৃঃ ৭ই বৈশাখ মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে প্রচারে গিয়াছিলেন তখন বিশেষভাবে শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ এবং বৌদ্ধের শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়া সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে মায়াবাদ সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন, "অসুরগণ ভক্তিপথের ভান করিয়া দুষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিবার

চেষ্টা করিতে লাগিল ইহা দেখিয়া করুণাময় ভগবান সরলহৃদয় জীবদিগের প্রতি ভক্তবাৎসল্য প্রযুক্ত, ঐ অসুরগণ যাহাতে ভক্তিপথকে ভ্রষ্ট করিতে না পারে তাহা চিন্তা করিয়া শ্রীশঙ্করকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে শম্ভো! তামস-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট অসুরগণের নিকট আমার শুদ্ধভক্তি প্রচার করিলে জগতের মঙ্গল হইবে না। তুমি অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য এমন একটি শাস্ত্র প্রচার কর যাহাতে আমাকে গোপন রাখিয়া মায়াবাদ প্রকাশিত হয়। আসুরিক চিন্তাগ্রস্ত জীবসকল শুদ্ধভক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়াবাদ আশ্রয় করিলে আমার ভক্ত শুদ্ধভক্তি নিঃসংশয়ে আস্বাদন করিবেন।”

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'চার কথা

গুরুর জয়গান ব্যাসপূজার একটী অঙ্গ। ভগবৎতত্ত্ব ও ভগবানের জয়গান যেরূপ শ্রুতিমধুর, গুরুতত্ত্ব ও গুরুর জয়গান সেইরূপ শ্রুতি-মধুর, মনে হয় আরও বলি, আরো বলি; যেরূপ মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন, হে দেব! ভগবানের মধুর লীলাকথা আরো বলুন, আরো বলুন। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে সময় অতি অল্প।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যদিও শ্রীগুরুদেব চৈতন্যের অর্থাৎ ভগবানের দাস, তথাপি আমি তাঁহাকে ভগবানের প্রকাশ-তত্ত্ব বলিয়া মনে করি। গুরুদেব ভগবানের প্রকাশ-তত্ত্ব হইলেও সাক্ষাৎ ভগবান নহেন;—ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রিয়পার্ষদ। অনেকে ইহা ভুল করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ইহা আমাদের পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করা মায়াবাদীর মত।

গুরুসেবা দুই প্রকার—যথা (১) পরিচর্য্যারূপা ও (২) প্রসঙ্গরূপা। শ্রীগুরুদেবের নিকট ভগবৎকথা শ্রবণকে প্রসঙ্গরূপা সেবা বলে। প্রসঙ্গরূপা সেবা হইতে পরিচর্য্যা-রূপা সেবা অধিক ফলদায়ক।

প্রসঙ্গরূপা সেবার ফল, যথা :—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি।
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩.২৫।২৫)

সাধুসঙ্গে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথাসকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথাসকল শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গপথ-স্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তির উদয় হয়।

পরিচর্য্যারূপা সেবার ফল, যথা :—

যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতি রাসো ভবেৎ তীব্রঃ পাদয়ো ব্যসনাদনঃ॥ (ভাঃ ৩।৭।১৯)

যে ভগবৎজনের সেবা-দ্বারা নির্ব্বিকার সর্ব্বকালব্যাপী মধুসূদনের পদযুগলে একান্তিক প্রেমোৎসব উদিত হয় এবং আনুষঙ্গিক ফলে সংসার বন্ধনাদিরও নাশ হইয়া থাকে।

গুরুদেবের অসুস্থ অভিনয়ে কোনও প্রাকৃত বুদ্ধির আরোপ করিতে নাই তাহাতে দোষ হয়। ভগবানের নিজজন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের যে অসুস্থতার অভিনয়, তাহা একদিকে যেমন অত্যন্ত বিমুখ ও অপরাধী ব্যক্তিগণকে বঞ্চনা করিয়া মহাপুরুষগণের বিপ্রলম্ভময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমনি সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবা-সুযোগ দান এবং জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার তীব্রতর চেষ্টা ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকে। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর অসুস্থ অভিনয়ে শ্রীঈশ্বরপুরীর সেবাবৃত্তিই প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গুরু ও ভগবানের চরণে অপরাধ প্রদর্শনকারী রামচন্দ্রপুরীর তাহাতে অন্যরূপ বুদ্ধির উদয় হয়। রামচন্দ্রপুরী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর বিপ্রলম্ভ রোদন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মবিদ্ গুরুদেব কেনই বা ক্রন্দন করিবেন? যথা :— তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিদ্ হইয়া কেনে করহ রোদন?

অর্থাৎ, তুমি ভগবানকে জান এবং দিবারাত্র তাঁহারই স্মরণ কর, তবুও অসুখের জন্য ক্রন্দন কর কেন? কিন্তু ঈশ্বরপুরীর সে প্রকার দুর্বুদ্ধি হয় নাই, তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর মল-মূত্রাদি স্বহস্তে মার্জ্জন করিয়াছিলেন, যথা :—

ঈশ্বর পুরী করে শ্রীপাদ সেবন।
স্বহস্তে করেন মল-মূলাদি মার্জ্জন॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীঈশ্বরপুরী গুরুপাদপদ্মের শিক্ষা অনুসরণ করিয়া ইহাই জানিয়াছিলেন যে, মহাভাগবতগণ যে-অসুস্থতার অভিনয় করেন তাহা বদ্ধজীবগণের কর্ম্মফলজনিতের ন্যায় নহে, পরন্তু বিপ্রলম্ভ বিরহময় ভজনের আদর্শমাত্র।

গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমৎ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের "Easy journey to other planets" গ্রন্থে উল্লেখ আছে,—

কেমন করিয়া অপ্রাকৃত ধাম বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়—যেখানে জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ও বার্দ্ধক্য নাই। আন্তর্জ্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ এবিষয়ে ২০টী কার্য্যের বিবরণ দিয়াছেন, উহার মধ্যে ১০টী Positive function এবং ১০টী Negative fuuction. আমি এখানে ১০টী Positive function এর বিবরণ দিব কারণ ইহাই স্পষ্ট, উৎকৃষ্টতর ও সুচিন্তিত নিশ্চিত পন্থা।

১। প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীর মন প্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ থাকে, উহার দ্বারা অপ্রাকৃত বিষয় বুঝা যায় না। কাজেই শিক্ষার্থীর এই প্রাকৃত বুদ্ধিগুলি আধ্যাত্মিক-গুণ-সম্পন্ন গুরুদ্বারা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে অর্থাৎ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে পরিণত করিতে হইবে। তবেই শিক্ষার্থী অপ্রাকৃত বিষয়গুলি বুঝিতে পারিবেন।

২। শিক্ষার্থীর সদ্‌গুণ নিরূপণ হইলে পর, তিনি সেই সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইবেন, কারণ এই দীক্ষাই আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি বুঝিবার আলোক স্বরূপ হইবে।

৩। শিক্ষার্থী তাহার আধ্যাত্মিক গুরুকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। কারণ তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকাদি পড়িয়া বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ভগবানের বিশেষ প্রিয়পাত্র। একমাত্র তাঁহার মাধ্যমে বৈকুণ্ঠে ভগবানের নিকট যাওয়া যায়। কাজেই আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইবার জন্য গুরুকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। তাঁহার শুভেচ্ছা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৪। বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী তাহার গুরুর নিকট প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, কেমন করিয়া বৈকুণ্ঠে যাওয়া যায়। গুরু তাঁহার শিষ্যকে ঠিক উপদেশ দিবেন, উপদেশগুলি সাত্ত্বিক ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা গুরুর নিকট উহা কেবল অনুসরণ করিব। গুরুদেব তাঁহার শিষ্যকে কখনও বিপথে চালিত করিবেন না, কারণ তিনি উক্ত উপদেশ-গুলিতে সম্পূর্ণরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন।

৫। শিক্ষার্থী সর্ব্বদা সিদ্ধ সাধুপুরুষগণকে অনুসরণ করিবেন, কখনও তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবেন না।

৬। শিক্ষার্থী সর্ব্বদা শাস্ত্রানুসারে চলিবেন এবং আত্মপ্রীতিবাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া, ভগবানের প্রীতি কিসে হয়, তাহার চেষ্টা করিবেন। ভগবান ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন।

৭। শিক্ষার্থী সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্যে বাস করিবেন।

৮। শিক্ষার্থী সর্ব্বদা জীবন ধারণ করিবার জন্য যতটুকু ধন দরকার কেবলমাত্র তাহাই সংগ্রহ করিবেন।

৯। শিক্ষার্থী সর্ব্বদা শাস্ত্রানুসারে উপবাস করিবেন। একাদশী-তিথি অবশ্যই পালন করিবেন।

১০। শিক্ষার্থী সর্ব্বদা বটবৃক্ষ, গাভী, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন।

গুরু আনুগত্যে অপ্রাকৃত ধামে যাইবার জন্য উপরোক্ত দশটি বিষয় পালন করা এবং আত্যন্তিক মঙ্গলকামী শিক্ষার্থীগণের পক্ষে হইবে প্রথম পদক্ষেপ।

"বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

—শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রজবাসী
নবদ্বীপ (নদীয়া)।

মুদ্রণ-প্রমাদ

এই ১১শ সংখ্যার ৩৭২ পৃষ্ঠায় ২ নম্বর শ্লোকের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ পাঠ করিতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ জানাই। —প্রকাশক

অধুনা আর্ত্ত বিভীষণ সভয়ে আগত হইলে সুগ্রীব শ্রীরামকে এই সংবাদ নিবেদন করায়, তিনি বলিলেন, "সুগ্রীব! উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি উহাকে পালন করিব।" এই অভয়বাক্য প্রদানান্তর যিনি সর্ব্বজনবিদিত লঙ্কাধিপত্য বিভীষণকে দান করিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি॥ ২॥

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)
ফোন ঃ ২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৩০শে পৌষ, ১৩৮৭ ; ইং ১৪।১।১৯৮১

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥"

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ ৪৯৪ শ্রীগৌরাব্দ; ৯ই ফাল্গুন, ১৩৮৭ সাল (ইং ২১।২।৮১) শনিবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা-পঞ্চমী** ৬ই গোবিন্দ, ১২ই ফাল্গুন (ইং ২৪।২।৮১) মঙ্গলবার পর্য্যন্ত **চার দিবসব্যাপী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসকানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য— ৯ই ফাল্গুন, শনিবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারতি, তদনন্তর শ্রীগুরু-মহিমাসূচক-বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

১০ই ও ১১ই ফাল্গুন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

১২ই ফাল্গুন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারতি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম।

৩২শ বর্ষ | ২৩ মাধব, কারণোদশায়ী, ৪৯৪ গৌরাব্দ ; ২৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৭ ; ইং ১২।২।১৯৮১ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

আর্ত্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশকম্

[শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৭৪পৃষ্ঠার পর)

যেনারক্ষি রঘূত্তমেন জলধেস্তীরে দশাস্যানুজ-
স্ত্বায়াতং শরণং রঘূত্তম বিভো রক্ষাতুরং মামিতি।
পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোঽথ সদসি ভ্রাতা চ লঙ্কাপুরে
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১০ ॥

লঙ্কাপুরে সভায় ভ্রাতা রাবণকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া রাবণানুজ বিভীষণ সমুদ্রতীরে রঘূত্তম শ্রীরামের শরণাপন্ন হইলেন এবং বলিলেন, 'হে রঘূত্তম, হে বিভো! মাদৃশ আতুরকে রক্ষা কর।' এই কাতর বচন শুনিয়া যিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সংবর্ত্তকালে মহা-
লীলাক্রোড়বপুর্ধরেণ হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্।
যঃ পাপিদ্রুমসম্প্রবর্ত্তমচিরাদ্ধত্বা চ যোঽগাৎ প্রিয়ম্
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ ॥

মহাপ্রলয়কালে যখন বসুমতী জলমগ্না ছিলেন, তখন তাঁহার উত্তোলন-কালে মহালীল বরাহরূপধারী যেই হরি নারায়ণ পাপবৃক্ষসম হিরণ্যাক্ষ অসুরকে অচিরে হত্যা করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করত জগৎপ্রিয় হইয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১১ ॥

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত্তা নরাণাং বনে
রাধায়া অকরোদ্রতে রতিমনঃপূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ।
যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভিতিং গতান্
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১২ ॥

যে যোদ্ধা ত্রিভুবনে মথুরাপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; যে নরনাথ বনে রমণ ব্যাপারে শ্রীমতী রাধারাণীর অতিশয় মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন; যিনি সুরেন্দ্রানুজ হইয়াও বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং যখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ ভীতিগ্রস্ত হইয়া "হে নাথ!" বলিয়া আহ্বান করেন, তখন যিনি তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন, সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১২ ॥

যঃ সান্দীপিনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং
চানীয় প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাদুজ্জৃম্ভমানার্ত্তয়ে।
সন্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিমা পুত্রার্থসম্পাদনাৎ
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের গুরু সান্দীপনি মুনি পুত্রের মৃত্যুতে অতিশয় আর্ত্তিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই আর্ত্তি প্রশমনের জন্য মুনির আদেশ অবনত মস্তকে ধারণ করিয়া লোকান্তরিত পুত্রকে আনয়ন করত যিনি তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন এবং জগতে অপরিমেয় মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৩ ।

যন্নামস্মরণাদঘৌঘসহিতো বিপ্রঃ পুরাহজামিলঃ
　　প্রাণান্মুক্তিমশেষিতামনু চ যঃ পাপৌঘদাবার্ত্তিযুক্ ।
সদ্যো ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রাপাম্বরীষাভিধ-
　　আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥

যে পাপিষ্ঠ বিপ্র অজামিল পুরাকালে পাপরূপ দাবানলে আর্ত্তিযুক্ত ছিল ; প্রাণ হইতে অশেষিতা মুক্তিলাভ করিয়া যাঁহার নামস্মরণে ভাগবতোত্তম মহারাজ অম্বরিষে সদ্য স্বীয় মতি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৪ ॥

যোহরক্ষদ্বসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং
　　দীনং দীনচকোরপালনবিধুঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ
তজ্জীর্ণাম্বরমুষ্টিমাত্রপৃথুকাণাদায় ভুক্ত্বা ক্ষণাৎ
　　আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥

যিনি শ্রীসুদামা বিপ্রের জীর্ণবস্ত্রাঞ্চল হইতে মুষ্টিমেয় পৃথুক তণ্ডুল কণামাত্র গ্রহণ করিয়া ভোজন করেন এবং দীনচকোর পালনকারী চন্দ্রসদৃশ ও শ্রীশঙ্খ-চক্রসমুজ্জ্বল যিনি নিত্যবস্ত্রহীন কুৎসিৎ-বসন-পরিহিত দীন শ্রীসুদামা বিপ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৫ ॥

যৎ-কল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্ত্রান্ হি সংশিক্ষতে
　　যৎ সংশেতিপতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ ।
যো যোগীন্দ্রমনঃ সরোরুহতমঃ প্রধ্বংসবিদ্ ভানুমান্
　　আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

আগম শাস্ত্র বলেন,—যাঁহার শুভদায়ী পবিত্র মনোরম গুপ্ত মন্ত্রসমূহ শিক্ষা দান করে, যে জগৎপতি কর্ত্তৃক এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠিত এবং যিনি দীপ্তিমান্ সূর্য্যের ন্যায় যোগিশ্রেষ্ঠের মানসপদ্মের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকেন, সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে
চন্দ্রাম্ভোজবটে পটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে ।
শ্রীরঙ্গে ভুজগেন্দ্র-ভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমান্
আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

যমুনার হৃদয়প্রীতিকর ভুবনমঙ্গল পবিত্র পুলিনে বিস্তৃত পল্লীতে চন্দ্রাম্ভোজ ভাণ্ডীর বটে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যিনি সম্যগ্‌রূপে আরাধিত হইয়াছিলেন এবং অঙ্কবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর সহিত অনন্তনাগদেহে যেই পুরুষ শয়ন করিয়া থাকেন, সেই আর্ত্তত্রাণকারী ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণাৎ
ঔদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃ পদপ্রাপণাৎ ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ কবিরাট্ পাঞ্চালাহল্যাধ্রুবাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত আর্ত্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টদশকং সম্পূর্ণম্ ।

বাৎসল্যপরায়ণত্ব, অভয়প্রদান সময়ে পীড়িতের আর্ত্তিবিনাশকত্ব, ঔদার্য্য, পাপমোচকত্ব ও অগণিত শ্রেয়ঃপদপ্রাপকত্বহেতু শ্রীপতি নারায়ণই সর্ব্বজগতের একমাত্র সেব্য। এবিষয়ে সাক্ষীস্বরূপ ইঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—প্রহ্লাদ, বিভীষণ, আদিকবি বাল্মীকি, দ্রৌপদী, অহল্যা ও ধ্রুব প্রভৃতি ॥ ১৮ ॥

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত আর্ত্তত্রাণ-নারায়ণাষ্টাদশক সমাপ্ত ।

কর্ম্মীর কাণাকড়ি

স্থূলদেহ, চিদাভাস মন ও চেতন আত্মা

মানবের অধিষ্ঠানে ত্রিবিধ সত্তার অবস্থান। মানবের স্থূলদেহ, তাঁহার মন ও তিনি স্বয়ং দেহী। এই দেহীটী অবিমিশ্র চেতন। তাঁহার মন স্বয়ং চেতন হইলেও অচিৎএর ধারণায় সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং তাঁহার স্থূল দেহটী বিশুদ্ধ অচিৎ।

জীবের আত্ম-প্রতীতিতে সবিশেষ ভক্তি ও নির্ব্বিশেষ জ্ঞান এবং অনাত্ম-প্রতীতিতে নশ্বর কর্ম্ম

চিন্ময় দেহীর বা জীবাত্মার আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দুইটী মত দেখিতে পাই। একটী **নির্ব্বিশেষপর**—জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদত্বমূলক, অপরটী আত্মার নিত্য **সবিশেষ**-ধর্ম্মে—সেব্য-সেবকভাবে অন্যোন্যাশ্রিত। দেহ ও মনের কবল হইতে যে-সময় আত্মা মুক্ত হন, তখন তিনি নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর অথবা নিত্য-হরিসেবাময়। সে-কালে মানবের দেহ ও মনের অধিষ্ঠান সুপ্রবল হইয়া অনাত্ম-বিচারে প্রমত্ত, সে-কালে তিনি জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের কোন কথায় আদর করিতে পারেন না। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁহাকে অশান্তিময় রাজ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। আত্মা বা দেহী অনিত্য ফল কামনা করেন না বা করিতে অসমর্থ। অনাত্ম প্রতীতি প্রবল হইয়া আত্ম-ধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে নশ্বর দেহ মনকে 'আত্মা' বলিয়া সনাক্ত করে—ইহাই জীবের বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তি। শক্তির পরিণামফলে নশ্বর-ধর্ম্ম দেহ ও মনে পরিদৃষ্ট হয়—ইহাই আত্মার বিবর্ত্ত-ভাব।

হরিসেবা-দেহমনের চেষ্টাস্বরূপ কর্ম্ম নহে

অনাত্ম দেহ বা মন ফলভোগ করে। নিত্য হরিসেবার ক্রিয়াগুলিকেও কর্ম্মফলের অন্যতম জ্ঞান করে। বাস্তবিক হরিসেবা কখনও দেহ ও মনের কর্ম্মজাতীয় চেষ্টা নহে। বাহ্যদর্শনে সমত্বের উপলব্ধি হইলেও একত্বের নিদর্শন নহে। দেহ ও মন লইয়া যাঁহারা বিব্রত তাঁহাদের কর্ম্মপথ ব্যতীত অন্য গতি নাই। তাঁহারা আত্মাকেও দেহ ও মনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করেন; সুতরাং হরিসেবাকেও একটী কর্ম্মবিশেষ জ্ঞান করেন। জড় কর্ম্মের সহিত হরিসেবার পার্থক্য এই যে, জড়-কর্ম্ম নশ্বর এবং কর্ত্তার উদ্দেশে ফল প্রসব করে, কিন্তু হরিসেবা নিত্য ও হরিপ্রেম আনয়ন করে। কর্ম্মের ফল—সুখ-দুঃখ-মিশ্রিত, হরিসেবনের ফল—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ হরির নিত্য আনন্দ। হরির আনন্দ অনন্ত, জীবের কর্ম্মফল অনন্ত বাধাময় দুঃখরাহিত্য ধর্ম্মযুক্ত।

কর্ম্ম দ্বিবিধ সত্ত্বগুণে সৎকর্ম্ম ও রজস্তমোগুণে অসৎ-কর্ম্ম

কর্ম্মী দুই শ্রেণীর—কুকর্ম্মী ও সৎকর্ম্মী। সত্ত্বগুণে জীব সৎকর্ম্মপর হ'ন, রজস্তমোগুণে তিনিই অসৎ বা কুকর্ম্মপর হ'ন। সৎকর্ম্মপর দেহ ও মন দয়াবিশিষ্ট, অসৎ-কার্য্যতৎপর প্রবৃত্ত অহঙ্কারী জীব পরহিংসাপর। স্বীয় স্বার্থ-সাধনে প্রমত্ত হইয়া নিজ রজস্তমোগুণ দ্বারা নানা কদর্য্য কার্য্যে আমরা দেহ ও মনকে নিযুক্ত হইতে দেখি। তাদৃশ কুকার্য্য পোষণের জন্য তাঁহাদের অসংখ্য যুক্তি অবতারিত হয়, পরিশেষে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া কুকর্ম্ম হইতে সংযত হন ও পুণ্যময় সাত্ত্বিক কর্ম্মীদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত। যে-কাল পর্য্যন্ত জীব দেহ ও মনের দ্বারা চালিত হইয়া কুকার্য্যে নিরত হন, তদবধি তাঁহার যথেচ্ছাচারিতা সুপ্রবল থাকে। যথেচ্ছাচার প্রশমনের জন্য সত্ত্বগুণের আবাহন কর্ম্মবীরের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে তিনি রজস্তমোগুণকে পরিত্যাগ করিবার পরিবর্ত্তে গোপনে তাদৃশ গুণদ্বয়ের সাধনে সেবা করিয়া থাকেন। এরূপ ঘৃণিত কার্য্য সদ্‌গুণের নামে প্রচলিত থাকিলেও উহা যে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া নহে, তাহা জানিতে আর কাহারও বাকী থাকে না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই নিত্য-ধর্ম্মের প্রতিযোগী

পূর্ব্বোক্ত আলোচনাফলে আমরা জানিতে পারি যে, প্রবৃত্তিও অহঙ্কার-বশে জীব সত্ত্বগুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হন, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সত্ত্বগুণেই অবস্থিত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটিই সত্তার নিত্য-ধর্ম্মের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহারা স্ব-স্ব নিত্যত্ব সংরক্ষণে অসমর্থ। অনিত্য গ্রহণ বা অনিত্য সত্তার বিলোপ-সাধন—উভয়ই নশ্বর ধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহাদের দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠ-বস্তু পরিপুষ্ট হইতে পারে না। রজস্তমঃ পরিহার করাই সৎকর্ম্মপর ব্যক্তির ধর্ম্ম যেখানে তাহার বিপত্তি ও প্রতিকূল যুক্তিদ্বারা অনিত্য-গ্রহণ-প্রবৃত্তি, সেইখানেই অসৎ কুকর্ম্মিগণের রঙ্গক্ষেত্র।

নিবৃত্তি-পথে ত্রিবিধ সন্ন্যাস, যথা—কর্ম্ম-সন্ন্যাস, জ্ঞান-সন্ন্যাস ও ভক্তি-সন্ন্যাস

কুকর্ম্মবীরদিগের মুখে আমরা শুনিয়া থাকি যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের চতুরাশ্রমের উপযোগিতা নাই। চতুরাশ্রমী বলিতে গেলে নিবৃত্ত-জীবনবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই লক্ষ্য করা হয়। তাঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত—কর্ম্ম-সন্ন্যাসী, জ্ঞানী ও ভক্ত। উভয়েই ত্যক্তকর্ম্ম, কেন-না—দেহ বা মনের

চাঞ্চল্যে উভয়েই ব্যস্ত নহেন। **কর্ম্ম-সন্ন্যাসী** বিরক্ত হইয়া ফলভোগ হইতে সুদূরে বাস করেন, তাঁহার বাসনায় কর্ম্মের কোনপ্রকার অশান্তি নাই, সুতরাং শান্তময় জীবনই তাঁহার লক্ষ্য। **জ্ঞানী বলেন,**—কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অবস্থা নশ্বর-ধর্ম্মে আবদ্ধ, সুতরাং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানই জ্ঞানীর লক্ষ্য। **ভগবদ্-ভক্ত বলেন,**—ভেদ-জ্ঞানময় জ্ঞানী নিভিন্ন হইবার বাসনায় অশান্ত মাত্রা-তাঁহার বৃত্তিমাত্রই তাঁহার উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করিতেছে। **নিত্য-হরিসেবা-পরায়ণতাই সন্ন্যাসের চরম লক্ষ্য।** তাদৃশ হরিসেবককেই ভক্ত বলে। তিনি জড়ের সকল আশা-ভরসা ছাড়িয়াছেন, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানের ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং বদ্ধাবস্থায় ভোগ বা বদ্ধ হইতে মুক্ত হইবার প্রয়াস উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপন্ন ভক্তই প্রকৃত সম্যক্ ও নিঃসংশয়রূপে বিষয় ত্যাগ করিতে সমর্থ।

সন্ন্যাসীসকল কর্ম্মী বা বিষয়ীর চেষ্টালব্ধ দ্রব্যের মালিক, তাহাদের অধীন নহেন

'সন্ন্যাসী' বলিলে ইহাই বুঝায় যে, যিনি বিষয়-সেবায় ক্লান্ত হইয়া তাহার ফল্গুতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জগতের জন্য তাঁহার বিবেচনায় প্রচুর কার্য্য করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিষয়ের ফল-লাভ করিয়া যে অবস্থায় অবস্থিত, তাহা কুকর্ম্মী শিশুর গর্হণের বিষয় নহে। কোন কুকর্ম্মী 'কর্ম্মবীর' নামে পরিচিত হইয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তন্তুবায়গণের শ্রমলভ্য ফলসকল অন্যায়রূপে উপভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে তন্তুবায়গণের শ্রমসিদ্ধ ফল হইতে বঞ্চিত করা কর্ম্মবীরগণের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই শিশু কুকর্ম্মীর জানেন না যে, কর্ম্মালানে কর্ম্মক্লান্ত মহাবীরগণই তাঁহাদের নিজ শ্রমসিদ্ধ ফল-স্বরূপে পেনসন্ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের সঞ্চিত সমাজ-ক্রোড়ে রক্ষিত বিত্ত হইতে তন্তুবায়গণ অন্নজলাদি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের জন্যই জীর্ণ-বাসসমূহ প্রস্তুত করিয়া দেয়, সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তন্ত্রীদিগের কেবল সেবা হইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া সমাজের চাপিয়া থাকেন না। যদি অপবাদকারী কুকর্ম্মী-সম্প্রদায় বলেন যে, উপার্জ্জিত বিত্ত উপার্জ্জনকারীর কার্য্যে না লাগিয়া দুর্ব্বৃত্ত-সমাজে বাটওয়ারা হউক, এবং উপার্জ্জনকারী পুনরায় সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তন্তুবায়ের 'টানা-প'ড়েন' লইয়া ব্যস্ত হউন, তাহা হইলে নির্ব্বুদ্ধিতার চরম সীমা আর কি হইতে পারে।

ত্যাগের দ্বারা সমাজের যে হিতসাধন হইয়া থাকে, তজ্জন্য সমাজ ত্যাগীদিগের সেবা করিতে বাধ্য

নৈতিক-হিসাবে ধরিতে গেলেও ত্যাগী-সম্প্রদায়ের দ্বারা গৌণভাবে সমাজ যে ফললাভ করেন, তাহার পরিমাণে তাঁহাদিগকে অন্ন-জীর্ণবাসাদি প্রদান করা সমাজের অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া সন্তপ্ত হইতে হইবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। (গীঃ ৩।২৬)

দেহ ও মনের উদ্দাম চেষ্টায় যাহাদের বুদ্ধি প্রতিহত হইয়াছে, সেই জ্ঞানহীন কর্ম্মবীর সম্প্রদায়ের মূর্খতা অপনোদন করিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিও না।

কর্ম্মী-সঙ্ঘ ও মিশনের বহুমাননকারী-সকল খাজা বোকা

তন্তুবায়ের মোক্তারগণকে আমরা বলি, তাঁহারা তন্তুবায়-সম্প্রদায়ের নির্ব্বুদ্ধিতা-বিবর্দ্ধনের জন্য স্বীয় নির্ঘৃণ্য কাম-চেষ্টায় যেন মত্ত না হন; সেই মোক্তারগণ চতুরাশ্রমের প্রতিকূলে যে খাজা বোকার যুক্তি লইয়া মূর্খতা করিবেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে কেহই বুদ্ধিমান্ মনে করিবে না। যদি সভ্যসমাজে কর্ম্মের প্রচণ্ডতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও ভক্তিপথ পৃথিবীর চিত্রপট হইতে এতদিন মুছিয়া যাইত।

কর্ম্মবীরের কর্ম্মের নিষ্ফলতা

কর্ম্মবীরের প্রাপ্য-ফলই সন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বত্যাগ। জড় জগতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, 'মৃত্যু' এবং 'নিষ্ফল' বলিয়া অবস্থাদ্বয়ের অধিষ্ঠান আছে, উহাই কি ত্যাগের বা সংন্যাসের উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে? বিষয়-ভোগের সঙ্কোচকেই 'সংন্যাস' বলে। যে বিষয় নিত্যকাল ভোগ করিতে পারা যায় না, যে বিষয়টী অমৃত নহে, তাহাকে 'বিষ' বলিয়া নির্ব্বিষয়ী সম্প্রদায় আখ্যা দিয়াছেন।

সমাজ ভক্ত-সন্ন্যাসিগণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে বাধ্য

নির্ব্বিষয়ী বা সন্ন্যাসীকে বিষয়-যুক্ত বলিলেই সমাজ-সেবক বলা হয়। সমাজ-সেবক মাত্রেই সমাজের ন্যূনাধিক ফল-লাভের যোগ্য। সুতরাং কুকর্ম্মবীরের ভণ্ড সন্ন্যাসীদিগের জীর্ণ-বাস-বঞ্চিত করিবার প্রয়াস—নিজ যুক্তিদ্বারাই খণ্ডিত হইল, আর প্রকৃত ত্যাগীর আবর্ত্তিত যান্ত্রিকা-ঘূর্ণনে বাধা

দেওয়া তন্তুবায়-মোক্তারগণের নির্ব্বুদ্ধিতার চরম-সীমা। এইরূপ চিন্তাস্রোত কোনও কর্ম্মবীরের বুদ্ধিতে স্থান পাওয়া উচিত নহে। ইহা পাশব-বলের ক্রীড়া মাত্র। বিনিময়ে দ্রব্যাদি বিক্রয় বা পরিক্রমের জন্য শ্রমজীবির প্রাপ্য দিবার পদ্ধতি যে-কাল পর্য্যন্ত সভ্য মানব-সমাজে আদরে গৃহীত হইবে, তৎকালাবধি চতুরাশ্রমীর ব্যয়ভার-পীড়িত সমাজ তাঁহাদিগের অপ্রয়োজনীয়তা ও সম্মান দিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

ভক্ত-সন্ন্যাসী সমাজের মঙ্গলকারী

বিরক্ত হরিপরায়ণ সমাজের কিরূপ মঙ্গলকারী, তাহা আসক্ত বিষয়ী তাঁহার সঙ্কীর্ণ বিচারেও বুঝিয়া লইতে পারেন। তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা বা হিংসা করা বিরক্তের ধর্ম্ম নহে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের গীতটী এবিষয়ে তাঁহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের ঔষধি-স্বরূপ কার্য্য করিতে পারে—

গৌরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেম-রতন-ধনে হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন ত্যাগ কৈনু। আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি, কৈনু অসতে বিলাস। তে-কারণে লাগল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু। গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
কেনবা আছয়ে প্রাণ কি-সুখ লাগিয়া। নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

—শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীভগবান্ আচার্য্য

শ্রীচৈতন্যপ্রিয় ভগবান্ আচার্য্যের জন্ম, শিক্ষা ও পূর্ব্বজীবন

অনন্ত সংহিতায়াং :—

"আচার্য্য শ্রীল ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-প্রিয়াংশভাক্।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়াংশ-স্বরূপ শ্রীশ্রীভগবান্ আচার্য্য নবদ্বীপ ধামে শ্রীকর বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি ব্যাকরণাদি শাস্ত্রাধ্যয়নানন্তর ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিয়া 'ন্যায়াচার্য্য' নামে বিখ্যাত হন। বাল্যকালে তাঁহার শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। সেই সময় নবদ্বীপে

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়া বিষয়েতে ও কদর্য্য বামাচারাদিতে বিষম বিমুখ জীবসকলকে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নির্ম্মল প্রেমভক্তি দ্বারা কৃতার্থ করিতে লাগিলেন। এবং জীবশিক্ষার নিমিত্ত বৈরাগ্য-পথাবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

আচার্য্যের বিবাহ, বৈরাগ্য ও স্ত্রী-বঞ্চনা

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস দেখিয়া আচার্য্যের কিঞ্চিদ্ বৈরাগ্যোদয় হইতে লাগিল। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আর সংসারে মনোনিবেশ করেন না। সর্ব্বদাই মহাপ্রভুর সঙ্গ করিতে উৎসুক। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ঘোর বিষয়ী-পিতা শ্রীশতানন্দ খান নবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীমধুসূদন ঘটকের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইল। ইতিমধ্যেই গঙ্গার প্রবাহে তাঁহার চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ও মধুসূদন ঘটকের বাটী ভগ্ন হইয়া জলসাৎ হইলে, সর্ব্বাগ্রে মধুসূদন 'দ্বারবাসিনী'-নিবাসী দ্বারপাল নামক শূদ্র রাজার মালঞ্চ (যাহার নাম এক্ষণে শ্রীপাট মালিপাড়া) গ্রামে কেদারমতী নদীর দ্বীপে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু ভগবানের বৈরাগ্য ও চৈতন্যদর্শনেচ্ছা বলবতী হওয়াতে তিনি স্বীয় পত্নীকে চন্দ্রশেখরের নিকট রাখিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনচ্ছলে পুরুষোত্তমে প্রস্থান করিলেন।

আচার্য্যপত্নী 'জুলকুলে' আগমন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরলাভ

যৎকালে মহাপ্রভু শ্রীপাট কুলীন গ্রামে আগমন করেন, সেই সময় তিনি জগদীশ পণ্ডিতের সহিত 'জুলকুলে' আসিয়া চন্দ্রশেখর আচার্য্যের সহ ও ভগবান্ আচার্য্যের পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আচার্য্যের পত্নী প্রভুকে প্রণাম করিলেন; প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"তুমি পুত্রবতী হও"। ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য্যের পত্নী বলিলেন,—"প্রভো! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে? আমার পতি একপ্রকার বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তমে আছেন।" প্রভু কহিলেন,—আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। আমি পুরুষোত্তমে যাইয়া আচার্য্যকে পাঠাইয়া দিব; আর তোমার পুত্র হইলে, জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য করিয়া দিবে।"—এইরূপ আদেশ করিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে আচার্য্যের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন এবং মালঞ্চে অবস্থান

কিছুদিন পরে মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে যাইয়া নিজ প্রিয় আচার্য্যকে নানা-প্রকার প্রবোধবাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। আচার্য্য প্রভুর আদেশানুসারে "জুলকুলে" আসিয়া পৌঁছিলেন। পরন্তু তাঁহাদিগের বাসের অসুবিধা হওয়াতে, তাঁহারা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখরের শিষ্য দ্বারবাসিনী-নিবাসী 'দ্বারপাল' নামক শূদ্র-রাজার পূর্ব্বোক্ত মালঞ্চে আসিয়া বাস করিলেন। ঐ গ্রামের নাম সেই হইতে মালীপল্লী অর্থাৎ মালীপাড়া হইল। প্রথমে তাঁহারা যে-পাড়াতে বাস করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই পাড়া 'আচার্য্যপাড়া' নামে বিখ্যাত। কিছুদিন পরে ভগবান্ আচার্য্যের দুই পুত্র হয়। একের নাম **রঘুনাথ**, অপরের নাম **রমানাথ** আচার্য্য। দুই জনেই জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য।

আচার্য্যের গৃহ-ত্যাগ ও পুরীতে প্রভুর সহিত সখ্যভাবে স্থিতি

তদনন্তর ভগবান্ আচার্য্য তাঁহার শিষ্য মধুসূদন ঘটকের পুত্রের নিকটে পুত্রদ্বয়ের সহিত পত্নীকে রাখিয়া পুনর্ব্বার পুরুষোত্তমে গিয়া যাবজ্জীবন বাস করিলেন।

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্ আচার্য্য।
পরম বৈষ্ণব তিঁহ সুপণ্ডিত আর্য্য॥
সখ্যতা আক্রান্তচিত্ত গোপ অবতার।
স্বরূপ গোঁসাই সহ সখ্য ব্যবহার॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে তিঁহ করে নিমন্ত্রণ॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

আচার্য্যের বংশাবলী

তাঁহার যে দুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে **রমানাথ আচার্য্য** অপুত্রক। তিনি জগদীশ পণ্ডিতের "শ্রীপাট যশোড়া" নামক স্থানের গদি প্রাপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠ **রঘুনাথ আচার্য্য** পৈত্রিক ধাতুময় শ্রীবিগ্রহ কেশব-রায় জীউকে লইয়া মালিপাড়ায় বাস করিলেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর গর্ভে দুই পুত্র হয়। একের নাম শ্রীগোপীজনবল্লভ, অপরের নাম—শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রথম পত্নীর বিয়োগ হইলে রঘুনাথ আচার্য্য পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করেন। সেই পত্নীর

গর্ভে রামদাস, শ্যামদাস ও কৃষ্ণদাস নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। কেবল কৃষ্ণদাসই মালীপাড়ায় রহিলেন। তিনি শিষ্যের নিকট হইতে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত নামক শ্রীবিগ্রহ লইয়া স্বয়ং প্রকাশ করেন।

আচার্য্যের পুত্র রঘুনাথ ও তাঁহার পুত্র শ্রীবল্লভের পরিচয়

রঘুনাথ আচার্য্যের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্রের শ্রীবল্লভ নামক এক সন্তান হয়। কালে শ্রীবল্লভ অত্যন্ত সাধক হইয়া উঠিলেন। তিনি শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ নামক শ্রীবিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। পরে কোন পরম-হংস প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদন-গোপাল নামক শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার হস্তগত হয়। তদ্বিবরণ বাহুল্য-বিধায় লিখিলাম না। শ্রীবল্লভের তিরোভাব উপলক্ষে মালী-পাড়ায় ক্রমান্বয়ে চৈত্রমাসে তিনটী মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথমটী শ্রীরামনবমীতে, দ্বিতীয়টী শ্রীরামনবমীর পর শুক্লা একাদশীতে আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ-কাল হয়। তৃতীয়টী কোন্ তিথিতে হয়, তাহা আমরা জানি না।

—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশবগোস্বামী মহারাজস্য

দ্বাদশবর্ষপূর্ত্তি বিরহবাসরে

ভক্তিপ্রসূনাঞ্জলিঃ

শ্রীকেশবেষ্টদেবায়-ভক্তিপ্রজ্ঞান-নামিনে।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-মূর্ত্তবিগ্রহরূপিণে ॥
গৌরশক্তিস্বরূপায় শ্রীরূপানুগবর্ত্তিনে।
মায়াবাদ-তমোঘ্নায় বেদান্তার্থবিদে নমঃ ॥

যিনি বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের অথবা শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ, যিনি গৌরহরির শক্তিরূপা এবং শ্রীরূপানুগবর, যিনি মায়াবাদরূপ অন্ধকার বিনাশকারী এবং বেদান্তশাস্ত্রার্থবিৎ ছিলেন, তিনি মদীয় ইষ্টদেব শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।

সুজনাদৃত-বন্দিত-পাদযুগং,　কলিপীড়িত-দুর্গত-তাপহরম্।
হরিনাম-সুধারস-মত্তমতিং,　প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ১ ॥

যাঁহার পাদপদ্ম সজ্জনগণ কর্ত্তৃক বন্দিত ও আদৃত, যিনি কলিহত, দুর্গত-জনের তাপ হরণ করেন এবং যিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনামরসে প্রমত্ত থাকেন, সেই গুরুপাদপদ্মে প্রণাম জানাই ॥ ১ ॥

গতিমন্থর-লাস্য-বিলাসময়ং,　নটরাজ-ধুরন্ধর-রূপধরম্।
ধরণীজন-চিত্ত-বিমোহকরং,　প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ২ ॥

যাঁহার নৃত্যবিলাসময় ধীর গতি, যিনি শ্রেষ্ঠ নটরাজ-বেশধারী এবং যিনি পৃথিবীর মানবচিত্তবিমোহনকারী, সেই গুরুদেবকে প্রণাম করি ॥ ২ ॥

নবনীত-সুকোমল-হেমময়ং,　কমনীয়-সুদর্শন-দীর্ঘতনুম্।
মৃদুমন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্যযুতং,　প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৩ ॥

যাঁহার সুবর্ণজ্যোতির্ম্ময়, মাখনসদৃশ সুকোমল, কমনীয়, সুদর্শন দীর্ঘবাহু মৃদুমন্দহাস্যযুক্ত বদন এবং যিনি সুমিষ্ট ভাষী ছিলেন, সেই গুরুপদকমলে প্রণাম জানাই ॥ ৩ ॥

ছলধর্ম্ম-তমো হি নিরাসকরং,　অমলোজ্জ্বলভক্তিবিধানপরম্।
পরদুঃখ-নিবারক-বন্ধুজনং,　প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৪ ॥

যিনি ছলধর্ম্মরূপ অন্ধকার বিনাশকারী, পবিত্র উজ্জ্বলভক্তিবিধায়ক এবং পরদুঃখমোচনকারী বন্ধু ছিলেন, সেই গুরুদেবের চরণকমলে প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

রঘুনাথনিভৈব-বিরাগপরং, জড়রঙ্গরসৈকবিহীন-মতিম্।
গুরুপাদসরোজনিবদ্ধগতিং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর ন্যায় বৈরাগ্যপরায়ণ, জড়রঙ্গরসবিহীন ছিলেন এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাঁহার অভূতপূর্ব্ব একনিষ্ঠা মতি ছিল, সেই গুরুদেবের শ্রীচরণপদ্মে আমি প্রণাম জানাই ॥ ৫ ॥

প্রভুপাদ-মনোমত-প্রেষ্ঠজনং, পৃথিবীতল-দুর্ল্লভ-শর্ম্মপদম্।
করুণা-সুবিমণ্ডিত-মূর্ত্তিধরং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৬ ॥

যাঁহার দুর্ল্লভ পাদপদ্ম পৃথিবীর মঙ্গলজনক এবং যিনি করুণার প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন, সেই গুরুদেবের পাদকমলে আমি সর্ব্বদা প্রণতি জানাই ॥ ৬ ॥

শরণাগত-সেবক-কল্পতরুং, বরদাতৃগণার্চ্চিত-দিব্যপদম্।
জপ-সূত্র-শিখা-পরিদীপ্ততনুং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৭ ॥

যিনি চরণাশ্রিত সেবকবৃন্দের কল্পবৃক্ষসদৃশ, যাঁহার অলৌকিক পদকমল বরদাতৃগণকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইত এবং যিনি জপ-শিখা-সূত্রদ্বারা পরিশোভিত ছিলেন, সেই গুরুপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

বিরহাতুর-ভীষণ-খেদহরং, ব্রজধামগতং চিরফুল্লমুখম্।
প্রিয় গৌড়জনৈক-দয়াজলধিং, প্রণমামি সদা গুরুদেবপদম্ ॥ ৮ ॥

যিনি বিরহকাতর ভক্তগণের দুর্ব্বিষহ আর্ত্তিবিনাশকারী, প্রিয় গৌড়ীয়-গণের কৃপাসাগরতুল্য ছিলেন এবং যিনি অধুনা নিত্য ব্রজধামে চির প্রফুল্ল বদনে বিরাজিত, সেই গুরুদেবের পাদপদ্মে সর্ব্বদা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই ॥ ৮ ॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়মঠতঃ
৬ই কার্ত্তিক, ১৩৮৭

শ্রীগুরোঃ কৃপাপ্রার্থিনঃ
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ঊর্দ্ধগস্থিনঃ

প্রভুপদে মিনতি

সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া
এবে তোমার দুয়ারে আসিয়াছি—
সকলের কাছে বঞ্চিত হইয়া
তাই তোমারই শরণ লইয়াছি।

কত গ্রাম-নগর-গিরি-কন্দর
উদাস প্রাণে ভ্রমিছিনু প্রান্তর—
কতজনের কাছে ব্যথিত প্রাণে
মিনতি করেছি হইয়া কাতর।

কত যে কাঁটা ফুটিয়াছে পায়
কত যে আঘাত লাগিয়াছে গায়,
সকলের কাছে লাঞ্ছিত হইয়া
আজ তোমাকেই ভালবাসিয়াছি।

এসে অবেলায় অপরাধী-প্রায়
দাড়ায়ে রয়েছি তোমার দুয়ারে—
অহৈতুকী কৃপার কাঙ্গাল আমি,
সেবাধিকার দানে শোধ হে মোরে।

আমি তো তোমার, তুমি যে আমার
তুমিই আমার সকল-সার—
তুমি মোরে কভু ঠেলিও না দূরে,
কৃপা কর মোরে হইয়া উদার।

———

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর)

রামঘাটের দর্শন শেষ করিয়া সমস্ত তীর্থযাত্রীসহ শ্রীল মহারাজজী কীর্ত্তনানুগমনে পদব্রজে সোরগড়ের এক গৃহস্থভক্তের গৃহে শুভাগমন করিলেন। তথায় শ্রীল মহারাজজী নিকটবর্ত্তী যে সমুদয় লীলাস্থল আছে, তাহার সংক্ষেপ বর্ণন অতি উৎসাহ ও আনন্দভরে দান করিলেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলাকথা শ্রবণ করিয়া নিজদিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করিলেন ও শ্রীল মহারাজকে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে অভিনন্দিত করিলেন।

পয়গাঁও—এখানে শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধপান করিয়াছিলেন। এই গ্রামে সুন্দর কদম্বখণ্ড আছে। ছত্রবন—এখানে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে রাজা করিয়াছিলেন। শ্রীদাম কৃষ্ণের মস্তকোপরি ছত্র ধরিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সখাগণ ভৃত্য, অমাত্য প্রভৃতি হইয়াছিলেন। এই কৌতুক-লীলার জন্য স্থানের নাম ছত্রবন বা ছাতাই হইয়াছে, শ্যামরী ছত্রবনের চারিমাইল অগ্নিকোণ অবস্থিত। ইহা শ্যামাসখীর গ্রাম। এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামাসখীর বেশ ধারণ করিয়া শ্রীরাধারাণীর মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। শাঁখীগ্রাম—এখানে শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খচূড়কে বধ করিয়াছিলেন। উজানগাঁও বা উজানী—যমুনার তীরবর্ত্তী-স্থান। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলে শ্রীযমুনা উজান বহিয়াছিল। আরঝারি—এখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হোরী রণলীলা করিবার জন্য শ্রীরাধিকা সখীগণ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। রণবাড়ী—এখানে শ্রীরাধারাণীর সহিত কৃষ্ণের হোরীরণ হইয়াছিল। এই গ্রামে সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর সমাধি আছে। উমরাও—এখানে পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধিকাকে শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন অর্থাৎ রাধারাণীই গ্রামের অধিকারিণী। কৃষ্ণসখা মধুমঙ্গল এখানে আসিয়া উমরাও গ্রামের অধিশ্বরীকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করায় রাধারাণীর গণ মধুমঙ্গলকে বাঁধিয়া তাহার পরিচয় ও অন্যান্য খবর সংগ্রহ করিলেন। এই লীলা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার মাধব-মহোৎসব গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছিলেন। উমরাও গ্রামের পশ্চিমে শ্রীকিশোরীকুণ্ডের তটে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজনকুটীর। গোস্বামীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীরাধাবিনোদবিহারী বিগ্রহ ঐ কুণ্ড হইতে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীরাধা-

বিনোদ বর্ত্তমানে জয়পুরে আছেন। কামাই গ্রাম—বিশাখা সখীর জন্মস্থান। কাম্যই গ্রামের দক্ষিণে শীওপরশুগ্রাম। মথুরা যাইবার সময় 'শীঘ্র আসিতেছি'—এই কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন এবং "পরশু" আসিব পরশু গ্রামে বলিয়াছিলেন। করেলী গ্রাম—ললিতা সখীর জন্মস্থান। পেশাই গ্রাম—শ্রীকৃষ্ণ পিপাসার্ত্ত হইলে বলদেব জলপান করাইয়াছিলেন, এখানে বৃহৎ ও মনোরম কদম্ববন আছে। আজনক গ্রাম—এখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণীকে অঞ্জন পরাইয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে শ্রীল মহারাজজী শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা স্মরণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধপ্রায় হইয়া পুত্তলিকাবৎ অবস্থান করিলেন।

বিহারবন—আমরা ভক্তগৃহে মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া—বিশ্রামান্তে বিহারবনে প্রবেশ করিলাম। এই বনের প্রাকৃতিক শোভা এখনও সগর্ব্বে বিস্তার করিয়া পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। ব্রজমণ্ডলের অধিকাংশ বনই পরিক্রমা করিলাম কিন্তু বিহার বন এখনও তাঁহার নিজস্ব ধারায় অবস্থান করিয়া কৃষ্ণ-বলরামের স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। আমরা বনের মধ্যে পথ ভুলিয়া এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতেছি। আর কীর্ত্তনের ধ্বনি শ্রবণে তাহার অনুগমন করিবার চেষ্টা করিতেছি। বন পরিক্রমাকালে কাহারও বসন, ওড়না, কাহারও চাদর ছিঁড়িয়া গিয়াছে বনের দুর্গমত্বের জন্য। কাহারও চুলের খোঁপা আটকে গিয়াছে কাঁটার তাড়ায়। পিলুবনের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে যাত্রীগণ আকর্ষণীয় পিলুফল সংগ্রহ করিলেন। অবশেষে বিহার বনে বলরামের রাসস্থলীতে আমরা সকলে একত্রিত হইলাম। তথা হইতে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন করিয়া মন্দির সংলগ্ন কুণ্ডের জল স্পর্শ করিলাম। কৃষ্ণানুসন্ধানে গোপীগণ যেমন বনে বনে ঘুরিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমরাও তদ্রূপ বনের অধিশ্বর শ্রীবলদেব প্রভুর মন্দির অনুসন্ধানে বনে বনে ঘুরিয়া ক্লান্তদেহে বনের ছায়াপথে বসিয়া পড়িলাম। যাত্রাপথের শেষে বিহার বনের স্মৃতি স্মরণ করিয়া আমরা বাসের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম, দুখানা বাস তার যাত্রীর জন্য অপেক্ষমান।

সকলে আমরা বিহারবনের সন্নিকটে সমবেত হইয়া বিহারবনকে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিলাম। শ্রীল মহারাজজীর আদেশে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের যাত্রী যাঁরা শ্রীপাদ বিশ্বরূপ প্রভু ও শ্রীপাদ হরিসাধন প্রভুর তত্ত্বাবধানে

আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে শ্রীল নারায়ণ মহারাজকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইয়া ও সমবেত ভক্তবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে শ্রীবৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বিদায়ক্ষণের দৃশ্য চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিল। অবশেষে আমরা শ্রীল মহারাজজীর অনুসরণে দ্বিতীয়বাসে মথুরার উদ্দেশে যাত্রা করিয়া রাত্র ৭।৩০ মিঃ মথুরাস্থিত শ্রীকেশবজী মঠে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলাম।

তালবন—পরদিন প্রত্যূষে পরমপূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজের নিয়ামকত্বে তালবন যাত্রা আরম্ভ করিলাম বাসযোগে। বাস হইতে নামিয়াই আমরা পদব্রজে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে দূর হইতে তালবন দর্শন করিলাম এবং বনে প্রবেশের যাত্রা আরম্ভ হইল। নামে তালবন কিন্তু বর্ত্তমানে কোন তালবৃক্ষ দৃষ্ট হইল না। আমার অপ্রাকৃত দর্শনের অভাবই উহার একমাত্র কারণ। সেবোন্মুখ বৃত্তিদ্বারা সবই সম্ভব হইতে পারে। যাহা হউক, আমরা বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার অনুগমনে অগ্রসর হইতেছি। তালবনের বর্ত্তমান নাম তারণী। দূর হইতে উচ্চভূমিতে তালবনের মন্দির দেখা যাইতেছিল। আমরা পরিক্রমা করিতে করিতে 'বলভদ্র কুণ্ডে' উপস্থিত হইলাম, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পুষ্করিণীর জল স্পর্শ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম ও সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিয়া তালবনে মন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরের অভ্যন্তরে সিংহাসনে মধ্যবর্ত্তীস্থানে শ্রীবলদেব, দক্ষিণে বংশীধারী ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, বলদেবের বামে শ্রীরেবতীজী। রামানন্দী সম্প্রদায় এই মন্দিরের পূজারী, পরমপূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ সংক্ষেপে তালবনের লীলাকথা বর্ণন করিলেন, তালবনে শ্রীবলদেব ধেণুকাসুর বধ করিয়াছিলেন। একদিন শ্রীরাম-কৃষ্ণ সখাগণের সহিত বৃন্দাবনের বিভিন্ন বনে প্রবেশ করিয়া গোচারণাদি ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ সখাগণ তালবনের তালফল খাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মহাবলশালী ধেনুকাসুর গর্দ্দভের রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই ঐ তালবনে অবস্থান করে। সুপক্ক তালের গন্ধে মাতোয়ারা সখাগণের মনোবাসনা বলদেব দুরাত্মা ধেনুকাসুরকে বধ করিয়া পূরণ করেন। ভগবান গো-পালনকালে প্রিয় সখাগণের সুখের নিমিত্ত বহু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে 'তালবন' লীলা অন্যতম। যাহারা এই লীলারস আস্বাদন করিতে চান, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।১৫শ অধ্যায়) আলোচনা করিবেন।

"তাল বনে প্রভু তাল-রক্ষক অসুরে।
বধিল কৌতুকে সুখ সবার অন্তরে॥" (ভঃ রঃ ৫ম ভঃ)

কুমুদবন—তালবন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে 'কুমুদ বন' বা কুদর বন। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'কুদর বন' বলিয়া থাকেন। রাস্তা ভাল না থাকার দরুন আমরা দূর হইতে কুমুদবনের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলাম। কুমুদশোভিত স্বচ্ছ সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি লীলা করিয়াছিলেন, সেইজন্য এইস্থান 'কুমুদবন' নামে কথিত হইয়াছে। এইস্থান 'জল-শয্যা বিহার স্থান' বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর দ্বাদশবন-ভ্রমণ-লীলা প্রকটকালে এইস্থান পদাঙ্করঞ্জিত করিয়াছিলেন। এই বনে শ্রীবল্লভাচার্য্যের বৈঠক আছে।

মধুবন—দ্বাদশবনের মধ্যে মধুবনই প্রথমবন। মধুবনে মধুদৈত্যের বাসস্থান ছিল। তাহারই নামানুসারে "মধুবন" নাম হইয়াছে। মধুবনে ভগবান হরি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীবলদেব মধুপান লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে মধুদৈত্য মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিয়া মথুরা বা মধুপুরী প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুত্র লাবণাসুরকে পরাজিত করিয়া রামচন্দ্রের আদেশে শত্রুঘ্ন অধিকার করেন, সূর্য্যবংশীয় হর্য্যক্ষ মধুদৈত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া মথুরাতে রাজধানী স্থাপন করেন।

মধোর্বনং প্রমথতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।
মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা॥
(স্কান্দে মথুরা-মাহাত্ম্য, ২৩শ অধ্যায়)

"মধুদৈত্য বধ এথা কৈল ভগবান্।
এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান॥" (ভক্তিরত্নাকর)

মধুবনের বর্ত্তমান নাম মহোলি। মথুরাসহর হইতে প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত। মধুবনে প্রবেশ করিয়া আমরা দূর হইতে ধ্রুবটীলা দর্শন করিলাম। মধুবনের আকর্ষণই ধ্রুবটীলা। মধুবনের মধুকুণ্ডের তীরে গিয়া কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিলাম। যাত্রীদের কেহ কেহ কুণ্ডের জল শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সংগ্রহ করিলেন নিজস্ব পাত্রে। মধুকুণ্ডের সন্নিকটে মধুবন বিহারীর মন্দির দর্শন করিলাম, মন্দিরের চূড়া নাই; সাধারণ গৃহের আকার। মধুবনবিহারী বিষ্ণুমূর্ত্তি। তাঁহার ডানহাতে মালা ও বামহাতে খড়্গ যাহা-দ্বারা তিনি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। মহোলির কিছু দূরে

একটি গোফা আছে যেখানে মধুদৈত্য বাস করিত ও উহার বধস্থান। যাহা হউক শ্রীমধুবন বিহারীর নিকট শ্রীমতীর দর্শন মিলিল না।

ধ্রুবটীলা—মধুবন হইতে মথুরার দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে উচ্চ-টীলার উপর ধ্রুবের তপস্যা-স্থান। পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ গভীর আগ্রহে মহোলিগ্রামের মাঠ পার হইয়া আস্তে আস্তে টীলার উপর ধ্রুবের তপস্যা-স্থান দর্শন করিবার জন্য উপনীত হইলেন। মধুবনে পঞ্চমবর্ষীয় বালক ধ্রুব নারদের উপদেশে পদ্মপলাশলোচন নারায়ণের উপাসনা আরম্ভ করেন। স্বায়ম্ভুবমনুর পুত্র উত্তানপাদের দুই স্ত্রী ছিলেন—সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব ও কনিষ্ঠা স্ত্রী সুরুচির গর্ভে উত্তমের জন্ম হয়। সুরুচির কঠোর নির্ম্মম বাক্যেই ধ্রুব হরিভজনের জন্য বনে বাহির হইলেন! ধ্রুবটীলাতে ৬ মাস কঠোর আরাধনা করিয়া ধ্রুব শ্রীভগবদ্দর্শন লাভ করেন। শ্রীহরির আদেশে ধ্রুব ৩৬ হাজার বৎসর রাজত্ব করিয়া ধ্রুবলোকে গমন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়ে ধ্রুব মহারাজের লীলার কথা আস্বাদন করা যায়। দেবর্ষি নারদ ধ্রুবকে উপদেশ দান করেন, যথা—

তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥ (ভাঃ ৪।৭।৪২)

অতএব হে বৎস, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যমুনা তটস্থিত পরম পাবন মধুবনে গমন কর। কারণ, শ্রীহরি সেই মধুবনে নিত্য অবস্থান করেন। বহু সুকৃতিফলে আমরা এই মধুবনে ধ্রুব মহারাজের তপস্যা স্থান দর্শন লাভ করিলাম। ধ্রুবটীলার উপরে মন্দিরের অভ্যন্তরে চতুর্ভুজ পদ্মপলাশলোচন শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি, শ্রীগোপালদেব ও শ্রীশালগ্রাম, অপর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ধ্রুব ও মহাবীর হনুমানজীর মূর্ত্তিও দর্শন লাভ হইল। টীলার নিম্নভাগে আশেপাশে ছোট ছোট বন আছে। ময়ূর ও অন্যান্য বন্য পক্ষীকুল মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধুবনের কৃষ্ণকুণ্ডের উত্তর দিকে দাউজী বা বলদেবের মন্দির। আমাদের কীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া উক্ত মন্দিরের সেবাইত আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চ দর্শন করিলাম। শ্রীমন্দিরে শ্রীবলদেব প্রভুর দক্ষিণ হস্তে এবং বামহস্তে মধুপানপাত্র। পরম পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজের অনুরোধে মন্দিরের সেবাইত মধুবনের লীলাকথা হিন্দিতে সুন্দরভাবে পরিবেশন করিলেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ বাংলা ভাষায় তাহা পরিবেশন করিয়া উপস্থিত ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। মধুকৃষ্ণ

মাধব হইতেই মধুবনের উৎপত্তি ইহাও অনেকে বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে গোচারণ করিতে করিতে ভক্তিরস মধুপান করিতে করিতে বহু লীলারস আস্বাদন করেন; ইহা সখ্যলীলার স্থান। গুরুতত্ত্ব বলদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া আমরা সংকীর্ত্তনের অনুগমনে বেলা ২টায় শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

ভাণ্ডীর বন—বর্ত্তমান যান্ত্রিকযুগ দূরত্বকে নিকট করিয়া দিয়াছে। হরিভজনপ্রিয় বৈষ্ণবগণও এই সুযোগ গ্রহণ করেন যান্ত্রিকযুগকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করিয়া যন্ত্রের যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতেছেন। আমরাও সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ভাণ্ডীরবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। সংকীর্ত্তন পরিক্রমার অনুগমনে। পরম পূজ্যপাদ নারায়ণ মহারাজ প্রচুর উৎসাহের সহিত আমাদিগকে কৃষ্ণলীলার স্থান দর্শন করাইবার জন্য বহু যত্ন করিয়া ভাণ্ডীর বনে সকাল ৭৷৷০ ঘটিকায় উপস্থিত করাইলেন। ভাণ্ডীরবনে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে আমরা ভাণ্ডীরবট বা অক্ষয়বট বৃক্ষের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিলাম। স্থানীয় অধিবাসীগণ আমাদের সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি শ্রবণে অক্ষয়বটের নিকট সমবেত হইলেন। শ্রীল নারায়ণ মহারাজ কৃষ্ণলীলায় বিভাবিত হইয়া পরম আনন্দ সহকারে অক্ষয়-বটের কথা পরিবেশন করেন। কৃষ্ণবিরহে অক্ষয়বটের অন্তর্দ্ধান। কৃষ্ণ সখাগণ সহ এস্থানে গোচারণে আসেন, অক্ষয়বট বা ভাণ্ডীর বট ১০।১২ মাইল বিস্তার লাভ করিয়া যমুনা নদীর এপার ওপার ডালপালা প্রসার করিয়াছিল। কৃষ্ণলীলা হইতেই অক্ষয় বট আরম্ভ হইয়াছে। নিকটে ছোট ছোট গুঞ্জবন দৃষ্ট হইল। এইস্থানে ভাণ্ডীর কুণ্ড আছে। কৃষ্ণ সখাগণের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য বেণুদ্বারা কূপ খনন করিয়া পাতাল হইতে জল আনয়ন করিয়াছিলেন। এই বেণুকূপ প্রসিদ্ধ। সুবলবেশে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত এইখানে মিলিত হইয়া নানাবিধ লীলা করিয়া-ছিলেন। বলরাম কংসের চর প্রলম্বাসুরকে এই বনে বধ করেন। রাসস্থলীও বলা হয় এই স্থানকে সখীরা রাসের নৃত্যে শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়িলে কৃষ্ণ বেণুর ধ্বনিতে পাতাল হইতে জল আনয়ন করিয়া সখীদের শ্রান্তি অপনোদন করেন। অষ্টসখী সুবল, সুদাম, মধুমঙ্গল প্রিয়নর্ম্ম সখাসহ কৃষ্ণ অদ্ভুত অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করেন। এই ভাণ্ডীর বনেই ব্রহ্মা অগ্নিসাক্ষী করিয়া রাধারাণীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—সখাগণ গাভীগুলিকে ছাড়িয়া কৃষ্ণের সঙ্গে হাস্যকৌতুক করিতেছিলেন। এদিকে গাভীগুলি কচিঘাসের আশায় গুঞ্জবনে প্রবেশ করিল। "কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া ভোগ বাঞ্ছা করে। নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥" এইস্থানে কৃষ্ণের দর্শন করিয়া ভোগবৃত্তির লোভে গাভীগণ অন্যত্র চলিয়া গেল। কৃষ্ণ সখাগণও গাভীর সন্ধানে চলিলেন। কংসের অসুরের দ্বারা গাভী ও সখাগণ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইলে, সখাগণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন। "'কৃষ্ণ' যদি মুখে বলে একবার। মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥" এই বাণীর সার্থকতা কৃষ্ণ এখানে প্রয়োগ করিলেন। দাবানলে প্রজ্জ্বলিত গোপবালকগণকে কৃষ্ণ চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিলেন এবং কৃষ্ণ অগ্নি পান করত সখা ও গাভীদের উদ্ধার করিয়া অক্ষয়বটের নিকট উপস্থিত করিলেন। তাহারাও রাধাকৃষ্ণ ও সখীগণকে এখানে উপস্থিত দেখিলেন। সখী ও সখাগণ যেস্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মল্লভূমিও আমরা দর্শন করিলাম। ভাণ্ডীর বনে পরিক্রমা করিয়া কৃষ্ণের বহু লীলার কিঞ্চিৎ দর্শন ও শ্রবণের সুযোগ হইল। যাত্রীবৃন্দ খুব উৎসাহের সঙ্গে বন পরিক্রমা করিলেন এবং গভীর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কথা শ্রবণ করিলেন। ভাণ্ডীর বনের অধিবাসীরা মহারাজের হাতে দধিভাণ্ড দিয়া নিজদিগকে ধন্য মনে করিলেন, ভক্তবৃন্দও কিঞ্চিৎ দধি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন. ভাণ্ডীর বনেও বংশীবট দৃষ্ট হইল, এইস্থানে কৃষ্ণ মহারাস করিয়াছিলেন। বংশীধ্বনি শুনিয়া গাভীগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল। কালিন্দী, যমুনা, গঙ্গা সকলের সমাবেশ হইল। শ্যাম পলাইয়া গিয়া তমালবৃক্ষ দ্বারা পরিবৃত হইলেন, আরো কত কি? বন ভ্রমণ না করিলে এইসব দেখা ও শ্রবণের ভাগ্য হয় না। সেইজন্য চাই শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ।

মাঠবন—আমরা বাসযোগে মাঠ বনে উপস্থিত হইলাম, ইহা একটি উপবন। ভাণ্ডীরবন হইতে দুইমাইল দক্ষিণে এই বন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-স্থান। মাঠ-অর্থে মাটীর পাত্র। বৃহৎ বৃহৎ মাটির ভাঁড়, দধিভাণ্ড এইস্থানে প্রস্তুত হয় বলিয়া এই স্থানের নাম মাঠবন। গোপীগণ এইস্থান হইতে মাথায় করিয়া মাটির ভার বহন করিতেন। এইস্থানে আমরা নৃসিংহ-দেবের মন্দির ও গোরা দাউজী মন্দির দর্শন করিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু এই বন দর্শন করিয়াছেন। মাঠবনে আমাদের শত শত গাভীর সমাবেশ দর্শন করিয়া কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনা লাভ করিলাম।

দর্শনের বহু স্থান আছে। তবে আমাদের আরো অনেক পরিক্রমা করিতে হইবে বলিয়া মানস-সরোবর—গ্রামের নাম পিগ্রোধী, এখান হইতে পাণিগাঁও—যেস্থানে কৃষ্ণ দুর্ব্বাসা মুনিকে ভোজন করাইবার জন্য লীলা বিস্তার করিয়া শ্রীগোপীগণকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের দ্বারা দুর্ব্বাসা ঋষিকে ভোজন করাইয়াছিলেন। যে-স্থলে গোপীগণ যমুনা পার হইয়াছিলেন, তাহার নাম পানিঘাট। এইসব লীলা গর্গসংহিতাতে পাওয়া যায়। অতএব আমরা শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াই শ্রীবলদেবস্থলীঅভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিলাম। কারণ শাস্ত্র বলেন, কর্ণের দ্বারাই দর্শন হয়। এই বিশ্বাস করিয়া শ্রীল মহারাজের আনুগত্যে আমরা আরো উত্তম উত্তম স্থান দেখিবার জন্য বাসযোগে রওনা হইলাম।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা কালীন যে-সব লীলাস্থলী আমরা দর্শন করিলাম সেই স্থানের নামের একটী বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীকৃষ্ণলীলার উদ্দীপক স্থানগুলি শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলার সঙ্গে জড়িত। সেইহেতু স্থানের নামগুলিও লীলা-বিষয়ক। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ মুনি-ঋষিগণের উপদেশে চৌরাশী ক্রোশব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাস্থলির মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহের লীলানুযায়ী নামকরণ করেন। অদ্যাপিও গ্রামসমূহের সেই সকল নাম প্রচলিত রহিয়াছে।

মথুরার মেলা-মহোৎসবের সংক্ষিপ্ত দিন-পঞ্জী

মথুরাপুরী নিত্য মেলা-মহোৎসবময়ী, অনুষ্ঠানপর মেলা-মহোৎসবাদি তথায় নিত্য সংঘটিত হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মেলা-মহোৎসবের তালিক, দেওয়া হইল—

১। বৈশাখী শুক্লা চতুর্দ্দশী নরসিংহলীলা—গৌরপাড়া, মাণিকচক ও দ্বারকাধীশের মন্দিরে।

২। বৈশাখী পূর্ণিমা—মথুরা পরিক্রমা 'বনবিহার' নামে প্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাট মেলা।

৩। জ্যৈষ্ঠী শুক্ল-একাদশী—দশাশ্বমেধ ঘাট-এ দ্বিপ্রহরে শ্রীযমুনায় স্নান এবং সন্ধ্যায় গোকর্ণের টিলায় মেলা।

৪। আষাঢ়ী শুক্লা-দ্বিতীয়া—রথযাত্রা।

৫। আষাঢ়ী শুক্লা একাদশী—শ্রীমথুরা, শ্রীগরুড়গোবিন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা।

৬। শ্রাবণী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হিন্দোল-উৎসব ; শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রাবণী শুক্লাপঞ্চমী হইতে পঞ্চতীর্থের মেলা আরম্ভ হয়। যাত্রিগণ প্রথম দিন—বিশ্রামঘাট হইতে মধুবন ; দ্বিতীয় দিন—শান্তনুকুণ্ড ; তৃতীয় দিন—গোকর্ণেশ্বর ; চতুর্থদিনে ডুটীকরাতে গরুড়গোবিন্দ দর্শন করিয়া পঞ্চম দিনে বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে উপনীত হন।

৭। শ্রাবণী শুক্লা একাদশী—মথুরা পরিক্রমা এবং পবিত্রারোপণ উৎসব।

৮। ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী—শ্রীকেশবদেবের মন্দিরে এবং মথুরার সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী-ব্রত। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠান।

৯। ভাদ্রকৃষ্ণা একাদশী—সাধারণ বনযাত্রা এই দিবস হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫ দিবসকাল স্থায়ী হয়। ঐ দিবস তাহারা মধুবন, তালবন ও কুমুদবন ভ্রমণ করেন।

১০। আশ্বিনী কৃষ্ণাষ্টমী—মথুরা পরিক্রমা এবং ৫ দিন যাবৎ রাসলীলা উৎসব।

১১। আশ্বিনী শুক্লাদশমী—দশহরায় রাবণ বধ ও শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব।

১২। আশ্বিনী পূর্ণিমা—শরৎপূর্ণিমা, সারারাত্র ভগবদ্দর্শন ও মেলা-মহোৎসব হয়।

১৩। কার্ত্তিকী অমাবস্যায়—দীপদান উৎসব, শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা তৎপর দিবসে অন্নকূট-মহোৎসব।

১৪। কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়া—গোবর্দ্ধন হইতে অন্নকূট দর্শনান্তর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিশ্রামঘাটে মেলা ও উৎসব হয়।

১৫। কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী গোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী রাধাকুণ্ড ও মথুরা-পরিক্রমা।

১৬। কার্ত্তিকী শুক্লা একাদশী—মথুরা গরুড়গোবিন্দ ও বৃন্দাবন-পরিক্রমা।

১৭। মাঘী শুক্লা পঞ্চমী—বসন্ত উৎসব।

১৮। ফাল্গুনী পূর্ণিমা—হোলিলীলা-উৎসব।

১৯। চৈত্র শুক্লা নবমী—রামনবমী-উৎসব।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

—সমাপ্ত—

পরমারাধ্য পরমগুরুদেবের বিরহ-বাসরে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের বক্তৃতার সারাংশ

শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ বিরহ-বাসরে হরিকথা বলার ও শোনার সুযোগ করিয়ে দেন। ভারতে ও বাহিরে সর্ব্বত্র জন্ম ও মৃত্যু-তিথি উপলক্ষে সভা-সমিতি হইয়া থাকে। এইসব সভা-সমিতি সাধারণ কোন কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগবীর প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-অর্পণের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। সাধারণের এইসব সভা-সমিতির সহিত আমাদের সমিতির পার্থক্য কোথায়? তাহাদের যেরূপ সভা-সমিতি আমাদেরও কি সেইরূপ?

শ্রদ্ধার পাত্র অনেকে আছেন। যাঁরা আমাদের খাওয়া-দাওয়ার, পরার ব্যবস্থা করছেন, তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, আবার জন্মলাভ করি যাঁর ঔরসে, তিনিও শ্রদ্ধার পাত্র। শাস্ত্রে তিন রকম গুরুর কথার উল্লেখ আছে—জন্মদাতা পিতা প্রথম গুরু, যিনি উপনয়ন সংস্কারাদি প্রদান করেন, তিনি দ্বিতীয় গুরু এবং দিব্যজ্ঞান লাভ যাঁর কাছ হইতে হয়, তিনি তৃতীয় গুরু। আমরা যে শ্রদ্ধা করি তা' এঁদের প্রতিই প্রযোজ্য। প্রাথমিক ও লৌকিক গুরুকেই জগতের অধিক সংখ্যক লোক জানেন এবং মানেন। আবার কিছু সংখ্যক যাঁরা এর থেকে বেশী কিছু আছে জেনেছেন, বুঝেছেন। পারমার্থিক মঙ্গল যাঁরা চান তাঁহারা অন্য কিছু চাইছেন। ব্রাহ্মণ-কুমারের উপনয়ন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তিনি শূদ্র। এইরূপভাবে বর্ণাশ্রম বিচারের কথা বলা আছে।

সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তি লাভ হয়। আমরা নিজেদের বিচারকে বহুমানন করি, কিন্তু শাস্ত্রের যে বিচার, তাহা অভ্রান্ত। ব্যবহারিক গুরুকে যথার্থ গুরু বলা হয় না।

মুক্ত পুরুষগণের দুইরূপ আচরণ আছে, কতকগুলো তাঁদের নিজস্ব এবং কিছু লোকশিক্ষার জন্য। নিজস্ব শিক্ষাগুলি কখন অনুসরণীয় বা গ্রহণীয় নহে, সাধুগুরুগণের উচ্ছিষ্টভোজী ভৃত্য আমরা, তাঁরা কৃপা করে যেটুকু অবশিষ্ট রাখবেন, সেইটুকু গ্রহণ করতে হবে। গুরু-বৈষ্ণবের বাক্য লঙ্ঘন করে কিছু করতে গেলে পারমার্থিক লাভ হবে না। গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ তিন একরূপ। "সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।" শাস্ত্র আলোচনায় জানা যায় গুরুদেব ভক্তরাজ, প্রিয়তম সেবক—শ্রেষ্ঠ সেবক, বৈষ্ণবপ্রবর, বৈষ্ণবই গুরু। গুরুদেব যদি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ হন, তবে গুরুদেবের বন্দনার পর আবার পৃথক করে বৈষ্ণব

বন্দনা কেন? দীক্ষাগুরু একবচন আর শিক্ষাগুরু বহুবচন। দীক্ষাগুরু একজন হইবেন, কিন্তু শিক্ষাগুরু বহুজন হ'তে পারেন। সদ্‌গুরুতে পূর্ণ বৈষ্ণবতা দর্শন হইলেও শিক্ষাগুরুবর্গের বন্দনার প্রয়োজন, অনন্তকোটি জীব আমাদের শিক্ষাগুরু হইতে পারেন।

গৌড়ীয় দর্শনে চৈত্যগুরু, দীক্ষাগুরু ও মহান্তগুরু প্রভৃতি তত্ত্বের আলোচনা করেছেন। আমরা রূপানুগা ; রূপ-সনাতন গুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে যে বিচারধারা দেখিয়েছেন তাহাই শ্রেষ্ঠ, তার চেয়ে আর কোন উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা নাই। তাঁহারা শাস্ত্রসকল মন্থন করে সেইসব বিচার রেখে গেছেন জীবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে, কিন্তু আমরা হতভাগ্য।

আমাদের গুরুবর্গ সেইসব গোস্বামীবর্গের দর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে রূপ-সনাতনের চেয়েও বেশী কিছু বলেছেন। রূপ-সনাতন যা বলেছেন তার অন্তর্নিহিত ভাব এবং যেটা তাঁরা চাপা দিয়ে রেখেছেন সেইগুলি গুরুবর্গ ক্রমশঃ প্রাঞ্জল ভাষায় জানিয়েছেন। "বাপের চেয়ে ছেলে বড়" কথাটী হয়ে যাচ্ছে—তত্ত্ব সিদ্ধান্তের বিচার, যার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতার মধ্যে আছে "আমি রাধাগোবিন্দকে জানিনা, গৌর-গদাধরকে চিনিনা, নিতাই-গৌরকে জানি না, কিন্তু রূপ-সনাতনকে জানি।" রূপ-সনাতনের বদান্যতাকে লক্ষ্য করেছেন, তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়া রূপ-সনাতনের শিক্ষার চরম উৎকর্ষ স্থাপন করেছেন। পাদ-পূরণের কথা আছে—যেমন জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের পাদপূরণ স্বয়ং ভগবান্ এসে করে গিয়েছিলেন। ভক্তের বিচারধারাকে ভগবান্ বহুমানন করে থাকেন, সেইরূপ ভক্তও ভগবানের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। ভগবানের বক্তব্য, তাঁর হৃদয়ের কথা ভক্ত প্রকাশ করেন। কোথাও ভক্ত ভগবানের ইচ্ছা পূরণ করেন, আবার ভগবানও ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করেন। এইসব সূক্ষ্ম বিচার গুরুবর্গ না জানালে আমরা জানতে পারতাম না।

পশুবৎ যারা জীবন যাপন করছেন তাদের জন্য এইসব বিরহ-মহোৎসব নহে, গুরুবর্গের বৈশিষ্ট্য আলোচনা, কীর্ত্তনের প্রয়োজন। আবির্ভাবে তিরোভাব-স্মৃতি ও তিরোভাবে আবির্ভাব-স্মৃতি—দুইই একতাৎপর্য্যপর —দুইই মঙ্গলকর।

বিরহ শব্দটী বলা হয় কেন? প্রাকৃত জগতের বিরহ, আর ভক্তের বিরহ-জ্বালা কি একপ্রকার? প্রাকৃত জগতের বিরহ প্রাকৃত বিচ্ছেদ।

অপ্রাকৃত জগতে বিরহ-মিলন বোঝার জিনিষ। এর ব্যাখ্যা কে করবে—যিনি সেই অপ্রাকৃত বিরহ-মিলন অনুভব করেছেন, তিনিই বলতে পারবেন, যার সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়েছে তিনিই বলতে পারেন। অপ্রাকৃত বিরহ-মিলনকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করেছেন, তিনি ব্যাখ্যা করবেন, কিন্তু অনুভব এক জিনিষ এবং ব্যাখ্যা আর এক জিনিষ। বিরহ-শব্দের ঠিক ঠিক অর্থ অনুভবের অনুভূতির বিষয়, সেটার প্রকাশ কি করে হবে? ভাষার দ্বারা এর রূপ দেওয়া যায় কি? যাঁরা এটা অনুভব করেছেন, সেই অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন, তাঁরাই ভাবের সাহায্যে বুঝবেন।

প্রাথমিক অবস্থায় এবং চরমেও সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ের কথা বলা আছে। সাধুর বর্ত্ম অনুসরণ। সাধু বলতে কাকে শ্রেষ্ঠ বলব—আমার গুরুপাদপদ্ম তিনি যদি জানিয়ে দেন তবেই বুঝব, জানব নইলে জানব না। গায়ত্রী প্রদাতা গুরু, তিনি তত্ত্ববস্তুকে জানাচ্ছেন; গুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না, কিছু পাওয়া যাবে না, তবে হয়তো ভাবতে পারি কিছু পেয়েছি বা জেনেছি।

বিরহ-শব্দ অপ্রাকৃত জিনিষ, যখন মিলন হয়েছে তখনই বিরহ, স্ব-স্ব ভূমিকায় বুঝবে। অপ্রাকৃত ভূমিকায় কল্পনার স্থান নাই। প্রাণ আছে তার, সে-হেতু প্রচার Practical ভুয়ো নহে, কল্পনা নহে—বাস্তব আচার প্রচার।

ভুল বিচার নিয়ে অনেকেই বসে রয়েছি। প্রভুপাদ তাই বলেছেন, আমি যা বলতে এসেছিলাম তা কেউ বুঝল না, নিলনা, তাই চুপ করলাম। জগতের লোকেরা শুধু খাওয়া-পরা নিয়ে ব্যস্ত। অন্তরঙ্গ মুষ্টিমেয়কে তিনি বলেছেন, তার মধ্যে আমার গুরুপাদপদ্ম ছিলেন।

দুনিয়ার লোক হতভাগা; কে রাম, কে হরি জানে না, সেইজন্য প্রভুপাদ সেই কয়েকজনের মধ্যে বীজ রোপণ করে গেলেন, যা'তে পরে সেই বীজ ফলে ফুলে শোভিত হয়। "বিধিমার্গ রত জনে স্বাধীনতা রত্ন দানে রাগমার্গে করান প্রবেশ।" বিধিমার্গ মেনে চলতে হবে। স্মরণপন্থী অপ্রাকৃত অনুভূতি যার নাই, সে কি স্মরণ করবে? কীর্ত্তন প্রভাবে স্মরণ হ'বে—কীর্ত্তন হবে শ্রবণের পর—এইরূপ process আছে—গৌড়ীয় গুরু-বর্গের এইসব বিচার।

গুরুবর্গের মহিমা কীর্ত্তন করার জন্য এখানে আমাদের আহ্বান। দুনিয়ার লোকের ধৈর্য্য নাই, ত্যাগ স্বীকার নাই। পরস্পর আলোচনার

দ্বারা মঙ্গল, এর মধ্যে হিংসা, মাৎসর্য্য নাই, 'পরমনির্ম্মৎসরানাং সতাং' নির্ম্মৎসরগণের কথা কাহারও প্রতি অনুরাগ বিরাগের কথা নাই। পর ধর্ম্মের কথা, ভাগবত-ধর্ম্মের কথা; জড়বাদ নাই, খাওয়া-দাওয়ার কথা নাই এর মধ্যে।

বহু মায়াবাদীগণও হরিনাম করেন। কিন্তু শেষে ভগবানে মিলিয়ে যাব এইরূপ বুদ্ধি রাখেন। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা রাখা প্রয়োজন। দেব-দেবীর পূজা-পার্ব্বণ করে নিজেদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা। অন্তরের ভাব শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করতে হবে—পুষ্প শ্রদ্ধাভক্তির প্রতীক, পুষ্পের মাধ্যমে হৃদয়ের বৃত্তি গুরুর সামনে তুলে ধরা হয়।

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভেদ ও অভেদ দুইই আছে "বিরুদ্ধসামান্তং ন চিত্রম্", যুগপৎ বিরুদ্ধভাব সামঞ্জস্য বিরহে মিলন প্রকাশ আর মিলনে বিরহ প্রকাশ—দুই পরস্পর পরিপূরক, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত নিত্যত্ব বিচার।

বিরহ-মহোৎসব, বিরহ মানে ক্লেশ দুঃখ, ক্রন্দন এটা প্রাকৃত ভূমিকার কথা। মিলনেও ক্রন্দন রসশাস্ত্রের বিচার। বিরহে উদ্বেলিত আনন্দ তখনও ছিলেন এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতে থাকবেন—নিত্যব্যাপার। সাধু-সজ্জনগণের আগমন নির্গমন দুই একতাৎপর্য্যপর, প্রিয়বস্তুকে হারিয়ে এখন হা-হুতাশ। তত্ত্ববস্তুর আগমন-গমন দুইই মঙ্গলজনক—তাই বিরহ-মহোৎসব। বিরহ-তিথির মাধুর্য্য-বৈশিষ্ট্যের অনুভবের বিষয়।

সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম আনুগত্যের ধর্ম্ম। গুরুবর্গ বলছেন, আমাদের যাকিছু সবই গুরুপাদপদ্মের নিকট হতে পেয়েছি। তত্ত্বসিদ্ধান্ত আহরণ করে গুরুপাদপদ্ম জগতে জানান। আমার গুরুপাদপদ্ম তিনি তার গুরুদেবের কথা বলিলেও তাহার কিছু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

মায়াবাদ নিরসনের জন্য গুরুপাদপদ্মের বিশেষ চেষ্টা ছিল। জগতের লোকের অবস্থা এখন "ভালমন্দ খাই হেরি, পরি চিন্তা হীন"—অপ্রয়োজনীয় বলে ভাবছি এইসব কথা। গুরুপাদপদ্মের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা মায়াবাদ দূর করার চিন্তা করে গেছেন, কারণ তিনি জানতেন মায়াবাদ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত লোকের যথার্থতঃ মঙ্গল নাই।

তাঁহার নিজস্ব অবদান বেদান্তে ভক্তিবাদ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, প্রভুপাদ তাঁকে দিয়ে বলিয়েছেন এবং এটা তিনি বিশেষ করে জগতে প্রচার করেছেন। প্রভুপাদের শিক্ষার আলোকে তিনি বেদান্ত অনুশীলন করে নামতত্ত্বের দার্শনিক বিচার জগতে প্রচার করিয়াছেন। বেদান্তসূত্রের সঙ্গে নামের

বিশিষ্ট্য বেদান্ত আরম্ভ ও শেষ হয়েছে নাম দিয়ে—অনাবৃত্তি শব্দাৎ অনাবৃত্তি শব্দাৎ—আবৃত্তি রসকৃৎ।

এই সমিতির নামকরণ করেছেন গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—গৌড়ীয়-বেদান্ত ভক্তিবেদান্ত জগতে প্রচার করেন। আনুগত্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন নবচূড়া শ্রীমন্দিরে নববিধা ভক্তি দেখিয়েছেন; চারি আচার্য্যের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

অসৎ নিরসন-চেষ্টা তার মত আর কেউ করেনি, সেইজন্য 'পাষণ্ডগজৈক-সিংহ' বলে অভিহিত করেছেন তাঁর এক সতীর্থ, বিরুদ্ধ মতবাদ, অপসিদ্ধান্ত দূর করতে কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেন। বিরোধীমতবাদগুলি কোনটাই তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি।

বাস্তব সত্যকথা বলতে ভয়কি? 'তারস্বরে কীর্ত্তন করব' এই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বসিদ্ধান্ত লিখতে গেলে আশ্রয় করতে হবে, অন্যের কাছে গেলে হবে না। গুরুবর্গের বিচারধারা গ্রহণীয়। গুরুদেবের কৃপাবলে মুষ্ট্যাঘাতে সমস্ত বিরোধীভাব চূর্ণ-বিচূর্ণ করব; এটা তাঁর দাম্ভিকতা নহে—এর মধ্যে তৃণাদপি সুনীচেন ভাব। গৌড়ীয় গুরুবর্গের কাছে তৃণাদপি ভাব শিক্ষা করতে হবে। জীবগোস্বামী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের কাছ হতে লিখিত জয়টীকা ফেরৎ নিয়ে, সেই পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করে, তাঁহার গুরুদেবের প্রতি আনুগত্যের চরম উৎকর্ষতা দেখিয়েছেন—এর মধ্যে তৃণাদপির চরমভাব।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলেছেন,—"এত শুনে যে পাপী নিন্দা করে তবে লাথি মার শিরের উপড়ে।" অপরদিকে শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রভু বলেন,—পুরীষের কীট হতে মুই সে লঘিষ্ঠ। জগাই মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ॥ মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়। মোর নাম লয় যেই তার পুণ্য হয়॥ এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে। এক নিত্যানন্দ বিনা জগত মাঝারে॥" এর মধ্যে সুন্দরভাবে দুইটী ভাবের সামঞ্জস্য।

গুরুদেবের সবটাই ভক্তি—শুধু হরিনাম এবং ভাগবত শ্রবণই ভক্তিকথার সব কর্ম্ম। এটা ঠিক নহে; আত্মশোধনের জন্য গুরুবর্গের গুণকীর্ত্তন। বিরহ জাগবে কার, যাহার সম্বন্ধ হয়েছে—বিরহ-তিথির মধ্যে গুরুবর্গের বাণী আলোচনা করব। "আবির্ভাব-তিরোভাব এই কহে বেদ।"

সংগ্রহীতৃ—শ্রীমতী উমারাণী দে

ঊর্জ্জব্রতকালে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির সেবক-বৃন্দের উদ্যোগে কার্ত্তিকব্রতকালে শ্রীধাম-বৃন্দাবন-পরিক্রমার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সমিতির সভাপতি-আচার্য্য মহারাজের আনুগত্যে ও সহঃ সভাপতি মহারাজের বিশেষ উদ্দিপনায় এই পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিগত ৯ই কার্ত্তিক (ইং ২৫।১০।৮০) রবিবার হাওড়া ষ্টেশন্ হইতে রিজার্ভ বগিতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নেতৃত্বাধানে প্রায় দেড়শত তীর্থযাত্রী ও অর্দ্ধশত মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ব্রজ-উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তদুপরি শিলিগুড়ি হইতে উত্তরবঙ্গ তথা আসামের যাত্রিগণ যাহাতে ব্রজে গিয়া উক্ত পরিক্রমায় যোগদান করিতে পারেন তজ্জন্য শিলিগুড়ি হইতেও একটি টুরিষ্ট কোচ রিজার্ভ করা হইয়াছিল। তাঁহারাও যথাসময়ে মথুরাস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয়মঠে গিয়া উপনীত হন। উভয় পার্টি একমাসব্যাপী ব্রজে অবস্থান করত বন ও উপবনসমূহ পরিক্রমণ এবং দর্শন করিতে থাকেন। এই সময় শ্রীবৃন্দাবনের বিভিন্ন স্থানে রাত্রি যাপন তথা কীর্ত্তনমুখে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-পরিক্রমাদিও হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত রিজার্ভ বাসযোগে জয়পুরে (রাজস্থান) শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-রাধাদামোদর ও করৌলীস্থ শ্রীমদনমোহন দর্শনেরও ব্যবস্থা ছিল এবং প্রত্যাবর্ত্তনের কালে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ আগ্রা অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এলাহাবাদ (ত্রিবেণী), কাশী, গয়া প্রভৃতিও দর্শনের ব্যবস্থা ছিল।

প্রায় একমাসব্যাপী তীর্থ-পরিক্রমণে যাত্রিগণ এতইপ্রীত ও উল্লাসিত হইয়াছিলেন যে-বিদায়ের কালে তাঁহারা অশ্রুসিক্ত নয়নে বৈষ্ণবগণের নিকট বিদায় প্রার্থনাপূর্ব্ব কবলিয়াছিলেন, "প্রতিবৎসর এই ভাবে পরিক্রমার ব্যবস্থা করিলে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ কৃতকৃতার্থ হইবেন। পুনঃ পরিক্রমা করিলে কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে সংবাদ জানাইবেন। যদি অন্য তীর্থাদি পরিক্রমা করেন সেই পরিক্রমাগুলিতেও অংশ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।"

বর্ষশেষে নিবেদন

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় বৈকুণ্ঠবার্ত্তাবহ "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" জগতের পারমার্থিক ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়া মায়া-জগতের সীমিত জ্ঞানের কাল-বিচারে এই সংখ্যা দ্বাত্রিংশ-বর্ষপূর্ত্তি করিতেছেন। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও এই পত্রিকা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পূরণের জন্য মরণের বিথীকায় অমৃতের বাণী ঘোষণায় বিরত হন নাই।

শ্রীগৌর ও গৌর-জনগণের মহিমা-কীর্ত্তনই মুখ্যত শ্রীপত্রিকার উদ্দেশ্য। বৈকুণ্ঠের বাণী বহন করাই ইঁহার প্রধান কৃত্য। বাস্তব সত্যকথা প্রকাশ করাই পত্রিকার লক্ষ্য। আত্যন্তিক মঙ্গল প্রদানেচ্ছাই ইহার বক্তব্য-বৈশিষ্ট্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়-দয়ার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ-চাতুর্য্যই ইহার প্রচেষ্টা। জগতে আমরা প্রত্যেকেই সুখ শান্তি-মঙ্গল-আনন্দ-প্রীতি প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষী, কোন্ পরিস্থিতিতে ইহার ক্ষণভঙ্গুরতা অবস্থা ও নিত্যতার উপলব্ধি হইতে পারে তার প্রতি চেতনা-বিশিষ্ট যাহাতে লাভ হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন। মরণের যুগে অমৃতের বাণী বিঘোষণা করিতে গিয়া হয়তো অনেকে ইঁহাকে উদার মনে গ্রহণ করিতে কষ্টবোধ করিতে পারেন, কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া গভীরভাবে বিষয়-বস্তু অনুধাবন করিলে উদারতার তাৎপর্য্য হৃদয়ম করিতে অসুবিধা হয় না।

প্রেয়ঃকাম মনোধর্ম্মী চিন্তাস্রোত পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত প্রকৃততে চৈতন্যতা আসে না। শ্রেয়ঃকামী আত্মধর্ম্মপিপাসা জাগরূক হইলে মনধর্ম্মের অসারতা উপলব্ধি হইতে পারে। আমরা নিয়তই অনুভব করিতে পারিতেছি যে, মনের স্থিরতা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেননা মন এখনই যাহা ভাল মনে করিয়া কামনা করে বা ভাল নয় বলিয়া বিবেচনা করে তাহা হয়তো পরক্ষণে বিপরীত জ্ঞান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে যাহার এইরূপ পরিবর্ত্তন তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিত্যশান্তির অবকাশ কোথায়? যে-বস্তু পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ সনাতন নহে তাহা কখনই নিত্য সুখ বা নিত্য আনন্দ দিতে পারে না। এই জন্য মনধর্ম্ম কখনই আত্মধর্ম্ম নহে। তজ্জন্য আত্মার নির্ম্মল আনন্দের কথা চিন্তা করিলে আত্মধর্ম্মের সাধনাই আত্যন্তিক মঙ্গলকামীগণের কাম্য। সুতরাং এই আত্মধর্ম্মের কথাই শ্রীপত্রিকা কীর্ত্তনে ব্রতী।

আমি সর্ব্ব-প্রকারে অযোগ্য হইলেও যাঁহাদের অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়ায় শ্রীপত্রিকার সেবায় আমাকে নিযুক্ত রাখিয়া অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করিতেছন, সেই শ্রীগুরু-বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণকমলরেণু শিরে ধরিয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের জয়গানের প্রচেষ্টা করিতেছি। ইহার মধ্যে যদি কোন দোষ-ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় তবে উহা আমারই অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা বিধায় সঙ্ঘটিত—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর যে-সমস্ত গুণের সমাবেশ হয় বা হইবে তাহা সবই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপালেশ-এর পরিণতিই সুনিশ্চিত। অতএব সজ্জন সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহাদের নিকট কোন দোষ-ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে উহা অপনোদনের নিমিত্ত অবগত করাইয়া বাধিত করিবেন যাহাতে আমরা তাহা আলোচনাপূর্ব্বক উহার যথাযথ মূল্যায়ন অনুধাবন করিতে পারি।

পরিশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, বিদ্যুতের অস্বাভাবিক বিভ্রাট, অন্যদিকে মুদ্রণের বিভিন্ন দ্রব্যাদির অত্যন্ত বর্দ্ধিত মূল্য হওয়ায় আর্থিক সঙ্গতির অভাব এবং বহু সময় সমিতির বিশেষ সেবাকার্য্যের জন্য স্থানান্তরে যাতায়াত করিতে বাধ্য হওয়ায় পত্রিকা যথারীতি প্রকাশে ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে। তজ্জন্য সহৃদয় গ্রাহকবর্গের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। দ্রব্যাদির মূল্য অধিক বর্দ্ধিত হওয়ায় আগামী বর্ষের পত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ৮·০০ টাকার স্থলে ১০·০০ টাকা ধার্য্য করিতে হইতেছে। গ্রাহকবৃন্দ কৃপাপূর্ব্বক উহা সহানুভূতির সহিত গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে সেবার সুযোগ প্রদান করিবেন, এই নিবেদন জানাইয়া বর্ষান্তে বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি।

পাষাণঃ পরিষেচিতোঽমৃতরসৈর্নৈবাঙ্কুরঃ সম্ভবেৎ
লাঙ্গূলং সরমাপতের্বিবৃণতঃ স্যাদস্য নৈবার্জ্জবম্।
হস্তাবুন্নয়তা বৃথাঃ কথমহো ধার্য্যং বিধোর্ম্মণ্ডলং
সর্ব্বং সাধনমস্তু গৌরকরুণাভাবে ন ভাবোৎসরঃ॥

—প্রকাশক

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি,
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন্—এন্-ভি-ডি-২৪৭

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষ্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ১লা চৈত্র, ১৩৮৭ (ইং ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৮১) রবিবার হইতে ৭ই চৈত্র (ইং ২১ মার্চ্চ) শনিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষ্যে শ্রীনবদ্বীপধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন-মুখে ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-পঞ্জী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—তাং ১৮।৮।১৩৮৭

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১লা চৈত্র (ইং ১৫।৩।৮১), রবিবার ;- (১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ২রা চৈত্র (ইং ১৬।৩।৮১), সোমবার ;— (৩)—**শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলেরদহ, সমুদ্রগড়, চাপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ৩রা চৈত্র (ইং ১৭।৩।৮১), মঙ্গলবার,— (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নুমুনি-স্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মায়াপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ৪ঠা চৈত্র (ইং ১৮।৩।৮১), বুধবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোনডাঙ্গা, মেঘারচর, বেলপুকুর ; অতঃপর কোলদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও পোড়ামাতলা।

৫। ৫ই চৈত্র (ইং ১৯।৩।৮১), বৃহস্পতিবার ;—(৮) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্মনিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন এবং শ্রীমুরারী গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ৬ই চৈত্র (ইং ২০।৩।৮১), শুক্রবার ;—**শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব**।

৭। ৭ই চৈত্র (ইং ২১।৩।৮১), শনিবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজের** নিকট পূর্ব্বপৃষ্ঠায় লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

জ্ঞাতব্য—যাত্রিগণ হাঙ্কা থালা ও ঘটি এবং যাঁহারা মঠে রাত্রিবাসে ইচ্ছুক তাঁহারা মশারীসহ বিছানা অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন।

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতি বৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন।

২। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সডাক বার্ষিক ভিক্ষা ৮'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৪'২৫ টাকা। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রায় ভিক্ষা অগ্রিম দিতে হইবে। ভি. পি.তে লইলে ডাক-খরচ স্বতন্ত্র লাগিবে।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক্ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড লিখিবেন।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।** নচেৎ কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন।

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **"কার্য্যাধ্যক্ষ অথবা 'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** তেঘরিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ (নদায়া)—ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী—

১। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠিকা)—২-০০, ২। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী) বার্ষিক—ভিক্ষা—৬-০০, ৩। শ্রীগৌড়ীয়গী-তিগুচ্ছ—৬-০০, ৪। সাংখ্য-বাণী—০০-২৫, ৫। মায়াবাদের জীবনী—৩-০০, ৬। প্রেম-প্রদীপ—২-৫০, ৭। প্রবন্ধাবলী—২-৫০, ৮। শরণাগতি—০০-৭৫, ৯। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—০০-৫০, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা—১-০০, ১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড)—২-৫০, ১২। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্—১-০০, ১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য—১-০০, ১৪। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—২-৫০, ১৫। জৈবধর্ম্ম (বাংলা)—১২-০০, ১৬। ঐ (হিন্দী)—১৫-০০, ১৭। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী—১-১০, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—৪-০০, ১৯। শ্রীদামোদরাষ্টকম্—১-০০, ২০। অর্চ্চন-দীপিকা—১-৫০, ২১। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—১-৫০, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—১৮-০০, ২৩। শ্রীগৌরাঙ্গ—৩'০০ ২৪। Shri Chaitanya Mahaprabhu—1'00.

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B/NDA-13

SHRI
GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি-প্রচার-কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ. (নদীয়া)।
রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক।

২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ, (হুগলী)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ।

৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ, পি।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ।

৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা
রক্ষক—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী।

৫। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ।

৬। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)
রক্ষক—শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস বাবাজী মহারাজ।

৭। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
রক্ষক—শ্রীমুরলীমোহন ব্রহ্মচারী।

৮। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি—৩৩/২, বোসপাড়া লেন, (কলিকাতা—৩)
রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

৯। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয়প্রচারকেন্দ্র, রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ।

১০। শ্রীকেশবগোস্বামী গৌড়ীয়মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ. (দার্জ্জিলিং)
রক্ষক—শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী।

১১। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (গোয়ালপাড়া), আসাম
রক্ষক—শ্রীবিশ্বরূপদাস ব্রহ্মচারী, বি, এ।

১২। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,—তুরা পোঃ. (গারো পাহাড়) মেঘালয়
রক্ষক—শ্রীসদাশিবদাস ব্রহ্মচারী।

১৩। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—পণ্ডিত শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ।

১৪। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ।

১৫। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেয়ারাপাড়া রোড্, নবদ্বীপ (নদীয়া)
রক্ষক—শ্রীবসুদেবদাস ব্রজবাসী।